সেবা প্রকাশনী

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ডের

ক্লিওপেট্রা

রূপান্তর: সায়েম সোলায়মান

অনুবাদ

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড-এর

ক্লিওপেট্রা

রূপান্তর ■ সায়েম সোলায়মান

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

ISBN 984-16-3179-2

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব অনুবাদকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০৫

প্রচ্ছদ: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮৯৪০৫৩ (M-M)
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: Sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

CLEOPATRA
By: Henry Rider Haggard
Trans. By: Sayem Solaiman

সেবা প্রকাশনী

তেতাল্লিশ টাকা

ক্লিওপেট্রা

সেবা প্রকাশনীর
ক'টি কিশোর ক্লাসিক

লিউ ওয়ালেস/কাজী মায়মুর হোসেন
বেন-হার
চার্লস নর্ডহফ ও জেমস্ নরম্যান হল/নিয়াজ মোরশেদ
বাউন্টিতে বিদ্রোহ
সারভান্তেস/নিয়াজ মোরশেদ
ডন কুইক্সোট
কানাইলাল রায়
কিশোর রামায়ণ
দশ কুমার চরিত
শেক্সপীয়ার/কাজী শাহনূর হোসেন
নাটক থেকে গল্প
ভিক্টর হুগো
লা মিজারেবল/ইফতেখার আমিন
দ্য ম্যান হু লাফস/শেখ আবদুল হাকিম
চার্লস ডিকেন্স/নিয়াজ মোরশেদ
অলিভার টুইস্ট
আ টেল অভ টু সিটিজ
মার্ক টোয়েন/শেখ আবদুল হাকিম
পুডনহেড উইলসন
এমিলি ব্রনটি/নিয়াজ মোরশেদ
ওয়াদারিং হাইটস
হ্যারিয়েট বীচার স্টো/অনীশ দাস অপু
আঙ্কল টমস কেবিন
হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড
চাইল্ড অভ স্টর্ম/কাজী মায়মুর হোসেন
মর্নিং স্টার/নিয়াজ মোরশেদ
লর্ড লিটন/নিয়াজ মোরশেদ
দ্য লাস্ট ডেজ অভ পম্পেই
লরা ইঙ্গলস ওয়াইল্ডার/কাজী আনোয়ার হোসেন
ফার্মার বয়
লিটল হাউজ অন দ্য প্রেয়ারি
অন দ্য ব্যাঙ্কস অভ প্লাম ক্রীক
লিটল টাউন অন দ্য প্রেয়ারি
রাফায়েল সাবাতিনি/কাজী আনোয়ার হোসেন
দ্য ব্ল্যাক সোয়ান
লাভ অ্যাট আর্মস
টমাস হার্ডি/কাজী শাহনূর হোসেন
টেস অভ দ্য ডার্বারভিল
ফার ফ্রম দ্য ম্যাডিং ক্রাউড
জুড দ্য অবসকিওর
দ্য মেয়র অভ ক্যাস্টারব্রিজ
চার্লস কিংসলে/শেখ আবদুল হাকিম
হাইপেশিয়া
এইচ. দ্য ভের স্ট্যাকপোল/মামনুন শফিক
ব্লু লেগুন
হেনরি হল কেইন/কাজী মায়মুর হোসেন
দ্য বন্ডম্যান
স্ট্যানলি ওয়েইম্যান/কাজী আনোয়ার হোসেন
আ জেন্টলম্যান অভ ফ্রান্স
আলেকযান্ডার বেলায়েভ/কাজী মায়মুর হোসেন
দি অ্যামফিবিয়ান ম্যান
আর্নেস্ট হেমিংওয়ে
দ্য ফিফথ কলাম/শেখ আপালা হাকিম
আ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস/নিয়াজ মোরশেদ
আলেকজান্দার দ্যুমা
মার্গারেট ডি-ভ্যালয়/শেখ আপালা হাকিম
জেরাল্ড ডুরেল/অনীশ দাস অপু
মানবজন্তু
রবার্ট লুই স্টিভেনসন
কিডন্যাপড/নিয়াজ মোরশেদ
স্যার আর্থার কোনান ডয়েল/আসাদুজ্জামান
বাস্কারভিলের হাউন্ড

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

ভূমিকা

মিশরের একটা প্রাচীন শহরের নাম অ্যাবাউদিস। শহরটার চারদিকে পর্বতমালা, সেগুলোর একপ্রান্তে অনেক পুরনো একটা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। সম্প্রতি মন্দিরটার একপাশের দেয়াল ঘেঁষে আবিষ্কৃত হয়েছে একটা কবর।

আর দশটা সাধারণ কবরের মতো নয় সেটা। মাটির উননব্বই ফিট নীচে একটা বড় প্রকোষ্ঠে পাওয়া গেছে তিনটা কফিন। দুটো সম্ভবত আমাদের গল্পের নায়ক হারমাচিসের বাবা-মার। গুপ্তধনের লোভে চোরের দল নির্দয়ের মতো ভেঙে ফেলেছে কফিন দুটোকে। ভিতরে কী পেয়েছে ওরাই জানে; কিন্তু নতুন পর্যটকদের কাছে মিথ্যা বলে বিক্রি করতে পারলে ভালো আয় হবে বুঝে মমি দুটোও ফেলে যায়নি শয়তানের দল।

কবরটা যখন আবিষ্কৃত হলো, তখন আমার এক ডাক্তার বন্ধু বেড়াতে গিয়েছিল লিবিয়ায়। দু'দিন সেখানে থাকার পর নীল নদ পার হয়ে অ্যাবাউদিসে গেল সে। তারপর ঘটনাচক্রে ওই তস্করবাহিনীর সর্দারের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল ওর। কফিন দুটো পাওয়ার ঘটনা আমার বন্ধুকে বিস্তারিত বলল লোকটা। আরও জানাল, একটা কফিন খুলতে বাকি রয়ে গেছে তখনও। কফিনটা দেখে নাকি আহা মরি কিছু মনে হয়নি ওদের, তাই হাত দেয়নি।

কৌতূহলী হয়ে উঠল আমার বন্ধু। ছোট থেকেই সে বেশ অ্যাডভেঞ্চারাস, তাই "কবর-অভিযানের" সুযোগটা হারাতে চাইল না। মোটা ঘুষ দিল চোরের সর্দারকে, ওকে পথ দেখিয়ে ওই কবরে নিয়ে

গেল লোকটা। এর পরের ঘটনা আমার বন্ধুর চিঠি থেকেই তুলে দিচ্ছি আপনাদের জন্য–

"সেই রাতে একটা মন্দিরের কাছে খোলা আকাশের নীচে ঘুমালাম। ভোর হওয়ামাত্রই রওয়ানা হলাম আমরা। আমরা মানে আমি, চোরের সর্দার আলি আর ওর দল। আমি লোকটার নাম দিয়েছিলাম আলি বাবা। সূর্যোদয়ের ঘণ্টাখানেক পর আমরা পৌঁছালাম আলি বাবার কুকর্মের জায়গায়। দেখলাম, একটা উপত্যকায় হাজির হয়েছি। ভালোমতো খেয়াল করলাম জায়গাটা।

"চারদিক একেবারে নির্জন। পায়ের নীচে মাটির তুলনায় বালি-ই বেশি। আশেপাশে বড় বড় পাথর। সূর্যের তাপে তেতে উঠেছে পাথরগুলো। গরমে কষ্ট হচ্ছে খুব, হাঁটতে পারছি না ঠিকমতো। সঙ্গে থাকা মালবাহী গাধাটার পিঠ থেকে মালগুলো নামিয়ে চাপালাম আলির লোকজনের কাঁধে। এরপর নিজে চেপে বসলাম গাধাটার উপর। চলতে আরম্ভ করলাম একটানা। একসময় একটা বড় পাথরের বোল্ডারের সামনে এসে থেমে দাঁড়াল আলি। বলল, কবরটা ওই পাথরের নীচে।

"নামলাম গাধার পিঠ থেকে। সঙ্গে থাকা অল্প বয়সী একটা ছেলেকে মালপত্রের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে আলির পিছু নিলাম আমি।

"বোল্ডারটার নীচে একটা ছোট্ট গর্ত। বাইরে থেকে দেখেই বুঝলাম, একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের পক্ষে গর্তটার ভিতরে ঢুকে দাঁড়ানো তো দূরের কথা, হামাগুড়ি দিয়ে চলাই কষ্টকর হবে। মরুভূমির শেয়াল হয়তো তৈরি করেছে গর্তটা। বেঁটে-খাটো, হালকা-পাতলা শরীর নিয়ে সহজেই হামাগুড়ি দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল আলি। ওকে অনুসরণ করতে যথেষ্ট কসরত করতে হলো আমার।

"গর্তের ভিতরটা বাইরের তুলনায় ঠাণ্ডা আর অন্ধকার। সঙ্গে আনা মোমবাতি জ্বাললাম আমরা। এগিয়ে চললাম একটানা। একসময় হাজির হলাম একটা বড় প্রকোষ্ঠে। থামতে বললাম আলিকে। দম নেওয়ার ফাঁকে চোখ তুলে তাকালাম এদিক-ওদিক।

"দেয়ালে কয়েকটা ছবি আঁকা আছে দেখলাম। একটা ছবি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল–হাতে যাদুকরদের মতো একটা লাঠি নিয়ে সাদা, লম্বা দাড়িওয়ালা, রাজকীয় চেহারার এক বুড়ো বসে আছেন একটা বাঁকা চেয়ারে; তাঁর সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে পুরোহিতদের একটা দল।

"প্রকোষ্ঠটার ডানদিকে কুয়ার মতো একটা গর্ত করা। সেটার কাছে আমাকে নিয়ে গেল আলি। সঙ্গে করে কয়েকটা শক্ত, মোটা কাঠ নিয়ে এসেছিল সে। কুয়ার মুখে আড়াআড়িভাবে বসিয়ে দিল কাঠগুলোকে। তারপরও বেশ কিছুটা জায়গা খোলা থেকে গেল। কাঠগুলোতে দড়ি বাঁধতে দেখে বুঝলাম ওর উদ্দেশ্য কী। পোশাকের ভিতর কতগুলো মোমবাতি ভরে দড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল সে।

"নীচে পৌঁছানোর পর মোমবাতি জ্বালল আলি। সে পেশায় চোর–ওর অভিজ্ঞতা অনেক, কিন্তু আমি কোনদিন দড়ি বেয়ে ওঠানামা করিনি। কাজটা করতে হবে ভেবে ঘাবড়ে গেলাম; নীচে নামব কি নামব না, ভাবলাম কিছুক্ষণ। শেষ পর্যন্ত কৌতূহলের কাছে পরাজিত হলো ভয়। সময় নষ্ট না করে নেমে গেলাম নীচে। আলির কয়েকজন সহকারী দাঁড়িয়ে রইল কুয়াটার মুখে।

"আমার জন্য অপেক্ষা করছিল আলি। আমি নামামাত্রই আরেকটা মোমবাতি জ্বালিয়ে আমার হাতে দিল। তারপর হাঁটা ধরল একটা সরু, পাঁচ ফিটের মতো উঁচু প্যাসেজের উদ্দেশে। একটা কথাও না বলে ওর পিছু নিলাম।

"হাজির হলাম আরেকটা প্রকোষ্ঠে। এত গরম আর নীরব কোন জায়গায় এর আগে কখনও গিয়েছি বলে মনে হয় না আমার। মোমবাতি উঁচু করে ধরে তাকালাম চারদিকে। কিন্তু প্রকোষ্ঠটার একটা দেয়ালেও কোন ছবি দেখলাম না। খেয়াল করলাম, একপাশে উল্টে পড়ে আছে দুটো কফিন। কাজটা কাদের, জানা থাকায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম আলির দিকে। আমাকে তাকাতে দেখে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল চোরের সর্দার। প্রকোষ্ঠটার এককোণে চূড়ান্ত অবহেলায়

ফেলে রাখা একটা কফিনের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'ওই যে আরেকটা মমি।'

"এগিয়ে গেলাম কফিনটার দিকে। ভালোমতো দেখলাম। শক্ত, পুরু আর মসৃণ সাইডার কাঠে তৈরি কফিনটাকে দেখে একেবারে সাধারণ বলে মনে হলো। ভুল বলেনি আলি। কাজ শুরু করতে বললাম ওকে। হাতুড়ি আর বাটালি বের করে অভিজ্ঞ হাতে কফিনটা ভাঙতে আরম্ভ করল সে। দক্ষ হলেও কাজটা শেষ করতে সময় লাগল ওর। তারপর অনেক কষ্ট করে দু'জনে মিলে তুললাম প্রায় তিন ইঞ্চি পুরু ঢাকনাটা। মোমবাতি উঁচু করে উঁকি দিলাম ভিতরে।

"সব মমি-ই চিত করে শোওয়ানো থাকে জানতাম। কিন্তু ওই মমিটা একপাশে কাত হয়ে ছিল। শুধু তাই নয়, খেয়াল করলাম, মমিটার দুই হাঁটু সোজা থাকার বদলে কিছুটা বেঁকে আছে। পাশে দাঁড়ানো আলি বিড়বিড় করে বলল, 'অদ্ভুত!'

"বুঝলাম, যথাযোগ্য মর্যাদায় কবর দেওয়া হয়নি লোকটাকে। কাপড়ে পেঁচিয়ে রাখা একটা প্যাপিরাস-খণ্ড চোখে পড়ল আমার। হাত বাড়িয়ে তুলে নিলাম জিনিসটা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হলো, কফিনের ঢাকনা লাগানোর আগে প্যাপিরাসটা কেউ ছুঁড়ে মেরেছিল ভিতরে। তাকালাম আলির দিকে। লোভে দু'চোখ চকচক করছে ওর। অবস্থা বুঝে শার্টের বোতাম খুলে ভিতরে ঢুকিয়ে রাখলাম প্যাপিরাসটা। কিছু বলল না আলি। ওর সঙ্গে আগেই কথা হয়েছিল, তিন নম্বর কফিনটার ভিতরে যা পাওয়া যাবে, সব আমি নেব। কথার বরখেলাপ করল না চোরের সর্দার। আবার কাজ শুরু করার ইঙ্গিত করলাম আলিকে, দু'জনে মিলে খুলতে আরম্ভ করলাম মমির সাদা কাপড়ের ব্যান্ডেজ। মুখের ব্যান্ডেজ খোলার পর সেখান থেকে পেলাম আরেকটা প্যাপিরাসের রোল। আগেরটার মতো সেটাকে ঢুকালাম শার্টের ভিতরে।

"কাজ চালিয়ে গেলাম আমরা। হাঁটুর ব্যান্ডেজ খোলার পর পেলাম তৃতীয় আর শেষ প্যাপিরাসের রোল। দেরি না করে দখল করলাম

সেটা-ও। তারপর মোমবাতি নিচু করে ধরে ভালোমতো তাকালাম মৃত লোকটার দিকে।

"দেহটা শুকিয়ে একেবারে খটখটে হয়ে যায়নি দেখে বুঝলাম, ন্যাট্রনে* পুরো সত্তর দিন ডুবিয়ে রাখা হয়নি মৃতদেহটাকে। লোকটার চেহারায় তখনও ফুটে আছে মৃত্যুযন্ত্রণার ছাপ। বিকৃত চেহারার উপর মোমবাতির আলো ধরামাত্রই ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল আলি, দূরে দাঁড়িয়ে অস্ফুট স্বরে কী যেন বলতে লাগল একটানা।

"মমিটা একজন মধ্যবয়স্ক লোকের। ধূসর হয়ে যাওয়া অল্প কিছু চুল লেপ্টে আছে ওর খুলিতে। মুখের ব্যান্ডেজ খোলার সময়ই খেয়াল করেছি, খুলিটা দেহ থেকে আলাদা। তারমানে, শিরশ্ছেদ করা হয়েছিল লোকটার। মমিটা লম্বায় সাড়ে ছয় ফিটেরও বেশি, সেটার কাঁধ দুটো অনেক চওড়া। দেহের আকৃতি দেখে বুঝলাম, জীবদ্দশায় লোকটা ছিল খুব শক্তিশালী।

"উল্লেখযোগ্য আর কিছু চোখে পড়ল না। আমার কাজ শেষ হয়েছে বুঝতে পেরে আর দেরি করল না আলি, দড়ি বেয়ে উঠতে আরম্ভ করল উপরে। মৃত্যু-প্রকোষ্ঠটাতে একা থাকার মতো সাহস ছিল না আমারও, কাজেই বিনা দ্বিধায় অনুসরণ করলাম ওকে।

"আর বিশেষ কিছু লেখার নেই। কিছু কাজ বাকি আছে এখানে, সেগুলো সেরেই হাজির হয়ে যাব লন্ডনে। আরও অনেক কথা বলার আছে, সাক্ষাতে জানাব বিস্তারিত। আজকের মতো বিদায়।"

দশদিন পর লন্ডনে ফিরে এল আমার বন্ধু। ততদিনে একজন হায়ারোগ্লিফিক* বিশেষজ্ঞের সঙ্গে দেখা করে কথাবার্তা বলে রেখেছি আমি। বন্ধু ফেরার পরদিনই ওকে নিয়ে গেলাম ওই বিশেষজ্ঞের কাছে। একে একে তিনটা প্যাপিরাসের উপর ভালোমতো চোখ বুলানোর পর বলল লোকটা, 'আমার মনে হয়, রাণী ক্লিওপেট্রার আমলের কোন লোকের আত্মজীবনী উদ্ধার করেছেন আপনারা। প্যাপিরাস তিনটা পড়ে অর্থ বুঝতে ছয়মাস সময় লাগবে আমার,' হাতে ধরা প্যাপিরাসটা আবার পড়তে আরম্ভ করল সে। কিছুক্ষণের মধ্যেই

দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠল। প্যাপিরাসটা হাতে নিয়ে প্রায় ছুটে বেড়াতে লাগল সারা ঘরে। একটু পর থামল, এক লাফে এসে দাঁড়াল আমাদের সামনে। একবার আমার, আরেকবার আমার বন্ধুর সঙ্গে হাত মেলাতে আরম্ভ করল। মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম আমরা দুই বন্ধু। পাগলের পাল্লায় পড়লাম কি না, ভাবলাম আমি। আমাকে বেশিক্ষণ চিন্তা করার সুযোগ দিল না বিশেষজ্ঞ লোকটা, চিৎকার করে বলল, 'মরে গেলেও প্যাপিরাস তিনটা অনুবাদ করব আমি। কেউ ঠেকাতে পারবে না আমাকে। তারপর প্রকাশ করব অনুবাদ-গ্রন্থটা। ওসিরিসের* শপথ, সারা দুনিয়ায় যত ইজিপ্টোলজিস্ট* আছে, আমার বইয়ের খবর শুনে ছুটে আসবে লন্ডনে,' বলেই আবার ঝাঁকাতে আরম্ভ করল আমাদের হাত।

অনুবাদের কাজ শেষ হলো একসময়। ছাপাও হয়ে গেল বইটা। আর সেটাই এখন হাতে ধরে আছেন আপনারা।

প্রিয় পাঠক, চলুন, ঘুরে আসি প্রাচীন মিশর থেকে। এখন ইতিহাস কথা বলবে আপনাদের সঙ্গে। কলম বন্ধ করলাম আমি, কারণ, আমাদের গল্পের নায়ক হারমাচিস মুখ খুলবে এখন। আপনাদেরকে শোনাবে ওর করুণ কাহিনী।

প্যাপিরাস-১

এক

দেবী ওসিরিসের শপথ, আমার এই কাহিনীর প্রতিটা অক্ষর সত্য।

আমার নাম হারমাচিস। উত্তরাধিকার সূত্রে একসময় অ্যাবাউদিস মন্দিরের পুরোহিত ছিলাম আমি। আমাকে নিয়ে কত আশা ছিল বাবার, সব নষ্ট করে দিয়েছি। নারীর প্রেমে মত্ত হয়ে ভুলে গিয়েছিলাম আমার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ। ভুলে গিয়েছিলাম এমনকী দেবতাদেরও। যেমন কর্ম তেমনি ফল—এখন কারাগারে বসে মৃত্যুর অপেক্ষা করছি আর লিখছি এই কাহিনী।

একেবারে প্রথম থেকেই শুরু করি।

অ্যাবাউদিসে জন্ম আমার। আমার সঙ্গে একই দিনে জন্মাল ক্লিওপেট্রা। মেয়েটা পরে মিশরের রাণী হলো। আরও পরে বলব ওর কথা, নিজেরটা শেষ করি প্রথমে।

আমার জন্মের সময় মিশরের রাজা ছিল টলেমি অলিটিস। লোকে বংশীবাদক নামে চিনত ওকে। কারণ, সারাদিন প্রিয় বাঁশিটা নিয়েই পড়ে থাকত সে, রাজকর্ম দেখাশোনা করত না খুব একটা। এসব কথার কিছু আমি শুনেছি আমার বুড়ি দাই মা আটোয়ার মুখ থেকে, আর বাকিটা বাবার কাছে।

টলেমি ছিল মেসেডোনিয়ার লোক, খাঁটি মিশরীয় রক্ত ছিল না ওর দেহে। আভিজাত্যের দিক দিয়ে ওর পরের স্থানটা ছিল আমার বাবা আমেনেমহ্যাটের। তিনি ছিলেন অ্যাবাউদিস মন্দিরের প্রধান পুরোহিত এবং মিশরের আদি অধিবাসীদের একজন।

আমাকে আঁতুড়ঘরে রেখেই মারা গেলেন মা। মরার আগে

একরাতে স্বপ্নে দেখলেন, একদিন মিশরের রাজা হব আমি। স্বপ্নের ব্যাপারটা বাবাকে খুলে বললেন তিনি। শুনে চিন্তিত হয়ে পড়লেন বাবা। কারণ, মায়ের বেশিরভাগ স্বপ্নই সত্য হতো; ওই স্বপ্নটাও সত্য হলে রাজত্ব শেষ হয়ে যাবে টলেমি আর ওর বংশধরদের, আবার মিশরের শাসন ফিরে পাবে আদি অধিবাসীরা। কথাটা টলেমির কানে গেলে সে কী করতে পারে, বুঝতে সময় লাগল না বাবার। তাই মায়ের মৃত্যুশয্যার পাশে উপস্থিত সবাইকে দেব-দেবীর নামে এই বলে শপথ করালেন তিনি যে, মা যা বলেছেন, তার একটা শব্দও কাউকে বলবে না ওরা। কিন্তু নারীর জিভ ছাড়া পৃথিবীর আর সব কিছুকেই বোধহয় বেঁধে রাখা সম্ভব।

বুড়ি দাই মা আটোয়াও ছিল শপথকারীদের মধ্যে। সর্বনাশটা ঘটাল সে-ই। দিন গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে শপথের কথাও মুছে যেতে আরম্ভ করল ওর মন থেকে। এবং একদিন হয়তো পুরোপুরি ভুলেই গেল সে, ঘটনাটা ফাঁস করে দিল ওর মেয়ের কাছে। সেই রাতে মেয়েটা ঘুম থেকে ডেকে তুলল ওর স্বামীকে। কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে জানাল সবকিছু।

পরদিন বন্ধুদের আড্ডায় গেল লোকটা। হয়তো বলার মতো কিছু খুঁজে না পেয়ে আমার ব্যাপারে আলোচনা শুরু করল। বন্ধুদের মধ্যে একজন ছিল টলেমির গুপ্তচর। যত তাড়াতাড়ি পারল, টলেমির দরবারে উপস্থিত হয়ে পুরো ঘটনা বর্ণনা করল সে।

শুনে খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রচণ্ড রেগে গেল টলেমি। ওর কয়েকজন বিশ্বস্ত রক্ষী ছিল–জাতে গ্রীক, স্বভাবে ভয়ঙ্কর। টলেমি ডাকল ওদেরকে, অ্যাবাউদিসে যাওয়ার হুকুম দিল। আমার নাম জানা না থাকায় রক্ষীদের আদেশ দিল, 'আমেনেমহ্যাটের নবজাতক ছেলেটার মাথা কেটে একটা ঝুড়িতে ভরে নিয়ে এসো আমার কাছে। পারলে পুরস্কার পাবে, না পারলে তোমাদের মাথা কাটব আমি।'

রওয়ানা হলো রক্ষীরা। নীল নদ পার হয়ে প্রায় পৌঁছে গেল অ্যাবাউদিসের কাছাকাছি। তখনই ঘটল এক অদ্ভুত ঘটনা। একেবারে শান্ত ছিল আবহাওয়া, আকাশ ছিল পরিষ্কার। কিন্তু হঠাৎ করেই মেঘে

ছেয়ে গেল নীলাকাশ, এলোমেলো বাতাস বইতে আরম্ভ করল। নীল নদের পানিতে উঠল ঘূর্ণি। অবস্থা বেগতিক বুঝে দেবতাদের নাম স্মরণ করতে আরম্ভ করল দুঃসাহসী রক্ষীরা। অ্যাবাউদিসের প্রধান সড়কের পাশেই ছিল ঘাট, সেখানে নৌকা ভিড়াতে চাইল ওরা। পারল না। দমকা বাতাস আর ঢেউ নৌকাটাকে নিয়ে গেল বহু দূরে।

বহুকষ্টে একসময় ডাঙায় উঠে এল রক্ষীরা। প্যাচপ্যাচে কাদা পার হয়ে অনেক পথ ঘুরে অ্যাবাউদিসের প্রধান সড়কে ওঠার পর আমাকে খুন করার ইচ্ছে চলে গেল অনেকেরই। একজন ফিরে যাওয়ার প্রস্তাব করল। ওকে সমর্থনও করল কেউ কেউ। তখন দলনেতা মনে করিয়ে দিল, খালি হাতে ফিরে গেলে ধড়ে মাথা থাকবে না একজনেরও। কাজেই লোকজনকে জিজ্ঞেস করতে করতে আমেনেহ্যাটের বাড়ির পথ ধরল ওরা।

রক্ষীরা পৌঁছানোর আগেই খবরটা ছড়িয়ে পড়ল অ্যাবাউদিসের প্রায় সব জায়গায়। কী উদ্দেশ্যে এসেছে ওরা, সেটাও অজানা রইল না। মাঠে কাজ করছিল এক ভালোমানুষ চাষী, লোকটার নাম মনে আসছে না এই মুহূর্তে, ছুটল আমাদের বাড়ির দিকে। আমার মায়ের মৃত্যুর সময় উপস্থিত ছিল সে।

ভুল করল চাষী। আমাদের বাসায় না এসে মন্দিরে যাওয়া উচিত ছিল ওর। বাবাকে জানানো উচিত ছিল রক্ষীদের ব্যাপারটা। উত্তেজনার সময় মাথা ঠিক রাখতে পারেনি বেচারা। যা-ই হোক, তখন আমাকে দেখাশোনা করছিল বুড়ি দাই মা আটোয়া। ওকে সব কিছু খুলে বলল চাষী। শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল আটোয়া। জিজ্ঞেস করল লোকটা, 'এখন কী করব আমরা?'

মাথা কাজ করছে না আটোয়ার। বুঝতে পারল বুড়ি, সব দোষ ওর। চাষীর প্রশ্নের উত্তরে বলল সে, 'জানি না।'

রক্ষীরা এসে পড়েছে কি না দেখার জন্য জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল চাষী। উঠানে আমার সমবয়সী একটা ছেলেকে খেলতে দেখে আবার জিজ্ঞেস করল, 'বাচ্চাটা কার?'

'আমার মেয়ের। ছেলেটা হারমাচিসের দুধ-ভাই। কেন?'

'এখন তোমার সামনে দুটো পথ খোলা আছে,' বুদ্ধি দিল চাষী। 'হারমাচিসকে লুকিয়ে ফেলতে পারো কোথাও। কিন্তু তাতে খুব একটা লাভ হবে বলে মনে হয় না। ছেলেটাকে খুঁজে বের করবেই রক্ষীরা। দরকার হলে তোমার মাথাটাও কাটবে। তা ছাড়া, কখন কেঁদে ওঠে হারমাচিস কোন ঠিক নেই। আওয়াজ শুনে রক্ষীরা বুঝে যাবে কোথায় আছে সে। আর যদি হারমাচিসকে বাঁচাতে চাও, তা হলে...'

'তা হলে?'

'তোমার নাতিকে তুলে দিতে হবে রক্ষীদের হাতে। ওরা চেনে না হারমাচিসকে। তোমার মুখ থেকে যা শুনবে, সেটাই বিশ্বাস করবে...'

কথাটা শুনে ভয়ঙ্করভাবে কেঁপে উঠল আটোয়া। ওর নাতি ওর নিজের রক্ত। সিদ্ধান্ত নিতে কিছুক্ষণ দেরি করল বুড়ি। তারপর এক দৌড়ে উঠানে গিয়ে ঘরের ভিতরে নিয়ে এল নাতিকে। ভালোমতো গোসল করাল। আমার গা থেকে রেশমের পোশাকটা খুলে পরাল ওকে। আমাকে উদাম গায়ে ফেলে রাখল ঘরের এককোণে, আর নাতিকে শুইয়ে দিল আমার দোলনায়। এরপর মুঠো মুঠো মাটি নিয়ে মাখল আমার গায়ে, মুখে, চুলে। আমার ধবধবে ফর্সা চামড়া নিমেষেই কালো হয়ে গেল। আমাকে কোলে করে উঠানে নিয়ে গেল আটোয়া, ছেড়ে দিল মাটিতে। হাত-পা ছুঁড়ে খেলতে লাগলাম আমি।

ততক্ষণে এসে পড়েছে রক্ষীরা। ওদের আসতে দেখে চাষী প্রথমে সতর্ক করল আটোয়াকে, তারপর নিজে লুকিয়ে পড়ল নিরাপদ জায়গায়। বীরদর্পে আমাদের উঠানে প্রবেশ করল রক্ষীরা।

তৃষ্ণার্ত ছিল বলে ওদেরকে দুধ আর মধু খেতে দিল আটোয়া। উঠানে আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করল দলনেতা, 'ছেলেটা কার?'

'আমার মেয়ের, হুজুর। এই শীতে ওর বয়স...'

'আমেনেমহ্যাটের ছেলেটা কোথায়?'

উত্তরটা দিতে আটোয়ার কেমন লেগেছিল জানি না, তবে ঘটনাটা লিখতে গিয়েই আমার চোখে পানি এসে যাচ্ছে।

'ভেতরের ঘরে, হুজুর,' বলল আটোয়া। 'দোলনায় শুয়ে আছে। ওর বাবাকে কি ডেকে দেব?'

ক্রূর হেসে দলের একজনকে ইঙ্গিত করল নেতা। লোকটা ঢুকল ঘরের ভিতরে, তারপর কোলে করে নিয়ে এল আটোয়ার নাতিকে।

'জানেন হুজুর,' বুক ফেটে বের হয়ে আসতে চাওয়া কান্নাটাকে জোর করে চেপে রেখে বোকার ভান করল বুড়ি, 'এই ছেলে একদিন মিশরের রাজা হবে। মরার আগে ওর মা স্বপ্নে দেখেছে। ওর মায়ের স্বপ্ন সবসময় সত্য হতো...'

নেতাকে খাপ থেকে তলোয়ার বের করতে দেখে থেমে গেল বুড়ি। লোকটা এক কোপে কেটে ফেলল ওর নাতির মাথা। সঙ্গে করে নিয়ে আসা ঝুড়িতে কাটা মাথাটা ভরতে ভরতে বলল লোকটা, 'ঠিকমত যত্ন নিয়ো মিশরের ভবিষ্যৎ রাজার। মাথায় না হোক, অন্তত ঘাড়ে তো মুকুট পরতে পারবে সে...'

ওর কথা শুনে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল রক্ষীর দল। ফিরতি পথ ধরল ওরা। আর নাতির লাশ নিয়ে বিলাপ করে কাঁদতে আরম্ভ করল আটোয়া।

ওর মেয়ে ছিল বাজারে, রক্ষীদের চলে যেতে দেখে এল আমাদের বাড়িতে। ছেলের লাশ দেখে আর সব ঘটনা শুনে প্রায় পাগল হয়ে গেল মেয়েটা। খবর পেয়ে ছুটে এল ওর স্বামীও, খুন করতে উদ্যত হলো আটোয়াকে। তখন বাবাকে ডাকতে মন্দিরের উদ্দেশে দৌড় দিল চাষী। সাধনায় মগ্ন ছিলেন বাবা, রক্ষীদের আগমনের ব্যাপারে কিছুই জানতেন না। চাষীর মুখ থেকে ঘটনা শোনার পর লোকজন নিয়ে ছুটে এলেন তিনি। প্রথমেই নিবৃত্ত করলেন আটোয়ার মেয়ে-জামাইকে। কিন্তু পুত্রশোকে কাতর লোকটা আটোয়াকে খুন করতে না পেরে বলল, পরদিন টলেমির দরবারে গিয়ে সব বলে দেবে। অভিশাপ দিতে দিতে বিদায় নিচ্ছিল স্বামী-স্ত্রী, কিছুক্ষণ কী যেন ভেবে ওদেরকে গ্রেপ্তার করার আদেশ দিলেন বাবা। তাঁর নির্দেশে ওদেরকে ধরে নিয়ে যাওয়া হলো মন্দিরে। সেখানে কোন এক পাতাল প্রকোষ্ঠে চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেল ওরা। বাবা, চাষী, বুড়ি দাই মা আটোয়া আর বাবার খুব

বিশ্বস্ত কয়েকজন ছাড়া আসল ঘটনাটা জানতে পারল না অন্য কেউ।

পরে সারা অ্যাবাউদিসে প্রচার করা হলো, হারমাচিসকে মেরে ফেলেছে রক্ষীরা। অপুত্রক থাকার দুঃখ সহ্য করতে না পেরে একটা ছেলেকে দত্তক নিয়েছেন আমেনেমহ্যাট। নিজের বাবার কাছে পালক পুত্রের পরিচয়ে শুরু হলো আমার নতুন জীবন।

দুই

এরপরে আর কোন সমস্যা করেনি টলেমি। তারমানে, আসল ব্যাপারটা জানতেই পারেনি সে। আবার আগের মতোই বাঁশি নিয়ে মেতে উঠল লোকটা, আলেকযান্দ্রিয়ায় ওর মার্বেলের প্রাসাদে আগের মতোই ভোগ-বিলাসে মত্ত হলো।

শুনেছিলাম, রক্ষীদের নেতা কাটা মাথাটা টলেমির সামনে পেশ করামাত্রই পা থেকে খড়ম খুলে হাতে নিয়েছিল সে, রাগ ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত ইচ্ছামতো বাড়ি দিয়েছিল আটোয়ার নাতির দু'গালে, কপালে, মাথায়। ওর ডজনখানেক স্ত্রীর সবাই উপস্থিত ছিল দরবারে, ওদের মধ্যে একজন দৃশ্যটা সহ্য করতে না পেরে প্রতিবাদ জানাল। আস্পর্ধা দেখানোর শাস্তি হিসাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হলো মেয়েটাকে, টলেমির আদেশ অনুযায়ী শিরশ্ছেদ করা হলো।

নিজের নিয়মেই কেটে গেল সময় এরপর। সপ্তাহ ঘুরে মাস এল, মাস ঘুরে বছর। ধীরে ধীরে বেড়ে উঠতে লাগলাম আমি। আমার শৈশবের বেশিরভাগ সময় মন্দিরের আশেপাশেই কাটল। আগ্রহ নিয়ে লোকজনকে দেখতাম আমি। দল বেঁধে মন্দিরে আসত ওরা, কঠিন কঠিন সব মন্ত্র আউড়াত বিড়বিড় করে, তারপর চলে যেত একসময়।

আমাকে পড়াশোনা শেখানোর দায়িত্ব নিলেন বাবা। বয়সের সাথে

পাল্লা দিয়ে শিখলাম অনেক কিছু। আমার শারীরিক বৃদ্ধিও ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রথম থেকেই আমি ছিলাম সমবয়সী যে কোন ছেলের তুলনায় অনেক লম্বা-চওড়া। কুস্তি বা হাতাহাতি লড়াইয়ে আমার সঙ্গে পারার মতো একটা ছেলেও ছিল না অ্যাবাউদিসে। আমার থেকে দূরে পাথর বা বল্লম ছুঁড়তে পারত না কেউ।

শুধু শক্তিই নয়, সৌন্দর্যের দিক দিয়েও আমি ছাড়িয়ে গেলাম সবাইকে। দেবতা নাউটের মতো আমার চুল ছিল কালো, নীল পদ্মের মতো চোখের মণি দুটো ছিল নীল। ত্বক ছিল অ্যালাব্যাস্টারের* মতো।

সিংহ শিকারের খুব ইচ্ছা আমার। কিন্তু এসব বিপজ্জনক কাজ করতে আমাকে সব সময়ই নিষেধ করেন বাবা। বলেন, আমার জীবনটা অনেক মূল্যবান, সস্তা উত্তেজনার মজা নিতে গিয়ে নিজেকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেওয়াটা অন্যায় হবে। ওসব শক্ত কথার কিছুই বুঝি না আমি। বাবা যতই নিষেধ করেন আমাকে, ততই রেগে যাই। আমার সমবয়সী আর আমার থেকে দুর্বল ছেলেরা দল বেঁধে বনে যায়, পরে হাসিমুখে সিংহের কাটা মাথা আর ছাল নিয়ে ফিরে আসে। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি আর অসহায় রাগে ফুঁসি।

শিকার করার খুব ইচ্ছা হলে শেয়াল আর হরিণ মারি আমি। দেখে হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খায় ছেলেরা। বলে, আমি ভীতু, কাপুরুষ। আমার লম্বা-চওড়া শরীরটা পচে যাওয়া উচিত। মুখ বুজে সহ্য করি, প্রতিবাদ করার ভাষা পাই না।

এভাবেই কেটে গেল আরও কয়েকটা বছর, সময়ের স্বাভাবিক নিয়মে সতেরো বছরে পা দিলাম আমি। শুরু হলো আমার স্বাভাবিক জীবনের ছন্দপতন।

নিজের মনে একদিন হেঁটে যাচ্ছি অ্যাবাউদিসের প্রধান সড়ক দিয়ে, পিছু ডাকল পরিচিত এক ছেলে, 'এই যে, লম্বা-চওড়া কাপুরুষ! চললে কোথায়? শেয়াল আর হরিণ মারতে বুঝি?' ঘাড় ঘুরিয়ে তাকানোমাত্রই গা-জ্বালানো তীব্র ব্যঙ্গের হাসি দেখতে পেলাম ছেলেটার ঠোঁটে। 'তোমার শরীরের ভেতর কলিজা বলে কিছু থাকলে চলো সিংহ

মারতে যাই। কোথা থেকে নাকি পাশের জঙ্গলে এসে হাজির হয়েছে একটা বিরাট সিংহ। তুমি রাজি থাকলে আজ মারব ওটাকে। কী, কথা বলছ না কেন? ভয় পেয়ে গেলে নাকি? হাহ্, যাও, তোমার বুড়ি দাই মার কোলে চড়ে দুধ খাও। আরেকটু লম্বা-চওড়া হতে পারবে।'

মাথায় রক্ত উঠে গেল আমার। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম ছেলেটার উপর। ঘুসি মারার জন্য হাত তোলামাত্রই বলল সে; 'আমাকে মেরে কী লাভ? পারলে সিংহটাকে মেরে প্রমাণ করো কত বড় বীরপুরুষ তুমি।'

ছেড়ে দিলাম ওকে। বললাম, 'শুধু আমরা দু'জনে যাব। রাজি?'

প্রথমে রাজি হলো না ছেলেটা। দু'জনে মিলে একটা সিংহ মারা সম্ভব নয়, জানত সে। তাই আমার প্রস্তাব শুনে চুপ করে গেল।

উঠে দাঁড়ালাম আমি। 'তা হলে দেখা যাচ্ছে তোমারই দুধ খাওয়া দরকার।'

মন্তব্যটা শুনে আমাকে দাঁড়াতে বলে এক দৌড়ে বাড়ি থেকে তীর-ধনুক আর একটা বড় ছুরি নিয়ে এল ছেলেটা। আমি আনলাম আমার ভারী বল্লমটা। তারপর দু'জনে মিলে রওয়ানা হলাম জঙ্গলের উদ্দেশে।

ঘন জঙ্গলে ঢুকে অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করলাম আমরা। একসময় সিংহটার পায়ের ছাপ খুঁজে পেল ছেলেটা। ছাপগুলো অনুসরণ করে হাজির হলাম একটা খালের প্রান্তে।

চারদিকে থকথকে কাদা থাকায় ঠিকমতো পা ফেলতে পারছি না। সূর্যও ডুবতে বসেছে প্রায়, ভালোমতো দেখা যাচ্ছে না সবকিছু। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে তাকালাম খালের অপর প্রান্তে। ঝোপঝাড় আর বেঁটে কিছু গাছের আড়ালে ঢাকা পড়া সিংহের কাঠামোটা অস্পষ্টভাবে চোখে পড়ল। শুয়ে আছে অতিকায় জন্তুটা, ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আছে সেটার লেজ।

'যাও,' ফিসফিস করে বললাম ছেলেটাকে, 'আগে বাড়ো। এখানে দাঁড়িয়ে থেকেই রাত পার করবে নাকি?'

'পাগল হয়েছ তুমি?' চাপা স্বরে আমাকে ধমক দিল সে। 'বেশি

কাছে গেলে টের পেয়ে যাবে সিংহটা। তারপর লাফিয়ে পড়বে আমাদের ঘাড়ে। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে দু'জনকেই। বরং এখান থেকেই তীর ছুঁড়ছি আমি। আমাদের দিকে তেড়ে এলে আরও তীর মেরে ওটাকে ঘায়েল করব। তুমিও প্রস্তুত থেকো,' বলতে বলতে তূণ থেকে একটা তীর বের করল সে। হাতে নিল ধনুক।

তীরটা গিয়ে বিঁধল পশুরাজের লেজে। প্রচণ্ড গর্জন করে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল জন্তুটা। আমাদের দেখামাত্রই তীরের চেয়েও বেশি গতিতে ছুটে এল। টের পেলাম, পায়ের নীচে কেঁপে উঠল মাটি।

'তীর মারো,' চিৎকার করে উঠলাম আমি। 'আমাদের উপর লাফিয়ে পড়ার আগেই তীর মারো সিংহটাকে।'

আদেশ মান্য করা হচ্ছে না দেখে তাকালাম পাশে। দেখলাম, ছেলেটা স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে সামনের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ওর দু'চোয়াল ঝুলে পড়েছে নীচে, ফলে হাঁ হয়ে গেছে মুখটা। খালের অপর প্রান্ত থেকে সিংহটাকে লাফ দিতে দেখে হাত থেকে তীর-ধনুক ফেলে দিল সে। তারপর আমার দিকে পিছন ফিরে ছুটল।

একলাফে খাল পার হয়ে এপাশের কাদায় এসে পড়ল পশুরাজ। হাতে বল্লম নিয়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করতে লাগলাম আমি। কিন্তু আমাকে আশ্চর্য করে দিয়ে জন্তুটা ছুটল ছেলেটার পিছনে।

কাদা পার হওয়ামাত্রই সিংহটার গতি বেড়ে গেল অনেক। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ধরে ফেলল ছেলেটাকে, পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর উপর। ভয়াবহ এক থাবায় ছেলেটার খুলি চূর্ণ করে ফেলল। লাশটার উপর সামনের দু'পা তুলে দিয়ে বিকট হুঙ্কার ছাড়ল দু'বার। তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল আমার দিকে। আমি ততক্ষণে কাদা ছেড়ে উঠে এসেছি শুকনো জায়গায়। আমার উদ্দেশে দৌড় দিল সিংহটা।

নিজেকে বাঁচাতে কোথা থেকে যেন প্রচণ্ড ক্রোধ এসে ভর করল আমার উপর। গতবারের মতো নিশ্চল দাঁড়িয়ে না থেকে বল্লম হাতে চিৎকার করতে করতে আমিও ছুটলাম।

আমাকে ছুটে যেতে দেখে থেমে দাঁড়াল পশুরাজ। তাকিয়ে রইল

আমার দিকে। থামলাম না আমি। একেবারে কাছে গিয়ে সর্বশক্তিতে বল্লমটা চালালাম। সামনের দু'পায়ের মাঝখান দিয়ে সিংহটার দেহের গভীরে ঢুকে গেল অস্ত্রটা। প্রচণ্ড ব্যথায় আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে আবার গর্জে উঠল জন্তুটা। কিন্তু তখন খুনের নেশা চেপে বসেছে আমার মাথায়। একটানে বের করে নিয়ে এলাম বল্লমটা। সিংহটা আগে বাড়ার চেষ্টা করামাত্রই ওটার খোলা মুখ দিয়ে প্রচণ্ড জোরে ঢুকিয়ে দিলাম, ঘাড়ের মাংস ভেদ করে বেরিয়ে গেল সেটা। মাটিতে পড়ে গেল পশুরাজ। আবার টেনে বের করলাম বল্লমটা, সর্বশক্তিতে চালালাম সিংহটার ডান চোখের কিছুটা উপরে। খুলি ভেঙে ভিতরের মগজ ভেদ করে মাটিতে গিয়ে বিঁধল বল্লম। মারা গেল পশুরাজ।

খেয়াল করলাম, ক্রোধে আর উত্তেজনায় কাঁপছি। একসময় বিদায় নিল ক্রোধ, প্রশমিত হলো উত্তেজনা, থামল কাঁপুনি। শেষবারের মতো ছেলেটার দিকে তাকালাম আমি, তারপর বল্লম হাতে বাড়ির পথ ধরলাম।

তিন

বাসায় ফিরে প্রথমেই দেখলাম, শরীরের কোন জায়গায় কেটেকুটে গেছে কি না। কেটেছে, কিন্তু সেটা সিংহের থাবায় নয়, ঝোপঝাড় আর কাঁটার আঘাতে। দূর্বা আর কিছু লতাপাতা ডলে লাগিয়ে দিলাম ক্ষতস্থানে।

বাবার কথা ভেবে ভয় করতে লাগল। আমাকে সিংহ শিকারে যেতে নিষেধ করেছিলেন তিনি। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার কী শাস্তি দিতে পারেন, সেটা কল্পনা করার চেষ্টা করলাম।

বাবাকে এমনিতেই ভয় পেতাম আমি। পুরোহিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি রাগী প্রকৃতির। সিংহ শিকারের ঘটনাটা তাঁকে না বলার সিদ্ধান্ত নিলাম। পরমুহূর্তেই পাল্টালাম সিদ্ধান্তটা। ছেলেটার বাড়িতে ওর মৃত্যুর খবর আমাকে জানাতেই হবে। নিজের ভূমিকাটাও ব্যাখ্যা করতে হবে তখন। একা একটা সিংহ মেরেছি–কথাটা চাপা থাকবে না। আজ হোক, কাল হোক, জানতে পারবেনই বাবা। তারচেয়ে আমি বলে দিলেই ভালো। বলার পর ক্ষমা চেয়ে নিলেই হবে ভেবে রওয়ানা হলাম মন্দিরের উদ্দেশে।

রাতের বেলা বলতে গেলে জনশূন্য থাকে মন্দির। বাবা তখন নিজের ঘরে বসে হয় পড়েন আর নইলে সাধনা করেন। কখনও কখনও তাঁকে পাওয়া যায় দেব-দেবীর মূর্তির সামনে। হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে থাকেন তিনি, দুই হাত জড়ো করে মাটির দিকে তাকিয়ে একমনে প্রার্থনা করেন।

ভিড়িয়ে রাখা দরজাটা ঠেলে ঢুকলাম মন্দিরের ভিতরে। একসারিতে সাজিয়ে রাখা দেব-দেবীর মূর্তিগুলোকে পাশ কাটালাম। মাথার উপরে পাথরের ছাদ, সেটার জায়গায় জায়গায় সুন্দর করে খাঁজ কাটা। দিনের বেলায় সূর্যের আলো প্রবেশ করে সেখান দিয়ে। নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর ছাদের আংটা থেকে ঝুলছে ব্রোঞ্জের লণ্ঠন। সেই আলোতে বাবার ব্যক্তিগত কক্ষের দিকে এগুলাম। দরজার কাছে গিয়ে থামলাম, দম নিলাম লম্বা করে।

বাবা কখনোই ভিতর থেকে বন্ধ করে রাখেন না দরজা। ভিড়ানো পাল্লা দুটোর ফাঁক দিয়ে আলোর রেখা দেখতে পেলাম। তাকালাম ভিতরে।

একটা পাথরের টেবিলের সামনে একটা চেয়ারে বসে আছেন বাবা। চেয়ারটা আবলুস কাঠে তৈরি, হাতির দাঁতের হাতলওয়ালা। গভীর মনোযোগে কিছু একটা পড়ছেন তিনি। লণ্ঠনের লাল আলোতে তাঁর সাদা দাড়িও কিছুটা লাল দেখাচ্ছে। চকচক করছে মসৃণ করে কামানো মাথাটা। নিশ্চল বসে থাকার কারণে তাঁকেও মূর্তির মতোই মনে হলো আমার।

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলাম। ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে দেখলেন বাবা। আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন দীর্ঘক্ষণ। তারপর উঠে দাঁড়ালেন, চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিয়ে আবার বসলেন সেটাতে। জিজ্ঞেস করলেন, 'শেষ পর্যন্ত আমার নিষেধ তুমি অমান্য করলেই?'

চমকে উঠলাম। বাবা জানলেন কীভাবে? বাড়িতে ফেরার পর আমি তো কাউকে বলিনি! চুপ করে রইলাম।

'আমি কি তোমাকে সিংহ শিকারে যেতে নিষেধ করিনি? আমি কি তোমাকে বিপজ্জনক কাজ থেকে বিরত থাকার আদেশ দেইনি? তা হলে কেন তুমি কাজটা করলে?'

কেন করলাম, তার কোন উত্তর নেই। বলার মতো কিছু না পেয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলাম, 'আপনি কীভাবে জানলেন আমি সিংহ মারতে গেছি?'

'তোমার যাবার খবরটা গোপন থাকেনি অ্যাবাউদিসে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছেলেটার সঙ্গে কথা বলার সময় অনেকেই শুনেছে। একজন পরে জানিয়েছে আমাকে,' বাবার গলার স্বর আগের চেয়েও গম্ভীর, দু'চোখে তীব্র রাগ।

'আমার ভুল হয়ে গেছে, আমাকে ক্ষমা করে দিন,' কাতর গলায় মিনতি জানালাম।

বাবা অনেকক্ষণ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর একসময় ঠাণ্ডা হয়ে এল তাঁর রাগ। বললেন, 'হারমাচিস, তোমার বয়স এখন অল্প, রক্ত তাই গরম। সুতরাং তোমার মস্তিষ্কের চেয়ে হৃদয় বেশি কাজ করে। শেষবারের মতো ক্ষমা করলাম তোমাকে। এখন আমি কয়েকটা কথা বলব, মনোযোগ দিয়ে শুনে প্রতিটা শব্দ মাথায় গেঁথে নাও। শোনো, ছেলেটা ছিল তোমার জন্যে একটা প্রলোভন। আসলে নিজের শক্তিমত্তা যাচাইয়ের একটা সুযোগ খুঁজছিলে তুমি; ওর কথায় নিজেকে সামলাতে না পেরে এমন একটা কাজ করে বসলে, যা করতে অনেক আগেই নিষেধ করা হয়েছে তোমাকে। সিংহটাকে মেরে কী প্রমাণ করলে? তুমি একজন বীরপুরুষ? যদি তাই ভেবে থাকো, তা হলে ভুল করেছ। বরং প্রলোভনটা সহ্য

করতে পারলেই তোমার বীরত্ব প্রমাণিত হতো।'

'আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, বাবা।'

'তোমাকে আজ একটা সত্য কথা বলব আমি। এতদিন গোপন রেখেছিলাম তোমার কাছে; ভেবেছিলাম, তুমি আরও বড় হলে জানাব। কিন্তু আজ তোমার দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় পেয়ে বলতেই হচ্ছে,' এরপর বাবা যা বললেন, সেটা ইতিমধ্যেই লিখে ফেলেছি আমি।

সব কথা খুলে বলার পর যোগ করলেন বাবা, 'তা হলে বুঝতেই পারছ, তুমি আমার নিজের ছেলে, পালক-পুত্র নও। আরও বড় কথা হচ্ছে, শুধুমাত্র আমার আর তোমার শরীরেই আছে প্রাচীন রাজরক্ত। আমরা মিশরের আদিবাসী, একসময় আমাদের পূর্বপুরুষ ছিলেন এদেশের শাসক। তোমাকে একদিন ফারাও নেকট-নেভের কথা বলেছিলাম, মনে আছে?'

মাথা ঝাঁকালাম।

'আমরা হচ্ছি তাঁর বংশধর। পারস্যের লোকেরা মিশর আক্রমণ করার পর পালিয়ে যেতে বাধ্য হলেন তিনি। মাত্র কিছুদিনের জন্যে মিশর শাসন করল পার্সিয়ানরা। মেসেডোনিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো ওরা। প্রায় তিনশো বছর হতে চলল মিশর শাসন করছে মেসেডোনিয়ানরা। কী করেছে ওরা? কী দিয়েছে আমাদের? দেবতা খেমের জন্মভূমিকে অপবিত্র করেছে, আর আমাদের ধর্মকে সুযোগ পেলেই বিকৃত করেছে। দু'সপ্তাহ হলো মারা গেছে বংশীবাদক টলেমি অলেটিস–যে তোমাকে হত্যা করার জন্যে রক্ষী পাঠিয়েছিল। এখন সিংহাসনে বসেছে ওর ছেলে। ক্ষমতা পাবার পর প্রথমেই বোন ক্লিওপেট্রাকে মিশর ছাড়া করেছে ছেলেটা। সিরিয়ায় পালিয়ে গেছে ক্লিওপেট্রা, শুনেছি এখন সৈন্য যোগাড়ের চেষ্টায় আছে। যে কোনদিন যুদ্ধ বাধবে ভাই-বোনের মধ্যে।'

'কিন্তু,' বাধা দিলাম আমি, 'ক্লিওপেট্রাকে তাড়িয়ে দিল কেন ওর ভাই?'

'ছেলে আর মেয়েকে সমান শাসন ক্ষমতা দিয়ে গেছে টলেমি

অলেটিস। ওর ছেলের সহ্য হয়নি ব্যাপারটা। যা-ই হোক, আসল কথা হচ্ছে, রোমান শাসকরাও নজর দিয়েছে মিশরের দিকে। ভাই-বোনের মধ্যে যুদ্ধ বাধলে দুর্বল হয়ে পড়বে সেনাবাহিনী, সেই সুযোগে হয়তো আক্রমণ চালাবে ওরা। দখল করে নেবে মিশর,' থামলেন বাবা। তাঁর জ্ঞানের বহর দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম আমি। শুধু ধর্ম বা ইতিহাস বা অন্যান্য বিষয়ই নয়, বুঝলাম, রাজনীতির ব্যাপারেও তিনি জানেন প্রচুর।

'বিদেশীদের দাসত্ব করতে করতে আমরা, মিশরের আদিবাসীরা এখন ক্লান্ত। পার্সিয়ানদের জঘন্য কুকীর্তির কথা এখনও ভুলে যায়নি আমাদের অনেকেই। আলেকযান্দ্রিয়ার বাজারে আমাদেরকে দেখলে লোকে আজকাল কী বলে ডাকে জানো? মেসেডোনিয়ানদের দাস।'

কথাটা শোনামাত্রই টের পেলাম, অনেকক্ষণ আগের রাগটা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে।

'আমাদেরকে কি দমিয়ে রাখা হয়নি?' আমাকে নয়, নিজেকেই প্রশ্নটা করলেন বাবা। 'আমাদের লোকদেরকে যখন খুশি তখন কি হত্যা করা হয়নি? বছরের পর বছর ধরে আমাদেরকে শোষণ করে ওরা কি সম্পদের পাহাড় গড়েনি? ধর্ম নিয়ে বেঁচে ছিলাম আমরা, সেটাও ভালো লাগেনি ওদের। মিথ্যে দেবতাদের পূজা করতে বাধ্য করেছে। না করলে ভেঙে দিয়েছে আমাদের মন্দির। এসব খবর রাখো তুমি?'

না বলার সাহস ছিল না বলে চুপ করে রইলাম।

'তোমার দেশ যখন মুক্তির জন্যে হাহাকার করছে, তখন তুমি কী করছ? সিংহ শিকার?'

লজ্জায় মাথা নত হয়ে এল আমার।

'লোকদের এই হাহাকার কি বৃথা যাবে?...না, কিছুতেই না। সবাই চাইছে একটা বিপ্লব ঘটুক। বড় বড় নেতা আর পুরোহিতদের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। তাঁরা রাজা হিসেবে মনোনীত করতে চায় আমাকে। কিন্তু বুড়ো হয়েছি আমি, অনেক জানলেও রাজকার্য

চালানোর মতো শারীরিক সামর্থ্য আমার নেই। অথচ তুমি যুবক। নিজেকে সৎ পথে রাখতে পারলে আর ঠিকমতো দেবতাদের দাসত্ব করতে পারলে কখনও বিচ্যুত হবে না লক্ষ্য থেকে। সময় এলে আমার বদলে তোমার নাম প্রস্তাব করব বলে ভেবে রেখেছি আমি। কিন্তু তুমি যদি নিজের জীবনটাকে সিংহ শিকারের মতো বাজে উত্তেজনার কারণে নষ্ট করে দাও, তা হলে আমার স্বপ্নগুলোর কী হবে? কী হবে মিশরের পরাধীন মানুষগুলোর?'

চুপ করে রইলাম।

'দেবতাদের দাসত্ব করতে হলে সব রকম মানবিক দুর্বলতার ঊর্ধ্বে থাকতে হবে তোমাকে। লোকের বাজে কথায় উত্তেজিত হলে চলবে না, কামনা-বাসনার কাছে পরাজিত হওয়া যাবে না। তোমার লক্ষ্য অনেক বড়। কথাটা মনে রেখো। যদি না রাখতে পারো, তা হলে আমার অভিশাপ পড়বে তোমার উপর। শুধু আমারই নয়, মিশরের সব পরাধীন মানুষের আর ভেঙে ফেলা প্রতিটা মূর্তির অভিশাপও সারা জীবন বয়ে বেড়াতে হবে তোমাকে। কাজেই সতর্ক হয়ে যাও। সংশোধন করো নিজেকে। তোমার ভাগ্য আর দশজন সাধারণ লোকের মতো নয়। সিংহ-শিকারী হওয়ার জন্যে জন্মাওনি তুমি; বরং রাজা হওয়ার জন্যে, সুশাসক হওয়ার জন্যে জন্মেছ। কাজেই, জিততেই হবে তোমাকে, হারমাচিস, নইলে দুর্গতির সীমা থাকবে না তোমার।'

আবার কিছুক্ষণের জন্য নীরব হয়ে গেলেন বাবা। আমিও কিছু বললাম না। নিজের ভিতরে একটা আন্দোলন টের পাচ্ছি। আমার মনের একটা তীব্র আক্রোশ প্রথমে নীরব বিক্ষোভ, পরে দুর্দমনীয় বিদ্রোহে পরিণত হলো। মেসেডোনিয়ান শাসকদের মনে হলো সিংহ আর আমি বল্লম হাতে ওদের মুখোমুখি দাঁড়ানো আজ সন্ধ্যার হারমাচিস।

'এসব ব্যাপারে পরে আরও বিস্তারিত জানাব তোমাকে,' আবার বলতে আরম্ভ করলেন বাবা। 'সময় নষ্ট না করে পড়াশোনা আর সাধনায় লেগে যাও তুমি। আগামীকাল একটা চিঠি দেব তোমাকে।

ওটা নিয়ে প্রথমে মেমফিসে যাবে, তারপর সেখান থেকে আনুতে–তোমার মামা সেপার কাছে। ওকে দেবে চিঠিটা। ওর কাছে কয়েক বছর থাকবে তুমি। তা হলে অনেক কিছু শিখতে পারবে। উত্তরাধিকার সূত্রে অ্যাবাউদিস মন্দিরের পুরোহিত হতে যাচ্ছ, সুতরাং, তোমার সবকিছু জানা দরকার। যত কষ্টই হোক, একেবারে মগজে গেঁথে নেবে সেপার প্রতিটা কথা। বুঝতে পেরেছ?'

উপরে-নীচে মাথা নাড়লাম।

'এখন এসো আমার কাছে। আমার কপালে একটা চুমু খাও। তুমিই আমার স্বপ্ন, মিশরের শেষ ভরসা। এসো।'

কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে গেলাম তাঁর দিকে। চুমু খেলাম কপালে।

'যাও,' আবার গম্ভীর গলায় আমাকে আদেশ দিলেন তিনি। 'বাসায় ফিরে যাও। যা বললাম তোমাকে, তার একটা কথাও যেন কেউ জানতে না পারে। একেবারে হজম করে ফেলো সবগুলো শব্দ। মনে রেখো, কেবলমাত্র বোকা আর মূর্খরাই গোপন কথা বলে দেয়। জ্ঞানী আর সাহসীরা চুপ থাকে, উপযুক্ত সময়ের জন্যে অপেক্ষা করে। আমি তোমার জন্যে প্রার্থনা করব। তুমি নিজেই নিজের ক্ষতি না করলে কোন ক্ষতি হবে না তোমার। যাও, রাত বাড়ছে।'

বাবার কামরা ছেড়ে বের হয়ে এলাম। নিজেকে অনেক বড় বলে মনে হলো। খুব দ্রুত পা চালালাম। সদর দরজা দিয়ে বের হয়ে এগিয়ে গেলাম মন্দিরের তোরণের দিকে। দুশো সিঁড়ি বেয়ে হাজির হলাম মন্দিরটার ছাদে।

ছাদের চারদিকে উঁচু দেয়াল, ভর দিয়ে দাঁড়ালাম একটাতে। তাকালাম সামনে।

পূর্ণিমার চাঁদ স্থির হয়ে আছে অ্যাবাউদিসের পাহাড়গুলোর পিছনের আকাশে। নিরুত্তাপ, সাদা আলোর জোয়ারে ভেসে যাচ্ছে সবকিছু। অনেক দূরের নীল নদের পানিতে প্রতিফলিত হয়ে সেই আলো তৈরি করেছে এক অদ্ভুত মায়াজাল। পর্বত, উপত্যকা, নদী, মন্দির, শহর, সমতল সবকিছু যেন ডাকছে আমাকে। পরিবেশটা

কেমন স্বপ্নময় মনে হলো আমার।

বুক ভরে শ্বাস নিলাম। জীবন কত সুন্দর, বেঁচে থাকাটা কত আনন্দের উপলব্ধি করলাম। বুঝলাম, বেঁচে থাকতে হবে আমাকে। নিজের জন্য, বাবার জন্য, মিশরের জন্য। কিছুক্ষণ উপভোগ করলাম রাতটার পরম সৌন্দর্য, নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা। তারপর খুশি মনে নেমে এলাম সিঁড়ি বেয়ে। হাঁটা ধরলাম বাড়ির উদ্দেশে।

চার

পরদিন খুব ভোরে মন্দিরের এক পুরোহিত এসে ঘুম থেকে জাগাল আমাকে। যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে বলল। জিনিসপত্র গুছিয়ে নেওয়ার পর বিদায় জানাতে এলেন বাবা। আমার হাতে একটা চিঠি দিলেন তিনি। তারপর একে অপরকে আলিঙ্গন করলাম আমরা। চলে যাওয়ার আগে আমার সব প্রিয় জিনিসগুলো একবার ছুঁয়ে দেখলাম আমি।

ঘাটে একটা নৌকা অপেক্ষা করছিল আমার জন্য। চড়ে বসলাম সেটাতে। দক্ষিণমুখী বাতাস বইছে একটানা। মাঝিদের একজন আবহাওয়া অনুকূল বুঝে পাল তুলে দিল। এগুতে আরম্ভ করল নৌকা। ঘাড় ঘুরিয়ে একবার তাকালাম ঘাটের দিকে। বুড়ি দাই মা আটোয়া দাঁড়িয়ে আছে তীরে। আমাকে হাত নেড়ে বিদায় জানাল সে। আশীর্বাদের নিদর্শন হিসেবে সর্বশক্তিতে একটা খড়ম ছুঁড়ে মারল আমার দিকে। হাত বাড়িয়ে লুফে নিলাম সেটা। খড়মটা অনেক বছর ছিল আমার কাছে।

একটানা ছয়দিন চললাম আমরা। প্রয়োজন হলে তীরে নৌকা

ভিড়াল মাঝিরা। অ্যাবাউদিস থেকে যত দূরে যাচ্ছি, তত বাড়ছে আমার উৎকণ্ঠা। চারদিকে দেখি অপরিচিত সব মুখ, অজানা সব জায়গা। প্রায়ই কান্না পায় আমার। মাঝিরা হাসাহাসি করবে ভেবে কান্নাটা চেপে রাখি বুকের ভিতর, চোখের আড়ালে।

যাত্রাপথে অনেক নতুন নতুন জিনিস দেখলাম। সবকিছু ঠিকমতো মনে নেই, তাই লিখলাম না আর।

সপ্তম দিন সকালে মেমফিসে পৌঁছালাম। তিনদিন বিশ্রাম নিলাম সেখানে। আমার পরিচয় পেয়ে মেমফিসের মন্দিরের পুরোহিতরা যথেষ্ট খাতির করলেন আমাকে। ঘুরিয়ে দেখালেন পুরো শহরটা।

কীভাবে যেন আমার যাওয়ার খবরটা প্রচারিত হয়ে গেল। আন্নু থেকে কয়েকজন পুরোহিত নিতে এলেন আমাকে। মেমফিসকে বিদায় জানিয়ে আবার নৌকায় চড়লাম আমি। সেদিন দুপুরের দিকেই পৌঁছে গেলাম আন্নুতে।

নৌকা থেকে নেমে অপেক্ষমাণ গাধার উপর চড়ে বসলাম আমরা। চলতি পথে অনেকগুলো গ্রাম পার হলাম। গ্রামবাসীদের দারিদ্র্য স্পষ্ট ধরা পড়ল আমার চোখে। রাজার কর-আদায়কারীদের অত্যাচারে নিঃস্ব গ্রামবাসীদের করুণ অবস্থার বর্ণনা দিল একজন পুরোহিত। অসহায় ক্রোধে ফুঁসতে ফুঁসতে শুনলাম সেই বর্ণনা।

গ্রাম পার হওয়ার পর হাজির হলাম মরুভূমিতে। সারি সারি পিরামিড দেখতে পেলাম সেখানে। সেটাই আমার প্রথম পিরামিড দর্শন, কাজেই ওগুলোর বিশালত্ব দেখে আশ্চর্য না হয়ে পারলাম না। গ্র্যানিট আর চুনাপাথরে নির্মীত ধবধবে সাদা পিরামিডগুলোতে প্রতিফলিত হচ্ছে সূর্যের আলো। ওগুলোকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সময় আমাকে প্রতিটা পিরামিডের নাম জানাল আরেকজন পুরোহিত। প্রথম থেকে তিন নম্বরটার নাম বলল সে–"হার"-এর পিরামিড*। তখন কল্পনাও করিনি, ওটার নীচে লুকানো বিপুল সম্পদ একদিন উদ্ধার করতে আসব আমি।

মরুভূমি পার হয়ে একসময় আন্নুতে প্রবেশ করলাম আমরা।

মিশরের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর ওটা। নীল নদ থেকে একটা খাল বের হয়ে অনেকগুলো ছোট শাখায় বিভক্ত হয়ে জালের মতো ঘিরে রেখেছে শহরটাকে। আন্নুর একেবারে শেষপ্রান্তে দেবতা রা-এর মন্দির। মামা সেপা থাকে সেখানেই।

মন্দিরের তোরণের কাছে এসে থামলাম আমরা, নামলাম গাধার পিঠ থেকে। দেখলাম, বারান্দার কাছে খাটো, হালকা-পাতলা দেহের একজন লোক দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর চেহারা দীপ্তিময়, মাথা নিখুঁতভাবে কামানো। রাতের আকাশের তারার মতো জ্বলজ্বলে দু'চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। মামা সেপাকে চিনতে ভুল হলো না আমার।

আমাকে দেখে হাসিতে ভরে গেল মামার গোলগাল মুখ। বললেন, 'এসো, উপরে উঠে এসো। অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি তোমার জন্যে।'

মন্দিরের ভিতরে মামার নিজের কামরা আছে, সেখানে আমাকে নিয়ে গেলেন তিনি। দরজা বন্ধ করে দিলেন। বাবার দেওয়া চিঠিটা জামার ভিতর থেকে বের করে তাঁর হাতে দিলাম। মনোযোগ দিয়ে চিঠিটা পড়লেন তিনি। তারপর আবার তাকালেন আমার দিকে। আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই হঠাৎ জড়িয়ে ধরলেন আমাকে, দু'হাতে আমার দু'কাঁধ শক্ত করে চেপে ধরে বললেন, 'স্বাগতম, মিশরের শেষ আশা! তা হলে আমার প্রার্থনা বৃথা যায়নি! তোমার চেহারা দেখার জন্যে, তোমাকে জ্ঞান দেয়ার জন্যে অস্থির হয়ে ছিলাম আমি। আজ আমার অস্থিরতা শেষ হলো। আমি তোমাকে এমন জ্ঞান দেব, যা সারা মিশরের আর কোন জীবিত ব্যক্তি জানে না। চর্চা করতে করতে আমিই এখন ওই বিদ্যার একমাত্র পণ্ডিত। আমার সৌভাগ্য, তুমি ছাড়া ওই বিদ্যা শেখার আর কেউ নেই।'

এরপর জোর করে আমাকে গোসলখানায় পাঠালেন তিনি। চটপট গোসল সেরে নেওয়ার আদেশ দিলেন। গোসল সেরে বের হওয়ামাত্রই খেতে বসতে হলো। খাওয়ার সময় বললেন মামা, 'অনেক লম্বা পথ অতিক্রম করেছ, কাজেই আজকে পড়তে হবে না। বিশ্রাম নাও

প্রয়োজন মতো। আর ঘুরে দেখো মন্দিরটা। ইচ্ছে হলে বাজারেও যেতে পারো। আগামীকাল থেকে শুরু হবে তোমার শিক্ষা আর সাধনা।'

পরদিন থেকে বিনা প্রতিবাদে তাঁর শিষ্যত্ব মেনে নিলাম আমি। প্রতিদিন খুব ভোরে উঠতে হয়। তারপর সব পুরোহিতের সঙ্গে যোগ দেই পূজায়। শরীর ঠিক রাখার জন্য পুরোহিতরা সবাই দৌড়ঝাঁপ করে, আমাকেও করতে হয় ওসব। এরপর সারাদিন বসে থাকি অসংখ্য প্যাপিরাস-খণ্ড নিয়ে। মামা আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত পড়া ছেড়ে ওঠার কোন উপায় নেই।

কঠোর নিয়মে পড়াশোনা করার ফলে শিখতেও পারলাম খুব দ্রুত। সবার প্রথমে জানলাম বিভিন্ন ধর্মের মূলকথা আর উৎপত্তির ইতিহাস। এরপর আকাশের সব তারার নাম, আর তাদের গতিবিধি আমার ঠোঁটের আগায় চলে এল। পৃথিবীর ঘূর্ণন সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা পেলাম। শিখলাম প্রাচীন-আধুনিক অনেক যাদু। এই যাদুবিদ্যা খুব ভালো লাগে আমার, তাই খুব আগ্রহ নিয়ে শিখি। এ কারণে তুখোড় যাদুকর হিসাবে আমার নাম ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগল না। মামা নিজে আমাকে অনেক ধরনের স্বপ্নের ব্যাখ্যা শেখালেন। এ বিষয়ের উপর শত শত প্যাপিরাস-খণ্ড পড়ে ফেললাম আমি। সংকেত-লেখনীতেও একজন বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠলাম। মিশর, গ্রীস আর রোমের ইতিহাস-ভূগোল এবং গ্রেসিয়ান ও রোমান ভাষায় আমাকে পণ্ডিত বানিয়ে তুললেন মামা। সবচেয়ে বড় কথা, পিরামিডের রহস্য জানতে পারলাম।

সাধনা আর শিক্ষালাভে কেটে গেল পাঁচ বছর। নিজেকে সবরকম পাপ, অন্যায়-অবিচার থেকে মুক্ত রাখলাম ওই সময়। কঠোর সাধনা করলাম, কারণ জানতাম যে, সৎ পথে থাকতে পারলে আমার জয় সুনিশ্চিত।

প্রতি বছর দু'বার বাবার তরফ থেকে চিঠি আসে। আমার অগ্রগতিতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে অভিনন্দন জানান তিনি। বাবাকে পাল্টা চিঠি লিখতে গিয়ে প্রতিবারই জানতে চাই, আমার সাধনা শেষ হয়েছে

কি না। প্রতিবার একই উত্তর আসে—না, হয়নি। আমাকে ধৈর্য ধরার পরামর্শ দেন বাবা। মাঝেমধ্যে একই কথা বলেন মামা।

একরাতে পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, মাথা ঘুরতে আরম্ভ করল। হাতে ধরা প্যাপিরাস খণ্ডটা টেবিলের উপর রেখে উঠে দাঁড়ালাম। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম নীচে। মন্দিরের পিছনের বাগানটাতে গেলাম হাওয়া খেতে। মামা সেপাকেও পায়চারি করতে দেখলাম সেখানে। আমাকে দেখে থেমে দাঁড়ালেন তিনি, জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার? তোমার মুখচোখ এমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন?'

'মামা,' প্রায় কাতর গলায় বললাম আমি, 'যে বিদ্যা কোন কাজেই লাগবে না, সেটা শিখে কী লাভ?'

'মূর্খের মতো কথা বোলো না,' কঠোর গলায় আমাকে ধমক দিলেন মামা। 'তুমি কীভাবে জানলে কোন বিদ্যাটা তোমার কাজে লাগবে আর কোনটা লাগবে না?' তারপর একটু নরম গলায় বললেন, 'তুমি আবার অধৈর্য হয়ে পড়েছ, হারমাচিস।'

কিছু বললাম না আমি।

'আমি যা জানতাম, সবই শিখিয়েছি তোমাকে। তুমি এখন আমার চেয়েও জ্ঞানী।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। তারপর প্রশ্ন করলাম, 'আমি এখন কী করব, মামা?'

'তোমার বাবা অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকবে। সময় হলে তোমাকে ডাকবেন তিনি। তারপর অ্যাবাউদিসে ফিরে যাবে তুমি। আমার মনে হয়, সেখান থেকে তোমার আলেকযান্দ্রিয়ায় যাওয়াই উচিত হবে।'

'কেন? আলেকযান্দ্রিয়া কেন?'

'যুদ্ধের খবর শুনেছ তুমি?' উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলেন মামা।

পড়াশোনা আর ধর্মীয় সাধনা নিয়ে দারুণ ব্যস্ত থাকায় কোথায় যুদ্ধ হয়েছে; কার বিরুদ্ধে কে লড়েছে কিছুই জানি না। মামার প্রশ্নের

জবাবে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লাম।

'ভুল, হারমাচিস, খুব বড় ভুল করেছ। শুধু অতীত-ই নয়, বর্তমানকেও জানতে হবে তোমার। তা না হলে অনেক কমে যাবে তোমার রাজনৈতিক জ্ঞান, সমাজে দাম হারাবে তুমি। যা-ই হোক, ঘটনাটা সংক্ষেপে খুলে বলছি তোমাকে,' একটু থেমে লম্বা করে দম নিলেন মামা। তারপর বলতে আরম্ভ করলেন, 'তোমার মায়ের মৃত্যুর সময় মিশরের রাজা ছিল টলেমি অলেটিস। মরার আগে অলেটিস শাসন ক্ষমতা সমানভাবে দিয়ে গেল ওর ছেলে টলেমি আর মেয়ে ক্লিওপেট্রাকে। টলেমি চক্রান্ত করে একাই দখল করল ক্ষমতা, তাড়িয়ে দিল বোনকে। সিরিয়ায় আশ্রয় নিল ক্লিওপেট্রা। সৈন্য যোগাড়ের চেষ্টায় থাকল। মেয়েটা আমাদের শত্রু হলেও স্বীকার করতেই হবে, মাথায় যথেষ্ট বুদ্ধি রাখে। সৈন্য যোগাড় করে সে রওনা হলো আলেকযান্দ্রিয়ার উদ্দেশে। পেলুসিয়ামের কাছাকাছি এসে ঘাঁটি গাড়ল। ওদিকে সিযার, এতদিন যাকে পৃথিবীর মহোত্তম পুরুষ বলে জানতাম, পম্পেই দখল করার উদ্দেশে যাত্রা করল। কিন্তু পম্পেই পৌঁছে দেখল, ধ্বংস হয়ে গেছে শহরটা। মানুষগুলোকে নির্বিচারে খুন করে সব গুঁড়িয়ে দিয়েছে আচিলাস আর লুসিয়াস সেপটিমিয়াসের দল। এই দু'জনের নাম শুনেছ নিশ্চয়ই? রোমান বাহিনীর নেতা সেপটিমিয়াস। আচিলাস হলো ওর সেনাপতি,' আমাকে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতে দেখে বলে চললেন মামা, 'আলেকযান্দ্রিয়ার জনগণের ভয়ে প্রাণ যায়–এমন অবস্থা। একদিকে মুখোমুখি টলেমি আর ক্লিওপেট্রা, আরেকদিক দিয়ে এগিয়ে আসছে সেপটিমিয়াস আর আচিলাসের বাহিনী। ওদিকে পম্পেই দখল করতে না পেরে সিযারও রওনা হয়ে গেছে আলেকযান্দ্রিয়ার উদ্দেশে।

'সিযারই পৌঁছুল প্রথমে। প্রায় বিনা যুদ্ধে গ্রেপ্তার করল টলেমি আর ওর আরেক বোন আরসিনোকে। সিযারের বাহিনী খুব একটা বড় ছিল না। ঠিক ওই মুহূর্তে সেপটিমিয়াসের সঙ্গে যুদ্ধ বাধলে হেরে যেত সে। তখন টলেমিকে বলল সিযার, মুক্তি চাইলে ওর সেনাবাহিনীকে সিযারের পক্ষে যুদ্ধ করার আদেশ দিতে হবে। শর্তটা মানতে হলো

টলেমিকে।

'আক্রমণ করল সেপটিমিয়াস। টলেমির বাহিনীর সাহায্যে প্রতিহত করল সিযার। আর তখনই আসল চালটা চালল বুদ্ধিমতী ক্লিওপেট্রা।

'অ্যাপোলোডোরাস নামের এক বিশ্বস্ত লোককে সঙ্গে নিয়ে পরদিন খুব ভোরে আলেকযান্দ্রিয়ার বন্দরে গিয়ে হাজির হলো সে। খুব দামি একটা পশমী কম্বল কিনল। ক্লিওপেট্রাকে ওই কম্বলের ভেতরে ভরে ভালোমতো পেঁচিয়ে বাঁধল অ্যাপোলোডোরাস। তারপর কম্বলটা পাঠিয়ে দিল সিযারকে। সঙ্গে দিল কয়েকজন দূত। ওরা গিয়ে সিযারকে জানাল, ক্লিওপেট্রার তরফ থেকে একটা উপহার নিয়ে এসেছে। যুদ্ধের সময় এরকম উপহার পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই আশ্চর্য হয়ে গেল সিযার। কম্বলটা খুলল সে।

'ভেতরে ক্লিওপেট্রাকে দেখে আকাশ থেকে পড়ল সে। শুনেছি, ক্লিওপেট্রাকে দেখার পর নাকি অনেকক্ষণ কথা বলতে পারেনি সিযার। সারা পৃথিবীতে ক্লিওপেট্রার মতো সুন্দরী মেয়ে আর নেই। শুধু তা-ই নয়, মেয়েটার কৌতুকবোধ খুব ভালো, হেসে হেসে কথা বলে সবসময়। তা ছাড়া অনেক কিছু জানে সে। সোজা কথায়, ক্লিওপেট্রাকে দেখে মাথা ঘুরে গেল সিযারের।

'সিযারকে বশ করতে বেশি সময় লাগল না ক্লিওপেট্রার। যুদ্ধে জয় হলো সিযারের। আর সিযারকে যেহেতু আগেই জিতে নিয়েছে ক্লিওপেট্রা, সেহেতু মিশরের সিংহাসনটা দখল করতে কোন অসুবিধাই হলো না ওর। ব্যাপারটা ভেবে দেখো একবার। টলেমি ক্ষমতাচ্যুত হলো, আলেকযান্দ্রিয়ার জন্য যুদ্ধ করল সিযার আর সেপটিমিয়াস, কিন্তু বিনা যুদ্ধে সিংহাসনে বসল ক্লিওপেট্রা। ওর একটা সৈন্যও মারা গেল না, একটা তীরও ছুঁড়তে হলো না ওকে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, বয়সে ক্লিওপেট্রার তিনগুণ হওয়া সত্ত্বেও মেয়েটার প্রেমে পড়ে গেল পৃথিবীখ্যাত দুর্ধর্ষ যোদ্ধা সিযার।'

লোকটার উপর রাগে শরীর জ্বলছে আমার। রাগটা সামলাতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'দুর্ধর্ষ যোদ্ধা না ছাই! আসলে লোকটা পৃথিবীর

নিকৃষ্টতম বোকা। একটা মেয়ের জন্যে…' মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট হচ্ছে বুঝতে পেরে আর কিছু বললাম না।

আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন মামা। 'এত উত্তেজিত হয়ো না, হারমাচিস। অন্যকে অপবাদ দেয়ার আগে তুমি নিজে কতটা ভালো, সেটা যাচাই করে নিয়ো একবার। নারীর আকর্ষণকে উপেক্ষা করার মতো ক্ষমতা যে পুরুষের আছে, আমি তাকেই বীরপুরুষ বলে গণ্য করি। হয়তো তোমাকেও একদিন পরীক্ষা দিতে হবে। সেদিন জানা যাবে তুমি সত্যিই বীরপুরুষ না অন্য কিছু।'

কথাটা শুনে স্থান-কাল-পাত্র ভুলে হা হা করে হেসে উঠলাম। বললাম, 'আমাকে নিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারো, মামা। কোন মেয়ের সঙ্গে খাতির ছিল না আমার, এখনও নেই। ভবিষ্যতে হবারও কোন সম্ভাবনা নেই। ক্লিওপেট্রা তো দূরের কথা, স্বর্গের অপ্সরাও লক্ষ্য থেকে একচুল সরাতে পারবে না আমাকে। যা-ই হোক, আমি যদি ওই বোকা, বুড়ো ছাগল সিযারের জায়গায় থাকতাম, তা হলে পশমী কম্বলটার ভেতর থেকে ক্লিওপেট্রা বেরিয়ে আসামাত্রই ওকে আবার ভেতরে ভরতে বলতাম। তারপর কম্বলটা ভালোমতো বেঁধে বন্দরের পাশের জলাভূমিতে ডুবিয়ে রাখার আদেশ দিতাম। যতক্ষণ পর্যন্ত না ক্লিওপেট্রা মারা যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত তুলতে বলতাম না।'

'এত অহংকার কোরো না, হারমাচিস। পরে কোন ভুল করলে তোমার অনুতাপের সীমা থাকবে না। তোমাকে যে যুদ্ধের কাহিনীটা বলছিলাম, সেটা শেষ হয়নি। শোনো বাকিটা। ক্লিওপেট্রাকে সিংহাসনে বসতে দেখে ঈর্ষায় জ্বলে উঠল ওর ভাই টলেমি। রাতের আঁধারে বিদ্রোহ করে বসল সিযারের বিরুদ্ধে। একটা ছোট দল নিয়ে আক্রমণ করল ঘুমন্ত সিযারকে। সামান্য আহত হলেও বেঁচে গেল সিযার। আর উদ্দেশ্য হাসিল হলো না দেখে পালাল টলেমি। ওকে ধাওয়া করল সিযারের লোকজন। উপায়ান্তর না দেখে একটা ছোট্ট নৌকায় চেপে বসল সে, জলোচ্ছ্বাসে উন্মত্ত নীল নদ পার হওয়ার ঝুঁকি নিল রাতের আঁধারে। মাঝ নদী পর্যন্তও যেতে পারল না, তার আগেই উল্টে গেল

নৌকাটা। ভাগ্য দেখো ক্লিওপেট্রার। ভাইকে ছুঁতেও হলো না ওর, কিন্তু ঠিকই মারা গেল টলেমি। মিশরের সিংহাসন এখন ক্লিওপেট্রার জন্যে সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক।'

'কেন? ক্লিওপেট্রার আরেক বোন আরসিনোর কী হলো?'

'রোমে ফিরে যাওয়ার সময় ওকে শেকলে বেঁধে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল সিযার। তারপর কী হয়েছে মেয়েটার, জানি না।'

কোন মন্তব্য করলাম না।

'রোমান বাহিনীর বর্তমান নেতা পম্পেইয়াসকে ভালোবাসার ফাঁদে ফেলে বলতে গেলে দখল করে রেখেছে ক্লিওপেট্রা। ব্যস, এখন আর কোন চিন্তা নেই ওর। ভিনদেশী কেউ আক্রমণ করলে পম্পেইয়াসই ঠেকাবে। সত্যিই রাণীর হালে আছে ক্লিওপেট্রা।'

'তাই তো দেখছি,' চিন্তিতভাবে মাথা নাড়লাম আমি।

'কিন্তু সুখে নেই মিশরের লোকজন,' বলে চললেন মামা, 'সব জায়গায় শুধু অশান্তি আর অসন্তোষ। একটা বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে ক্লিওপেট্রার বিরুদ্ধে। তুমি প্রস্তুত থেকো, হারমাচিস। সময় এসে গেছে প্রায়। আর কিছুদিনের মধ্যেই তোমাকে ফিরে যেতে হবে অ্যাবাউদিসে, কথা বলতে হবে তোমার বাবার সঙ্গে। জানতে হবে এ ব্যাপারে কী বলেন তিনি। তা ছাড়া এখন পর্যন্ত দেবতাদের রহস্য জানতে পারোনি তুমি। তোমার বাবাই ওসব শেখাবেন তোমাকে। এখন ঘরে ফিরে যাও, পড়তে বসো আবার।'

পাঁচ

সপ্তাহখানেকের ভিতরেই বিদায় নিলাম মামার কাছ থেকে। একেবারে নিখুঁত হিসাব করলে পাঁচ বছর এক মাস ছিলাম ওখানে। মায়া পড়ে গিয়েছিল আন্নু শহর, মন্দির আর আশেপাশের লোকজনের উপর। সব ছেড়ে আসতে খারাপ লাগল খুব।

নিরাপদেই পৌঁছালাম অ্যাবাউদিসে। জন্মস্থানকে আবার দেখতে পেয়ে আন্নু ছেড়ে আসার দুঃখ ভুলে গেলাম প্রায়। মন্দিরটা টানছিল আমাকে, যত দ্রুত সম্ভব পা চালিয়ে উপস্থিত হলাম সেখানে।

আমার আসার খবর পেয়ে উপস্থিত হলো অনেকে। বুড়ি দাই মা আটোয়াও এল অন্যদের সঙ্গে। সবাই স্বাগত জানাল আমাকে। হাসিমুখে গ্রহণ করলাম সেই অভ্যর্থনা।

আটোয়াকে দেখে কিছুটা আশ্চর্য হলাম আমি। মুখে আরও কয়েকটা বলিরেখা যোগ হওয়া ছাড়া বলতে গেলে কোন পরিবর্তনই হয়নি বুড়ির। পাঁচ বছর আগে আমাকে খড়ম ছুঁড়ে মারার সময় যেমন ছিল, প্রায় সেরকমই শক্ত-সমর্থ দেখলাম ওকে।

খোঁজ নিয়ে জানলাম, নিজের কামরাতেই আছেন বাবা। লোকজনের কাছ থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিদায় নিয়ে ছুটলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশে।

চমকে উঠলাম বাবাকে দেখে। তাঁকে দেখে মনে হলো, পাঁচ বছর নয়, বিশ বছর পর ফিরলাম অ্যাবাউদিসে। অনেক বুড়ো হয়ে গেছেন তিনি। ঠিকমতো হাঁটাচলাও করতে পারতেন না। একারণেই আমাকে স্বাগত জানাতে আর সবার মতো মন্দিরের বাইরে যেতে পারেননি।

এগিয়ে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম তাঁর সামনে, চুমু খেলাম তাঁর হাতে। আমাকে আশীর্বাদ করলেন বাবা।

মুখ তুলে তাকালাম তাঁর দিকে। অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন বাবা। তারপর বললেন, 'পাল্টে গেছ তুমি, হারমাচিস। তোমার চেহারায় পৌরুষের দীপ্তি দেখতে পাচ্ছি আমি। দেখতে পাচ্ছি জ্ঞানের আলো। আন্নুতে তোমার দিন কেমন কাটল, বলো আমাকে।'

সব খুলে বললাম তাঁকে। গভীর রাত পর্যন্ত কথা বললাম আমরা। সবশেষে বাবা বললেন, 'আরেকটা শিক্ষা বাকি আছে তোমার, হারমাচিস। দেবতাদের রহস্য জানতে হবে তোমাকে।'

তিনমাস সময় লাগল দেবতাদের রহস্য জানতে। জীবনের কঠোরতম সাধনাটা ওই সময়েই করতে হলো আমাকে। এরপর পরীক্ষা দিতে হলো অসংখ্য পুরোহিতদের সামনে। প্রশ্নবাণে আমাকে জর্জরিত করলেন তাঁরা, হাসিমুখে উত্তর দিলাম সবগুলো প্রশ্নের। আমার জ্ঞান আর চরিত্র দেখে বাবার উত্তরাধিকারী হিসাবে আমাকে মনোনীত করার ব্যাপারে সন্দেহ থাকল না কারও।

এর সাতদিন পর নতুন পুরোহিত হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম আমি। ভালোমতো গোসল করে দামি লিনেনের একটা পোশাক পরলাম। সুগন্ধী মাখলাম গায়ে। তারপর বের হয়ে এলাম মন্দিরের বাইরের চত্বরে, হাঁটু গেড়ে বসলাম। দু'হাত আকাশের দিকে তুলে প্রার্থনা করতে আরম্ভ করলাম। দীর্ঘসময় পর নিজের কামরার দরজা খুলে বের হয়ে এলেন বাবা। অভ্যাসমতো ধবধবে সাদা একটা পোশাক পরেছেন তিনি। আইসিস শহরের প্রধান পুরোহিতের হাত ধরে অনেক সময় নিয়ে হেঁটে এলেন আমার দিকে। তাঁকে কাছে আসতে দেখে উঠে দাঁড়ালাম আমি।

'তুমি প্রস্তুত?' আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আইসিসের প্রধান পুরোহিত।

দুরুদুরু করছে বুকের ভিতর। একটা ঢোক গিলে বললাম, 'হ্যাঁ, প্রস্তুত।'

'সাহস আছে তোমার, যুবক,' বললেন তিনি আবার। 'কত বড় দায়িত্ব নিতে যাচ্ছ জানো?'

'জানি,' দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলাম। 'আপনি কাজ শুরু করুন।'

'ভালো,' বাবার দিকে তাকালেন পুরোহিত। 'মহান আমেনেমহ্যাট, অনুমতি দিন।'

'অনুমতি দিলাম। হারমাচিস, প্রার্থনা করি, আধ্যাত্মিক আর জাগতিক দু'জগতেই সফল হও তুমি। মনে রেখো, পৃথিবীকে শাসন করতে হলে অনেক জাগতিক চাহিদা থেকে মুক্ত থাকতে হয়। দেবতাদের আশীর্বাদ না থাকলে কাজটা কিছুতেই সম্ভব নয়। দেবতাদের কাছ থেকে কিছু পেতে হলে তাঁদেরকেও কিছু দিতে হয়। সেটার মূল্য কম নয়, তুমি জানো।'

কথাগুলো ওই মুহূর্তে একটা আলোড়ন তুলল আমার হৃদয়ে। কিন্তু ঘাবড়ে না গিয়ে শক্ত করলাম নিজেকে, মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলাম সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়। শুরু হলো দীক্ষা অনুষ্ঠান। প্রধান পুরোহিত হিসাবে মনোনীত হলাম আমি।

এরপর শুরু হলো উৎসব। অ্যাবাউদিসের প্রায় সবাই যোগ দিল সেই উৎসবে। নতুন পুরোহিতের কাছে আশীর্বাদ চাইল ওরা, দিলাম আমি। দেবতাদের নিয়ে লেখা গান গাওয়া হলো সেই সময়। সাধ্যমতো খাওয়ানো হলো গরীব-দুঃখীদের।

খুব গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন লোক, যারা দীক্ষা অনুষ্ঠানে আসতে পারেননি, আমার পুরোহিত হওয়ার খবর শুনে দেখা করতে এলেন আমার সঙ্গে। তাঁদের কয়েকজন ছিলেন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তাঁরা আমাকে মিশরের জনগণের কথা জানালেন। ক্লিওপেট্রার বিদায়ের সময় এসে গেছে–এ ব্যাপারে একমত হলেন সকলে। তাঁদেরকে নিয়ে একটা গোপন বৈঠকের ব্যবস্থা করলেন বাবা। সেখানে মিশরের পরবর্তী শাসক হিসাবে আমার নাম প্রস্তাব করা হলে বিনা প্রতিবাদে মেনে নিলেন প্রত্যেকে।

ব্যাপারটা নিয়ে পরের রাতে আবার একটা গোপন বৈঠক হলো। সাঁইত্রিশটা শহর থেকে সাঁইত্রিশজন লোক এলেন। কেউ আসল

পরিচয়ে, আবার কেউ ক্লিওপেট্রার গুপ্তচরদের ভয়ে ছদ্মবেশে। মামা সেপাও আছেন তাঁদের মধ্যে। চিকিৎসকের নিখুঁত বেশ ধারণ করায় প্রায় চেনাই যাচ্ছে না তাঁকে। গলার আওয়াজ শুনে সনাক্ত করতে পারলাম মামাকে। নিচু স্বরে কথা বলছেন সবাই। বাবা ঢোকার পর থেমে গেল তাঁদের ফিসফাস।

দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয় বলে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন বাবা। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম তাঁর পাশে। উপস্থিত সবাইকে উদ্দেশ্য করে গম্ভীর গলায় বলতে আরম্ভ করলেন বাবা, 'আপনাদেরকে ডেকেছিলাম আমি। এখানে এসে আমাকে সম্মানিত করেছেন আপনারা, সেজন্যে সবাইকে ধন্যবাদ। আমার ছেলে হারমাচিসের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি,' কাঁপা কাঁপা একটা হাত তুলে আমার দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। 'শুনে হয়তো আশ্চর্য হবেন, টলেমি অলেটিসের রক্ষীবাহিনী হত্যা করতে পারেনি ওকে। দেবতারা রক্ষা করেছেন হারমাচিসকে। সেই প্রসঙ্গে যাব না আমি। শুধু এটুকু বলতে চাই, হারমাচিস আমার নিজের রক্ত। সুতরাং, যুগ যুগ ধরে চলে আসা উত্তরাধিকারের নিয়ম অনুযায়ী অ্যাবাউদিসের প্রধান পুরোহিত হবার যোগ্যতা রাখে সে এবং হয়েছেও। আমার মৃত্যুর পর দায়িত্বটা সে-ই পালন করবে,' দম ফুরিয়ে যাওয়ার কারণে থামতে হলো বাবাকে। একটু পর আবার বলতে আরম্ভ করলেন, 'শুধু তাই নয়, মিশরের প্রাচীন রাজরক্ত বইছে ওর শরীরে। সুতরাং ক্লিওপেট্রার পর ফারাও হিসেবে মিশর শাসন করতে পারে একমাত্র সে-ই। আপনাদের কারও কি আমার কথায় সন্দেহ আছে?'

কেউ কিছু বলার আগেই নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন মামা সেপা। বললেন, 'আনুর মন্দিরে সংরক্ষিত আছে আদিবাসীদের শাসনামলের সমস্ত নথিপত্র। সেগুলো পরীক্ষা করে জানা গেছে, পুরোহিত আমেনেমহ্যাটের ছেলে হারমাচিস এখন রাজরক্তের অধিকারী শেষ বংশধর। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।'

মামার কথা শেষ হওয়ার পর আইসিস মন্দিরের পুরোহিত উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, হারমাচিস আমেনেমহ্যাটের

ছেলে, ওর নিজের রক্ত। কথাটা মিথ্যে হলে দেবতাদের অভিশাপ নামুক আমার উপর।'

কেউ কোন কথা বলল না। অনেকক্ষণ নীরব রইল কক্ষটা।

'তা হলে আমি ধরে নিচ্ছি,' বললেন বাবা, 'হারমাচিসকে নেতা হিসেবে মেনে নিতে আপত্তি নেই আপনাদের কারও। হারমাচিস,' আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন তিনি, 'নিজের মন থেকে শপথ বাক্য পাঠ করো।'

খুব একটা আলো নেই কক্ষটাতে। তারপরও দূরে বসে থাকা লোকগুলোর চেহারার দিকে সময় নিয়ে তাকালাম আমি। দেখলাম, তীব্র আগ্রহে আমার দিকে তাকিয়ে আছে সবাই। কাঁপা কাঁপা গলায় বলতে আরম্ভ করলাম, 'ইহজীবন একটা। কিন্তু শপথ করে বলছি, দেবতারা যদি আবার আমাকে সুযোগ দেন, তা হলে সেই জীবনটাও মিশরের জন্যে উৎসর্গ করব আমি।'

আবার ফিসফাস শুরু করল উপস্থিত লোকজন।

কষ্ট করে উঠে দাঁড়ালেন বাবা। আমার ডান হাতে সত্যের দেবী মা* আর বাম হাতে দেবতা আমেন রা-এর মূর্তি ধরিয়ে দিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি মা আর আমেন রা-এর নামে শপথ করছ?'

'করছি।'

'তুমি কি মিশরের নামে, সমস্ত সত্য মন্দিরের নামে আর চিরন্তন পিরামিডের নামে শপথ করছ?'

'করছি।'

'তুমি কি জানো, শপথ ভঙ্গ করলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে?'

'জানি।'

'বলো, আমি শপথ করছি যে, আমি দেবতাদের মন্দির যে কোন মূল্যে রক্ষা করব, আমি ন্যায়বিচার করব, আমি কখনোই আমার প্রজাদের শোষণ করব না, আমি বিশ্বাসঘাতকতা করব না, আমি রোমান আর গ্রীকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করব না, আমি ভিনদেশী অনাচার থেকে আমার ধর্মকে রক্ষা করব, আমি আমার জীবন মিশরের স্বাধীনতার জন্যে উৎসর্গ করব।'

বাবার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করলাম শপথ বাক্যগুলো।

'আজ থেকে তুমি মিশরের নতুন ফারাও,' যথাসম্ভব উঁচু গলায় ঘোষণা দিলেন বাবা। 'যদি কোনদিন ক্লিওপেট্রাকে অপসারণ করতে পারো, তা হলে তুমিই হবে মিশরের শাসক।'

'ফারাও-এর জয় হোক,' উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন সবাই। তারপর তাঁরা একে একে আমার আনুগত্যের শপথ নিলেন। আমাকে অভিনন্দন জানাতে কাছে এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে হাত মেলালেন সবাই, কেউ কেউ চুমু খেলেন হাতে। একসময় বিদায় নিলেন তাঁরা। একজন পুরোহিতের হাত ধরে চলে গেলেন বাবাও।

একা হয়ে গেলাম আমি। বাবা যে চেয়ারটাতে বসে ছিলেন, বসে পড়লাম সেটাতে। আমার ভিতর থেকে কে যেন বলছে, 'হারমাচিস, তুমি এখন রাজা! তুমি এখন ফারাও! একটাইমাত্র কাঁটা তোমার পথে– ক্লিওপেট্রা!'

দাঁতে দাঁত পিষলাম।

***

প্যাপিরাস-২

এক

আমার প্রস্তুতি শেষ। সময় এসে গেছে। তাই কাজে নেমে পড়ার জন্য ছটফট করছি। মেসেডোনিয়ানদের তাড়িয়ে দিয়ে মিশরের সিংহাসন পুনরুদ্ধারের জন্য আর তর সইছে না আমার। শয়নে-স্বপনে কানের কাছে ফিসফিসানি শুনতে পাই, 'মুক্ত করো মিশরকে, হারমাচিস। একমাত্র তুমিই পারবে কাজটা।'

জানি, কঠোর পরিশ্রম করতে হবে আমাকে, ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিতে হবে নিজের জীবন। কিন্তু পিছু পা হতে রাজি নই মোটেও। আয়নায় প্রতিদিন নিজের চেহারা দেখে চেষ্টা করি ভিতরের বিপ্লবটাকে অনুভব করার। বাড়িতে একা বসে নতুন নতুন মন্দির বানানোর, পুরনো আইন সংস্কারের পরিকল্পনা আঁটি।

দীক্ষা অনুষ্ঠানের সময় মাথা পুরোপুরি চেঁছে ফেলতে হয়েছিল আমাকে। দিন গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে ছোট ছোট চুল গজালো চাঁদিতে, তারপর চুলগুলো লম্বা হয়ে একদিন নেমে এল ঘাড় পর্যন্ত। আয়নায় চেহারা দেখতে গিয়ে চমকে উঠলাম। নিজেকে দেখে লম্বা কালো চুল, নীল চোখের মণি, খাড়া নাক আর ধবধবে ফর্সা চামড়ার অতি সুদর্শন দেবতা নিউটের কথা মনে পড়ে গেল।

অলস বসে রইলাম না একটা দিনও। পুরনো পড়া আর বিদ্যাগুলো, বিশেষ করে যাদুবিদ্যা, ঝালাই করে নিলাম। দৌড়ঝাঁপ করলাম নিয়মিত, বাড়তি চর্বি জমতে দিলাম না শরীরে। সময় বুঝে মামা সেপা একদিন খবর পাঠালেন—আমাকে যেতে হবে আলেকযান্দ্রিয়ায়।

শরীর খারাপের অজুহাত দিয়ে আন্নুর মন্দির ছেড়ে আলেকযান্দ্রিয়ায় আছেন তিনি। বায়ু পরিবর্তনের নামে উঠেছেন বন্দরের ধারের একটা বাসায়। মামার দূত বলল, আমাকে যেতে হবে সেখানেই।

দেরি না করে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলাম। দেখা করে আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য ঢুকলাম বাবার কক্ষে।

'যাও,' অনেক কষ্ট করে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে আলিঙ্গন করলেন বাবা। 'যত তাড়াতাড়ি পারো, চলে যাও আমার সামনে থেকে। আমি পাথর নই, মানুষ। একমাত্র সন্তানকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে মন চাইছে না আমার,' কেঁদে ফেললেন তিনি, 'কিন্তু মিশরের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে তোমার জন্মের সময়ই তোমাকে উৎসর্গ করে দিয়েছি। এখন আর ফিরিয়ে নেবার সুযোগ নেই।...যাও। প্রার্থনা করি, যেন সফল হয়ে ফিরতে পারো। একটা ব্যাপারে সাবধান থেকো, হারমাচিস। এখন পর্যন্ত কোন নারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার সুযোগ পাওনি তুমি। একজন পুরোহিতের জন্য ব্যাপারটা নিষিদ্ধও বটে। আলেকযান্দ্রিয়ায় গিয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরীদের দেখতে পাবে। মনে রেখো, দীক্ষার রাতে পুরোহিতরা তোমার পুঁথিগত বিদ্যার পরীক্ষা নিয়েছিল, তোমার চরিত্রের পরীক্ষা নেয়নি। হয়তো আলেকযান্দ্রিয়ায় গিয়ে সেই পরীক্ষাটা দিতে হবে তোমাকে। তখন পুরোহিতরা নয়, দেবতারা পরীক্ষা নেবেন তোমার। সেই পরীক্ষার সাফল্য-ব্যর্থতার ওপর নির্ভর করবে তোমার টিকে থাকা বা ধ্বংস হয়ে যাওয়া। বিদায়, হারমাচিস।'

'আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন বাবা,' নিচু স্বরে আশ্বাস দিলাম তাঁকে। 'লাল ঠোঁট বা হাস্যোজ্জ্বল চোখের চেয়ে মিশর আমার কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, অনেক বেশি দামি।'

বাবার অশ্রুসজল দু'চোখে খুশির ঝিলিক দেখতে পেলাম। কিছু না বলে চোখ মুছলেন তিনি। তাঁকে আরেকবার আলিঙ্গন করে বিদায় নিলাম নীরবে।

ভবঘুরের বেশে পার হলাম নীল নদ। অচেনা লোকে আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করলে বললাম, আমেনেমহ্যাটের পালক-পুত্র আমি।

দেবতাদের দাসত্ব করতে রাজি নই, তাই আলেকযান্দ্রিয়ায় গিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করতে চাই। সন্দেহ করার মতো কিছু খুঁজে পেল না কেউ আমার কথায়।

অ্যাবাউদিস ছাড়ার দশ দিন পর রাতের বেলায় আলেকযান্দ্রিয়ায় পৌঁছালাম। চারদিকে এত আলো যে, দিনের মতো ঝলমল করছে বিরাট শহরটা। সবার আগে চোখে পড়ল একটা উঁচু টাওয়ারের উপর বসানো একটা বাতি। সূর্যের মতো আলো দিচ্ছে সেটা। মাঝিদের জিজ্ঞেস করে জানলাম, নাবিকদের পথ দেখানোর কাজে ব্যবহৃত হয় বাতিটা।

নামলাম তীরে। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম আলো ঝলমলে শহরটার দিকে। আলেকযান্দ্রিয়ার আগে এত ঘন বসতিপূর্ণ জায়গা আর কোথাও দেখিনি আমি। শুনতে পাচ্ছি হাজার লোকের কথাবার্তার আওয়াজ। দূর থেকে দেখে মনে হলো, কোন একটা উৎসব চলছে শহরটাতে। রাস্তায় একা দাঁড়িয়ে নেই কেউ। দল বেঁধে, দাঁড়িয়ে বা সুবিধাজনক জায়গায় বসে, হাসতে হাসতে, চিৎকার করতে করতে অথবা হাত নাড়তে নাড়তে কথা বলছে সবাই।

আমাকে নৌকা থেকে নামতে দেখে এক যুবক এগিয়ে এল আমার দিকে। তন্ময় হয়ে লোকজনের ভিড় দেখছিলাম তখন, যুবকটা আমার কাঁধে হাত রাখামাত্রই চমকে উঠলাম। তাকালাম ঘাড় ঘুরিয়ে।

'অ্যাবাউদিস থেকে এসেছেন আপনি?' আমাকে জিজ্ঞেস করল সে।

মিথ্যা বলার কোন কারণ দেখলাম না। 'হ্যাঁ।'

'আপনার নাম হারমাচিস?'

'হ্যাঁ।'

উত্তরটা শুনে মাথা সামান্য নুইয়ে আমাকে সম্মান জানাল যুবক। তারপর একটা গোপন শব্দ উচ্চারণ করল। অ্যাবাউদিসে আমার সঙ্গে দেখা করে মামার দূতও একই শব্দ বলেছিল। বুঝলাম, যুবকটা মামার লোক। বললাম, 'দেরি না করে চলো রওনা হই।'

মাথা ঝাঁকাল যুবক। সঙ্গে দু'জন দাস নিয়ে এসেছিল সে,

ওদেরকে আমার মালপত্র ওঠানোর আদেশ দিল। আদেশ পালিত হলে হাঁটা ধরলাম আমরা।

হাঁটতে হাঁটতে বন্দরের একেবারে শেষপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছুলাম। এরপর মোড় নিলাম ডানদিকে। খেয়াল করলাম, মাটিতে গ্র্যানিট পাথর বিছানো। রাস্তার দু'ধারে মজবুত ঘরবাড়ি। প্রত্যেকটা বাড়ির সামনে খোলা উঠান। সেখানেও বিছানো আছে গ্র্যানিট। উঠানের দু'পাশে সীমানা নির্দেশ করছে উঁচু করে তৈরি করা দেয়াল। অনেকগুলো বাড়িকে পাশ কাটালাম আমরা। তারপর আবার মোড় নিলাম ডানদিকে, ঢুকলাম একটা সরু গলিতে। শহরের কোলাহল কমে এল কিছুটা।

সাদা পাথরে তৈরি একটা বাড়ির সামনে এসে থেমে দাঁড়াল যুবক। ওর দেখাদেখি আমরা বাকিরাও। ঢুকলাম ভিতরে। উঠান পেরিয়ে পা রাখলাম অন্দরমহলে। অনুজ্জ্বল একটা প্রদীপ জ্বলছে সেখানে। সেটার আলোতে মামা সেপাকে দেখলাম এককোণে একটা চেয়ারে বসে আছেন উদ্বিগ্ন চেহারায়। আমাকে দেখে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরলেন। পথে কোন বিপদ হয়েছে কি না, বার বার জানতে চাইলেন।

হাত-মুখ ধুয়ে রাতের খাবার খেয়ে নিলাম তাড়াতাড়ি। তারপর মামা বললেন, 'সব কিছু মোটামুটি ঠিকমতোই চলছে, হারমাচিস। তবে ছোট্ট একটা সমস্যা হয়েছিল দু'দিন আগে। ক্লিওপেট্রা কীভাবে যেন খবর পেয়ে গেছে, আমি সাধারণ মানুষের বেশে বাস করছি এখানে। ঘর থেকে খুব একটা বের হই না, আমার কাছেও কেউ আসে না। আমাকে ডেকে পাঠাল সে। গেলাম। আমার উদ্দেশ্য কী, জানতে চাইল। বললাম, বয়স হয়েছে, শরীর ভালো থাকে না প্রায়ই, তাই বায়ু পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে এসেছি আলেকযান্দ্রিয়ায়। বন্দরের ধারে বাসা নেয়ার কারণ জানতে চাইল সে। বললাম, প্রচুর আলো-বাতাসের মধ্যে থাকার ইচ্ছে আমার, তাই নিয়েছি এই বাসাটা। এরপর ক্লিওপেট্রা বলল আসল কথা।'

'আসল কথা মানে?'

'পিরামিডের ভেতরে লুকানো সম্পদ।'

'বলেন কী!' আশ্চর্য না হয়ে পারলাম না। 'কী জানতে চাইল সে?'

'আন্নুর কাছে যে বড় পিরামিডটা আছে, সেটার ভেতরে লুকানো সম্পদ ওকে এনে দিতে পারব কি না জিজ্ঞেস করল। হেসে উড়িয়ে দিলাম ওর কথা। বললাম, ওটা আসলে সম্রাট খুফুর কবর। ইতিহাস বলে, পিরামিডটার ভেতরে একটা মুদ্রাও নেই। মিথ্যে কথাটা বলতেই হলো। মিথ্যেটা ধরতে পেরেছে কি না জানি না, তবে খুব চিন্তিত দেখলাম ওকে। দু'হাতে টাকা ওড়ানোর বাজে অভ্যেসের কারণে নিশ্চয়ই ওর কোষাগারে টান পড়েছে। নইলে আমার কাছে পিরামিডের ভেতরে লুকানো সম্পদের কথা কেন জানতে চাইবে?'

'আপনার উপর কেউ চোখ রাখছে, মামা,' ক্লিওপেট্রার ব্যাপারে আলোচনা করতে ইচ্ছা করছিল না বলে প্রসঙ্গ পাল্টালাম। 'তা না হলে আপনার এখানে থাকার খবর রাণী জানল কীভাবে?'

'সেটাই তো ভাবছি। তবে নিজেকে নিয়ে চিন্তা করি না আমি। তুমি ধরা না পড়লেই হয়। যা-ই হোক, কাজ করে যেতে হবে আমাদের। যে-ই নজর রাখুক, কাজ বন্ধ রাখা যাবে না কিছুতেই। আমাদের হাতে সময় বেশি নেই,' একটু থেমে জিজ্ঞেস করলেন মামা, 'আগামীকাল ক্লিওপেট্রার জন্মদিন, জানো?'

পরদিন যে আমার নিজেরও জন্মদিন, সেটাই মনে ছিল না। মামার কথায় মনে পড়ল, ক্লিওপেট্রা আর আমি একই দিনে জন্মেছি।

'ভুলে গেছ, তাই না?' আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার জিজ্ঞেস করলেন মামা। তারপর উত্তরটা দিলেন নিজেই, 'হ্যাঁ, আগামীকাল ক্লিওপেট্রার জন্মদিন। কাল দেবী আইসিসের সাজে সাজবে সে। ওর প্রাসাদ হচ্ছে লোচিয়াসে, সেখান থেকে সেরাপিয়ামে যাবে। মিথ্যে দেবতার নামে বলি দেবে। তারপর আবার ফিরে আসবে প্রাসাদে। উৎসাহী লোকজন দাঁড়িয়ে থাকবে পথের দু'পাশে, রাণী যাবার সময় হাত নাড়বে। তুমিও যাবে রাণীকে স্বাগত জানাতে। জনতার ভিড় ঠেলে একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়াবে। ভালোমতো দেখবে ক্লিওপেট্রাকে। কীভাবে ওর প্রাসাদে ঢোকা যায়, ফেরার পর

সেটা নিয়ে কথা বলব আমরা। যাও, পাশের ঘরে বিছানা করা হয়েছে তোমার জন্যে। ঘুমিয়ে পড়ো।'

ক্লান্ত বোঁধ করছি খুব। দেরি না করে শুয়ে পড়লাম বিছানায়। কিন্তু ঘুমাতে পারলাম না সঙ্গে সঙ্গে। যতবার তাড়াতে চাইলাম, পরদিনের চিন্তা ততবার ফিরে এল আমার মনে।

রাতটা অদ্ভুত। একেবারে নিস্তব্ধও নয়, আবার কোলাহলপূর্ণও নয়। একটু পর পরই দূরের রাস্তা থেকে ভেসে আসছে লোকজনের হল্লার আওয়াজ। ঘুম আসি আসি করেও আসছে না। হঠাৎ শব্দের কারণে বার বার ভেঙে যাচ্ছে সেটা। সদ্য পরিচিত জায়গাটার নতুনত্বের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছি না। একবার তন্দ্রা কেটে গেলেই পরদিন সকালের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে মন। শেষ পর্যন্ত কখন ঘুমিয়ে পড়লাম, জানি না।

ঘুমটা ভেঙে গেল একসময়। খেয়াল করলাম, আকাশ থেকে রাতের আঁধার বিদায় নেয়নি তখনও। চোখ দুটো আবার লেগে আসবে–এই আশা নিয়ে এপাশ-ওপাশ করলাম কিছুক্ষণ। আশা পূর্ণ হলো না। বিরক্ত হয়ে ঘুমানোর চিন্তা বাদ দিয়ে বিছানা ছাড়লাম।

সিঁড়ি বেয়ে উঠলাম ছাদে। কোমর পর্যন্ত উঁচু দেয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম দীর্ঘক্ষণ। চারদিক আলোকিত করে একসময় উদিত হলো সূর্য, উপভোগ করলাম সেই সৌন্দর্য। সূর্যের আলোতে আলেকযান্দ্রিয়ার অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পেলাম। দূরে মার্বেল পাথরে তৈরি একটা প্রাসাদ দেখতে পেয়ে অনুমান করতে কষ্ট হলো না, প্রাসাদটা কার।

হঠাৎ নীল নদ থেকে ভেসে এল এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস। বন্দরের উপর ঝুলে ছিল কুয়াশার পাতলা একটা চাদর, সেটাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল বাতাসটা। দেখলাম, অসংখ্য নৌকা দোল খাচ্ছে ঢেউয়ের ধাক্কায়। ঘুমন্ত শহরটাতে নির্জীব পদার্থগুলোকে নিঃশব্দে প্রাণ পেতে দেখে অকারণেই মন খারাপ হয়ে গেল। মনে হলো, আমার জীবনটা সেই দিন থেকে অন্যভাবে শুরু হতে যাচ্ছে। কোন এক অশুভ শক্তি যেন আমার কামনা-বাসনাগুলোকে অনেক, অনেক দিন পর জাগাতে

চাইছে ঘুম থেকে। ভয় পেয়ে গেলাম, আর দাঁড়িয়ে না থেকে নেমে এলাম ছাদ থেকে।

নীচে নামামাত্রই দেখা হয়ে গেল মামার সঙ্গে। জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'কী দেখছিলে ছাদে দাঁড়িয়ে?'

'আলেকযান্দ্রিয়া।'

'দেখে কী মনে হলো?'

'মনে হলো, শহরটা দেবতাদের,' সত্য কথাটা এড়াতে চাইলাম আমি।

উত্তরটা শুনে হাসলেন মামা। ব্যঙ্গোক্তি করলেন, 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ–মিথ্যে দেবতাদের শহর। শুধু তাই নয়, দুর্নীতির, অনাচারের শহর আলেকযান্দ্রিয়া। বিশ্বাসঘাতক, ধোঁকাবাজদের ঘাঁটি এটা। হারমাচিস, সাবধান! আলেকযান্দ্রিয়ার সৌন্দর্য আর আভিজাত্য দেখে মুগ্ধ হয়ো না। মুগ্ধতার বিষ মেরে ফেলবে তোমার বিবেককে। যদি সিংহাসন ফিরে পাও, তা হলে প্রথমেই তোমাকে আলেকযান্দ্রিয়া থেকে রাজধানী সরিয়ে নিতে হবে। মেমফিস বা ওই ধরনের একটা শহরে নিয়ে গেলে ভালো হয়। মনে রেখো, আলেকযান্দ্রিয়া হচ্ছে নষ্ট হওয়ার জায়গা, এখানে ভালোমানুষেরা টিকতে পারবে না কোনদিন।'

ক্লিওপেট্রাকে দেখতে যেতে হবে–তাই আর দেরি না করে নাস্তা সেরে নিলাম।

রাস্তায় নেমে মুখ খুললেন মামা, 'মধ্যাহ্নের দু'ঘণ্টা পর প্রাসাদে ফিরে আসবে ক্লিওপেট্রা। আলেকযান্দ্রিয়ার লোকজন খুব পছন্দ করে ওকে। রাস্তার ধারে ইতিমধ্যেই ভিড় জমিয়ে ফেলেছে ওরা।'

সত্যিই, লোক সমাগম দেখে অবাক না হয়ে পারলাম না। বোধহয় আলেকযান্দ্রিয়াবাসীরা সবাই ক্লিওপেট্রাকে একনজর দেখার জন্য নেমে এসেছে রাস্তায়। জায়গা করে নেওয়ার জন্য নিজের বিশাল দেহটাকে ব্যবহার করতে হলো। আমার ধাক্কা খেয়ে ছিটকে একে-অপরের গায়ে পড়ল সামনের লোকগুলো। কে ধাক্কা মেরেছে, দেখার জন্য ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকাল কেউ কেউ। আমাকে দেখে কথা বাড়াল না আর।

আমার কোমর জড়িয়ে ধরে গায়ের সঙ্গে সেঁটে রইলেন মামা। তাঁকে নিয়ে হাজির হলাম একেবারে সামনে। প্রাসাদের ব্রোঞ্জের সদর দরজাটার একপাশে সারি করে কতগুলো বেঞ্চ বসানো হয়েছে। সবগুলোই মানুষে ঠাসা। আরও একবার গায়ের জোর খাটালাম। আমাদের দু'জনের বসার মতো জায়গা পাওয়ামাত্রই দখল করলাম নির্দ্বিধায়।

চিৎকার করছে জনতা, গান গাইছে, বিভিন্ন ভাষায় কথা বলছে একে-অপরের সঙ্গে। অপেক্ষা করতে করতে একটু একটু করে মেজাজ বিগড়ে যাচ্ছে আমার। রাতে ঠিকমতো ঘুম হয়নি, তাই বিরক্ত ভাবটা কাটাতে চোখ বন্ধ করে ফেললাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো ঝিমুনি।

কতক্ষণ তন্দ্রার ঘোরে ছিলাম খেয়াল নেই, হঠাৎ ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ কানে আসাতে চোখ মেলে তাকালাম। রোমান সৈন্যদের একটা দল সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে গেল প্রাসাদের দিকে। ওদেরকে দেখেই পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল জনতা। "মহামান্য রাণী ক্লিওপেট্রা আসছেন"–ঘোষণা দিতে দিতে সৈন্যদের পিছন পিছন এল নকিবের দল।

ওদের পরে সেনাবাহিনীর মূল দলটা জনতাকে সতর্ক চোখে জরিপ করতে করতে হাজির হলো। এরপর জনতার উপর সুগন্ধী আর ফুলের পাঁপড়ি ছিটাতে ছিটাতে চলে গেল কিশোরীরা। হঠাৎ চিৎকার করে উঠল জনতা, 'ক্লিওপেট্রা! ক্লিওপেট্রা!' প্রায় সকলেই উঠে দাঁড়াল। আমার মনেও লাগল সেই উত্তেজনার ছোঁয়া, উঠে দাঁড়ালাম আমিও। কে কার আগে দাঁড়াতে পারে–এই প্রতিযোগিতায় মেতে উঠল সবাই। হুড়োহুড়ি, ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে গেল নিমেষেই। বিশাল শরীর নিয়েও হিমশিম খেতে হলো আমাকে। মামা সেপা যে কোথায় হারিয়ে গেলেন বুঝতেই পারলাম না। জনতার আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে গেলাম সামনের দিকে, কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিলাম ঘাড় উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোকে। ছিটকে সরে যেতে বাধ্য হলো সকলে। আবার সামনে চলে এলাম আমি।

ঠিক তখনই ঘটল এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা।

জনতার ভিড় সামলাচ্ছিল নুবিয়ান দাসেরা। ওদের মাথায় আইভি-লতার মুকুট, হাতে মুগুরের মতো মোটা লাঠি। জনতার মধ্যে ধাক্কাধাক্কি শুরু হওয়ামাত্রই সক্রিয় হলো ওরা। লাঠি উঁচু করে তেড়ে এল জনতার দিকে।

ওই দাস-কাম-রক্ষীদের একজনকে অনেক দূর থেকেই স্পষ্ট দেখতে পেলাম। লম্বায় আমার মাথা ছাড়িয়ে এক হাত উপরে লোকটা, চওড়ায় আমার প্রায় দ্বিগুণ। দানবটাও বাকি রক্ষীদের মতো সামনে যাকে পেল, পেটাতে আরম্ভ করল।

নিষ্ক্রিয় দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে লাগলাম রক্ষীদের অমানবিক কাজকর্ম। আমার পাশেই, রাস্তা থেকে কিছুটা নীচে, বাচ্চা কোলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল এক মহিলা। দাপট দেখানোর জন্য ওর মাথায় লাঠি দিয়ে সজোরে আঘাত করল ওই দানব। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাল মহিলা, লুটিয়ে পড়ল। ওর হাত থেকে ছুটে গিয়ে বাচ্চাটাও পড়ে যাচ্ছিল মাটিতে, দৌড়ে গিয়ে ধরে ফেললাম আমি।

বাচ্চাটাকে আলতোভাবে, ওর মায়ের পাশে নামিয়ে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। চোখ রাখলাম দানবের চোখে। দাঁত বের করে হাসছে শয়তানটা! মাথায় রক্ত চড়ে গেল আমার, সিংহটাকে মারার অনেক বছর পর আগ্নেয়গিরির মতো বিস্ফোরিত হলো আমার ক্রোধ।

আমার হাতেও ছিল একটা লাঠি—অলিভ কাঠে তৈরি, খুব শক্ত আর বেশ ভারী। মুহূর্তের মধ্যে লাঠিটাকে তুলে ধরলাম মাথার ৬পর। অরপর কুড়াল দিয়ে কোপ মারার ভঙ্গিতে দানবটার মাথা লক্ষ্য করে সর্বশক্তিতে চালালাম সেটা। আঘাতটা লাগল জায়গামতো।

দু'টুকরো হয়ে গেল আমার লাঠি, আর মাথা ফাটল দানবের। দরদর করে রক্ত পড়তে আরম্ভ করল ওর কপাল বেয়ে। কিন্তু পাত্তাই দিল না সে। ঘুরে আমার মুখোমুখি হলো। হাত থেকে মুগুরটা ফেলে দিয়ে ছুটে এল সোজা আমার দিকে। বোধহয় খালি হাতে আমাকে ছিঁড়ে ফেলতে চায়।

রাগ তখনও ঠাণ্ডা হয়নি আমার। হাতের নাগালে পৌঁছানোমাত্রই সর্বশক্তিতে একটা ঘুসি মারলাম তেড়ে আসা লোকটার মুখে। দৌড়াতে

গিয়ে পাথরের দেয়ালে বাড়ি খেলে লোকে যেভাবে থমকে দাঁড়ায়, সেভাবে দাঁড়িয়ে গেল দানব।

ততক্ষণে গোল হয়ে আমাদেরকে ঘিরে ধরেছে জনতা, চেঁচিয়ে উৎসাহ দিচ্ছে। অনেক চেষ্টা করেও ওদেরকে সরাতে পারছে না বাকি রক্ষীরা। কেউ বাধা না দেওয়ায় আরও কিছুক্ষণ দানবটার সঙ্গে লড়াই চলল আমার।

ঘুসিটা খেয়ে চোখে অন্ধকার দেখছিল দানব, সময় না দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওর উপর। আমার ওজন সইতে না পেরে মাটিতে পড়ে গেল সে। দু'হাতে, সর্বশক্তিতে টিপে ধরলাম ওর গলা। ওকে মেরে ফেলার ইচ্ছা ছিল আমার, পারলাম না। কারা যেন একটানে আমাকে সরিয়ে নিয়ে গেল অনেক দূরে।

মারামারির কারণে বন্ধ হয়ে গেছে রাস্তা। যাওয়ার কোন উপায় না পেয়ে থেমে দাঁড়িয়েছে ক্লিওপেট্রার শকট। ঘোড়ায় টানা গাড়িটার সামনে দাঁড়ানো হাতির পাল অস্থির হয়ে উঠেছে, তাদের অবিরাম বৃংহিত শুনে হুঁশ ফিরে এল আমার। পরিস্থিতি বুঝতে পেরে চিন্তিত হয়ে পড়লাম কিছুটা। আট-দশজন রক্ষী ধরে ফেলেছে আমাকে, আরও দশজন বল্লম তাক করে আছে আমার দিকে। হয়তো মেরেই ফেলত, ক্লিওপেট্রা এসে পড়ায় কিছু না করে আমার দিকে বল্লম উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ।

ছেঁড়া, রক্তভরা, ধুলোমাখা কাপড় নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ক্লিওপেট্রার শকটের দিকে তাকালাম আমি।

পুরোপুরি সোনা দিয়ে তৈরি সেটা। এমনকী চাকাদুটোও সোনার। দুধের মতো সাদা দু'জোড়া ঘোড়া জুড়ে দেওয়া হয়েছে শকটটার সামনে। অপূর্ব সুন্দরী দুই চাকরানিকে দু'পাশে নিয়ে মাঝখানে বসে আছে ক্লিওপেট্রা। ঝলমলে উজ্জ্বল পাখা দিয়ে মেয়ে দুটো বাতাস করছে ওকে।

ক্লিওপেট্রার মাথা কাপড়ে ঢাকা, দেবী আইসিসের ভঙ্গিতে। শকুনের দেহ খোদাই করা একটা সোনার মুকুট শোভা পাচ্ছে মাথায়। পাখিটার ডানা দুটো নীল রত্নপাথরে তৈরি, সেটার দু'চোখের জায়গায়

দুষ্প্রাপ্য লাল মুক্তা বসানো। মুকুটের শাসন অমান্য করে কালো চুলের ঐশ্বর্য ঝরনার মতো নেমে এসেছে ওর দু'পা পর্যন্ত। ক্লিওপেট্রার গোল, সরু গলাটায় দেখতে পেলাম পান্না আর প্রবাল পাথর খচিত একটা সোনার হার। ওর ডান হাতে স্ফটিকের তৈরি একটা ক্রস।

গলা থেকে পা পর্যন্ত লম্বা একটা ঢিলে গাউন পরে আছে ক্লিওপেট্রা। সেটার নীচে সোনালী রঙের, ঝুলওয়ালা, লম্বা একটা রেশমী ঘাগরা। পায়ের চটিতে কায়দা করে বসানো মুক্তোর সারি।

কিন্তু ক্লিওপেট্রার চেহারার দিকে তাকানোর পর ওর দু'পাশে বসে থাকা পরীর মতো সুন্দরী মেয়ে দুটোকে পৃথিবীর কুৎসিততম নারী বলে মনে হলো আমার।

ক্লিওপেট্রার মুখটা না গোলাকার, না লম্বাটে, বরং দুটোর মাঝামাঝি। ঠোঁট দুটো গোলাপের পাঁপড়ির মতো–টকটকে লালও নয়, আবার কিছু কমও নয়। নাকটা সরু, লম্বা–ঠিক যতটুকু হলে অপূর্ব সুন্দর একটা চেহারার সঙ্গে মানানসই হয়। সুদক্ষ কোন কারিগর শামুক-ঝিনুকের খোলস কেটে ওর জন্য তৈরি করেছে সুদৃশ্য গহনা, ক্লিওপেট্রার চমৎকার দু'কানে শোভা পাচ্ছে ওগুলো। মনে হলো, ওসব গহনা শুধুমাত্র ক্লিওপেট্রার কানেই মানায়।

ওর কপালটা ঢালু, চওড়া। ধনুকের মতো বাঁকা ভ্রূ জোড়া কুঁচকে আছে বিরক্তিতে। লম্বা, বাঁকা পাপড়িগুলো দক্ষ প্রহরীর মতো পাহারা দিচ্ছে অতুলনীয় সুন্দর দু'চোখকে। এত নীল সেই দু'চোখের মণি যে, আমার মনে হলো, আকাশের নীল আর সমুদ্রের নীল এক হয়েও হারাতে পারবে না সেই গাঢ়ত্বকে।

সৌন্দর্যের দংশনে বিষধর সাপে কাটা মৃত মানুষের মতো স্থির হয়ে গেলাম আমি। ক্লিওপেট্রার প্রচণ্ড রূপের স্রোতে ভেসে গেল সুদীর্ঘ সাধনায় গড়ে তোলা আমার সংযমের বাঁধ। মিশরবাসী যত দেবীর পূজা করত, একজন পুরোহিত হিসাবে সবার নাম, বর্ণনা জানতাম; ওই মুহূর্তে আমার মনে হলো, দেবীদের দেবী ক্লিওপেট্রা শকটে বসে দু'চোখে তীব্র রাগ নিয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। ওর সৌন্দর্য আমার কাছ থেকে কেড়ে নিল আমার পরিচয়, ভুলিয়ে দিল আমার

উদ্দেশ্য। ওই মুহূর্তে আমার শিরশ্ছেদ করা হলেও ব্যথা অনুভব করতাম বলে মনে হয় না।

রক্ষীদের উদ্দেশ্য করে কিছু একটা বলল ক্লিওপেট্রা। গভীর জঙ্গলে চরম নৈঃশব্দ্যের মধ্যে অনেক দূর থেকে ভেসে আসা ঝরনার আওয়াজের মতো আমার কানে বাজল কণ্ঠটা। আমাকে ধরে টেনে নিয়ে গেল রক্ষীরা, হাজির করল ক্লিওপেট্রার একেবারে সামনে। বাধা দিলাম না আমি, দেওয়ার ক্ষমতাও ছিল না আমার।

পা থেকে মাথা পর্যন্ত আমাকে একবার দেখল ক্লিওপেট্রা। ঠিক তখনই আমার ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠল, 'এ-ই সেই মেয়ে, যে তোমার সিংহাসন দখল করে রেখেছে। এ-ই সেই স্বেচ্ছাচারিণী রাণী, যার দুঃশাসনে অতিষ্ঠ হয়ে মুক্তি চাইছে মিশরের সাধারণ মানুষ। মেয়েটা তোমার প্রতিপক্ষ, তোমার শত্রু। যেভাবেই হোক, ওকে সরিয়ে দখল করতে হবে সিংহাসন।'

ক্লিওপেট্রার প্রতি ঘৃণাটা আবার ফিরে এল আমার মনে।

'কে তুমি? আমার রক্ষীর গায়ে হাত তুললে কেন? আর আমার রাস্তা বন্ধ করে মারামারি করার সাহস তোমার হলো কীভাবে? তুমি জানো আমি কে?' অত্যন্ত গর্বিত গলায় জিজ্ঞেস করল ক্লিওপেট্রা।

'আমার নাম হারমাচিস,' রূপের মোহ কাটতে আরম্ভ করেছিল, তাই সাহসী কণ্ঠে জবাব দিলাম। 'আমি একজন জ্যোতিষী। থাকতাম অ্যাবাউদিস মন্দিরে, কিন্তু দেবতাদের উপাসনা করতে ভালো লাগে না বলে ভাগ্য ফেরাতে চলে এসেছি আলেকযান্দ্রিয়ায়।...হ্যাঁ, আমি জানি আপনি মিশরের মহান রাণী ক্লিওপেট্রা,' ওকে খুশি করার জন্য যা আমার অন্তরের কথা নয়, যা মিথ্যে, সেগুলোই বলতে আরম্ভ করলাম। 'আপনি নারী-শ্রেষ্ঠা, আপনি সৌন্দর্যের দেবী, সৌন্দর্যের ইতিহাসে আপনিই প্রথম এবং আপনিই শেষ। আপনার রক্ষীর সঙ্গে মারামারি করার কোন ইচ্ছেই আমার ছিল না। আমি আপনার পথও আটকাতে চাইনি। সব দোষ ওই রক্ষীর। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক মহিলাকে অকারণে মেরে অজ্ঞান করে দিয়েছে সে। কোন দোষ ছিল না মহিলার। আপনাকে একনজর দেখার জন্যে বাচ্চা কোলে রাস্তার

পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। আপনাকে দেখতে চাওয়া কি অপরাধ? যদি তাই হয়, তা হলে আমি বলব ভোরের সূর্য দেখাও অপরাধ পূর্ণিমার চাঁদ দেখাও অপরাধ। মহিলা অপরাধটা করেছে বলেই হয়তো রেগে গেল রক্ষী, হাতে ধরা লাঠি দিয়ে আঘাত করল। সহ্য করতে না পেরে শয়তানটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম আমি। আমার কথা বিশ্বাস না হলে যাকে খুশি জিজ্ঞেস করতে পারেন। সবাই আমাকেই সমর্থন করবে।'

আমার প্রশংসাসূচক কথাবার্তায় নরম হলো ক্লিওপেট্রার মন। ওর মুখ থেকে বিদায় নিল বিরক্তি, দু'চোখ থেকে উবে গেল রাগ। অল্প একটু হেসে নরম গলায় বলল, 'হারমাচিস। নামটা একজন জ্যোতিষীর জন্যে উপযুক্তই বটে। তা ছাড়া,' কৌতুক খেলা করল রাণীর দু'চোখে, 'তুমি দেখতে-শুনতেও খারাপ নও,' বলে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে পাশের এক রক্ষীর দিকে তাকাল। রক্ষীটাকে পুরো ঘটনা খুলে বলার আদেশ দিল। সত্য বলল রক্ষী। ওর কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল ক্লিওপেট্রা, তারপর পাশে দাঁড়ানো দুই চাকরানীর একজনকে নিচু গলায় কী যেন জিজ্ঞেস করল। কোঁকড়া, কালো চুলের অধিকারিণী মেয়েটা ক্লিওপেট্রার চেয়েও নিচু গলায় উত্তর দিল। শুনে আবার মাথা ঝাঁকাল রাণী।

দানব রক্ষীটাকে হাজির করার আদেশ দিল সে। তৎক্ষণাৎ পালিত হলো ওর আদেশ।

'কুকুর!' হিসহিসে গলায় টলায়মান দানবটাকে ধমকাল ক্লিওপেট্রা। 'একটা অসহায় মহিলার গায়ে হাত তুলতে লজ্জা করল না তোর? কাপুরুষ! এত বড় শরীর নিয়ে পারলি না তুই এক জ্যোতিষীর সঙ্গে? রাস্তাটা যে বন্ধ হয়ে যাবে, আমি যে যেতে পারব না, সেটা লড়াই করার সময় মনে ছিল না তোর? এখনই উপযুক্ত শিক্ষা দেয়া হবে তোকে। কোন হাতে মেরেছিলি মহিলাকে? ডান হাতে? রক্ষীরা, ওর ডান হাতটা এক্ষুণি, আমার সামনে তলোয়ারের এক আঘাতে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দাও।'

আদেশটা শুনেই হাউমাউ করে কেঁদে উঠল দানবটা। বার বার ক্লিওপেট্রার কৃপা প্রার্থনা করতে লাগল। কিন্তু মুখ গম্ভীর করে বধিরের

মতো বসে রইল ক্লিওপেট্রা, পাল্টাল না ওর আদেশ। দশ-বারোজন রক্ষী এগিয়ে গিয়ে ধরল দানবটাকে। দু'জন চেপে ধরল ওর ডান হাত, আরেকজন বিচ্ছিন্ন করল সেটাকে।

এরপর ক্লিওপেট্রার আদেশে ওর শকটের ঘোড়াগুলোর পিঠে চাবুক পড়ল। জন্তুগুলোকে চঞ্চল হয়ে উঠতে দেখে রাস্তা ছেড়ে সরে দাঁড়ালাম আমি। আরেকবার আমার দিকে তাকিয়ে বিদায় নিল রাণী।

চলে যাওয়ার আগে কোঁকড়া, কালো চুলের মেয়েটা ঘাড় ঘুরিয়ে একবার তাকাল আমার দিকে। হেসে মাথা নাড়ল আমাকে উদ্দেশ্য করে। ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারলাম না আমি। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে ফিরতি পথ ধরলাম। জনতার ভিড় থেকে খুঁজে বের করলাম মামাকে। ভিড়ের মধ্যে কেউ কেউ আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'রাণীর প্রাসাদে জ্যোতিষবিদ্যা চর্চা করা উচিত আপনার।' কথাটা শুনে মনে মনে হাসলাম আমি।

জনতা আবার ধরে বসতে পারে, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি পা চালালাম আমরা। পুরোহিত হওয়া সত্ত্বেও নিজের ক্রোধ না সামলানোর জন্য, দানবাকৃতির রক্ষীটার সঙ্গে মারামারি করার জন্য আর আমার কারণে রক্ষীটার হাত কাটা যাওয়ার জন্য সারাটা পথ আমাকে তীব্র ভর্ৎসনা করলেন মামা। কঠোর কথাগুলো নীরবে হজম করলাম আমি, প্রতিবাদ করলাম না একবারও। করার কোন ইচ্ছাও নেই, কারণ একমনে ক্লিওপেট্রার কথা ভাবছি। ওর কথা মনে পড়ামাত্রই ঘৃণা আর বিদ্বেষে ছেয়ে যাচ্ছে অন্তরটা। বার বার স্মরণ হচ্ছে, মেয়েটা আমার শত্রু, মিশরের শত্রু, ওকে ছলে-বলে-কৌশলে যেভাবেই হোক দ্রুত অপসারণ করতে হবে। কিন্তু পরমুহূর্তেই চোখের সামনে ভেসে উঠছে ওর অতুলনীয় সৌন্দর্য আর কৌতুকপূর্ণ সেই হাসিটা। ক্লিওপেট্রার ব্যাপারে আমি ক্রমশ দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ছি।

দুই

সারাটা দিন উদাস হয়ে থাকলাম আমি। বিকেলের দিকে মামা বাইরে কোথাও গেলেন, ফিরলেন রাতের খাবারের সময়। নিঃশব্দে খাচ্ছিলাম আমরা, দরজায় টোকা পড়াতে খাওয়া থামাতে বাধ্য হলাম।

খোলাই ছিল দরজাটা। ঘরে ঢুকল একটা মেয়ে। মেয়েটার মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা বড়, কালো আলখেল্লা দিয়ে ঢাকা। আলখেল্লাটা খোলামাত্রই ওকে চিনতে পারলাম। দুপুরের সেই কোঁকড়া, কালো চুলের মেয়েটা; ক্লিওপেট্রার চাকরানী।

খাওয়া ফেলে উঠে দাঁড়ালেন মামা। তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলল মেয়েটা, 'দেরি হয়ে গেল। রাণী তো আমাকে ছাড়তেই চায় না। উপায় না দেখে মিথ্যে বলতে হলো। বললাম, রক্ষীর হাত কাটার দৃশ্যটা কিছুতেই ভুলতে পারছি না, খুব খারাপ লাগছে, নদীর ধার থেকে একটু ঘুরে না এলে আর চলবে না আমার। দয়া হলো রাণীর, ছেড়ে দিল আমাকে।'

'ঠিক আছে। হারমাচিস...' বলে আমার দিকে ঘুরলেন মামা, কিন্তু আমি একদৃষ্টিতে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে আছি দেখে থেমে গেলেন।

প্রদীপের আলোয় মেয়েটার ফর্সা গায়ের রঙ একটু হলদেটে মনে হচ্ছে। ওর কোঁকড়া চুলগুলো সত্যিই আকর্ষণীয়, এমনকী ক্লিওপেট্রার চেয়েও। সোনালী রঙের একটুকরো ফিতা দিয়ে চুল বেঁধে রেখেছে সে। আমি ওর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি বুঝে লজ্জায় লাল হয়ে গেল মেয়েটা। চোখ নামিয়ে তাকাল মাটির দিকে। কিছু বলার জন্য মুখ খুলেছিল, না বলতে পেরে ওর ঠোঁটদুটো কাঁপতে আরম্ভ

করল। চমৎকার একটা মেয়ে, মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলাম আমি।

মামা খেয়াল করছিলেন আমাদের। আমরা কেউই কথা না বলে একজন আরেকজনের দিকে তাকাচ্ছি দেখে তিনি নিজেই বলতে আরম্ভ করলেন, 'হারমাচিস, সংযত করো নিজেকে। আর চারমিওন, এই পোশাক পরে এসেছ কেন তুমি? তোমার মায়ের পোশাকগুলো কী হলো? ওগুলো কি ভালো লাগে না তোমার?'

'আসলে রাণী এত সুন্দর আর আধুনিক পোশাক পরে যে, ওর সঙ্গে তাল মিলিয়ে না চললে চাকরিই থাকবে না আমার,' বলল চারমিওন। 'এসব চকচকে পোশাক পরতে আমারও ভালো লাগে না, কিন্তু না পরেও কোন উপায় নেই।'

'হারমাচিস,' আবার আমাকে ডাকলেন মামা। 'চারমিওন ক্লিওপেট্রার খাস চাকরানি। আমার হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করে সে রাণীর উপর। এভাবেই ক্লিওপেট্রার সব খবর পেয়ে যাই আমি। চারমিওনকে আপন বোনের মতো ভালোবাসে রাণী, সবসময় সঙ্গে রাখে। কোথাও গেলে সঙ্গে নিয়ে যায়। এমনকী প্রাসাদে একা থাকলে মন খুলে গল্প করে ওর সঙ্গে। আগে বলিনি তোমাকে, হারমাচিস, চারমিওন তোমার আপন চাচাতো বোন। অনেক আগেই মারা গেছে ওর বাবা,' মেয়েটার দিকে তাকালেন মামা। 'মিশরের ভবিষ্যৎ রাজাকে দেখে নাও, চারমিওন।'

মাথা নত করে আমাকে সম্মান জানাল চারমিওন। 'আপনার সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক আছে বলে আমি খুবই গর্বিত, মহান হারমাচিস।'

অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম আমি। চারমিওনের আগে ওভাবে আমাকে সম্মান জানায়নি কেউ, ওভাবে প্রশংসাও করেনি। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে আবার বললাম, 'আমিও, বোন চারমিওন।'

আমার কথা শুনে হাসল চারমিওন। ওকে আর কী বলা উচিত, ভেবে পেলাম না। আসলে আমি যোগী পুরুষ, মেয়েদের সঙ্গে কখনোই মেলামেশা করিনি। তাই ওদের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয়, জানি না। সেদিন দুপুরে মহাসুন্দরী ক্লিওপেট্রার সঙ্গে কীভাবে অত কথা

বললাম, পরে আমি নিজেও ভেবে পাইনি। কিন্তু চারমিওনের সঙ্গে কথা বলতে অস্বস্তি হচ্ছে খুব। তারপরও জিজ্ঞেস করলাম, 'ক্লিওপেট্রা কী জিজ্ঞেস করেছিল তোমাকে?'

'রাণী জিজ্ঞেস করল, কী শাস্তি দেওয়া যায় দানবটাকে। ওর হাত কেটে ফেলার বুদ্ধি দিলাম। যদি তখন জানতাম, আপনিই মহান হারমাচিস, যার জন্যে আমি···মানে, আমরা অপেক্ষা করে ছিলাম এতদিন, তা হলে দানবটার মাথা কাটতে বলতাম।'

শুনে হতভম্ব হয়ে গেলাম। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বললেন মামা, 'তা হলে আমি ধরে নিচ্ছি, তোমাদের নিজেদের মধ্যে আলাপ-পরিচয় শেষ। এবার কাজের কথা শুরু করা যাক। চারমিওন, কী বলার আছে তোমার?'

'মহান ফারাও!' আমাকে সম্বোধন করল চারমিওন, 'রক্তের সম্পর্কে আমি আপনার বোন হলেও আমাকে দাসীর মতো জানবেন। আমিও আপনার মতো মিশরের আদি অধিবাসী, আমিও আপনার মতো ঘৃণা করি এই গ্রীকদের, মেসেডোনিয়ানদের। আপনার মতো আমার দেহেও বইছে রাজরক্ত। অত্যাচারীদের কবল থেকে মুক্ত হোক মিশর, আপনি আরোহণ করুন সিংহাসনে—অনেকদিন থেকে এসব আমার...মানে, আমাদের স্বপ্ন। স্বপ্নকে সত্যি করার জন্যে প্রয়োজনে জীবন দিতে রাজি আছি আমি।' একটু থেমে দম নিল চারমিওন, তারপর আবার বলতে আরম্ভ করল, 'মহান ফারাও, প্রাসাদে ঢুকতে হবে আপনাকে। রাণীর মন্ত্রণাসভায় স্থায়ী জায়গা করে নিতে হবে নিজের জন্যে। শুধু তাই নয়, প্রাসাদের প্রতিটি অলিগলি চিনতে হবে হাতের তালুর মতো। ঘুষ দিয়ে দলে ভিড়াতে হবে রক্ষীদের। ইতিমধ্যেই ওদের অনেককেই কাবু করতে পেরেছি আমি,' মেয়েটার চোখে-মুখে ঝিলিক দিয়ে উঠল দুষ্টুমি। 'সবকিছু আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘটলে আপনি খুন করবেন ক্লিওপেট্রাকে। খুনের রাতে খুব বিশ্বস্ত একদল সৈন্য অপেক্ষা করবে প্রাসাদের পাঁচিলের বাইরে। রাণীর মৃত্যু সংবাদ আমি ছড়িয়ে দেব সারা প্রাসাদে। ফলে বিভ্রান্ত হয়ে যাবে রক্ষীরা, একটা বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হবে। প্রাসাদের সদর দরজার

পাহারায় নিযুক্ত রক্ষীদের ক্যাপ্টেনকে দলে ভিড়াতে হবে আমাদের, যেন ইশারা করামাত্রই দরজা খুলে দেয় সে। ফলে আমাদের সৈন্যরা ঢুকতে পারবে ভেতরে, দখল করতে পারবে প্রাসাদটা। তারপর ওই সৈন্যদের সহায়তায় ঘুমন্ত আলেকযান্দ্রিয়া দখল করবেন আপনি। শুনেছি, সাঁইত্রিশটা শহর থেকে সাঁইত্রিশজন প্রতিনিধি দেখা করেছেন আপনার সঙ্গে। আলেকযান্দ্রিয়ার পতন হওয়ামাত্রই খবর চলে যাবে তাঁদের কাছে। সাধ্যমতো বিদ্রোহ করবেন তাঁরাও। পরিকল্পনাটা সফল হলে রাণী মারা যাওয়ার দশদিনের মধ্যেই ফারাও হিসেবে মিশরের সিংহাসনে বসতে পারবেন আপনি।'

ভয়ঙ্কর পরিকল্পনাটা শুনে একবার কেঁপে উঠলাম আমি। বললাম, 'আসলে আমার চেয়েও বেশি সাহসী তুমি। এত অল্প বয়সেই জীবনের মায়া ত্যাগ করে কী মারাত্মক একটা পরিকল্পনা করেছ! শুধু তাই নয়, আমি আলেকযান্দ্রিয়ায় পা দেবার আগেই কাজ শুরু করে দিয়েছ। ধরা পড়লে তোমাকে শূলে চড়াবে ক্লিওপেট্রা, জানো?'

'আপনি রাণীকে খুন করতে পারলে আমাকে শূলে চড়াবে কে?'

প্রশ্নটা শুনে আরও একবার হতভম্ব হতে হলো আমাকে। কিছুক্ষণ পর গলা পরিষ্কার করে বললাম, 'দানব রক্ষীটা লড়েছে একা। তা ছাড়া ওর বয়সও বেশি। আচমকা আক্রমণ করে ওকে কাবু করাটা তাই খুব একটা কঠিন হয়নি আমার জন্যে। কিন্তু ক্লিওপেট্রা একা নয়। ওর রক্ষীবাহিনী সুসংগঠিত, প্রশিক্ষিত। ওদেরকে কাবু করাটা খুব কঠিন হবে, চারমিওন।'

শব্দ করে হাসল মেয়েটা। 'মিশরের সম্রাট, ক্ষমা করবেন আমাকে, ভুল বলেছেন আপনি। এই পরিকল্পনায় সবচেয়ে কঠিন কাজটা হচ্ছে আপনার। সময় এলেই সেটা বুঝতে পারবেন। তা ছাড়া আচমকা আক্রমণ করব আমরা সব সময়। আপনি আচমকা আক্রমণ করবেন রাণীকে, ওর রক্ষীবাহিনীকে আচমকা আক্রমণ করবে আমাদের সৈন্যরা। ওরা প্রস্তুত থাকলেই হেরে যাব আমরা। মহামান্য ফারাও, আপনি কি ভয় পাচ্ছেন?'

চারমিওনের মুখ থেকে প্রশ্নটা শুনে কিছুটা রাগ হলো নিজের

উপর। একা একটা ভয়ঙ্কর সিংহ মারা হারমাচিস আমি, ভয় নামের আবেগটা আমার ভিতরে জন্মায়নি কোনদিন। জানতে চাইলাম, 'ক্লিওপেট্রার প্রাসাদে আমি ঢুকব কীভাবে?'

'সুন্দর, সুঠাম আর শক্তিশালী পুরুষদের দেখতে, তাদের সঙ্গ পেতে পছন্দ করে রাণী। আপনার চেহারা দেবতার মতো, দেহটাও মজবুত। আপনাকে একনজর দেখেই পছন্দ করে ফেলেছে রাণী। দুপুরে প্রাসাদে ফিরে আমাকে কী বলেছে সে জানেন? বলেছে–"খুব ভুল হয়ে গেছে, চারমিওন। সুন্দর জ্যোতিষীটা কোথায় থাকে, জেনে নেয়া উচিত ছিল। লোকটা শুধু জ্যোতিষীই নয়, নিশ্চয়ই বড় কোন কুস্তিগির, নইলে খালি হাতে ওই দানব রক্ষীটাকে কাবু করতে পারত না।" আমি বলেছি–"আপনি চিন্তা করবেন না, মহামান্য রাণী। লোকটাকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব আমার।" ' থামল চারমিওন, একবার তাকাল মামা সেপার দিকে। তারপর আবার আমার দিকে তাকিয়ে বলতে আরম্ভ করল, 'আগামীকাল মধ্যাহ্নে প্রাসাদে যাবেন আপনি। সদর দরজায় দাঁড়িয়ে আপনার জন্য অপেক্ষা করব আমি। শুনেছি, আপনি নাকি খুব ভালো যাদু দেখাতে পারেন। আবার রাণীও যাদু দেখতে খুব পছন্দ করে। তাই সে যাদু দেখতে চাইলে নিরাশ করবেন না ওকে। ওর কাছে জ্যোতিষী হিসেবে নিজের পরিচয় দিয়েছেন বলে আপনাকে হয়তো গ্রহ-নক্ষত্রের নাম, গতিবিধি ইত্যাদি জিজ্ঞেস করবে সে। সব প্রশ্নের সত্য উত্তর দেবার দরকার নেই। প্রয়োজনে কিছুটা রেখেঢেকে বললেই ভালো হবে। কয়েকদিন আগে ঘটে যাওয়া একটা ছোট্ট ঘটনা বলি আপনাকে। রাণীর একজন ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিল, নাম ডায়োসকোরাইড্স্। একটু-আধটু জ্যোতিষবিদ্যাও জানত সে। লোকটা সৎ হলেও মাথায় বুদ্ধিশুদ্ধি ছিল কম। রাণী একদিন ডাকল ওকে। ভবিষ্যৎ বলার আদেশ দিল। কিছুক্ষণ কী সব হিসেব-নিকেশ করল লোকটা। তারপর বলল, যুদ্ধে ক্যাসিয়াসকে পরাজিত করবে মার্ক অ্যান্টনি। শুনে সঙ্গে সঙ্গে একটা সেনাদল পাঠিয়ে দিল রাণী। সিরিয়ায় গেল দলটা এবং মার্ক অ্যান্টনির বিরুদ্ধে সাহায্য করল ক্যাসিয়াসকে। কিন্তু অ্যান্টনির দলটা ছিল অনেক

বড় আর প্রশিক্ষিত। ক্যাসিয়াস পারল না ওর সঙ্গে। সত্যিই হেরে গেল। ডায়োসকোরাইড্‌সের ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক প্রমাণিত হলো। তাতে রাণী তো খুশি হলোই না, বরং রেগে আগুন হয়ে তাড়িয়ে দিল ওর শখের জ্যোতিষীকে,' লম্বা বক্তৃতার পর থামল চারমিওন, দম নিল কিছুক্ষণ। সে আরও কিছু বলবে ভেবে অপেক্ষা করে রইলাম আমরা।

'এখন আর কোন চিকিৎসকও নেই রাণীর,' বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না আমাদের। 'জ্যোতিষীও নেই। আপনি সহজেই সেই শূন্যস্থানটা পূরণ করতে পারেন। ফলের পোকার মতো কাজ করতে হবে আমাদের। যে পোকা ভেতর থেকে খেয়ে ফেলে ফলকে, কিন্তু বাইরে থেকে বোঝা যায় না ব্যাপারটা।'

মেয়েটার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম আমি। ওর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছিল। কেন. বুঝলাম না। মনে মনে বললাম, নারী সত্যিই রহস্যময়ী। ভুল শেখানো হয়নি আমাকে।

'হ্যাঁ,' অনেকক্ষণ পর মুখ খুললেন মামা, 'আমি চাই ভেতর থেকে খেয়ে ফেলা হোক ফলটাকে। যে ফলে কোন পুষ্টি নেই, আছে বিষ, সেটার ওরকম পরিণতিই হওয়া উচিত। যা-ই হোক, চারমিওন, আমার মনে হয়, এখন তোমার ফিরে যাওয়া উচিত। এখানে এসেছ অনেকক্ষণ হয়ে গেল। ক্লিওপেট্রা আবার ওলট-পালট কিছু ভেবে বসতে পারে। আগামীকাল মধ্যাহ্নে প্রাসাদে পৌঁছে যাবে হারমাচিস।'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল চারমিওন। তারপর আলখেল্লাটায় ভালোমতো মুড়িয়ে নিল নিজেকে। আমার দিকে তাকাল পূর্ণদৃষ্টিতে। আমি কিছু বোঝার আগেই হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল হঠাৎ, আমার ডান হাতটা ওর দু'হাতে ধরে চুমু খেল। ফিসফিস করে বলল, 'বিদায়, মহান হারমাচিস।' তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ঘুরল, দ্রুত পায়ে ঘর ছেড়ে বের হয়ে গেল।

'অদ্ভুত মেয়ে!' চারমিওন যাওয়ার পর বললেন মামা সেপা। 'খুবই অদ্ভুত মেয়ে। ওর মনের মধ্যে যে কী আছে, কেউ কোনদিন জানতে পারবে না।'

'কী জানি!' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লাম আমি। 'তবে মেয়েটা সাহসী, বুদ্ধিমতী আর, আর...' মামার সামনে পরের বিশেষণটা বলতে লজ্জা পেলাম বেশ কিছুটা।

'সুন্দরী? তাই না? হারমাচিস, সাবধান, চারমিওনের রূপের ফাঁদে আটকে ফেলো না নিজেকে। মেয়েটা খুবই দুরন্ত, স্বেচ্ছাচারিণী। বয়সের তুলনায় ওর বিচার-বুদ্ধি অনেক বেশি পরিণত। নিজের কাছে যা ভালো লাগে, সেটাই করে; সামান্যতম ভয় পায় না কাউকে। আশঙ্কার কথা হলো, ক্লিওপেট্রাকে সে পছন্দ করে।'

'কী?' আকাশ থেকে পড়লাম।

'হ্যাঁ, কথাটা সত্য। চারমিওনের সঙ্গে মোটেও চাকরানির মতো ব্যবহার করে না ক্লিওপেট্রা; বরং আপন বোন আরসিনোকে যেরকম ভালোবাসত, সেরকম ভালোবাসে। তোমার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, একটা সামান্য মেয়েকে কেন এত ভালোবাসে মিশরের রাণী? কারণ আপন বলে কেউ নেই ওর, একেবারে একা সে। চারমিওনই এখন ওর সবচেয়ে আপন। চারমিওন অকৃতজ্ঞ নয়, ক্লিওপেট্রার এই অদ্ভুত ভালোবাসার বিনিময়ে ওকে নিজের হাতে খুন না করার প্রতিজ্ঞা করেছে। ভেবে দেখো, তা না হলে এত ঝুঁকি নিয়ে তোমাকে প্রাসাদে পাঠানোর কি কোন দরকার ছিল? চারমিওনই তো যে কোন সময় খুন করতে পারত ক্লিওপেট্রাকে। রাণীর সবচেয়ে কাছের মানুষ সে। কিন্তু কাজটা মরে গেলেও করবে না চারমিওন। মিশরের রাণীকে সে ঘৃণা করে না, আবার রাণী হিসেবে মেনেও নিতে পারে না।'

পুরো ব্যাপারটা প্যাঁচালো বলে মনে হলো আমার। কী বলা উচিত ভেবে পেলাম না।

'শুধুমাত্র আমাদের মতো আদিবাসী বলেই স্বার্থ উদ্ধারের কাজে ব্যবহার করতে পারছি চারমিওনকে,' বলে চললেন মামা, 'আরও একটা কথা বলি তোমাকে। তুমি ধরতে পারোনি বলে বলতে হচ্ছে। উত্তরাধিকার সূত্রে মিশরের প্রাচীন রাজরক্ত কিন্তু চারমিওনের শরীরেও বইছে। রাজরক্তের বিচারে সিংহাসনের জন্যে তোমার পরে ওর দাবিই সবচেয়ে বেশি। মনে রেখো, চক্রান্ত করতে জানে মেয়েটা। যদি

সিংহাসনের জন্যে ওর মনে লালসা জাগে, তা হলে…' বাক্যটা শেষ করলেন না মামা। কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, 'আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা ক্লিওপেট্রার বিরুদ্ধে। আর চারমিওন হচ্ছে কেন্দ্রবিন্দু। এখন আমাদের জীবন যতখানি না দেবতাদের হাতে, তার চেয়েও বেশি চারমিওনের হাতে। এই মুহূর্তে প্রাসাদে ফিরে যাচ্ছে মেয়েটা। গিয়ে ক্লিওপেট্রাকে যদি আমাদের ব্যাপারে সব কিছু বলে দেয়, তা হলে পৃথিবীর আলো-বাতাস আর দেখতে হবে না আমাদের। কিন্তু চারমিওনের উপর ভরসা করা ছাড়া এ মুহূর্তে আর কোন উপায়ও নেই।'

ঠিকই বলেছে মামা, আর কোন উপায় নেই আমাদের।

'মেয়েদের ব্যাপারে পরিষ্কার ধারণা নেই তোমার, হারমাচিস। ওই একটা ব্যাপারে তোমাকে অনভিজ্ঞ, অশিক্ষিত বলা যায়। কাজেই যা বলি, মন দিয়ে শোনো এবং মনে রেখো। কোন মেয়ে যদি তোমাকে ভালো না বাসে বা অন্ততপক্ষে পছন্দ না করে, তা হলে ওকে বিশ্বাস কোরো না। ওদের মতিগতির কোন ঠিক নেই–ওদের আবেগ সমুদ্রের ঝড়ের মতো। কখন আসে, কখন যায়, টের পাওয়া যায় না। হারমাচিস, আবারও বলছি, চারমিওনের ব্যাপারে সাবধান! মেয়েটা সত্যিই সমুদ্রের মতো–যদি শান্ত থাকে, তা হলে ওর সহায়তায় তুমি পৌঁছে যেতে পারবে তীরে, ক্লিওপেট্রার কবল থেকে উদ্ধার করতে পারবে সিংহাসন, অত্যাচারিত মিশরকে। আর যদি ক্রোধের বা হিংসার ঝড় ওঠে চারমিওনের মনে, তা হলে ডুবে মরবে তুমি এবং তোমার সঙ্গে মরবে মিশরের অগণিত মানুষের আশা।'

তিন

পরদিন নির্ধারিত সময়ের অনেক আগে ঢিলেঢালা, পরিষ্কার আর মোটামুটি দামি পোশাক পরে প্রস্তুত হলাম। পোশাকটা যাদুকরদের মতো। সেটার উপরে পরলাম একটা লম্বা আলখেল্লা। সুতা দিয়ে ফুটিয়ে তোলা অনেকগুলো তারাযুক্ত একটা টুপি দিলাম মাথায়। কোমরের বেল্টে আটকালাম একটা প্রাচীন দলিল আর যাদুবিদ্যার উপর লেখা একখণ্ড প্যাপিরাস। হাতির দাঁতের হাতলওয়ালা আবলুস কাঠের একটা যাদুর লাঠি নিলাম হাতে। রওয়ানা হওয়ার সময় মামা সেপাও এলেন আমার সঙ্গে।

ক্লিওপেট্রার প্রাসাদের চত্বরে এসে পৌঁছালাম আমরা। চত্বরটা অত্যন্ত দামি মার্বেল পাথরে নির্মিত। সদর দরজাটা খাঁটি ব্রোঞ্জের। সেটার একপাশে রক্ষীদের ভবন। ওই পর্যন্ত এসে মামা বিদায় নিলেন আমার কাছ থেকে। খেয়াল করলাম, দুশ্চিন্তায় ছাইয়ের বর্ণ ধারণ করেছে তাঁর ফর্সা চেহারাটা।

বুকে সাহস আর মুখে দেবী আইসিসের নাম নিয়ে প্রাসাদের সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। কাছাকাছি পৌঁছুনোমাত্রই একজন রক্ষী কর্কশ ভাষায় জিজ্ঞেস করল, 'এই, কে তুমি?'

'আমার নাম হারমাচিস। আমি একজন জ্যোতিষী। যাদুকরও বটে।'

'খুব ভালো কথা,' আবার বলল রক্ষীটা। 'তা, এরকম বুক ফুলিয়ে যাচ্ছ কোথায়? প্রাসাদটা কার জানো? না জানলে গণনা করে বের করো। দেখি কত বড় জ্যোতিষী তুমি,' কথা শেষ করে দাঁত বের করে

হাসল লোকটা।

'প্রাসাদটা রাণী ক্লিওপেট্রার। আমি যাচ্ছি তাঁর খাস চাকরানী চারমিওনের কাছে।'

'যাও, ঢোকো। আমাদের ক্যাপ্টেনকে বলো সব।'

আমাকে ঢুকতে দেখে এগিয়ে এল ক্যাপ্টেন। আসার সময় মামা আমাকে লোকটার নাম বলেছিল পলাস। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে পলাস পাহাড়ের সমান। গলায় মেঘের গর্জন তুলে আমাকে থামতে আদেশ দিল সে। সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে বুঝতে পেরে থামলাম।

'তুমি গতকালের শয়তানটা না?' আমাকে দেখামাত্রই চিনতে পারল পলাস। 'তোমার কারণেই একটা হাত হারিয়ে এখন মরতে বসেছে রক্ষীটা। গ্ল্যাডিয়েটরদের মধ্যে লড়াই হলে সবসময় ওর পক্ষে বাজি ধরতাম আমি। সব সময় জিতত ও, তাতে দুটো পয়সা আসত আমার। তুমি, নরকের কীট, আমার আয়ের রাস্তাটা বন্ধ করে দিলে। কী চাও তুমি এখানে? চারমিওনের সঙ্গে দেখা করবে? গতকাল মন দেওয়া-নেওয়া হয়ে গেছে? হোক বা না হোক, আমি ঢুকতে দেব না তোমাকে। রাস্তা মাপতে পারো।'

আশেপাশে কোথাও দেখতে পেলাম না চারমিওনকে। কথা দিয়ে এল না কেন মেয়েটা? ওলট-পালট ভাবনা চলে এল মাথায়। কী করব ভেবে না পেয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম বোকার মতো।

আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আবার খেঁকিয়ে উঠল পলাস, 'কথা কানে যায় না? কানে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে? ভুলে যাও চারমিওনকে। আমরা সবাই ওর জন্যে পাগল। সে-ই কবে থেকে আমাদের লেজে খেলাচ্ছে মেয়েটা। আজ পর্যন্ত ওর মন বুঝতে পারল না কেউ-ই। জ্যোতিষী বা দেবতা যা-ই হও না কেন, চারমিওনের মন তুমিও জয় করতে পারবে না। এখন ভাগো। আমি গতকালের বোকা রক্ষী নই, কাজেই দাঁড়িয়ে থেকে কোন গণ্ডগোল পাকানোর চিন্তা কোরো না।'

'মহামান্য,' বিনয়ে গলে যাওয়ার ভান করলাম, 'কাউকে দিয়ে চারমিওনকে একটা খবর পাঠালে হয় না?'

'ইশ্‌শ্‌! আবদারের দেখছি সীমা নেই। তোমার নামটা যেন কী বলেছিলে? হারমাচিস? তুমি কোথাকার বাদশা যে অন্দরমহলে তোমার আসার খবর দিতে হবে? তুমি আবার সিযার না তো? বেশ পাল্টে এসে দাঁড়িয়েছ আমার সামনে? শেষবারের মতো বলছি, ভাগো। এসেছ ফুলবাবুর মতো, পিঠে বল্লমের খোঁচা খেতে না চাইলে ফুলবাবুর মতোই বাড়িতে চলে যাও।'

'না, না,' পাশ থেকে বলে উঠল আরেকজন। 'এত সহজে ছেড়ে দিয়ো না ওকে। নিজেকে জ্যোতিষী বলছে না লোকটা? গণনা করতে বলো ওকে। দেখি কেমন জ্যোতিষী ও।'

'ঠিক বলেছ,' তাল মেলালো অনেকে। 'গণনা করুক ও। আর পারলে যাদুও দেখাক। যাদু করে পার হোক দরজাটা। চলে যাক চারমিওনের কাছে।'

'ঠিক আছে,' রাজি হলাম আমি।

পলাসের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল এক যুবক রক্ষী, ওর চোখে চোখ রাখলাম। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম একটানা। নীরবতা নেমে এল রক্ষীদের মাঝে। পাহারা দেওয়া ভুলে আমার যাদু দেখতে লাগল ওরা। রক্ষীটাকে উদ্দেশ্য করে বললাম, 'তাকিয়ে থাকো আমার দু'চোখে। আমি পড়তে চাই যা লেখা আছে তোমার চোখ দুটোতে।'

'আরে ধুর,' হেসে আমার কথা উড়িয়ে দিল সে। 'তুমি আর কী সম্মোহন করবে আমাকে? তোমার থেকে বড় যাদুকরী সে-ই কবে আমার মন-প্রাণ কেড়ে নিয়েছে! আমার দু'চোখে তাকিয়ে চারমিওনকে ছাড়া আর কিছু দেখতে পাবে না তুমি।'

যুবকটার একটা হাত ধরলাম। তারপর ঘড় ঘড়ে একটানা স্বরে বলতে আরম্ভ করলাম, 'তোমার চোখে দেখতে পাচ্ছি একটা যুদ্ধক্ষেত্র। দেখতে পাচ্ছি রাত। অনেকগুলো লাশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। সর্বনাশ! তোমার লাশটাও দেখতে পাচ্ছি কেন? এ কী! একটা হায়েনা দৌড়ে এল তোমার দিকে। ইস্‌স্‌! কী ভয়ঙ্কর!' শিউরে ওঠার ভান করলাম। 'হায়েনাটা কামড় দিয়ে তোমার গলা ছিঁড়ে ফেলল। যুবক, আগামী এক বছরের মধ্যে কোন এক যুদ্ধে তরবারির আঘাতে মারা

যাবে তুমি।'

মুহূর্তের মধ্যে পাল্টে গেল পরিস্থিতি। আমাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করছিল রক্ষীরা, ভবিষ্যদ্বাণীটা শুনে সবার মুখ থমথম করতে আরম্ভ করল। একটা ঢোক গিলে সভয়ে দূরে সরে গেল যুবক রক্ষী।

'এবার তোমার পালা, ক্যাপ্টেন,' পলাসের দিকে তাকিয়ে বললাম আমি।

'না, না!' দু'হাত তুলে আত্মরক্ষার ভঙ্গি করল পলাস। 'কোন ভবিষ্যদ্বাণী শুনতে চাই না আমি। ওসবে বিশ্বাস নেই আমার। একটা কথাও শোনাতে হবে না আমাকে।'

'ঠিক আছে, তুমি শুনতে না চাইলে বলব না। কিন্তু যাদু দেখতে নিশ্চয়ই আপত্তি নেই?'

'কোন আপত্তি নেই,' পলাস কিছু বলবার আগেই মনমরা রক্ষীরা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল। সুযোগ পেয়ে আর দেরি করলাম না আমি, প্রাচীন যাদুকরদের ভঙ্গি অনুকরণ করে দু'হাত আকাশের দিকে তুললাম। প্রথমে শব্দ করে, তারপর বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়লাম। আসলে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করলাম রক্ষীদের উপর। ওদের সবার চেহারায় একটা আচ্ছন্ন ভাব দেখতে পেলাম।

'তাকাও,' ভয়ঙ্করভাবে বললাম, 'পলাস, তাকাও আমার হাতে ধরা লাঠিটার দিকে।'

জানতাম, প্রথমে কিছুই দেখতে পাবে না রক্ষীদের ক্যাপ্টেন। বেশ কিছুটা সময় ওকে আমার লাঠিটার দিকে তাকিয়ে থাকতে দিলাম আমি। এরমধ্যে একবার প্রশ্ন করলাম, 'কী দেখতে পাচ্ছ, পলাস?'

'কিছুই না, কিচ্ছু না।'

'তোমার দৃষ্টি খুবই দুর্বল, পলাস। আরও ভালোমতো তাকাও। অবশ্যই দেখতে পাবে তুমি।'

ভয় পেয়ে গেল লোকটা। তাকাল চোখ বড় বড় করে। ওর দৃষ্টিতে একটা শূন্য ভাব ফুটে না ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম আমি। তারপর আগের ঘড় ঘড়ে, একটানা, বিরতিহীন কণ্ঠে খুব ধীর গতিতে বললাম, 'আমার লাঠিটা আর দেখতে পাবে না তুমি, পলাস,' হাতের

কারসাজিতে উধাও করে দিলাম লাঠিটাকে। 'তুমি এখন আমার খালি হাতের দিকে তাকিয়ে আছ। তাকাও, আমার চোখের দিকে তাকাও। তাকাও আমার চোখের দিকে। তাকাও, তা-কাও, তা-কা-ও।'

নিজের সমস্ত ইচ্ছাশক্তি দিয়ে পলাসকে আকর্ষণ করছি আমি। আমার চোখে না তাকিয়ে আর উপায় নেই ওর। তাকাল সে। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সম্মোহিত হয়ে গেল। ওর ভয়ঙ্কর চেহারা থেকে বিদায় নিল ভয়ঙ্করত্ব, মুখের প্রতিটি পেশী ফিরে এল স্বাভাবিক অবস্থায়। দেখে মনে হলো, চোখ খোলা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে লোকটা।

'এসো, প-লা-স। আমার সঙ্গে এ-সো,' আহবানটা শুনে আমার পিছু পিছু হাঁটতে আরম্ভ করল রক্ষীদের ক্যাপ্টেন। হাঁ করে পুরো ঘটনাটা দেখতে লাগল প্রতিটা রক্ষী। পলাসকে নিয়ে ব্রোঞ্জের সদর দরজাটা পার হলাম আমি। এগুলাম অনেকদূর। তারপর চলমান পাহাড়ের চোখে চোখ রেখে একটা বিশেষ ভঙ্গিতে আচমকা মাথা ঝাঁকালাম। খুব অল্প সময়ের জন্য জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল পলাস। কিছুক্ষণ পর চোখ কচলাতে কচলাতে বোকার মতো উঠে দাঁড়াল।

'আমার যাদুবিদ্যার সামান্য একটা নমুনা দেখালাম তোমাকে, পলাস। ইচ্ছে করলে তোমাকে মেরেও ফেলতে পারতাম। আর কারও যাদু দেখার ইচ্ছে আছে? থাকলে বলতে পারো।'

'না, নেই,' সবার পক্ষ থেকে কথা বলল এক বয়স্ক রক্ষী। 'অলিম্পাসের সব দেবতার নামে শপথ! আর কোন যাদু দেখার দরকার নেই আমাদের। চারমিওনকে তুমিই বশ করতে পারবে, যাদুকর হারমাচিস। একচোখ দিয়ে যাদু কোরো মেয়েটাকে, আরেক চোখ দিয়ে নিজের দিকে টেনে নিয়ো মদের পাত্র। তোমাকে বাধা দেবার সাধ্য নেই কারও...'

আমার পিছনে কাউকে দেখতে পেয়ে থেমে গেল লোকটা। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম আমি। দেখলাম, একজন সশস্ত্র রক্ষীকে সঙ্গে নিয়ে প্রাসাদের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে চারমিওন। ওর আবির্ভাবটা যথেষ্ট

নাটকীয়, স্বীকার করলাম মনে মনে।

ধীরে-সুস্থে, উদ্ধতভাবে, কারও দিকে না তাকিয়ে কাছে এসে দাঁড়াল চারমিওন। ওকে দেখে মাথা নত করে সম্মান জানাল রক্ষীরা। কিছুটা আশ্চর্য হলেও পরে জেনেছিলাম, প্রাসাদে ক্লিওপেট্রার পরের স্থানটা চারমিওনের। রক্ষী আর প্রাসাদ পাহারা দেওয়ার কাজে নিয়োজিত সেনাবাহিনীর সদস্যরা ক্লিওপেট্রাকে জানে মিশরের রাণী বলে, আর চারমিওনকে মানে প্রাসাদের রাণী হিসাবে।

'কী ব্যাপার?' গলার স্বরে কর্তৃত্বের সুর পুরোপুরি ফুটিয়ে তুলে জানতে চাইল চারমিওন। 'সেই কখন থেকে তোমাদের হৈ চৈ শুনতে পাচ্ছি। নতুন এসেছ নাকি তোমরা? জানো না এই সময় ঘুমান মহামান্যা রাণী? ধড়ে মাথা রাখতে চাও নাকি চাও না? পলাস, কী হয়েছে তোমার? কাজ ফেলে ঘুমাচ্ছিলে তুমি? অমন বোকার মতো তাকিয়ে আছো কেন? আমার কথা কানে যাচ্ছে না?'

জবাব দেওয়ার মতো মানসিক অবস্থা নেই পলাসের। তাই চুপ করে রইল সে। ওর দেখাদেখি মুখ বন্ধ করে রাখল অন্যরা। বয়স্ক রক্ষীটা সবার তরফ থেকে সাফাই গাইল, 'আসলে, মহামান্যা, কোন দোষ নেই আমাদের। হারমাচিস, মানে, ওই লোকটা,' আমার দিকে আঙুল তুলে দেখাল, 'একজন যাদুকর। আবার জ্যোতিষীও। ক্যাপ্টেন পলাসকে যাদু করে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলল। সে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছিল, ক্যাপ্টেন পলাস রাজি হয়নি...'

ঘুরে আমার মুখোমুখি হলো চারমিওন। কিছুক্ষণ আমাকে দেখল একদৃষ্টিতে। তারপর বলল, 'ও, মনে পড়েছে। গতকাল দেখেছিলাম না তোমাকে? রাণীর রাস্তা আটকে ওই দানব রক্ষীটার সঙ্গে লড়াই করছিলে। তুমি জ্যোতিষী শুনে পরে তোমার নাম-ঠিকানা জানতে চাইছিলেন রাণী। জানা না থাকায় বলতে পারিনি। তুমি এসে পড়ায় ভালোই হলো, আমাকে আর কষ্ট করে তোমার হদিস বের করতে হলো না। আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলে কেন বলো তো?...আচ্ছা, থাক, বলতে হবে না। ভেতরে গিয়ে শুনব সব কথা। চলো আমার সঙ্গে,' ঘুরে প্রাসাদের দিকে রওয়ানা হলো চারমিওন। দু'পা এগিয়েই

থামল। ঘুরল আবার। বলল, 'সাবধান, পলাস। সঙ্গীদের নিয়ে হৈ-হল্লা করার জন্যে তোমাকে রাখা হয়নি এখানে। বরং, চিৎকার-চেঁচামেচি যেন না হয়, সেটা দেখা তোমার দায়িত্ব। আবার গাফিলতি করলে রাণীর কাছে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করব আমি, কথাটা মনে রেখো,' বলে প্রচণ্ড অহংকারীর ভঙ্গিতে ঘুরল মেয়েটা, গটগট করে এগুল সিঁড়ির দিকে। আমাকে, এমনকী সশস্ত্র রক্ষীটাকেও পিছনে ফেলে ঢুকে গেল ভিতরে। ওর ভাবভঙ্গি দেখে মনে মনে হাসলাম।

মার্বেলের লম্বা পথটা ধরে ধীরে-সুস্থে সামনে এগুলাম আমি। তাকালাম চারদিকে।

রাস্তার পাশেই খুব সুন্দর একটা বাগান। সেখানে দেব-দেবীর চমৎকার সব মার্বেলের মূর্তি বসানো। বড় একটা ঝরনাও আছে মাঝখানে। সিঁড়ির কাছে থামলাম আমি। নকশা করা স্তম্ভগুলো দেখে মনে মনে ক্লিওপেট্রার রুচির প্রশংসা করলাম। অতি দক্ষ কোন কারিগরের সুনিপুণ হাতের গ্রেসিয়ান নকশাগুলো প্রাসাদের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণ।

স্তম্ভগুলো ছাড়িয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল চারমিওন। আমি পৌঁছানোমাত্রই আবার হাঁটা ধরল। একটা বড় দরজার কাছে বেশ কয়েকজন সশস্ত্র সৈন্য পাহারা দিচ্ছিল, সসম্মানে মেয়েটার পথ ছেড়ে দিল ওরা। নিঃশব্দে ঢুকে পড়লাম ভিতরে।

একটা বড় হলে ঢুকলাম। ওই হলটাই সারা মিশরে "অ্যালাব্যাস্টার হল" নামে পরিচিত। সেটা দেখে মনে হলো, স্বর্গে হাজির হয়েছি। মাথার উপর টানা ছাদ, আকাশচুম্বী দামের কালো মার্বেল পাথরের স্তম্ভ যার ভিত্তি। চারদিকের দেয়াল অ্যালাব্যাস্টার দিয়ে অলংকৃত করা। মেঝেটাও মার্বেল পাথরের, তাতে জায়গায় জায়গায় সোনার কারুকাজ।

একসারিতে অনেকগুলো চেয়ার সাজিয়ে রাখা হয়েছে একপাশে। সেগুলোর দিকে তাকানোমাত্রই মাথা ঘুরে গেল আমার। প্রত্যেকটা চেয়ার পুরু, খাঁটি সোনার। হাতলগুলো হাতির দাঁতের।

একপাশে দাঁড়িয়ে আছে একজন দাস। হাতের ইশারায় ওকে চলে

যেতে বলল চারমিওন। দাসটা চলে যাওয়ার পর অত্যন্ত নিচু গলায় বলল, 'আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন, মহান হারমাচিস। রক্ষীদের ধোঁকা দেয়ার জন্যে আপনাকে আর দশজন সাধারণ লোকের মতোই সম্ভাষণ করেছি আমি। শুধু তাই নয়, আপনার জন্যে অপেক্ষা করার কথা ছিল আমার, উল্টো আপনিই অপেক্ষা করেছেন আমার জন্যে। আজ একটু দেরি করে ঘুমিয়েছে রাণী, তাই ওকে ফেলে রেখে যেতে পারিনি সদর দরজায়। আপনাকে ওলট-পালট কিছু বলেনি তো গেঁয়ো, মূর্খ রক্ষীরা?'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লাম।

'বললে ক্ষমা করতাম না আমি ওদের। মহান ফারাও, আসলে কী ঘটেছিল বাইরের দরজায়?'

সংক্ষেপে খুলে বললাম। সব শুনে চারমিওন বলল, 'ভালোই হয়েছে। এরপর থেকে আপনাকে ভয় পাবে কুসংস্কারাচ্ছন্ন রক্ষীরা। যা-ই হোক, আপনি দয়া করে অপেক্ষা করুন এখানে। ওই চেয়ারগুলোর যেটাতে খুশি বসতে পারেন। আমি ভেতরে যাচ্ছি, রাণীর ঘুম ভাঙলেই খবর দেব আপনাকে। ভয় পাবেন না, এখানে ঢোকার অনুমতি নেই কারও। তারপরও যদি কেউ আসে, আমার নাম বলবেন। আপনাকে আর বিরক্ত করবে না সে,' চলে যাওয়ার জন্য ঘুরল চারমিওন। তারপর কী মনে হতে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল আমার দিকে। হরিণীর মতো দু'চোখ মেলে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল। চোখের ভাষায় কিছু একটা বলতে চাইল, আমি ধরতে পারলাম না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ফিরে এল মেয়েটা। প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে চান, মহান ফারাও? চাইলে আসুন আমার সঙ্গে।'

কোন কথা না বলে উঠে দাঁড়ালাম চেয়ার ছেড়ে, অ্যালাব্যাস্টার হল ছাড়িয়ে ঢুকলাম ভিতরে। দেখলাম, দু'জন লোক তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। পরে চারমিওন আমাকে বলেছিল, সে সঙ্গে না থাকলে আমাকে দেখামাত্রই হত্যা করত ওরা; অপরিচিত কাউকে রাণীর শয়নকক্ষের সামনে দেখলেই হত্যা করার আদেশ আছে ওদের উপর। আরও জেনেছিলাম, লোক দুটো খোজা।

কারুকার্যময়, ভারী একটা পর্দা ঝুলছে সামনে। সেটা সরিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। এককোণে মোটা গদিওয়ালা লম্বা লম্বা কয়েকটা আসন দেখতে পেলাম। পায়ের নীচের কার্পেটটাকে মনে হলো মাখনের দলা–এত পুরু আর নরম যে, নিজের পা দুটো চেষ্টা করেও দেখতে পেলাম না। একটা মিষ্টি সুবাস নাকে লাগাতে বুঝলাম, সুগন্ধীর বোতলটা খুলে রাখা হয়েছে কোথাও। একদিকের খোলা জানালা দিয়ে ভেসে আসছে দূরের সমুদ্রে ঢেউ ভাঙার আওয়াজ। সব মিলিয়ে পরিবেশটা স্বপ্নময়।

আরেকটা খোলা জানালার পাশে একটা বড় বিছানার উপর শুয়ে আছে ক্লিওপেট্রা। খুব পাতলা সুতা দিয়ে তৈরি প্রায় স্বচ্ছ একটা মশারি খাটানো আছে বিছানার চারদিকে। ঘুমন্ত ক্লিওপেট্রার দিকে তাকালাম আমি। ওকে দেখে মনে হলো, মিশরের সমস্ত ঐশ্বর্য ওর ঘুমন্ত চেহারাটার সঙ্গে তুলনার অনুপযুক্ত। স্থান-কাল-পাত্র ভুলে বজ্রাহতের মতো নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলাম। বুকের ভিতরে একটা মোচড় অনুভব করলাম; সৌন্দর্যের ওই রাণী দুর্ভাগ্যক্রমে মিশরেরও রাণী–আমার প্রাপ্য সিংহাসনের অধিকারিণী। ওই মুহূর্তে একটা সত্য জানতে পেরে ভয়ে কেঁপে উঠলাম–আমার সত্ত্বা চাইছে ক্লিওপেট্রা আমার হৃদয়ের সিংহাসন আজীবনের জন্য অধিকার করুক, কিন্তু আত্মা চাইছে মিশরের সিংহাসন ছেড়ে দিক সে। দুটোর কোনটাই সম্ভব নয়, সুতরাং, এক অদ্ভুত মানসিক সংঘাত টের পেলাম নিজের ভিতর।

হঠাৎ খেয়াল হলো, আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে চারমিওন। চমকে উঠে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম মেয়েটার দিকে। তীব্র অনুসন্ধানী দৃষ্টি ওর চোখে। হয়তো আমার মুখের ভাব পড়ে হৃদয়ের খবর জানার চেষ্টা করছে। বুঝলাম, ভুল করে ফেলেছি। ঘুমন্ত ক্লিওপেট্রাকে দেখানোটা আসলে চারমিওনের একটা চাল। সৌন্দর্যের রাণীকে ওই অবস্থায় দেখে আমার কী প্রতিক্রিয়া হয়, সেটা জানতে চাইছিল সে।

'আগেই বলেছিলাম,' আমার কাঁধের কাছে মুখ নামিয়ে ফিসফিস করে বলল চারমিওন, 'আমাদের পরিকল্পনায় সবচেয়ে কঠিন কাজটা

আপনার। একজন পুরুষ হিসেবে কাজটা করতে আপনাকে প্রচণ্ড দুঃসাহসী হতে হবে, মহান হারমাচিস,' একটু থেমে দম নিল মেয়েটা, ভালোমতো আরেকবার যাচাই করল আমাকে। তারপর আগের চেয়েও নিচু গলায় বলল, 'হাজার রক্ষীর পাহারায় থাকা একজন রাজা বা রাণীকে খুন করা যতটা না কঠিন, নিজের হৃদয়ের ভেতর লুকিয়ে থাকা কুপ্রবৃত্তিকে খুন করা তার চেয়েও কঠিন।'

চমকে উঠলাম কথাটা শুনে। প্রতিবাদ করার জন্য মুখ খুলেছিলাম, আমাকে সে সুযোগ না দিয়ে ক্লিওপেট্রার খাটের দিকে তাকাতে ইঙ্গিত করল চারমিওন। তাকালাম।

ঘুম ভেঙে গেছে ক্লিওপেট্রার। একেবারে নিঃশব্দে খাটের উপর উঠে বসেছে সে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। ওর দু'চোখে তীব্র রাগ।

'কে তুমি? আমার ঘরে ঢুকলে কীভাবে? ভদ্রতাজ্ঞান বলতে কি কিছুই নেই তোমার? একজন ঘুমন্ত মহিলার ঘরে ঢুকতে লজ্জা করল না? চারমিওনের সঙ্গে এত ফিসফিস করছ কেন?' প্রতিটা প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে ক্লিওপেট্রার গলার স্বর চড়ছিল।

'রাণী, মহামান্যা রাণী,' ছুটে গেল চারমিওন। 'এই লোকটাই গতকালের সেই দুঃসাহসী যোদ্ধা। লোকটা একজন জ্যোতিষী আর যাদুকরও বটে। গতকাল আপনি ওর খোঁজ করেছিলেন, তাই নিয়ে এলাম ওকে। আমারই ভুল হয়ে গেছে, রাণী। আপনি যে ঘুমিয়ে আছেন, সেটা মনেই ছিল না। লোকটাকে নিয়ে মাত্র পা রেখেছিলাম এখানে, তখনই ঘুম ভাঙল আপনার।'

ব্যাখ্যাটায় খুব একটা সন্তুষ্ট মনে না হলেও আর কিছু বলল না ক্লিওপেট্রা। আবার তাকাল আমার দিকে। জানতে চাইল, 'কী যেন নাম তোমার? হারমাচিস? হ্যাঁ, ওই নামটাই বলেছিলে তুমি। আর যা-ই হোক, তোমার নামটা চমৎকার বটে। মনে পড়েছে সব ঘটনা,' মশারির একপ্রান্ত তুলে বাইরে বের হয়ে এল সে। মশারিটা খুলে ফেলার আদেশ দিল চারমিওনকে। আদেশটা পালিত হওয়ার পর বিছানাটার একপ্রান্তে বসল রাণী। তারপর আবার জিজ্ঞেস করল, 'তুমি যাদুকর?

ঠিক আছে, দেখাও তোমার যাদু। দেখি কত বড় যাদুকর তুমি। আমাকে মুগ্ধ করতে পারলে আমার দরবারে চাকরি পাবে, কথা দিলাম।'

'আমার যাদু দেখে আপনি ভয় পাবেন না তো?'

'ভয়?' হাসল ক্লিওপেট্রা। 'আমি কোন কিছুকেই ভয় পাই না। তুমি শুরু করো। চারমিওন, এসো, বসো আমার পাশে। আইরাস আর মেরাইরা কোথায়? ওরাও যাদু দেখতে খুব পছন্দ করে। ডাকো ওদের।'

'মাফ করবেন মহামান্যা রাণী,' বিনীতভাবে প্রতিবাদ জানালাম। 'এত লোকের সামনে যাদু দেখলে ব্যাপারটা হয়তো ঠিকমতো উপভোগ করতে পারবেন না আপনি। তা ছাড়া আমি শুধু আপনাকে যাদু দেখাতে চাই, অন্য কাউকে নয়।'

শুনে ঠোঁট বাঁকা করে একটু হাসল ক্লিওপেট্রা, আর কিছু বলল না।

'দেখুন, মহামান্যা রাণী,' বলতে বলতে হাতে ধরা লাঠিটা মাটিতে নামিয়ে রাখলাম আমি। তারপর বিড়বিড় করে একটা কঠিন মন্ত্র পড়তে আরম্ভ করলাম। ক্লিওপেট্রা আর চারমিওনের চোখের সামনে বাঁকা হতে আরম্ভ করল লাঠিটা, কিছুক্ষণ পর পুরোপুরি বাঁকা হয়ে গেল। তারপর সেটার কিছু অংশ মাটি থেকে উঠে গেল উপরে। আমার হাতের ইশারা অনুযায়ী দুলতে আরম্ভ করল। ধীরে ধীরে আঁশ গজালো লাঠিটার গায়ে। একসময় সেটা ভয়ঙ্কর একটা সাপে পরিণত হলো।

ভয়ে সাদা হয়ে গেল চারমিওনের চেহারা। কিন্তু ক্লিওপেট্রার মুখে ভাবের কোন পরিবর্তন দেখতে পেলাম না। হাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর মতো ভঙ্গি করে বলল সে, 'ধ্যাৎ! কত দেখেছি এই সাপের খেলা। তুমি এটাকে যাদু বলছ, হারমাচিস? আমি ভেবেছিলাম...'

'মাফ করবেন, রাণী, আমার যাদু শেষ হয়নি এখনও। দেখুন কী ঘটে।'

আমাদের কথোপকথনের সময় আপনাআপনি খণ্ড খণ্ড হয়ে গিয়েছিল সাপটা। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রতিটা খণ্ড থেকে গজালো একটা করে নতুন সাপ। সাপগুলো আকৃতিতে বড় হওয়ামাত্রই আবার

খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল, জন্ম নিল আরও নতুন সাপ। ক্লিওপেট্রার শয়নকক্ষ ভরে গেল সাপ দিয়ে। সবগুলো সাপ ফণা তুলে ভয়ঙ্কর শব্দে হিসহিস করতে লাগল। খাটের উপর আগেই পা তুলে ফেলেছিল চারমিওন, এবার ক্লিওপেট্রাও একই কাজ করল। দারুণ ভয় পেয়েছে সে।

আকৃতিতে বড় হতে লাগল সাপগুলো। ফণা নামিয়ে দুয়েকটা ছড়িয়ে পড়ল ঘরময়। একেকটা একেক দিকে হারিয়ে যেতে আরম্ভ করল। আবার একটা বিশেষ মন্ত্র পড়লাম আমি। এবার সবগুলো সাপ ছুটে এল আমার দিকে। আমার হাত-পা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠতে লাগল উপরে। শুধু মুখটা বাকি রইল আমার, আর সারা দেহ ঢেকে গেল সাপ দিয়ে।

'ভয়ঙ্কর! মারাত্মক! আমি আর সহ্য করতে পারছি না,' চেঁচিয়ে উঠল চারমিওন। হাত বাড়িয়ে ক্লিওপেট্রাকে জড়িয়ে ধরল সে। বাধা দিল না রাণী। ওর অবস্থাও খুব একটা সুবিধার নয়। ঘড় ঘড়ে গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'মহামান্যা রাণী, আপনি আদেশ দিলে আবার মন্ত্র পড়তে পারি, তখন আমাকে ছেড়ে সাপগুলো ছুটে যাবে আপনাদের দিকে।'

'না! থামো! মানলাম তুমি খুব বড় যাদুকর। তোমার সাপগুলোকে ফিরিয়ে নাও, আবার লাঠি বানিয়ে ফেলো,' ভয়ার্ত কণ্ঠে আদেশ দিল ক্লিওপেট্রা।

মন্ত্র পড়লাম আবার। তারপর একটা বিশেষ ভঙ্গিতে হাত নাড়লাম। মুহূর্তের মধ্যেই উধাও হয়ে গেল সবগুলো সাপ। কার্পেটের উপর, আমার পায়ের কাছে পড়ল লাঠিটা। নিচু হয়ে তুলে নিলাম সেটা।

ভয় কেটে গিয়ে বিস্ময় জাগল ক্লিওপেট্রা আর চারমিওনের চেহারায়, দু'জনই আমার প্রশংসা করতে আরম্ভ করল। মাথা সামান্য নুইয়ে ক্লিওপেট্রাকে অভিবাদন জানালাম আমি, তারপর বুকের উপর দু'হাত ভাঁজ করে বিজয়ীর ভঙ্গিতে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম।

'রাণী, যাদু দেখিয়ে আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছি কি?' অত্যন্ত বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করলাম।

'অবশ্যই, হারমাচিস, অবশ্যই। এরকম যাদু তোমার আগে আর কেউ দেখায়নি আমাকে। তুমি সত্যিই খুব বড় যাদুকর। আজ থেকে আমার দরবারে চাকরি পেলে তুমি। যখন খুশি তখন অ্যালাব্যাস্টার হলে ঢুকতে পারবে, কেউ বাধা দেবে না।...আচ্ছা, হারমাচিস, ওরকম যাদু আরও জানো নাকি তুমি?'

'হ্যাঁ, মহামান্যা রাণী। আপনি অনুমতি দিলে আরেকটা দেখাতে পারি। যাদুটা সাপের না, একটু অন্যরকম। সেটার জন্যে ঘর অন্ধকার হওয়া দরকার।'

চারমিওনকে ইশারা করল ক্লিওপেট্রা। বিছানা ছেড়ে নামল মেয়েটা, পর্দা ফেলতে আরম্ভ করল। কাজটা শেষ হলে আবার ফিরে গেল বিছানায়, পা তুলে বসল।

এগিয়ে গিয়ে ক্লিওপেট্রার পাশে দাঁড়ালাম আমি। 'আমি যে জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলাম, ঠিক সেখানে তাকান, মহামান্যা রাণী,' বলতে বলতে হাতে ধরা লাঠিটা উঁচু করে নির্দিষ্ট জায়গার দিকে ইঙ্গিত করলাম। তাকাল ক্লিওপেট্রা আর চারমিওন।

অল্প কিছুক্ষণের ভিতরেই মেঘের মতো ধোঁয়া পাক খেয়ে গজিয়ে উঠতে লাগল সেখানে। সময় যত গড়াল, তত ঘন হতে লাগল মেঘটা। খুব ধীরে ধীরে একটা আকৃতি পেতে আরম্ভ করল সেটা। হঠাৎ একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষের দেহ ধারণ করল। পাশ থেকে নারীকণ্ঠের আর্তনাদ ভেসে এল আমার কানে।

অস্পষ্ট আকৃতিটার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আমি জানি তুমি কার আত্মা। আমি জানি তুমি কোন জগতের বাসিন্দা। আমি জানি তুমি আমার যাদুর জালে আটকা পড়ে গেছ। প্রকাশ করো নিজেকে, প্রকাশ করো। কাজটা না করা পর্যন্ত মুক্তি নেই তোমার। প্রকাশ করো নিজেকে, আবির্ভূত হও।'

আমার আহবান শেষ হওয়ার আগেই স্পষ্ট রূপ নিতে আরম্ভ করল ছায়াশরীরটা। তারপর উজ্জ্বল একটা আলো দেখা দিল মেঘটার মধ্যে। ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে গেল আলোটা। কিছুক্ষণের মধ্যেই চেহারা এবং পুরো শরীর দেখা গেল।

সিযার। বেশ কয়েক মাস আগে যুদ্ধে আহত হওয়া দিগ্বিজয়ী বীর। কাপড়চোপড় ছিঁড়ে একাকার, দেহে অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন। রক্তের দাগের আধিক্যের কারণে পোশাকের আসল রঙ বোঝা যাচ্ছে না। মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকল সিযার। ক্লিওপেট্রা ভয়ে পাথর হয়ে গেছে বুঝতে পেরে হাত নাড়লাম আমি, সঙ্গে সঙ্গেই উধাও হয়ে গেল মেঘ, নিভে গেল অস্বাভাবিক আলো। আগের মতোই অন্ধকার হয়ে গেল ঘর। সিযারের চিহ্নমাত্র থাকল না ক্লিওপেট্রার শয়নকক্ষে।

তাকালাম রাণীর দিকে। চেহারা তো বটেই, ভয়ে লাল ঠোঁট দুটোও সাদা হয়ে গেছে ওর। ঠেলে বের হয়ে আসতে চাচ্ছে চোখজোড়া। থরথর করে কাঁপছে সমস্ত দেহ।

'কীভাবে?' ফিসফিস করে জানতে চাইল ক্লিওপেট্রা। 'কীভাবে ওকে হাজির করলে তুমি? এত ক্ষমতা তুমি পেলে কোথায়?'

'আমার নাম হারমাচিস,' অহঙ্কার করলাম, 'আমি জ্যোতিষী, আমি যাদুকর। সাধারণ লোক যা কল্পনাও করতে পারে না, সেটা করা আমার জন্যে অতি সহজ। কারণ, আমি অসাধারণ,' থেমে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকালাম ক্লিওপেট্রার দিকে। হাঁ করে আমার কথাগুলো গিলছে সে।

'মহামান্যা রাণী,' বললাম আবার, 'আমার মনে হয়, কয়েকদিন আগে স্বপ্নে আপনি সিযারকে দেখেছেন। একটু আগে যেভাবে দেখলেন, ঠিক সেভাবে। আমি কি ঠিক বলেছি?'

ভীষণ চমকে উঠল ক্লিওপেট্রা। কোনরকমে বলল, 'তু-তুমি জানলে কীভাবে? কয়েকদিন আগে নয়, আজ দুপুরে তুমি আসার আগে দেখছিলাম স্বপ্নটা। কিন্তু...কিন্তু...'

ক্লিওপেট্রাকে কথা শেষ করতে দিলাম না আমি। 'আমি হারমাচিস, আমি অসাধারণ...'

আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রাণী, একদৌড়ে চলে গেল পাশের কামরায়। দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে ছিল চারমিওন, কাঁপছিল থরথর করে, ক্লিওপেট্রা চলে যাওয়ামাত্রই বিছানা থেকে নামল সে-ও। কাঁপতে কাঁপতে, ধীর পদক্ষেপে এসে দাঁড়াল

আমার সামনে। বলল, 'মহান হারমাচিস, দারুণ ভয় পেয়ে গেছে রাণী। আজ আর আপনার সঙ্গে দেখা করবে বলে মনে হয় না। আপনাকে এখন চলে যেতে হবে। রাণীর মনোভাব বুঝে পরে খবর দেব আপনাকে।'

চার

পরদিন সকালে একটা চিঠি পেলাম। খুলে দেখলাম, রাণীর দরবারে জ্যোতিষী কাম যাদুকর হিসাবে চাকরি দেওয়া হয়েছে আমাকে। বেতন ভালো। প্রাসাদ সংলগ্ন একটা বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা আছে। খাওয়ার খরচও যোগাবে ক্লিওপেট্রা। দেরি না করে সেদিনই চাকরিতে যোগ দিলাম। গোছগাছের মধ্যে দিয়েই কেটে গেল সারাটা দিন।

রাতে আমার সঙ্গে দেখা করতে এল ক্লিওপেট্রা। খেয়াল করলাম, ওর সঙ্গে কোন রক্ষী, এমনকী চারমিনও ছিল না। ঘর থেকে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল সে, খুব উঁচু একটা ওয়াচ-টাওয়ারে উঠলাম আমরা। টাওয়ারটার সঙ্গে লাগোয়া একটা ঘরে আমার প্রয়োজনীয় সব যন্ত্রপাতি রাখতাম। আমি প্রায়ই গভীর রাত পর্যন্ত একাকী সময় কাটাতাম সেখানে। জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে মগ্ন থাকতে খুব ভালো লাগত আমার।

ভেবেছিলাম, যাদুবিদ্যা বা জ্যোতিষবিদ্যা নিয়ে কথা বলবে ক্লিওপেট্রা, কিন্তু রাজনীতি নিয়ে আলোচনা শুরু করল সে, 'রোমান শাসকদের নিয়ে আমি খুব চিন্তিত, হারমাচিস। ওদের মধ্যে এত দলাদলি! আমি যে কার পক্ষ নেব সেটাই বুঝতে পারছি না। শুনলাম, তিন রোমান শাসকের একজন, অ্যান্টনি, এখন এশিয়া মাইনরে। আমার বিরুদ্ধে কে বা কারা নাকি ওর কান ভারী করেছে। বলেছে,

আমি নাকি রোমান শাসকত্রয়ের বিপক্ষে।'

'কেন?' জানতে চাইলাম আমি। 'কী করেছেন আপনি?'

'কিছুই না। সব দোষ আমার সেনাপতির। গাধাটা আমাকে জিজ্ঞেস না করেই ক্যাসিয়াসকে সাহায্য করেছে।'

ক্যাসিয়াস ছিল রোমান শাসনের সুস্পষ্ট বিরুদ্ধাচারী। সুতরাং, ওকে সাহায্য করা আর রোমান শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সমান কথা। ক্লিওপেট্রা যদিও বলছে যে ওর কোন দোষ নেই, কিন্তু অনেক আগেই উল্টো কথা শুনেছি চারমিওনের মুখে: ডায়োসকোরাইডসের ভবিষ্যদ্বাণী শুনে খুব গোপনে সেরাপিওনকে সৈন্য পাঠানোর আদেশ দিল ক্লিওপেট্রা। ওর আদেশ ছাড়া সেরাপিওনের ক্ষমতাই ছিল না ক্যাসিয়াসকে সাহায্য করার। পরে অ্যান্টনির কাছে ভালো সাজতে গিয়ে অবস্থা আরও জটিল করে ফেলল রাণী। সব দোষ সেরাপিওনের–প্রমাণ করার জন্য সেনাপতিকে মৃত্যুদণ্ড দিল সে। তাতে কাজ বাড়ল আরও। সেনাবাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল অসন্তোষ। সেরাপিওনের মৃত্যুর খবর শুনে ঠাণ্ডা হলো না অ্যান্টনির রাগ, আবার সৈন্যরাও মেনে নিতে পারল না ওদের সেনাপতির অন্যায় শাস্তি। উভয় সঙ্কটে পড়ল ক্লিওপেট্রা।

কিছু না বলে চুপ করে রইলাম। আরও কিছুক্ষণ বক বক করে বিদায় নিল ক্লিওপেট্রা। চাকরির প্রথমদিন কেটে গেল এভাবেই।

কেটে গেল আরও কতগুলো দিন। প্রতিদিন ক্লিওপেট্রার সঙ্গে কথা হলো আমার। প্রতিদিন প্রাসাদ ছেড়ে ঘুরতে যাওয়ার নাম করে মামার সঙ্গে দেখা করলাম, শলা-পরামর্শ করলাম। বন্দরের ধারের বাড়িটাতে নয়, অন্যত্র। কেউ চোখ রাখছে সন্দেহ করে বৃদ্ধের ছদ্মবেশে আসেন মামা। মাঝেমধ্যে বৈঠক বসে বন্দরের ধারের বাড়িটাতে, তখন আমাদের সঙ্গে সেখানে যোগ দেয় চারমিওন। সাঁইত্রিশটা শহর থেকে যে সাঁইত্রিশজন এসেছিলেন আমার দীক্ষা অনুষ্ঠানে, আমরা কী করছি না করছি, সে ব্যাপারে তাঁরা নিয়মিত খবর নেন।

আমাকে ভয় পায় ক্লিওপেট্রা। কারণটা ঠিক জানি না আমি। আমার সঙ্গে ভাব জমানোর চেষ্টা করে সবসময়। আমাকে অনেক কিছু

জিজ্ঞেস করে। সাধ্যমতো উত্তর দেই।

চারমিওনের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হলাম। বলতে গেলে সবসময় আমার সঙ্গে থাকে মেয়েটা, ছায়ার মতো অনুসরণ করে আমাকে। বেশিরভাগ সময়ই চুপ করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে, আমি তাকালেই দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। আমি কিছু করতে বললে, কাজটা যত কঠিনই হোক, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করে ফেলে। আমার আদেশ বা অনুরোধের জন্য অপেক্ষা করে সবসময়। ওকে ধন্যবাদ জানালে বা প্রশংসা করলেই রেগে যায়, নইলে অভিমান করে খুব।

একদিন কী একটা কারণে ওর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম, সঙ্গে সঙ্গে ছোট বাচ্চাদের মতো ঠোঁট ফুলিয়ে বলল সে, 'মহান হারমাচিস, আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনি অনেক কিছু জানেন, অনেক কিছু বোঝেন। কিন্তু একটা ব্যাপারে আপনি খুবই অনভিজ্ঞ। দেবতারা সবাইকে সব কিছু দেন না। কাউকে সৌন্দর্য দেন, শক্তি দেন না, আবার কাউকে শক্তি দেন ঠিকই, কিন্তু কদাকার চেহারা দিয়ে পাঠান পৃথিবীতে। যাদেরকে দুটোই দেন, তারা জন্মায় নিচু বংশে। সৌন্দর্য নিয়ে, শক্তি নিয়ে উঁচু বংশে যারা জন্মায়, তারা হয় মূর্খ। আপনাকে দেবতারা সব দিক দিয়ে কানায় কানায় পূর্ণ করেছেন, শুধু একটা অভাব বাদে। একদিন সেই অভাব পূরণের তাগিদ অনুভব করবেন আপনি। তখন তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ভুল লোককে বেছে নেবেন না দয়া করে। আমি আপনার তুলনায় তুচ্ছ, মূর্খ; তারপরও কথাটা বলতে হলো। দয়া করে নিজ গুণে ক্ষমা করবেন,' বলেই দু'চোখের অশ্রু মুছতে মুছতে বিদায় নিল চারমিওন। বেশিরভাগ সময়ই ওর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতাম না আমি, কাজেই হেঁয়ালি ভেবে এই কথাটাকেও গুরুত্ব দিলাম না খুব একটা। এখন, আমার জীবনী লিখবার সময় মনে হচ্ছে, গুরুত্ব দিলেই ভালো করতাম।

আরেকদিন বিকেলের কথা। প্রাসাদের বাগানে বসে কথা বলছি ওর সঙ্গে, আমাকে প্রশ্ন করল মেয়েটা, 'আমি কেন এত ঝুঁকিপূর্ণ একটা কাজ করতে রাজি হলাম জানেন?'

'অবশ্যই জানি,' কিছুটা অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিলাম আমি।

'তাই?' উজ্জ্বল হয়ে উঠল চারমিওনের চেহারা। 'কেন বলুন তো?'

'কারণ, মিশরকে ভালোবাসো তুমি। তুমি চাও, মিশরের লোক মুক্তি পাক, ওরা আবার স্বাধীনভাবে বাঁচতে শিখুক। তুমি ওদের উপকার করতে চাও। ক্লিওপেট্রাকে সরিয়ে সিংহাসনে বসতে পারলে তোমার এই উপকারের কথা ভুলব না আমি। আমার মন্ত্রণাসভায় অবশ্যই কোন একটা গুরুত্বপূর্ণ পদ দেব তোমাকে,' বলে ওর দিকে তাকালাম। এমনিতে আমি তাকালে দৃষ্টি নামিয়ে নিত সে, কিন্তু সেই বিকেলে নামাল না। তাকিয়েই রইল আমার দিকে। ওর দৃষ্টিটা সহ্য করতে না পেরে অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর হতবাক হয়ে দেখলাম, টপটপ করে পানি পড়ছে চারমিওনের দু'চোখ বেয়ে। বাগানের মাটিতে বসে ছিল সে, আর একটা কথাও না বলে উঠে সোজা দৌড় দিল প্রাসাদের উদ্দেশে। বোকার মতো তাকিয়ে থেকে ওর চলে যাওয়া দেখেছিলাম সেদিন।

আসলে আমাকে ভালোবেসে ফেলেছিল মেয়েটা। ব্যাপারটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম, কিন্তু অনেক পরে। তখন আর কিছু করার ছিল না আমার।

চারমিওন খুবই সুন্দরী। কিন্তু তারপরও মেয়েটার প্রতি সামান্যতম আকর্ষণ বোধ করি না আমি। আমার কাছে সে শুধুই একজন মানবী, একজন গুপ্তচর, একজন সাহায্যকারিণী। ক্লিওপেট্রার বাগানে সাজিয়ে রাখা অপূর্ব সুন্দর মূর্তিগুলোর সঙ্গে ওর কোন পার্থক্য নেই আমার দৃষ্টিতে। অনেক সময় আমি চুপ করে বসে ভাবি একমনে, আমার অমনোযোগিতার সুযোগ নিয়ে তখন আমার খুব কাছে চলে আসে চারমিওন। চুলের উপর ওর নিঃশ্বাস টের পেয়ে চমকে উঠতে হয় আমাকে। কিন্তু চারমিওনকে দেখে কোন ভাবান্তর হয় না আমার, একবারমাত্র ওর দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেই, আবার ডুবে যাই নিজের ভাবনায়।

নিজেকে দিয়ে যাচাই করে দেখেছি, নর-নারীর ভালোবাসার ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত। ওই আবেগ শুরু হয় পাহাড়ের বুকে জন্ম নেওয়া ঝরনার মতো–ছোট্ট একটা জলধারা, যাকে গুরুত্বই দেয় না

কেউ। আর শেষ হয় বিরাট কোন নদীর মোহনায়, অথবা হয়তো কারও ক্ষেত্রে সমুদ্রে; "সাঁতার" না জানলে ডুবে মরা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না প্রেমিকের। আমার মতে, ভালোবাসা হচ্ছে আশার সমাধি, বিশ্বাসের ধ্বংসস্তূপ।

দিন গড়িয়ে গেল। আরামে ক্লিওপেট্রার চাকরি করে গেলাম আমি, সখ্যতা বজায় রাখলাম ওর সঙ্গে। এক ফাঁকে ক্যাপ্টেন পলাসকে মোটা ঘুষ দিয়ে হাত করলাম। আমাকে এমনিতেই প্রচণ্ড ভয় পেত লোকটা, তার উপর মোটা ঘুষ পেয়ে একেবারে গলে গেল। ওকে বললাম, আমার কথা অনুযায়ী কাজ না কবলে দূর থেকে যাদু করব, পাহারায় থাকার সময়ই মারা যাবে সে। শুনে একেবারে সুবোধ বালক হয়ে গেল পলাস। খুনের রাতে আমার ইশারা পাওয়ামাত্রই প্রাসাদের পুবদিকের দরজাটা খুলে দিতে সম্মত হলো।

ওদিকে অভ্যুত্থানের জন্য সব কিছু প্রস্তুত করতে লাগলেন মামা সেপা।

কয়েকদিন পর দুপুরে তাঁর সঙ্গে দেখা হলো আমার। পাঁচশো লোকের একটা দলের নেতার সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন তিনি। পরদিন রাতে ক্লিওপেট্রাকে খুন করার কথা ছিল আমার। মধ্যরাতের আগে কাজটা সারতে হবে। তারপর আমার সংকেত পেলেই প্রাসাদ আক্রমণ করবে দলটা।

আলেকযান্দ্রিয়ার প্রতিটা অলিগলিতে অপেক্ষা করতে লাগল গুপ্তচরেরা। আমি সিংহাসন দখল করামাত্রই খবরটা নিয়ে রওয়ানা হবে ওরা, ছড়িয়ে দেবে সমস্ত মিশরে।

এসব ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে কিছুই টের পেল না ক্লিওপেট্রা। বরং খুনের আগের রাতে একটা ভোজসভার আয়োজন করল সে। অনেক নামি-দামি অতিথি এল সেখানে। আমাকে নিজের পাশে বসাল ক্লিওপেট্রা।

খুব সুন্দর করে সেজেছে সে। ওর অতুলনীয় সৌন্দর্য আর খুনের উত্তেজনা আমার মাথাটা খারাপ করে দিয়েছে প্রায়। কিছুই খেতে পারছি না। হাত দুটো কাঁপছে অল্প অল্প। একটু পর পরই ক্লিওপেট্রার

দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতে বাধ্য হচ্ছি। ওর ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে চারমিওন।

'কী ব্যাপার, হারমাচিস?' হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করল ক্লিওপেট্রা।

চমকে উঠলাম। হাত থেকে পড়ে গেল চামচ। মাটি থেকে সেটা তুলতে তুলতে মুখের ভাব স্বাভাবিক করার আপ্রাণ চেষ্টা করলাম। ফল হলো উল্টো, আরও ঘাবড়ে গেলাম।

'তোমার শরীর খারাপ নাকি?' আবার জিজ্ঞেস করল ক্লিওপেট্রা। 'কিছু খাচ্ছ না যে?'

'না, না। শরীর ভালোই আছে,' কোনরকমে বললাম। 'আসলে খিদে নেই আমার।'

'বলো কী? এত উপাদেয় খাবার দেখলে যার পেট একেবারে ভর্তি, সে-ও খেতে বসে যাবে। কী হয়েছে তোমার? বলো আমাকে। গোপন কোরো না।'

'না, কিছুই হয়নি। আসলে আমাদের জ্যোতিষীদের কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। আজ আকাশে চাঁদ-তারার অবস্থান ঠিক নেই, তাই পেট ভরে খাওয়া চলবে না আমার।'

হেসে ঘাড় ঘুরিয়ে চারমিওনের দিকে তাকাল ক্লিওপেট্রা। আদেশ দিল, 'চারমিওন, কাছে এসো। আমার মাথা থেকে খুলে নাও গোলাপের মুকুটটা। পরিয়ে দাও হারমাচিসের মাথায়। উপস্থিত সবার সামনে ওকে "ভালোবাসার রাজা" বানালাম আমি।'

ঘোষণাটা শুনল সবাই। কালো হয়ে গেল চারমিওনের চেহারা। ওর দু'চোখে আগুন জ্বলে উঠতে দেখলাম আমি। কিন্তু একটা শব্দও উচ্চারণ না করে ক্লিওপেট্রার হুকুম পালন করল সে।

রাণীর অনুরোধে "ভালোবাসার রাজা"-এর নামে পান করল সবাই। ঠোঁটে একটুকরো কৃতজ্ঞতার হাসি আর অন্তরে ক্লিওপেট্রার প্রতি তীব্র জিঘাংসা নিয়ে অথর্বের মতো বসে রইলাম আমি। কিছুক্ষণ পর কেটে পড়ার একটা অজুহাত খুঁজে পেলাম। ক্লিওপেট্রাকে বললাম, 'শুকতারা, সন্ধ্যাতারার নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই?'

'শুনেছেন? মানে আপনি? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে

হারমাচিস? তোমাকে "ভালোবাসার রাজা" বানালাম কী কাজে? খবরদার, আর একবারও আমাকে আপনি বলে সম্বোধন করবে না। এবার বলো, শুকতারা, সন্ধ্যাতারার ব্যাপারে কী যেন বলছিলে?'

'বলছিলাম, নাম দুটো শুনেছ নাকি?'

'শুনব না কেন? জ্যোতিষশাস্ত্রে আমারও কিছুটা আগ্রহ আছে।'

'গ্রহটা হচ্ছে ভালোবাসার রাণী। তুমি আমাকে ভালোবাসার রাজা বানিয়েছ, কাজেই রাণীকে একবার দেখে আসা উচিত আমার। সম্মান জানানো উচিত। আমাকে আপাতত বিদায় দাও,' তারপর চারমিওনকে শুনিয়ে বললাম, 'ওয়াচ টাওয়ারে যেতে চাই আমি।'

আমাকে যাওয়ার অনুমতি দিল ক্লিওপেট্রা। সময় নষ্ট না করে চলে গেলাম ওয়াচ-টাওয়ারের সঙ্গে লাগোয়া ঘরটাতে। মাথা থেকে গোলাপের মুকুটটা খুলে সজোরে নিক্ষেপ করলাম একপাশে। ঘরময় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল আমার সব যন্ত্রপাতি, সেগুলোর কোন একটার সঙ্গে বাড়ি খেয়ে ধাতব আওয়াজ তুলল মুকুটটা। বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে পায়চারি করে বেড়ালাম সারা ঘরে। অপেক্ষা করতে লাগলাম চারমিওনের জন্য। সেদিন বিকালে মামার সঙ্গে দেখা করে কয়েকটা তালিকা আনার কথা ওর।

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো। একসময় খুব ধীরে ধীরে খুলে গেল দরজাটা। ভিতরে পা রাখল চারমিওন।

পাঁচ

'দেরি হয়ে গেছে অনেক,' প্রথমেই সতর্ক করলাম মেয়েটাকে, 'যে কোন মুহূর্তে আমাদের খোঁজ করতে পারে ক্লিওপেট্রা।'

'মহামান্য, আপনি তো মিথ্যে বলে চলে এলেন, কিন্তু আমাকে ছাড়তেই চায় না রাণী। কী কারণে জানি না, আসার আগে দেখলাম, খুব রেগে আছে সে। ওর মেজাজের কোন ঠিক-ঠিকানা নেই।'

'ক্লিওপেট্রার কথা বাদ দাও। মামা কী বলল সেটা বলো। দেখা হয়েছে তাঁর সঙ্গে?'

'হ্যাঁ, মহান হারমাচিস। আপনাকে এই তালিকাটা দিতে বলেছেন তিনি,' পোশাকের ভিতর থেকে এক খণ্ড প্যাপিরাস টেনে বের করল চারমিওন।

তালিকাটা কীসের, বুঝেও বুঝতে চাইলাম না আমি। হাত বাড়িয়ে জিনিসটা নিতে নিতে তাই জিজ্ঞেস করলাম, 'কীসের তালিকা?'

'ক্লিওপেট্রার সঙ্গে আর যাদেরকে খুন করতে হবে, তাদের নামের তালিকা।'

মুখের ভিতরে একটা টক স্বাদ অনুভব করলাম। এতগুলো মানুষকে মেরে উদ্ধার করতে হচ্ছে আমার সিংহাসন—ভাবতেই খারাপ লাগছে। চারমিওনের দিকে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ বুলালাম তালিকাটার উপর।

যাদের নাম লেখা আছে, তাদের বেশিরভাগই ক্লিওপেট্রার চাকরি করে। লোকগুলোর দোষ—রাণীর প্রতি খুব বিশ্বস্ত ওরা।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বলল চারমিওন, 'এটা হচ্ছে শহরগুলোর নামের তালিকা।'

তাকিয়ে ছিলাম মাটির দিকে, চোখ তুলে দেখলাম, আমার দিকে আরেক খণ্ড প্যাপিরাস বাড়িয়ে ধরেছে চারমিওন। নিলাম সেটাও। বললাম, 'ভালো। এখন আমাকে বলো, ক্লিওপেট্রাকে কীভাবে··· কীভাবে খুন করব আমি? আমাকেই তো করতে হবে কাজটা, নাকি?'

'অবশ্যই। আপনি ছাড়া আর কেউ রাণীর এত কাছে পৌঁছাতে পারবে না। অন্য কোন আততায়ীর রাণীকে খুন করা তো দূরের কথা, চোখে দেখারও সাধ্য নেই। আপনাকে এ ব্যাপারে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে, কিন্তু ভেবে দেখুন, সিংহাসন উদ্ধার করতে হলে আপনাকে করতেই হবে কাজটা। রাণীকে মরতেই হবে—সেটার কোন বিকল্প

নেই। আর ওকে খুন করা ছাড়া অন্য কোন উপায়ে মেরে ফেলা যাচ্ছে না আপাতত। খাবারে বিষ মেশানো বৃথা। খাওয়ার আগে তিনজন চাকরানীকে দিয়ে খাবারটা পরীক্ষা করিয়ে নেয় রাণী।'

'বুঝলাম,' উপরে-নীচে মাথা নাড়লাম আমি। 'কিন্তু মন থেকে ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছি না কিছুতেই। আঘাতপ্রাপ্ত না হলে বা বিপদের সম্ভাবনা না দেখলে আঘাত করা আমার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ, চারমিওন। ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা আমার কাজ নয়।...আচ্ছা, ক্লিওপেট্রাকে বন্দী করে অনেক দূরে কোথাও নিয়ে যাওয়া যায় না? অথবা, যে খোজাগুলো ওকে পাহারা দেয়, ওদেরকে দিয়ে খুনটা করানো যায় না? আসলে...আসলে...' কথা খুঁজে না পেয়ে থেমে যেতে বাধ্য হলাম।

বরাবরের মতো আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল চারমিওন। বরাবরের মতো চূড়ান্ত অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম আমি। কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমাকে আপন বোনের মতো ভালোবাসে ক্লিওপেট্রা...অথচ তুমি ওর বিরুদ্ধে কীভাবে...কীভাবে এত বড় একটা ষড়যন্ত্র করতে পারলে?'

'মহান হারমাচিস, আপনার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করছি বলে ক্ষমা করবেন। আপনি কীভাবে এতটা নরম হয়ে গেলেন? আপনাকে তো অনেক আগেই বলেছিলাম আপনার কাজটাই হবে সবচেয়ে কঠিন। না পারলে তখনই কি বলা উচিত ছিল না আপনার? আগামীকাল আপনি খুন করবেন রাণীকে। বহু কষ্ট করে সে অনুযায়ী সবকিছু গুছিয়ে আনা হয়েছে। আর এখন আপনি ভাবছেন কাজটা উচিত না অনুচিত! আপনি কি আগামীকাল রাতের গুরুত্ব বুঝতে পারছেন না?'

চারমিওনের কথা শুনে রাগে সারা শরীর জ্বলে গেল আমার। অনেক কষ্টে সামলালাম রাগটা। কিছু না বলে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে রইলাম মেয়েটার দিকে। কিন্তু আমার দৃষ্টিকে পাত্তা না দিয়ে বলে চলল মেয়েটা, 'মহামান্য, আমার হাতে জোর থাকলে আপনাকে কষ্ট দিতাম না, নিজেই করতাম কাজটা। আর খোজাদের কথা বলছেন? আপনি

বোধহয় প্রথম তালিকাটা ভালোমতো পড়েননি। পড়লে দেখতেন, খোজাগুলোর নাম লেখা আছে সেখানে। রাণীর খুবই বিশ্বস্ত লোক ওরা। ওদেরকে ঘুষ দিয়ে বা ভয় দেখিয়ে দলে টানা সম্ভব নয় বলেই পৃথিবী থেকে বিদায় করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। খঞ্জরের আঘাতে রাণী হয়তো চিৎকার করে উঠবে, শুনে ছুটে আসতে পারে খোজার দল। সেক্ষেত্রে ওদের সঙ্গে লড়তে হবে আপনাকে...'

'শ্-শ্-শ্... সিঁড়িতে কারও পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি চারমিওন। তুমি পাচ্ছ না?'

চোখ-মুখ শুকিয়ে গেল চারমিওনের। হতভম্বের মতো কয়েকটা মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে রইল সে। তারপরই দৌড়ে গেল দরজাটার দিকে। অল্প একটু ফাঁক করে উঁকি দিল বাইরে। তারপর আগের চেয়েও দ্রুতগতিতে ফিরে এল।

'রাণী!' ফিসফিস করে বলল মেয়েটা। 'একা আসছে! সঙ্গে আইরাস ছিল, ওকে চলে যেতে বলল। আপনার সঙ্গে আমাকে এখানে দেখলে...' কথাটা শেষ না করে তাকাল এদিক-ওদিক। 'কোথায় লুকাব?'

আলো ঢুকলে অনেক সময় হিসাব-নিকাশে অসুবিধা হতো আমার, তাই ক্লিওপেট্রাকে বলে ভারী পর্দার ব্যবস্থা করেছিলাম ঘরটাতে। একেবারে ছাদ থেকে মেঝে পর্যন্ত ঝুলছে পর্দাগুলো। সেগুলোর আড়ালে আমার গোপন নথিপত্রও রাখতাম। কথাটা মনে পড়ামাত্র বললাম, 'ওই পর্দাগুলোর আড়ালে লুকিয়ে পড়ো। সাবধান, বেশি নড়াচড়া কোরো না।'

ছুটে গেল চারমিওন। ঢুকে গেল পর্দাগুলোর আড়ালে। মেয়েটা একেবারেই হালকা-পাতলা, তাই বাইরে থেকে ওর অস্তিত্ব টের পাওয়া গেল না।

হাতে ধরা তালিকা দুটোর উপর চোখ পড়ল হঠাৎ। তাড়াহুড়ো করে সে দুটোকে ভরলাম জামার ভিতর। তারপর দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলাম আমার টেবিলের দিকে। খাতা-কলম খুলে নিয়ে পড়াশোনা করার ভান করলাম। ঠিক তখনই দরজা থেকে ভেসে এল করাঘাতের

আওয়াজ।

'ভেতরে এসো,' আহবান জানালাম।

নিঃশব্দে দরজাটা খুলে ভিতরে ঢুকল ক্লিওপেট্রা। ভোজসভায় চুল বেঁধে রেখেছিল সে, আমার ঘরে খোলা চুলে ঢুকল। পায়ের পাতা পর্যন্ত লম্বা, ঘন চুলগুলো দেখে অকারণেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে বাধ্য হলাম।

'এতগুলো সিঁড়ি ভেঙে আসতে হয় এখানে!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ক্লিওপেট্রা, 'গুরুজনেরা ঠিকই বলেছেন। স্বর্গে আরোহণ করতে হলে কষ্ট করতেই হয়। উঠতে উঠতে পা ব্যথা হয়ে গেছে আমার। কিন্তু প্রিয় জ্যোতিষী, তোমাকে দেখে আমার সব কষ্ট দূর হলো।'

'আপনার, মানে···তোমার কথাটা শুনে নিজেকে খুব সম্মানিত বোধ করছি, রাণী।'

'রাণী? নাম ধরে ডাকো আমাকে। বলো, ক্লিওপেট্রা।'

'ক্লিওপেট্রা, তোমাকে দেখে আমারও খুব ভালো লাগছে,' হাসার চেষ্টা করলাম।

একটা চেয়ারে বসে পড়ল সে। 'তোমার চেহারা তো অন্য কথা বলছে, হারমাচিস। এত চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন তোমাকে? কী হয়েছে তোমার? তুমি সবসময় কম কথা বলো–আমি মেনে নিয়েছি সেটা, কিন্তু আজ তুমি বড্ড বেশি চুপচাপ। কী হয়েছে বলো আমাকে।'

'অনেক পড়াশোনা করতে হবে আমাকে,' জিভের আগায় আসা প্রথম মিথ্যেটাই বলতে আরম্ভ করলাম, 'জানতে হবে অনেক কিছু। কিন্তু আমার শুধু মনে হচ্ছে, সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে, অথচ জানা হচ্ছে না কিছুই। এই চিন্তাটাই অস্থির করে তুলেছে আমাকে।'

'তুমি কত জ্ঞানী, আমার ভালোবাসার রাজা···আরে! তোমার মাথায় আমি যে মুকুটটা পরিয়েছিলাম, সেটা গেল কোথায়?' আমার টেবিলের উপর ভালোমতো তাকাল সে। 'নাহ্, দেখছি নাতো!'

সারা ঘরে তাকাতে লাগল ক্লিওপেট্রা। মরচে ধরা পুরনো কিছু যন্ত্রপাতির আড়ালে খুঁজে পেল মুকুটটাকে। কাঁদকাঁদ গলায় বলল, 'তুমি মুকুটটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছ, হারমাচিস? তোমার পছন্দ হয়নি

সেটা?'

'না, না, পছন্দ হবে না কেন? আসলে মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল আমার, তাই…'

'আরে!' আবার চিৎকার করে উঠল ক্লিওপেট্রা। 'মেয়েদের রুমাল!' চেয়ার ছেড়ে উঠে এল সে। দাঁড়াল আমার সামনে, ঠিক যেখানে কিছুক্ষণ আগে দাঁড়িয়ে ছিল চারমিওন। নিচু হয়ে মাটি থেকে তুলে নিল রুমালটা। তারপর কঠোর গলায় বলল, 'দেবী আইসিসের শপথ! এটা কোন পুরুষের রুমাল হতে পারে না। তোমার গবেষণাকক্ষে মেয়েদের রুমাল এল কীভাবে? বলো, হারমাচিস, জবাব দাও। নিশ্চয়ই কঠিন কঠিন সব গবেষণার কাজে মেয়েদের রুমাল কাজে লাগাও না তুমি। বলো, চুপ করে থেকো না। তা হলে আমি যা সন্দেহ করেছি, সেটা কি ঠিক? গোপন প্রণয় আছে তোমার? কাউকে ভালোবাসো তুমি?'

'না, মহান রাণী…না, ক্লিওপেট্রা,' কী বলব ভেবে না পেয়ে হাতে নিলাম চারমিওনের রুমালটা। নিশ্চয়ই তাড়াহুড়ো করে আমাকে তালিকা দিতে গিয়ে ওর হাত থেকে পড়ে গেছে রুমালটা। আমরা কেউই তখন খেয়াল করিনি। একবার ঢোক গিলে বললাম, 'গোপন প্রণয়ের মতো কঠোর অভিযোগ কোরো না আমার বিরুদ্ধে। দেবী আইসিসের নামে শপথ করে আমিও বলতে পারি, কোন মেয়ের সঙ্গে গোপন প্রণয় নেই আমার। রুমালটা কীভাবে আমার ঘরে এল, সেটা আমি নিজেও জানি না। হয়তো, হয়তো…যে মহিলাটা আমার ঘরদোর পরিষ্কার করে, ভুল করে রুমালটা ফেলে গেছে সে।'

'বোকার মতো কথা বোলো না, হারমাচিস,' আমাকে ধমকাল ক্লিওপেট্রা, 'রুমালটার দিকে ভালোমতো তাকাও একবার। খুব চমৎকার রেশম দিয়ে বানানো হয়েছে জিনিসটা। সুতার দারুণ কাজ করা চারদিকে। রুমালটার দাম কত অনুমান করতে পারো?' আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে নিজেই বলে গেল, 'না, পারো না। পারলে ওই কথাটা বলতে না তুমি। এমনকী আমিও এটা ব্যবহার করতে রাজি আছি। আর তুমি বলছ দাস মহিলা, যে ঘরদোর পরিষ্কার করে…না,

কিছুতেই না। হতেই পারে না। দেখি দাও তো ওটা আমার হাতে,' বলতে বলতে আমার হাত থেকে রুমালটা প্রায় কেড়ে নিল সে। 'জিনিসটা কেন যেন পরিচিত মনে হচ্ছে। আগে কোথাও দেখেছি রুমালটা,' তারপরই কী মনে হতে রুমালটাকে দুমড়ে-মুচড়ে ছুঁড়ে মারল আমার নাকে-মুখে। চিৎকার করে বলতে আরম্ভ করল, 'নাও, ধরো! তোমার জামার ভেতরে, বুকের কাছে লুকিয়ে রাখো ওটাকে। হাজার হোক, তোমার প্রিয়তমার জিনিস, তোমাকেই তো সামলাতে হবে,' দু'চোখে আগুন জ্বলছে ক্লিওপেট্রার।

'না, আমার রাণী, না,' ওর মন রাখার জন্য বললাম। 'আমি সত্যিই জানি না, রুমালটা এখানে কীভাবে এসেছে। ভালোবাসার শপথ! এই রুমালটা যার, সে নরকের কীট! মানবীর অধম! যে চক্রান্ত করে আমাকে আমার রাণীর সামনে খাটো করতে চায়, হীন প্রমাণ করতে চায়, দেবতাদের অভিশাপ নামুক ওর উপর,' বলতে বলতে আমি দ্বিতীয়বার দুমড়ে-মুচড়ে পুরোপুরি নষ্ট করে ফেললাম রুমালটা। তারপর দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলাম একপাশের খোলা জানালার কাছে। সর্বশক্তিতে জিনিসটাকে ছুঁড়ে মারলাম বাইরে। রাতের বাতাস অনেক দূরে নিয়ে গেল সেটাকে।

ঘুরে তাকালাম ক্লিওপেট্রার দিকে। হেসে বলল সে, 'তোমার কথাগুলো শুনলে ক্ষোভে-দুঃখে মরে যেত বেচারি। আমার মুকুটটাকেও কি একইভাবে ছুঁড়ে ফেলেছিলে তুমি? পাষাণ হারমাচিস, তোমার বুকে কি ভালোবাসা বলে কিছু দেননি দেবতারা?'

চুপ করে থাকাটাকেই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করলাম। আমার কাছ থেকে একটা উত্তর আশা করছিল ক্লিওপেট্রা, না পেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল খুব বড় করে। এগিয়ে গিয়ে মাটি থেকে তুলে নিল মুকুটটা, তারপর আমার হাতে দিল আবার। খুব ইচ্ছে হলো চারমিওনের রুমালের মতো মুকুটটাকেও বাইরে ছুঁড়ে ফেলার, কিন্তু কাজটা উচিত হবে না বুঝতে পেরে দাঁড়িয়ে রইলাম স্থাণূর মতো।

'আমি কি তোমার মনে দুঃখ দিলাম, হারমাচিস? সে কারণেই কি চুপ করে আছ তুমি? কিছু বলবে না?' জানতে চাইল ক্লিওপেট্রা।

'আমার রাণী, মুকুটটা তোমার উপহার, এটাকে আমি নিজের জীবনের মতো ভালোবাসব, আগলে রাখব,' মিথ্যা কথাটাকে সত্য প্রমাণ করার জন্য নিজ হাতে মাথায় দিলাম মুকুটটা।

'ভালোবাসার রাজাকে তার এই ছোট্ট কৃতজ্ঞতার জন্য ধন্যবাদ,' অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল রাণী। 'এখন চলো বারান্দায়। আকাশের তারা সম্বন্ধে জ্ঞান দাও আমাকে।'

বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম আমরা। চোখ তুলে তাকালাম মেঘহীন পরিষ্কার আকাশের দিকে। অসংখ্য তারা ঝিকমিক করছে। সেগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল ক্লিওপেট্রা, 'কী সুন্দর! কী উজ্জ্বল আর ঠাণ্ডা! তারাগুলো আমাদের সব সমস্যা, হানাহানি, ঝগড়াঝাঁটি থেকে কত দূরে! মাঝেমধ্যে আমি কী ভাবি জানো হারমাচিস? যদি একা, সম্পূর্ণ একা ওই তারাগুলোতে বাস করা যেত, তা হলে কতই না ভালো হতো! আমার জ্যোতিষী, আমি যদি তোমাকে সঙ্গে নিতে চাই, তুমি যাবে না আমার সঙ্গে?'

'তারায় যাওয়া সম্ভব নয়, ক্লিওপেট্রা,' ঘুরিয়ে জবাব দিলাম।

শুনে রাগ করল না ক্লিওপেট্রা। আমাকে বিভিন্ন তারার নাম, উৎপত্তি ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন করতে আরম্ভ করল। ধৈর্য ধরে আমিও উত্তর দিলাম। বক্তৃতা দিচ্ছি, হঠাৎ হাত তুলে আমাকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল সে, 'আচ্ছা, হারমাচিস, তুমি তো অনেক কিছু জানো। আমাকে একটা কথা বলো তো। জীবনে সবকিছুই তো একবার আসে, তা-ই না?'

সে কী জানতে চাইছে, ঠিক বুঝলাম না। সতর্ক কণ্ঠে বললাম, 'সবকিছু নয়, তবে এটা ঠিক যে, অনেক কিছু মাত্র একবার আসে। তুমি কীসের কথা বলছ, আমার রাণী?'

'যেমন ধরো, শৈশব। আমরা জীবনে মাত্র একবার পাই ওই আনন্দময় সময়টা। ঠিক বলেছি না?'

'ঠিক,' উপরে-নীচে মাথা নাড়লাম।

'তারপর ধরো বার্ধক্য। একসময় বুড়ো হয়ে যাব আমরা। সেটাও কিন্তু মাত্র একবার। বুড়ো হবার পর একদিন হঠাৎ মরে যাব. মরার

আগে আবার কিশোর হব না। বলো, জ্ঞানী হারমাচিস, আমি কি ভুল বলেছি?'

'না, রাণী, ভুল বলোনি তুমি।'

'এমনকী মৃত্যুও একবার মাত্র আসে জীবনে। তারপর শুরু হবে অনন্ত জীবন। শেষ নেই জীবনটার। চলতেই থাকবে। ঠিক?'

আলোচনাটা কোনদিকে যাচ্ছে, বুঝতে না পারলেও মাথা দুলিয়ে সায় দিলাম।

'তা হলে, হারমাচিস, স্বীকার করো, অনেক কিছু জানি আমি।'

'স্বীকার করলাম।'

'এখন বলো তো, হারমাচিস,' কণ্ঠ আচমকা খাদে নামিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বলতে আরম্ভ করল রাণী। 'যৌবনও যখন জীবনে মাত্র একবার আসে, তখন সেটাকে যারা অপচয় করে, তারা নিশ্চয়ই বোকা?'

প্রশ্নটা শুনে মাথা থেকে পা পর্যন্ত কেঁপে উঠল আমার। মনে হলো, জ্বর এসে গেছে। বুঝলাম, ক্লিওপেট্রার উদ্দেশ্য কী। প্রতিবাদ করতে চাইলাম, কিন্তু গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়ায় বলতে পারলাম না কিছুই।

আমার অবস্থা দেখে দাঁত বের করে হাসল রাণী। জিজ্ঞেস করল, 'তোমার বয়স কতো, হারমাচিস?'

অনেক কষ্টে বললাম, 'ছাব্বিশ-সাতাশ হবে। শোমোউ মাসের তিন তারিখে জন্মেছি আমি। তখন ছিল গ্রীষ্মকাল।'

'তাই নাকি? তা হলে দেখা যাচ্ছে আমাদের দু'জনের বয়স সমান। দেখলে, ভাগ্য কীভাবে আমাদেরকে একসঙ্গে বেঁধে দেবার চেষ্টা করছে? আমি যদি মিশরের সেরা সুন্দরী হই, তা হলে আমার সৌন্দর্যের শপথ, তোমার থেকে জ্ঞানী, শক্তিশালী আর সুন্দর পুরুষ আজ পর্যন্ত আমি দেখিনি, হারমাচিস। তোমার কি মনে হয় না আমরা দু'জনে মিলে মিশরটাকে আরও সুখী, আরও সমৃদ্ধ করে তুলতে পারব?'

না, আমার সেরকম মনে হয় না। ছোটবেলায় আমাকে শেখানো

হয়েছে, ক্লিওপেট্রা মিশরের শত্রু, আমার শত্রু। আমার প্রাপ্য সিংহাসন ওর দখলে। সেটা ছিনিয়ে নেওয়াই আমার উদ্দেশ্য। ক্লিওপেট্রার প্রশ্নটা শুনে আমার মনের ভিতর জেগে উঠল এসব চিন্তা। কিন্তু মুখে বললাম, 'এতটা নিশ্চিত হওয়া ঠিক নয়, আমার রাণী। হয়তো বড় কোন সমস্যায় পড়ে যেতে পারি আমরা।'

'না, না। দোহাই লাগে তোমার, সমস্যার কথা বোলো না আমাকে। সমস্যা নিয়ে থাকতে থাকতে একদিন হয়তো পাগল হয়ে যাব আমি। ওসব কথা বাদ দিয়ে আমার কাছে এসো, পাশে বসো। ভুলে যাও আমি মিশরের রাণী। ধরে নাও, আমি ক্লিওপেট্রা, তোমার বান্ধবী। আমার সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করো, আমাকে এমন কিছু বলো, যা ভুলিয়ে দেবে আমার পরিচয়। মিশর শাসন করতে করতে আমি ক্লান্ত। তুমি আমাকে উদ্ধার করো, হারমাচিস।'

মায়া হলো ওর উপর। কাছে গিয়ে বসলাম।

'হারমাচিস, আমার বন্ধু হও তুমি। শুধু বন্ধুই নয়, পরামর্শদাতা হিসেবেও তোমাকে চাই আমি। চাটুকার আর সমালোচকদের অনেক দেখেছি, এবার একজন সত্যিকারের বন্ধু দরকার আমার। এমন একজন বন্ধু, যাকে চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করতে পারব। আমি আসলে খুব একা, হারমাচিস। আমার বাবা, মা, ভাই, বোন, নিকটাত্মীয় কেউ নেই। আমি মিশরের রাণী, কিন্তু কারও হৃদয়ের রাণী নই। সবাই আমার রূপ ভালোবাসে, কিন্তু আমাকে ভালোবাসে না কেউ,' বলতে বলতে আমার দিকে ঝুঁকে এল ক্লিওপেট্রা। 'তুমি আমার বন্ধু হবে, হারমাচিস?'

বন্ধু? ক্লিওপেট্রার? তা হলে আমার শৈশবের শিক্ষার কী হবে? আমার সিংহাসনের কী হবে? নির্যাতিত মিশরবাসীর কী হবে? ওকে খুন করার জন্য আমার ঘরে লুকিয়ে রেখেছি একটা খঞ্জর—ওর রক্তের অপেক্ষায় আছে সেটা; আমি ওর বন্ধু হলে খঞ্জরটার কী হবে? লজ্জায়, দুঃখে মাথা নিচু হয়ে এল আমার। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

আমার নীরবতাকে বোধহয় সম্মতির লক্ষণ মনে করল ক্লিওপেট্রা। হেসে বলল, 'বুঝেছি, সিদ্ধান্ত নিতে পারছ না তুমি। ঘাবড়িয়ো না,

এখনই কিছু বলতে হবে না তোমাকে। সময় নাও, ভাবো, তারপর মনস্থির করো। আগামীকাল দেখা হচ্ছে তোমার সঙ্গে। আমার শয়নকক্ষে এসো রাতে, সেখানে ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলব আমরা,' বলতে বলতে একটা হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিল ক্লিওপেট্রা। সামান্যতম ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও চুমু খেতে হলো হাতটাতে।

অ্যাবাউদিস মন্দিরের প্রধান পুরোহিত চুমু খেল তার একমাত্র শত্রুর হাতে! পুরোহিতদের জন্য কাজটা ছিল ভয়াবহ পাপ, আর সেটাই করতে হলো আমাকে! হায়, একেই বলে নিয়তি!

আমি চুমু খাওয়ার পর খুশি মনে বিদায় নিল ক্লিওপেট্রা। হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। কী থেকে কী হয়ে গেল, বুঝতে পারলাম না কিছুই।

ছয়

মাথা থেকে মুকুটটা খুলে হাতে নিয়ে সেটার দিকে বোকার মতো তাকিয়ে আছি, কতক্ষণ পর জানি না, কাপড়ের সঙ্গে কাপড় ঘষা খাওয়ার মৃদু আওয়াজ পেয়ে চোখ তুলে তাকালাম সামনে। দেখলাম, ক্রোধে উন্মত্ত বাঘিনীর মতো আমার দিকে তাকিয়ে আছে চারমিওন। মেয়েটার কথা একেবারেই খেয়াল ছিল না।

'কী হয়েছে তোমার, চারমিওন? দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পা ব্যথা হয়ে গেছে? ক্লিওপেট্রার সঙ্গে যখন বারান্দায় ছিলাম, তখন কেটে পড়লে না কেন?'

'আমার রুমাল কোথায়?' জেলখানার জল্লাদের চেয়েও কঠোর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল চারমিওন।

চমকে উঠলাম। বললাম, 'ফেলে দিয়েছি বাইরে। না ফেলে কোন উপায় ছিল না। কাজটা না করলে ধরা পড়তে হতো রাণীর হাতে।'

'মুকুটটা রেখে দিলেন কেন? সেটাকে বাইরে ফেললেন না কেন? সেটা "আপনার রাণী" দিয়েছিল বলে? আমার রুমালের কোন দাম নেই আপনার কাছে? তা হলে অ্যাবাউদিস মন্দিরের প্রধান পুরোহিত, দেবতাদের একনিষ্ঠ উপাসক, মিশরের ভবিষ্যৎ ফারাও মহান হারমাচিসও একচোখা?' বলতে বলতে কেঁদে ফেলল চারমিওন। টপটপ করে পানি পড়তে লাগল ওর দু'চোখ বেয়ে। 'সে মিশরের রাণী বলে তাকে চুমু খেলেন, আর আমি আপনার চাচাতো বোন হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ এক চাকরানী বলে এত অবহেলা করলেন?'

'কী বলছ ওলট-পালট? তোমাকে অবহেলা করলাম কখন? আর রাণীকে স্বেচ্ছায় চুমু খাইনি আমি, কাজটা করতে বাধ্য হয়েছি।'

'বাধ্য হয়েছি!' ভেংচাল চারমিওন। 'আগামীকাল রাতে রাণীর শয়নকক্ষে যাবেন আপনি, তখন ওর সঙ্গে...ওর সঙ্গে...কুকর্ম করার পরও বলবেন বাধ্য হয়েছি?'

'চারমিওন!' ভয়াবহ কণ্ঠে গর্জে উঠলাম। 'তোমার সাহস তো কম নয়! ভুলে গেছ কার সামনে দাঁড়িয়ে আছ তুমি? কার সঙ্গে কথা বলছ?'

জবাব দেওয়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না মেয়েটার মধ্যে। পাল্টা প্রশ্ন করে গেল, 'আমি নরকের কীট, মানবীর অধম? আমি চক্রান্ত করে আপনাকে "আপনার রাণীর" সামনে খাটো করতে চাই, হীন প্রমাণ করতে চাই?' দুঃখ সহ্য করতে না পেরে হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়ল চারমিওন। দু'হাতে মুখ ঢাকল। কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞেস করল, 'আমার উপর দেবতাদের অভিশাপ নামুক বলেননি আপনি? কী বলেছে "আপনার রাণী" আমার সম্বন্ধে? ক্ষোভে-দুঃখে মরে যাওয়া উচিত আমার? দেবী আইসিস, কথাটা শোনার আগেই কেন মরলাম না আমি?'

মেয়েটার দুঃখ স্পর্শ করল আমাকে। নিজের ভুল বুঝতে পারলাম। ক্লিওপেট্রার মন রাখতে চারমিওনকে ওভাবে অপমান করা উচিত হয়নি। কে যেন একবার বলেছিল আমাকে, কথা তীরের মতো।

তীর যেমন একবার ছুঁড়লে আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না, কথাও তেমনি–একবার বললে আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। সুতরাং, বিচার-বিবেচনা করে কথা বলাটাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ। মিথ্যা বলার অভ্যাস ছিল না আমার, ক্লিওপেট্রার সামনে কী বলতে কী বলে ফেলেছি, আর সেটাকেই সত্য বলে ধরে নিয়েছে চারমিওন। কী করব, কীভাবে সান্ত্বনা দেব মেয়েটাকে, কিছুই ভেবে পেলাম না।

'যদি দেবতাদেরকে,' মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল চারমিওন। 'যদি দেবী আইসিসকে বিশ্বাস করেন আপনি, তা হলে তাঁদের নামে শপথ করে বলুন, আপনার বুকে হাত রেখে বলুন, মিথ্যে বললে আমার উপর দেবতাদের অভিশাপ নামবে–এ বাক্যটা উচ্চারণ করে বলুন, ক্লিওপেট্রাকে আপনি ভালোবাসেন না। বলুন আপনার একমাত্র শত্রুকে আপনি আগামীকাল রাতে নিজ হাতে খুন করতে পারবেন।'

ভয়াবহ চমকে উঠলাম। ঘরের ভিতর বজ্রপাত হলেও অতটা চমকাতাম না। দেবতাদের নামে মিথ্যা শপথ করার সাহস আমার ছিল না কোনদিনও, আজও নেই। বুকে হাত রেখে কোনদিন মিথ্যা বলিনি আমি, আজও পারব না বলতে।

ক্লিওপেট্রাকে আমি নিজের হাতে খুন করতে পারব কি না, সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার। আর ওকে আমি ভালবেসে ফেলেছি কি না, সেটা আমি নিজেও স্পষ্ট জানি না। অবাক বিস্ময়ে, বোবার মতো তাকিয়ে রইলাম চারমিওনের দিকে।

যা বোঝার বুঝে নিয়ে উঠে দাঁড়াল চারমিওন। দু'হাত দিয়ে চোখের পানি মুছল। বলল, 'ছোটবেলায় আমাকে শিক্ষা দেয়া হয়েছিল, সত্যি বলার সাহস যার নেই, সে-ই পৃথিবীর সর্বনিকৃষ্ট কাপুরুষ। আর সত্যি না বলুক, অন্তত যে মিথ্যে বলে না, সে সৎ। মহান হারমাচিস, জেনে ভালো লাগল, আপনি আর যা-ই হোন না কেন, অন্তত সততা নামের গুণটা কিছুটা হলেও বাকি রয়ে গেছে আপনার ভেতরে।'

ক্রোধে ফেটে পড়লাম কথাটা শুনে। আমি হারমাচিস, আমার চরিত্রের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর আমাকে অ্যাবাউদিস মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আর চারমিওনের মতো

সামান্য একটা মেয়ে কি না বলছে, আমার মধ্যে কিছুটা হলেও সততা বাকি রয়ে গেছে! যা মুখে এল, শুনিয়ে দিলাম ওকে। চুপ করে শুনে গেল সে, একবারও প্রতিবাদ করল না। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার দিকে, দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল না একবারও।

আমার কথা শেষ হয়েছে বুঝে নিরুত্তাপ গলায় বলল সে, 'ওভাবে বলা উচিত হয়নি আপনার, মহান হারমাচিস। হাজার হোক, আপনি একজন পুরোহিত, নিষ্ঠুরতা মানায় না আপনাকে। অবশ্য সবার বেলায় কথাটা হয়তো খাটে না,' স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল মেয়েটার কথায়।

বুঝতে পারলেও ধরলাম না কথাটা। প্রধান পুরোহিত সত্যিই নিষ্ঠুরতার অনেক উপরে। যে লোক রিপু বিসর্জন দিতে পারল না, তার পুরোহিত হওয়ার কোন যোগ্যতা নেই। তার সঙ্গে একজন অশিক্ষিত, গ্রাম্য, বর্বর লোকের পার্থক্য কোথায়? কথাটা মনে পড়তেই ক্ষমা করলাম চারমিওনকে। শুধু জানতে চাইলাম, 'কোন অধিকারে কথাটা বললে তুমি?'

'কোন অধিকারে বললাম?' মেয়েটার দু'চোখে গভীর বিষাদ, 'ভালো প্রশ্ন করেছেন। একদিন বলেছিলাম আপনাকে, সবাইকে সবকিছু দেয় না দেবতারা। কাউকে খুব সুন্দর একজোড়া চোখ দেয়, কিন্তু সে অনেক কিছু দেখতে পায় না। আপনি আমাকে সবসময় একটা মেয়ে হিসেবেই দেখেছেন, তার বেশি কিছু নয়। আপনার দৃষ্টিতে আমি একটা জীবন্ত মূর্তি মাত্র। জ্ঞানী হারমাচিস, কখনও কি ভেবে দেখেছেন, মূর্তি যদি প্রাণ পায়, তা হলে তার মনে আর দশজনের মতো কামনা-বাসনা জাগতে পারে? তার মনেও...তার মনেও...' মাটির দিকে চোখ নামিয়ে নিল চারমিওন। 'ভালোবাসা, প্রেম জাগতে পারে?'

কিছুক্ষণ আগে ক্লিওপেট্রার একটা কথা শুনে আপাদমস্তক কেঁপে উঠেছিল আমার, চারমিওনের কথাটা শুনেও আবার একই অবস্থা হলো। কামনা-বাসনা? প্রেম-ভালোবাসা? আমার হৃদয় থেকে ওসব আবেগ কি অনেক আগেই চেঁছে ফেলিনি আমি? যদি থাকত, তা হলে চারমিওনের সৌন্দর্যে অবশ্যই মুগ্ধ হতাম।

ক্লিওপেট্রাকে আমি ভালবাসি—কথাটা ঠিক নয়, আবার ওর প্রতি ঘৃণাটাও কমে আসছে দিন দিন। মনে-প্রাণে চাইছি সে মারা যাক, কিন্তু নিজের হাতে ওকে খুন করার মানসিক দৃঢ়তা আমার নেই। ভালোবাসা কাকে বলে সেটা না জানলেও ক্লিওপেট্রাকে আমি ভালোবাসি না, সেটা জানি পরিষ্কার।

'এখন বুঝতে পারছেন, কোন অধিকারে কথাটা আপনাকে বলেছি আমি?' চারমিওনের প্রশ্নটা শুনে আমার অন্যমনস্ক ভাবটা কাটল। কিন্তু উত্তর দিতে না পেরে পিছিয়ে গেলাম দু'পা। বসে পড়লাম একটা চেয়ারে। চুপ করে রইলাম; কারণ, মাথা কাজ করছে না একেবারেই।

'কিছু বলবেন না আপনি?'

'আমি···আমি অসহায়, চারমিওন। দেবতারা নজর রাখছেন আমার উপর। আমি···আমি আসলে···'

'ও, চারমিওনের ক্ষেত্রে আপনি অসহায়, চারমিওনকে সুদৃষ্টিতে দেখার সময় দেবতারা নজর রাখে আপনার উপর। আর ক্লিওপেট্রার বেলায় কোন অসুবিধাই নেই? তখন চোখ বন্ধ করে ফেলেন দেবতারা। তাই চুমু খান তাকে?'

'আমি ক্লিওপেট্রাকে ভালোবাসি না, চারমিওন। আর···আর আমি ওর হাতে চুমু খেয়েছি। অন্য কিছু নয়।'

দুঃখের হাসি হাসল চারমিওন। বলল, 'বুকে হাত রেখে, দেবী আইসিসের নামে শপথ করে তিনবার বলুন, আপনি ক্লিওপেট্রাকে ভালোবাসেন না। প্রতিবার বলুন, মিথ্যে বললে দেবতাদের অভিশাপ নামুক আমার উপর।'

দু'বার ঢোক গিললাম। চারমিওনের কথা অনুযায়ী কাজ করার সাহস নেই আমার বুঝে চুপ করে বসে রইলাম।

বিজয়িনীর হাসি হাসল চারমিওন। সেই হাসিতে শুধু বিজয়ের চিহ্নই নয়, আরও কিছু একটা মিশে ছিল। সেটা কী, জানতে পেরেছিলাম অনেকদিন পর। ওকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য কিছুক্ষণ পর বললাম, 'আমি ক্লিওপেট্রাকে ভালোবাসি না, আবার ওকে আগের মতো ঘৃণাও করি না। কিছু একটা হয়েছে আমার। সেটা কী, জানি না আমি,

চারমিওন। আমার মন শক্ত ছিল একসময়, এখন ভেঙে পড়েছি আমি। যতই দিন যাচ্ছে, ততই ভেঙে পড়ছি আরও। তোমাকে এখন যা বললাম, তার প্রতিটা কথা সত্যি। তুমি চাইলে দেবী আইসিসের নামে শপথ করে বলতে পারি।'

'দরকার নেই,' হাসল চারমিওন। নিজেকে পুরোপুরি সামলে নিয়েছে সে। 'তা হলে আগামীকাল রাতে আপনি খুন করছেন না রাণীকে?'

উত্তর দিলাম না।

কিছু বুঝতে পারার ভঙ্গিতে একবার মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা। বলল, 'কথাটা জানাতে হবে মামা সেপাকে। নতুন করে পরিকল্পনা করতে হবে আমাদের।'

মনে পড়ল বাবার কথা, মামা সেপার কথা, আমাকে বাঁচানোর জন্য নিজের নাতিকে উৎসর্গ করা বুড়ি দাই মা আটোয়ার কথা। মনে পড়ল–মিশরবাসী অপেক্ষা করছে আমার জন্য, আমার বিজয়ের জন্য; গুপ্তচরেরা অপেক্ষা করছে ক্লিওপেট্রার হত্যার খবরটা নিয়ে যাওয়ার জন্য, আবু থেকে আথু পর্যন্ত অনেকগুলো শহরের গণ্যমান্য লোকেরা নীরবে অপেক্ষা করছেন সেই খবরটা শোনার জন্য। একটা বিপ্লব, একটা দাবানল অপেক্ষা করছে আমার জন্য। ইতিহাস তার অদৃশ্য পাতা খুলে অপেক্ষা করছে ক্লিওপেট্রার রক্তের জন্য।

মাটির দিকে তাকিয়ে ছিলাম, চোখ তুলে তাকালাম চারমিওনের দিকে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, 'আমি খুন করব ক্লিওপেট্রাকে। আমাদের পরিকল্পনা পাল্টাবে না। মামা সেপাকে কিছুই বলার দরকার নেই।'

'তা হলে আসি আমি, মহান হারমাচিস?'

মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

'বিদায়,' আমাকে উদ্দেশ্য করে অল্প একটু মাথা ঝাঁকাল চারমিওন, তারপর চলে গেল।

*

পরদিন বিকেলের তিন ঘণ্টা পর মামা সেপার বাসায় গেলাম আমি।

দেখলাম, সাতজন বিদ্রোহী নেতা বসে আছেন সেখানে। আমাকে দেখে উঠে দাঁড়াল সবাই, মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান করল। মুখে বলল, 'ফারাও-এর জয় হোক।'

মেনে নিতে পারলাম না কথাটা। কিছুটা অসন্তুষ্ট হয়ে বললাম, 'আমি এখনও ফারাও হইনি, কাজেই আমাকে ওই নামে সম্বোধন করবেন না দয়া করে।'

আমার মন ভালো নেই বুঝতে পেরে সরাসরি কাজের কথায় চলে গেলেন মামা, 'মোট একত্রিশ হাজার লোক যোগাড় করতে পেরেছি আমরা। অস্ত্রও যোগাড় হয়েছে প্রয়োজনমতো। আগামী পাঁচদিনের ভেতরেই মিশরের সব দুর্গ দখল হয়ে যাবে আশা করছি।'

'রোমান শাসকদের কানে ক্লিওপেট্রার মৃত্যুর খবর পৌঁছুবেই। তখন কী করব?' জিজ্ঞেস করলেন একজন নেতা।

'ওদের সঙ্গে সন্ধি করা ছাড়া কোন উপায় নেই। ওরা আমাদের বিরুদ্ধে কিছু করলে শান্তির প্রস্তাব পাঠাব আমরা। প্রয়োজনে উপঢৌকন দিতে হবে। টাকা কোথায় পাওয়া যাবে, সেটা ভালোই জানা আছে হারমাচিসের।'

'মেসেডোনিয়ানরা সহজে মেনে নেবে না ব্যাপারটা,' মনে করিয়ে দিলেন আরেকজন। 'মেসেডোনিয়ানরা হয়তো আরসিনোকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে পারে। তখন?'

'তখন যুদ্ধ করতে হবে আমাদের,' কঠোর কণ্ঠে ঘোষণা করলেন মামা। 'প্রয়োজনে খুন করতে হবে আরসিনোকে। আসল কথা, মেসেডোনিয়ানরা যাকেই নেতা বানানোর চেষ্টা করবে, তাকেই সরিয়ে দিতে হবে পৃথিবী থেকে।'

বেশ কিছুক্ষণ ইতস্তত করার পর বললাম আমি, 'যদি কোন কারণে আজ রাতে ক্লিওপেট্রাকে খুন করতে না পারি, তা হলে কী হবে?'

আমার দিকে বেশ কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মামা। তারপর বললেন, 'তা হলে আগামীকাল সকালে ঠিক এখানে আবার মিলিত হব আমরা। সামনের কোন উৎসবে প্রাসাদ ছেড়ে বের হবে

রাণী, বের হলে কোথায় ওকে আততায়ী খুন করতে পারবে, সেসব নিয়ে আলোচনা করব। আর কিছু বলবে তুমি, হারমাচিস?'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লাম।

বিদায় নেওয়ার আগে আমাকে আশীর্বাদ করলেন মামা। জিজ্ঞেস করলেন, 'একটা মানুষকে খুন করলে যদি লক্ষ মানুষ জীবন্মৃত অবস্থা থেকে উদ্ধার পায়, তা হলে কোনটা ভালো?'

কিন্তু, মনে মনে বললাম আমি, মানুষটা যে ক্লিওপেট্রা! সৌন্দর্যের দেবী!

মুখে কিছু না বলে বের হয়ে এলাম। নামলাম আলেকযান্দ্রিয়ার রাস্তায়। এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করলাম। আমাদের লোকদের ওই রাতে যে সব জায়গায় অবস্থান নেওয়ার কথা, সেগুলো দেখলাম ভালোমতো। তারপর আবার গিয়ে হাজির হলাম বন্দরের কাছাকাছি। আলেকযান্দ্রিয়ার ঠিক যে জায়গাটাতে পা রেখেছিলাম প্রথমে, গিয়ে দাঁড়ালাম সেখানে। বিষাদে আচ্ছন্ন মন নিয়ে তাকালাম নীল নদের দিকে। ভাবলাম, এমন কোন জায়গায় যদি জন্ম হতো আমার, যেখানে কেউ আমাকে চিনত না; যেখানে রাজা নয়, খুব সাধারণ একজন মানুষ হিসাবে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারতাম, তা হলে খুব ভালো হতো। এই কুৎসিত রাজনীতি, এত মানুষের রক্ত সিংহাসন ফিরে পাওয়ার পরও আমাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না কোনদিন–টের পেলাম স্পষ্ট।

একটা বড় নৌকা বন্দরে ভিড়ল সেসময়। সুশৃঙ্খল, সারিবদ্ধভাবে নামতে আরম্ভ করল আরোহীরা। হাতে কোন কাজ না থাকায় বন্দরেই দাঁড়িয়ে রইলাম অলসের মতো। হঠাৎ পিছন থেকে শুনতে পেলাম একটা অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর।

'হারমাচিস! তুমি এখানে! আমি তো তোমাকে খুঁজতেই যাচ্ছিলাম!'

ঘাড় ঘুরালাম। বুড়ি দাই মা আটোয়া।

'কী ব্যাপার? তুমি এখানে কেন?'

আমাকে একটা নির্জন জায়গায় নিয়ে গেল বুড়ি। বলল,

'হারমাচিস, তোমার বাবা আমাকে দিয়ে একটা খবর পাঠিয়েছেন। খবরটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।'

'বাবা কেমন আছেন?'

'আছেন এক রকম। তোমার সাফল্যের জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

মনটা খারাপ হয়ে গেল আবার। বললাম, 'খবরটা কী বলো।'

'তিনি গণনা করে দেখেছেন, খুব শীঘ্রিই একটা বড় বিপদে পড়তে যাচ্ছ তুমি। বিপদটা কী, সেটা জানতে পারেননি তিনি। কিন্তু তোমাকে খুব সাবধানে থাকতে বলেছেন। আর তোমার প্রতিজ্ঞার কথা ভুলতে নিষেধ করেছেন।'

কথাটা শুনে আরও ঘাবড়ে গেলাম। কিছু একটা বলার জন্য মুখ খুললাম, আটোয়া আমাকে থামিয়ে দিয়ে জানতে চাইল, 'কবে?'

বুঝলাম, ক্লিওপেট্রাকে কবে খুন করা হবে, সেটা জানতে চায় সে। জবাব দিলাম, 'আজ রাতেই। তুমি যাচ্ছ কোথায়?'

'তোমার মামা সেপার বাড়িতে। তুমি কি আমাকে নিয়ে যাবে সেখানে? আমি চিনি না বাড়িটা।'

আবার মামার বাড়িতে যেতে ইচ্ছা করছে না একেবারেই। তা ছাড়া, আটোয়ার সঙ্গে বেশিক্ষণ ঘুরঘুর করাটাও ঠিক হবে না। বন্দর থেকে শক্ত-সমর্থ দেখে একজন কুলি ডেকে আনলাম। ওকে মামার ঠিকানাটা ভালোমতো বুঝিয়ে বললাম। এরপর স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি মজুরি দিলাম লোকটাকে, রওয়ানা হয়ে যেতে বললাম আটোয়াকে নিয়ে। বিদায় জানিয়ে চলে গেল আটোয়া।

নিজের অসহায়ত্বে ছটফট করতে করতে ফিরে এলাম প্রাসাদ সংলগ্ন নিজের বাড়িতে।

সাত

চারমিওনো এসে আমাকে রাণীর কক্ষে নিয়ে যাওয়ার কথা। রাত হওয়ার পর, বাড়িতে একা বসে অপেক্ষা করছি মেয়েটার জন্য। আমার সামনে চূড়ান্ত অবহেলায় পড়ে আছে খঞ্জরটা। লম্বা, প্রচণ্ড ধারালো, খাঁটি সোনার হাতলঅলা খঞ্জরটাকে দেখছি আমি ঘুম ঘুম চোখে।

তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম নিজের অজান্তেই। পাশে কেউ দাঁড়িয়ে আছে–টের পাওয়াতে চোখ মেলে তাকালাম। চারমিওনকে দেখতে পেলাম। সাদা মুখে, শূন্য চোখে দাঁড়িয়ে আছে সে।

'মহান হারমাচিস, চলুন। রাণী অপেক্ষা করছেন আপনার জন্যে।'

ধক করে উঠল বুকের ভিতরটা। জিজ্ঞেস করলাম, 'সবকিছু প্রস্তুত?'

'হ্যাঁ, মাননীয়। সদর দরজার রক্ষীদের নেতৃত্ব দিচ্ছে পলাস। খোজাদের মধ্যে মাত্র একজন জেগে আছে, বাকিদের ঘুমের ওষুধ খাইয়ে কাবু করে ফেলেছি। মামা সেপার লোকেরা অবস্থান নিয়েছে শহরের বিভিন্ন জায়গায়। সবকিছু আমাদের পরিকল্পনামতোই ঘটছে। কোন সমস্যা হয়নি এখনও।'

উঠে দাঁড়ালাম। খঞ্জরটাকে ভরলাম পোশাকের ভিতরে। পাশে রাখা ছিল এক পাত্র মদ, ঢকঢক করে গিলে ফেললাম সবটুকু। সারাদিন বলতে গেলে কিছুই খাইনি, মদটুকু খেয়ে ঘুরতে আরম্ভ করল মাথা।

রওয়ানা হয়ে গেল চারমিওন। কাঁপা কাঁপা পায়ে ওকে অনুসরণ করলাম আমি।

লোক না থাকায় খাঁখাঁ করছে অ্যালাবাস্টার হল, সেই অটুট নিস্তব্ধতায় আমাদের পায়ের আওয়াজ আমার কানে বড় বেশি বাজল।

ক্লিওপেট্রার শয়নকক্ষের বাইরে এসে থেমে দাঁড়াল চারমিওন। চাপা গলায় বলল, 'আপনি এখানে একটু অপেক্ষা করুন, মহান হারমাচিস। আমি ভেতরে গিয়ে দেখি রাণী জেগে আছেন কি না,' ভিতরে ঢুকে গেল সে।

প্রায় আধ ঘণ্টার মতো দাঁড়িয়ে থাকতে হলো আমাকে। ধুকপুক করছে বুকের ভিতর, দাঁড়িয়ে থেকে করার মতো কিছু না পেয়ে নিজের হৃৎস্পন্দন গণনা করছি। খুব কাহিল লাগছে। পাশের একটা মোটা থামে ভর দিলাম।

অবশেষে মাথা নিচু করে ধীর পদক্ষেপে ফিরে এল চারমিওন। 'ভেতরে যান, মহান হারমাচিস,' মেঝের দিকে তাকিয়ে বলল সে। 'রাণী অপেক্ষা করছেন আপনার জন্যে।'

আমিও প্রায় ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম, 'কাজ শেষে তোমার সঙ্গে কোথায় দেখা করব?'

'এখানেই। আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি আমি। আমরা দু'জনে মিলে তারপর সংকেত দেব পলাসকে। দেবতারা সাহায্য করুক আপনাকে, সাফল্য সবসময় থাকুক আপনার সঙ্গে। বিদায়...' গলার স্বর আরও নামিয়ে ফেলল চারমিওন। শুনতে খুব কষ্ট হলো আমার, 'বিদায়, আমার হারমাচিস।'

কেঁপে উঠলাম আরেকবার। তাকালাম চারমিওনের দিকে। একদৃষ্টিতে তখনও মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে সে। ওর অপূর্ব সুন্দর চেহারাটা দেখতে পেলাম, কিন্তু চোখ দুটো আমার দৃষ্টির আড়ালে রয়ে গেল। কী লেখা আছে সেই চোখজোড়ায়, জানা হলো না। দেবী আইসিসের কাছে প্রার্থনা করে পর্দা সরিয়ে ঢুকে পড়লাম ভিতরে।

ধবধবে সাদা একটা পোশাক পরে আছে ক্লিওপেট্রা। আয়েশ করে বিছানায় শুয়ে আছে সে। তার চোখজোড়া বন্ধ, হাতে বহুমূল্য রত্নখচিত উটপাখির পালকের একটা পাখা। সেটা দিয়ে ধীরে ধীরে নিজেকে বাতাস করছে সে। ওর ডানপাশে, বিছানার উপর

ত্রিকোণাকৃতির একটা বাদ্যযন্ত্র রাখা। মাঝেমধ্যে সেটাতে আঙুল বুলিয়ে মিষ্টি একটা সুর তুলছে ক্লিওপেট্রা।

বিছানার পাশে মার্বেল পাথরের একটা টেবিলে রাখা আছে মদ আর আঙুর। ইচ্ছে হলে থোকা থেকে একটা করে আঙুর ছিঁড়ে নিয়ে পরম আলস্যে মুখে দিচ্ছে সে। মাঝেমধ্যে হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করছে প্রায় খালি মদের পাত্রটা। কিন্তু বোধহয় পান করতে ইচ্ছে করছে না ওর, তাই চুমুক দিচ্ছে না।

বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দেখলাম ক্লিওপেট্রার বিলাসিতা। তারপর এগিয়ে গেলাম সামনে।

কাছ থেকে ওকে দেখে চমকে উঠলাম। খুব সুন্দর করে সেজেছে সে। মনে হলো, পৃথিবীতে নয়, স্বর্গে আছি আমি; আমার সামনে শুয়ে আছে মিশরের নয়, অপ্সরাদের রাণী।

রাতের আকাশের তারার মতো জ্বলজ্বল করছিল ক্লিওপেট্রা। ওর পোশাক আর চুল থেকে ভেসে আসছে একটা মাদক সুবাস। সেটার প্রভাবে কেমন আচ্ছন্ন বোধ করলাম।

কিন্নরী কণ্ঠে গুনগুন করছে ক্লিওপেট্রা। রাত শেষ হওয়ার ঘোষণা জানিয়ে ভোরের অন্ধকারে যেসব পাখি গান গায়, মনে হলো আমার সামনে শুয়ে গান গাচ্ছে সেসব পাখিদেরই কোন একটা। অপরিচিত এক আবেশে আমার দু'চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসতে চাইল। কে যেন ফিসফিস করল কানের কাছে–'ক্লিওপেট্রাকে নয়, অপ্সরাদের রাণীকে, আকাশের তারাকে, ভোরের গান গাওয়া পাখিকে খুন করার জন্য এসেছিস তুই।'

বুকের ভিতরে মোচড় দিয়ে উঠল একবার।

হাত ঢুকালাম পোশাকের ভিতর, বাম কোমরের কাছে। ইচ্ছে ছিল খঞ্জরটার ধাতব স্পর্শে নিজেকে সামলে নেওয়ার; কিন্তু ঠাণ্ডা খঞ্জরটাতে হাত দিয়ে মনে হলো আগুনে হাত দিয়েছি। শিউরে উঠে তৎক্ষণাৎ বের করে আনলাম হাতটা।

ধীরে ধীরে চোখ খুলল ক্লিওপেট্রা। দেখতে পেল আমাকে। হাত থেকে সরিয়ে রাখল পাখাটা। জানতে চাইল, 'তুমি এসেছ, বন্ধু?'

আমার জিভ সরল না। কাজেই প্রশ্নটার উত্তর দেওয়া হলো না।

'কী বলে যে তোমাকে ধন্যবাদ দেব!' আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে কথা চালিয়ে গেল ক্লিওপেট্রা। 'খুব একা লাগছিল আমার, এখন আনন্দে কাটবে সময়,' বালিশে ভর দিয়ে একটু উঁচু হলো সে। 'শত শত মানুষের সঙ্গে আমাদের পরিচয়, হারমাচিস। কিন্তু ওদের সবাইকে দেখলে ভালো লাগে না। কেউ থাকে বিশেষ প্রিয়–যেখানে, যখনই ওর সঙ্গে দেখা হোক না কেন, আনন্দে নেচে উঠে মন।...ওখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকো না প্রিয় হারমাচিস আমার, এসো, এই চেয়ারটাতে বসো,' পায়ের কাছে রাখা একটা বাঁকা চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করল সে।

বসলাম চেয়ারটাতে। বললাম, 'আমার রাণীর ইচ্ছে আমার জন্যে আদেশ। অনুমতি দিলে রাণীকে তার ভালোবাসার রাজা কিছু দেখাতে চায়।'

আনন্দে ঝিলিক দিয়ে উঠল ক্লিওপেট্রার দু'চোখ। 'অবশ্যই, অবশ্যই। দেখাও, হারমাচিস।'

'গতরাতে তারা নিয়ে গবেষণা করে অনেক কিছু জানতে পেরেছি। সব লিখে এনেছি তোমার জন্যে,' বলতে বলতে পোশাকের ভিতর হাত ঢুকিয়ে একখণ্ড প্যাপিরাস বের করে আনলাম।

আমার ইচ্ছে ছিল, প্যাপিরাসের খণ্ডটা দেওয়ার ভান করে ক্লিওপেট্রার খুব কাছাকাছি চলে যাব। তারপর সে প্যাপিরাসটা পড়তে আরম্ভ করলে এক সুযোগে খঞ্জরটা বের করে আঘাত করব। কিন্তু আমাকে উঠতে দেখে বলল ক্লিওপেট্রা, 'না, না, প্রিয়, বসে থাকো আমার সামনে। আজ তোমার সুন্দর চেহারাটাকে চোখের সামনে থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও আড়াল হতে দিতে চাই না। আমার ইচ্ছে যদি তোমার জন্যে সত্যিই আদেশ হয়ে থাকে, তা হলে বসে থাকো ওই চেয়ারে। আর হাত বাড়িয়ে প্যাপিরাসটা দাও আমাকে।'

ব্যাপারটা আমার পরিকল্পনার মধ্যে ছিল না। একটু ঘাবড়ে গেলাম। কিন্তু প্যাপিরাসের খণ্ডটা ক্লিওপেট্রাকে না দিয়েও কোন উপায় নেই। জিনিসটা দিয়ে দিলাম ওকে। ভাবলাম, আমার লেখা, কাজেই

মনোযোগ দিয়ে পড়বে সে; সেই সুযোগে খঞ্জরটা বের করে ঝাঁপিয়ে পড়ব ওর উপর।

আমার সমস্ত পরিকল্পনা মাঠে মারা গেল। রোল করা প্যাপিরাসটা হাতে নিয়ে একবার খুলেও দেখল না ক্লিওপেট্রা, রেখে দিল পাশে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

'একটু পর পরই কোমরের কাছে হাত দিচ্ছ কেন তুমি, হারমাচিস?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করে উঠল সে।

প্রশ্নটার আকস্মিতায় ভীষণ চমকে উঠলাম। বার কয়েক ঢোক গিলে পরিষ্কার করার চেষ্টা করলাম গলার ভিতরটা। তোতলাতে তোতলাতে কোলা ব্যাঙের মতো আওয়াজ করে বললাম, 'ইয়ে...মানে...আমার পেট ব্যথা করছে।'

কিছু বলল না ক্লিওপেট্রা। আগের চেয়েও তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখতে লাগল আমাকে। অপেক্ষা, পরিহাস আর অদ্ভুত এক বেদনা মিশে ছিল ওর সেই দৃষ্টিতে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম আমি।

জঘন্য কাজটা কীভাবে করা যায়, ভাবতে লাগলাম। ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতাম ক্লিওপেট্রার উপর এবং খুব সহজেই কাবু করতে পারতাম ওকে, কিন্তু হয়তো চিৎকার করে উঠত সে। শুনে তরবারি হাতে ছুটে আসত খোজাটা। তা ছাড়া আমি অ্যাবাউদিস মন্দিরের পুরোহিত; জীবনে স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে কোন নারীকে স্পর্শও করিনি; ক্লিওপেট্রার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে...লজ্জায়, পাপবোধে বাতিল করে দিলাম ঝাঁপিয়ে পড়ার চিন্তাটা। ক্লিওপেট্রার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ার অপেক্ষায় রইলাম।

'তোমার অবস্থা ভালো মনে হচ্ছে না, হারমাচিস,' দীর্ঘক্ষণের নীরবতার পর বলল ক্লিওপেট্রা।

আমাকে চলে যেতে বলতে পারে—এই ভয়ে তাড়াতাড়ি বললাম, 'না, না, তেমন গুরুতর কিছু নয়। আমি সামলে নিতে পারব। খুব বেশি ব্যথা হচ্ছে না। এ-ই এমনি মোচড় দিয়ে উঠেছিল আর কি।'

'তা হলে আমরা আনন্দ করতে পারি?'

মুখ কালো হয়ে গেল আমার। হ্যাঁ-ও বলতে পারলাম না, আবার

না-ও বলতে পারলাম না। উপরে-নীচে মাথা দোলালাম একবার।

'কী করা যায় বলো তো?' ক্লিওপেট্রার স্বর শুনে মনে হলো, সন্দেহ দূর হয়েছে ওর মন থেকে।

প্রশ্নটার উত্তর জানা নেই আমার। সারাজীবন আমি একটা কাজই করেছি–পড়াশোনা। তা-ও আবার একা একা। কাজেই পড়াশোনা ছাড়া আর কী করা যেতে পারে, মাথায় এল না। বললাম, 'আমার রাণী, তুমিই ঠিক করো কী করা যায়।'

'নাচতে পারি আমরা। সারা মিশরে আমার থেকে ভালো কোন নর্তকী যদি খুঁজে পাও, দেবতাদের শপথ, সিংহাসন ছেড়ে দেব আমি।'

'আর সারা মিশরে আমার থেকে খারাপ কোন নর্তক যদি খুঁজে পাও,' নাচানাচির পরিকল্পনাটা বাতিল করার উদ্দেশ্যে বললাম, 'তা হলে তোমার চাকরি ছেড়ে চলে যাব কোন জঙ্গলে, আর কোনদিন লোকালয়ে ফিরব না।'

হাসল ক্লিওপেট্রা। 'তা হলে, আমি একটা গান গাই, শোনো তুমি?'

ভেবে দেখলাম প্রস্তাবটা। গান মানে নর-নারীর প্রেম-কাহিনী। দেবতাদের নিয়ে লেখা গান ছাড়া অন্য কোন গান গাওয়া বা শোনা পাপ। কিন্তু ক্লিওপেট্রাকে জড়িয়ে ধরে নাচার চেয়ে ওর গান শোনা অনেক কম পাপের। তা ছাড়া গান গাইতে গাইতে হয়তো সুরের আবেশে চোখ বন্ধ করে ফেলতে পারে সে। সেই সুযোগে খঞ্জরটা বের করে ওকে হত্যা করা যেতে পারে।

'গাও, আমার রাণী, গাও,' মন্ত্রণা দিলাম। 'ভোরের পাখিদের গান শুনতে শুনতে আমি ক্লান্ত। তুমি এমন কোন কথায়, এমন কোন অজানা সুরে একটা গান শোনাও আমাকে, যেন এরপরে ভোরের পাখিদের গান আমার কানে বিষ ঢালে।'

অল্প একটু ঝুঁকে ত্রিকোণাকৃতির বাদ্যযন্ত্রটা তুলে নিল ক্লিওপেট্রা। অল্প সময়ের ভিতরেই অদ্ভুত সুন্দর একটা সুর বাজাতে আরম্ভ করল। পাপ হচ্ছে জেনেও সুরটা উপভোগ করতে লাগলাম আমি। একসময় শেষ হলো সুরটা, ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল তার আবেশ। কিন্তু সুরটার সমাপ্তি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। আবার বাজাতে বলার জন্য

মুখ খুললাম আমি, কিন্তু আমাকে স্তব্ধ করে দিয়ে গেয়ে উঠল ক্লিওপেট্রা:

মনে করো কোন এক সাগরে ভাসছি আমরা রাতে,
হৃদয় ছিঁড়ে বেরুতে চায় অতুলনীয় এক সুর, যাতে
ফিসফিস করে কথা বলতে পারি আমি তোমার সাথে।
মেঘ ভেবে ভুল করে ঠাঁই নেয় বাতাস আমার চুলে:
তুমি ঠাঁই নাও আমার বুকে, জানি না সজ্ঞানে কি ভুলে,
হায়! যদি থেমে যেত রাতটা, যদি চড়াত সময়কে কেউ শূলে!
তারাগুলোতে প্রতিধ্বনিত হয় কার গানের সুর?
তোমার হৃদয়ের আবেগ আর আমার ভালোবাসায় বিমূঢ়
ভাগ্যকে ভুলে আমরা কি পারি না যেতে বহুদূর?

তাকাও প্রিয়, চিনে নাও আমাদের গন্তব্যের ওই তারকারাজি,
নাকি দু'হাত পেতে নিতে চাও চাঁদের প্রাচীন আলোর কারসাজি?
নিশ্চুপ থেকো না, সব সূর্যের দোহাই, আমায় জানতে হবে আজই।
পায়ের নীচে এই সাগর রোষে ধেয়ে চলে তীরের পানে,
আর আমি দেখি তোমার হৃদয় নতজানু হয়ে সসম্মানে
কুর্নিশ করে আমায়। বলো, আমার হৃদয় কি মিথ্যে জানে?

নিষ্ঠুর মরণের কিনারায় আমাদের অসহায় বসবাস,
একবার নিয়তি, আরেকবার লোকলজ্জা ছাড়ে বিষনিঃশ্বাস;
কী লাভ সংযমে? চলো, বুক ভরে নেই যৌবনের নিষিদ্ধ সুবাস।
জানি না কোন ধাতুতে গড়া তোমার আবেগহীন ওই মন,
অথচ প্রেমের বিষ শুষে নিয়ে আমার আত্মা সর্বদা করে টনটন;
নিষ্ঠুর, কাছে এসে আঁকো আমার ঠোঁটে অন্তত একটি চুম্বন।

গান না গাও অন্তত করো গুনগুন, আমি আসি তোমার কাছে,
কীসের ভয় তোমার? তাকিয়ে দেখো আর কেউ কি আছে?

শুনবে না কেউ, জানবে না; অপবাদ দেবে না পাছে।
মাংসল দেহকে একদিন খাবে সময়, কিন্তু জীবন হবে না শেষ,
অনন্তের পানে যাত্রা শুরুর আগে একবার করো মনোনিবেশ
নিজের সত্তায়। কামনা জাগায় কি সেখানে এই গানের আবেশ?

স্তিমিত হতে হতে একসময় মিলিয়ে গেল কথাগুলো। কিন্তু আমার হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল বার বার। প্রেমের গান খুব কম শুনেছিলাম আমি, সুতরাং ক্লিওপেট্রার গানটা শুনে ভিতরে ভিতরে আন্দোলিত না হয়ে পারলাম না। মন-প্রাণ উজাড় করে হৃদয়ের সমস্ত আবেগ দিয়ে গানটা গাইল সে। শুধু তাই নয়, পরিবেশটাও মানানসই, আর ওর গলাও খুব চমৎকার; তাই সত্যিই আমার দেহ-মনে একটা নিষিদ্ধ কামনা অনুভব করতে পারলাম। আবেগ আর ভয়ের প্রাবল্যে থরথর করে কাঁপতে আরম্ভ করলাম।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর জানতে চাইল ক্লিওপেট্রা, 'একবার ধন্যবাদও দেবে না আমাকে, হারমাচিস? আমি কি এতই খারাপ গাইলাম?'

'রাণী,' ক্লিওপেট্রার চোখে চোখ রাখতে পারছিলাম না কিছুতেই, 'খুবই ভালো গেয়েছ তুমি। সত্যি বলতে কী, অভিভূত হয়ে পড়েছি আমি। কিন্তু···কিন্তু, গানের কথাগুলো···'

ঠোঁট বাঁকা করে হাসল ক্লিওপেট্রা। আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই দু'হাত প্রসারিত করল আমার দিকে। 'এসো, হারমাচিস, কাছে এসো,' খুব নরম ডাকল সে। 'ওই চেয়ার ছেড়ে আমার পাশে এসে বসো। তোমাকে অনেক কথা বলতে চাই আমি,' একপাশে সরে গিয়ে আমার জন্য জায়গা করে দিল সে।

সম্মোহিতের মতো উঠলাম চেয়ার ছেড়ে, খাটের একেবারে কোণায় গিয়ে বসলাম। আমার আর ক্লিওপেট্রার মাঝখানে অনেকখানি জায়গা ফাঁকা থেকে গেল। দেখে হাসল সে। বালিশটা মাথার পিছনে দিয়ে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

খঞ্জরটা বের করে আনার উদ্দেশ্যে ডান হাতটা আবার বাম

কোমরের কাছে নিলাম আমি। হাত বাড়িয়ে আমার হাতটা ধরল ক্লিওপেট্রা, নিজের দিকে টেনে নিল। তারপর পরম মমতায় আঙুল বোলাতে আরম্ভ করল আমার আঙুলগুলোর উপর।

'তোমাকে দেখে খুব অস্থির বলে মনে হচ্ছে আমার, হারমাচিস। তুমি কি অসুস্থ?'

'কিছুটা,' নিজের স্বর নিজের কাছেই অপরিচিত ঠেকল।

'তা হলে,' একটা বালিশ আমার দিকে বাড়িয়ে দিল ক্লিওপেট্রা। 'শুয়ে পড়ো। বিশ্রাম নাও।'

কিছুই করলাম না। বসে রইলাম মূর্তির মতো। ক্লিওপেট্রা খুব আলতো করে ধরে রইল আমার ডান হাতটা, তাতেই সব শক্তি হারিয়ে ফেললাম আমি। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সরাতে পারলাম না হাতটা।

'মনে হয়, গতকাল অনেক রাত জেগে তারা নিয়ে পড়াশোনা করেছ তুমি, এখন খারাপ লাগছে। শুয়ে পড়ো।'

বালিশটাতে ভর দিয়ে আধশোয়া হওয়ার ভঙ্গি করলাম। ক্লিওপেট্রা আমার ডান হাতটা ধরেই রইল।

'হারমাচিস,' কিছুক্ষণ পর নিচু গলায় আমাকে ডাকল সে। 'কখনও কাউকে ভালোবাসনি তুমি?'

চমকে উঠলাম প্রশ্নটা শুনে। কোলাব্যাঙের স্বরে প্রতিবাদ করলাম, 'না, না। কাউকে ভালোবেসে আমি কী করব?'

পাশ থেকে একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ ভেসে এল। 'কী অদ্ভুত লোক তুমি, হারমাচিস! আমার মাঝেমধ্যে কী মনে হয় জানো? মনে হয়, আমি আর চারমিওন বাদে আর কোন মেয়ের সঙ্গে তুমি কথাও বলোনি কোনদিন। তুমি কী বলো তো? সব পুরুষ নারীর সাহচর্য পেতে উন্মুখ থাকে সবসময়, আর তুমি মেতে থাকো তারা আর যাদুবিদ্যা নিয়ে। দেবতারা তোমাকে এত রূপ দিয়েছে, এত যৌবন দিয়েছে, সব তুমি নষ্ট করে দিচ্ছ? কীসের জন্যে? খেয়াল করেছি, আমি তোমার কাছে গেলেই আড়ষ্ট হয়ে যাও তুমি। কেন? এত উদাসীনতা তুমি পেলে কোত্থেকে?' একটা করে প্রশ্ন করছিল, আর একটু একটু করে আমার কাছে এগিয়ে আসছিল ক্লিওপেট্রা। ওর নীল দু'চোখের দিকে তাকিয়ে

ভুলে গেলাম আমি কে, কী আমার উদ্দেশ্য। নড়ার শক্তি লোপ পেল আমার। সেই সুযোগে হাত বাড়িয়ে আমার ঘাড় পেঁচিয়ে ধরল ক্লিওপেট্রা এবং আমি সরে যাওয়ার আগেই চুমু খেল আমার ঠোঁটে।

একটা কালো পর্দা ছাড়া আর কিছু দেখতে পেলাম না চোখের সামনে। ভুলে গেলাম দেব-দেবীদের, ভুলে গেলাম আমার প্রতিজ্ঞার কথা; আমার সম্মান, দেশ, বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী–সব কিছু। কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফিসফিস করে বলল ক্লিওপেট্রা, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি, হারমাচিস। আমার ভালোবাসার রাজা, আমার প্রভু, আমার দেবতা, আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

কিছু বললাম না। বলার ক্ষমতাও ছিল না।

'আমি জানি,' বলে চলল রাণী, 'তুমিও আমাকে ভালোবাসো। তুমি যতবার অস্বীকার করবে, ততবার আমি ধরে নেব, আমার অনুমানই ঠিক। এখন একটা কাজ করো, প্রিয়,' বলতে বলতে আবার আমাকে একটা চুমু খেল ক্লিওপেট্রা। 'আমাদের ভালোবাসার নামে একপাত্র মদ ঢেলে নাও ওই বোতল থেকে। তারপর একচুমুক পান করো প্রথমে। পাত্রটাকে খালি করে ফেলো না আবার, আমার জন্যেও কিছুটা রেখো। তোমার পর আমিও খাব একঢোক।'

ক্লিওপেট্রার কথামতো বোতল থেকে মদ ঢেলে পূর্ণ করলাম পাত্রটা। হাত কাঁপছিল, তাই বেশ কিছুটা মদ পড়ে গেল পাত্রের বাইরে। একবার তাকালাম পিছনে। মুখে হাসি নিয়ে আমার কাজ দেখছে ক্লিওপেট্রা।

কিছুটা বাকি রাখতে বলেছিল সে, কিন্তু শুকিয়ে যাওয়া গলাটা ভেজাতে একফোঁটাও বাকি রাখলাম না; একঢোকে শেষ করে ফেললাম সবটুকু মদ। তারপর আবার ঢাললাম এবং আবার গিললাম। পিপাসা মিটল না তবুও। ভালোবাসার পিপাসা মদে মিটে না–কথাটা জানতাম না তখন। কাজেই হাতে তুলে নিলাম বোতলটা এবং এক নিঃশ্বাসে খালি করে ফেললাম। ভুলটা বুঝতে পারলাম সঙ্গে সঙ্গেই।

অজ্ঞান করার খুবই শক্তিশালী একটা ওষুধ মেশানো ছিল মদে। বোতলটা খালি করামাত্রই ঢলে পড়লাম বিছানায়। সর্বশক্তিতে হাত-পা

নাড়ার চেষ্টা করলাম, পারলাম না। চিৎকার করার চেষ্টা করলাম, তা-ও পারলাম না।

অসহায়ের মতো তাকালাম ক্লিওপেট্রার দিকে। দেখলাম, দাঁত বের করে হাসছে সে। তাকিয়ে তাকিয়ে আমার অসহায়ত্ব উপভোগ করল কিছুক্ষণ, তারপর নিচু হয়ে আমার পোশাকের ভিতর থেকে টেনে বের করল খঞ্জরটা।

অস্ত্রটাকে ভালোমতো দেখল সে। তারপর চিৎকার করে বলল, 'আমি জিতে গেছি। আমি আবার জিতে গেছি। আমাকে খুন করার জন্যে এই খঞ্জরটা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলে তুমি, তাই না হারমাচিস? কিন্তু উল্টো আমিই আমার রূপের খঞ্জর দিয়ে খুন করলাম তোমাকে। ধাতুর খঞ্জরের চেয়ে নারীর রূপের খঞ্জর কত ভয়ঙ্কর, দেখলে পুরোহিত? তোমার বন্ধু আর সহচরেরা এখন কোথায় লুকিয়ে আছে, সংযমী জ্যোতিষী? প্রাসাদের পুব দিকের দরজার বাইরে? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কীসের জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা? তোমার সংকেতের?'

জিভ নাড়ার ক্ষমতা না থাকায় কিছুই বলতে পারলাম না। ওষুধ মেশানো মদ আমাকে অথর্ব করে দিল, ধীরে ধীরে জ্ঞান হারাতে লাগলাম আমি।

আমি পুরো অজ্ঞান হয়ে যাইনি টের পেয়ে কথা চালিয়ে গেল ক্লিওপেট্রা, 'বলো তো, হারমাচিস, এখন কী করা উচিত আমার? চিৎকার করে রক্ষীদের ডাকব? নাকি খঞ্জরটা ঢুকিয়ে দেব তোমার বুকে?' খঞ্জরটা আমার বুকের বামদিকে বসাল সে। তারপর জোরে চাপ দিল। অনুভব করলাম, চামড়া কেটে ভিতরে ঢুকতে আরম্ভ করেছে সেটা।

হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ক্লিওপেট্রা। চিৎকার করে বলল, 'না, আমি তোমাকে মারব না। বোকারা ফারাও বানিয়েছিল তোমাকে, তুমি একটা বিপ্লব ঘটানোর চেষ্টা করেছিলে। পরাজিত ফারাও, মৃত্যু প্রার্থনা করার জন্যে তোমাকে নতুন জীবন দিলাম আমি। হাজারবার মরতে চাইবে তুমি, কিন্তু মরণ আসবে না তোমার কাছে। আমেনেমহ্যাটের

রক্ত, ক্লিওপেট্রার শাস্তি কী, হাড়ে হাড়ে সেটা টের পাবে এখন। বেঁচে থাকো আমার প্রাক্তন প্রেম, তোমার রক্ত দিয়ে জ্বালব আমার বিজয়ের প্রদীপ...'

জ্ঞান হারালাম আমি।

আট

জ্ঞান ফিরে এল আমার। চারপাশে তাকাতে দিনের আলোয় সবকিছু খুব পরিচিত বলে মনে হলো। প্রাসাদ-সংলগ্ন যে বাড়িটা দেওয়া হয়েছিল আমাকে, সেটার শয়নকক্ষের মেঝেতে চিত হয়ে পড়ে আছি।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলাম। পারলাম না। অনুভব করলাম, প্রচণ্ড ভারী কিছু চেপে বসে আছে আমার উপর। জিনিসটাকে সরাতে খুব কষ্ট হলো আমার। উঠে দাঁড়ানোর পর সেটা দেখে না চমকে পারলাম না।

একটা মৃতদেহ। উপুড় হয়ে ছিল লাশটা, চিত করলাম সেটাকে। আবারও একবার চমকাতে হলো। ক্যাপ্টেন পলাস।

লোকটার দু'হাত কেটে গলার সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। হাঁটু থেকে নীচের দিকে বাম পাটা নেই। বুকের বামদিকে আমূল বিঁধে আছে আমার খঞ্জরটা। বুকের ডানদিকে একখণ্ড প্যাপিরাস রেখে তার উপর গেঁথে দেওয়া হয়েছে আরেকটা খঞ্জর। কাছে গিয়ে দেখলাম প্যাপিরাস-খণ্ডটা। সেটাতে রোমান হরফে লেখা ছিল:

"সাবাস, হারমাচিস, সাবাস! চিরজীবী হও তুমি! বিশ্বাসঘাতকদের পুরস্কার নিজের চোখে দেখে নাও!"

কথাটা কার, বুঝতে অসুবিধা হলো না মোটেও।

রাগে, দুঃখে, ভয়ে, লজ্জায় পিছাতে আরম্ভ করলাম। একসময় দেয়ালে ঠেকল পিঠ। কী করব ভেবে না পেয়ে বসে পড়লাম। হতাশায় ছিঁড়তে ইচ্ছে করল নিজের চুল। সব পরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, কুচক্রীদের নিষ্ঠুরতম শাস্তি দিতে দেরি করেনি ক্লিওপেট্রা।

আবার উঠে দাঁড়ালাম লাফ দিয়ে। চারমিওনের দেওয়া তালিকাগুলো লুকিয়ে রেখেছিলাম ঘরটার এক গোপন জায়গায়। এক দৌড়ে গিয়ে হাজির হলাম সেখানে। তন্নতন্ন করে খুঁজলাম, কিন্তু কিছুই পেলাম না।

পালানোর চিন্তা মাথায় এল হঠাৎ। ছুটাছুটি আরম্ভ করলাম সারা বাড়িতে। কিন্তু জানালার বাইরে, দরজার সামনে একশোরও বেশি রক্ষীকে গিজগিজ করতে দেখে হতাশ হয়ে আবার বসে পড়লাম মাটিতে।

হাঁটুর উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, দরজার তালা খোলার শব্দে ভেঙে গেল ঘুমটা। মুখ তুলে তাকালাম সেদিকে। বিজয়িনীর হাসি মুখে নিয়ে একা ভিতরে ঢুকল ক্লিওপেট্রা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাইরে থেকে আবার লাগিয়ে দেওয়া হলো দরজাটা।

ক্লিওপেট্রাকে দেখে ভিক্ষুকের মতো উঠে দাঁড়ালাম। আমার সামনে এসে দাঁড়াল সে। চোখে চোখ রাখল। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর পলাসের লাশের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'ঠিকমতো পড়েছ তো কথাটা, নাকি আমাকে পড়ে শোনাতে হবে? আমার গলা কিন্তু কাকের মতো–আমি গান গাইলে শুনে প্রশংসা করে না অনেকেই।'

চুপ করে রইলাম।

'রক্ষী! ভেতরে এসো!' আমাকে চমকে দিয়ে আচমকা চেঁচিয়ে উঠল ক্লিওপেট্রা।

সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল দরজাটা। পলাসের চেয়েও লম্বা-চওড়া দু'জন রক্ষী ঢুকল ঘরে।

'এই বিশ্বাসঘাতক কুকুরটাকে নিয়ে যাও আমার চোখের সামনে

থেকে,' কঠোর কণ্ঠে আদেশ দিল ক্লিওপেট্রা। 'তারপর টুকরো টুকরো করে ফেলো। কাজটা করা শেষ হলে খবর দেবে আমাকে। নিজ হাতে চিল-শকুনকে খাওয়াব আমি পলাসের মাংস।'

লাশটা নিয়ে বের হয়ে যাচ্ছিল রক্ষী দু'জন, তাদেরকে পিছু ডাকল সে, 'দাঁড়াও, বিশ্বাসঘাতকটার বুক থেকে বড় খঞ্জরটা বের করো।' বের করা হলে ঘরের একমাত্র টেবিলের দিকে ইঙ্গিত করে আবার আদেশ দিল, 'ওই টেবিলের উপর রাখো সেটাকে।'

রক্ষী দু'জন লাশ নিয়ে বের হয়ে যাওয়ার পর বাইরে থেকে আবার লাগিয়ে দেওয়া হলো দরজাটা।

'ভাগ্য খুব অদ্ভুত একটা...কী বলব...ব্যাপার। দেখো, গতকালও আমি মনে-প্রাণে ভালোবাসতাম তোমাকে, আর আজ আমার করুণার উপর বেঁচে আছ তুমি। তাকাও তোমার খঞ্জরটার দিকে। দেখো, পলাসের রক্ত লেগে একেবারে লাল হয়ে আছে সেটার ফলা। অথচ, আমার রক্ত লেগে থাকার কথা ছিল সেখানে। পলাস ছিল আসলে একটা বোকা। সব কথা সে না বললেও পারত।'

তা হলে, মনে মনে ভাবলাম, পলাসই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আমার সঙ্গে। শেষ মুহূর্তে সে-ই সব কিছু জানিয়ে দিয়েছে ক্লিওপেট্রাকে। কিন্তু কী লাভ হলো লোকটার? বিশ্বাসঘাতক সন্দেহে ওকেও খুন করাতে দ্বিধা করেনি রাণী।

'আমাকে খুন করার জন্যে গিয়েছিলে—গতরাতে তুমি আমার ঘরে ঢোকার আগেই কথাটা জানতাম। হারমাচিস, তুমিও আসলে বোকা। কী করে ভাবলে, নিজেকে রক্ষা করার কোন উপায় না রেখেই তোমার সঙ্গে দেখা করব আমি? বাইরে মাত্র একজন রক্ষী ছিল, কিন্তু ভেতরে পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল দশজন। তীর-ধনুক হাতে তোমাকে নিশানা করে ছিল সবাই। তুমি খঞ্জরটা বের করলেই দশটা তীর গিয়ে বিঁধত তোমার বুকে। হারমাচিস, একবারও ভেবে দেখলে না, কেন তোমাকে এতটা কাছে পেয়েও নিজেকে সংযত রাখলাম? একবারও সন্দেহ জাগল না তোমার মনে? রক্ষীদের সামনে কী করে তোমাকে...তোমাকে...ভালোবাসতাম আমি? হায় পুরুষ জাত!' মিথ্যে

হাহাকার করল ক্লিওপেট্রা, 'মেয়েমানুষ দেখলেই সবকিছু ভুলে যাও তোমরা? ছি! হারমাচিস, আমি তোমাকে সত্যিই অন্যরকম ভেবেছিলাম।'

চোখ নামিয়ে মেঝের দিকে তাকালাম আমি।

'আমি জানতাম,' বলে চলল ক্লিওপেট্রা, 'তুমি আমার প্রতি খুব দুর্বল। পুরুষের চোখের দৃষ্টি আমার চেয়ে ভালো আর কে বোঝে?' অহংকার ঝরল তার কণ্ঠে, 'আমি জানতাম, তোমাকে অল্প একটু ভালোবাসলেই কাবু হয়ে যাবে তুমি। তখন খুন করা তো দূরের কথা, হাসিমুখে খুন হয়ে যেতেও আপত্তি থাকবে না তোমার। আমার গান শুনেই মোমের মতো গলে গেলে তুমি, তোমার হাত ধরাতে পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেলে আর চুমু খাওয়ার পর তো...' বাক্যটা শেষ না করে হা হা করে হাসল ক্লিওপেট্রা।

'তোমার মনে আমাকে খুন করার বাসনা ছিল হারমাচিস,' বলে চলল সে, 'আবার আমাকে পাওয়ার তীব্র কামনাও ছিল। কামনাটা বেশি হয়ে গেল গতরাতে। বেশি হলো কারণ, আমি, সৌন্দর্যের দেবী ক্লিওপেট্রা, চেয়েছিলাম বেশি হোক। আমার চোখে চোখ রেখে আমাকে খুন করতে পারে এমন কোন পুরুষ, এমনকী কোন জল্লাদও নেই সারা পৃথিবীতে,' বলতে বলতে টেবিলটার কাছে এগিয়ে গেল সে। হাতে তুলে নিল রক্তমাখা খঞ্জরটা। তারপর আবার এসে দাঁড়াল আমার সামনে। খঞ্জরটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'নাও, ধরো। তাকাও আমার চোখে। তারপর পারলে খুন করো আমাকে। বাধা দেওয়ার কেউ নেই। তোমাকে তীর মারার জন্যে প্রস্তুত হয়ে নেই একজন রক্ষীও।'

খঞ্জরটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম চুপ করে। ক্লিওপেট্রার চোখের দিকেও তাকালাম না, ওকে খুনও করলাম না।

'তুমি আমাকে খুন করতে পারবে না,' অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর বলল ক্লিওপেট্রা। 'অ্যাবাউদিসের প্রধান পুরোহিত, প্রয়োজনে তুমি নিজের বুকে গাঁথতে পারবে ওই খঞ্জরটা, কিন্তু আমার বুকে নয়।'

পরাজয়ের বেদনা আর সহ্য করতে পারলাম না আমি। বসে

পড়লাম মেঝেতে, হাঁটুতে মাথা রেখে হাউমাউ করে কাঁদতে আরম্ভ করলাম।

আমার পাশে বসল ক্লিওপেট্রা। আলতো করে হাত বুলাতে লাগল আমার পিঠে।

'তাকাও আমার দিকে। সবকিছু শেষ হয়ে যায়নি তোমার জন্যে। আমি এমনকী রাগও করিনি তোমার উপর। একটা ভয়ঙ্কর খেলা খেলেছিলাম আমরা, তোমার হাতে ছিল ধাতুর তৈরি খঞ্জর আর আমার সমস্ত সৌন্দর্য ছিল আমার অস্ত্র। দেখা গেল, আমার অস্ত্রটাই বেশি শক্তিশালী। যা-ই হোক, আমি ক্ষমা করলাম তোমাকে। তুমি মিশরের আদি অধিবাসী, তুমি আমার সিংহাসন দখলের চক্রান্ত করেছিলে, স্বাধীনতা না কী যেন দিতে চেয়েছিলে স্বাধীন মিশরবাসীকে–সব ভুলে গেলাম আমি। তবে তুমি আমার মনে খুব দুঃখ দিয়েছ। আমি তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম, একান্ত আপন বলে মনে করেছিলাম–আমাকে না হোক, আমার বিশ্বাস আর অনুমানটাকে খুন করতে পেরেছ তুমি,' চুপ করে গেল ক্লিওপেট্রা।

একসময় সামলে নিলাম নিজেকে। চোখের পানি মুছতে মুছতে তাকালাম ওর দিকে।

'এবার তোমাকে আমার বন্ধু হতেই হবে। স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। যদি মুক্তি চাও, তা হলে আমার পরামর্শদাতা হিসেবেও কাজ করতে হবে। আমরা দু'জনে মিলে মিশর শাসন করব। তোমার ফারাও হবার ইচ্ছে ছিল খুব, তোমার ইচ্ছেও পূরণ হবে। বলো, রাজি আছ, হারমাচিস?'

ক্লিওপেট্রার প্রস্তাবটা নিয়ে ভাবলাম বেশ কিছুক্ষণ। আর কোন উপায় ছিল না আমার। জানতে চাইলাম, 'কিন্তু, আমার সঙ্গে যারা ছিল, ওদের কী হবে?'

'তোমার বাবা আমেনেমহ্যাট এমনিতেই খুব দুর্বল, তার উপর তোমার পরাজয়ের খবর শুনে মানসিকভাবে একেবারে ভেঙে পড়েছে। কাজেই ওকে নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই আমার। আর, বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত অন্যদেরকে হত্যা করব না আমি।'

চুপ করে রইলাম।

'কী হলো, কথা বলছ না কেন?'

'আমার কিছু বলার নেই।'

'কিছু বলার নেই মানে? আমি যে প্রস্তাবটা তোমাকে দিলাম, সেটার ব্যাপারে তোমার মত কী?'

'আমাকে ভেবে দেখতে হবে,' সরাসরি হ্যাঁ বলার কোন ইচ্ছা ছিল না, তাই ঘুরিয়ে বললাম।

'কী?' রেগে গেল রাণী। 'ভেবে দেখতে হবে? মিশরের রাণী ক্লিওপেট্রার, সৌন্দর্যের দেবী ক্লিওপেট্রার প্রস্তাব তোমাকে ভেবে দেখতে হবে? তুমি কি ভুলে যাচ্ছ...' হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে গেল তার রাগ। আশ্চর্য এক ধূর্ততায় জ্বলজ্বল করতে আরম্ভ করল দু'চোখ। 'তুমি আমার প্রস্তাবে রাজি হতে বাধ্য, হারমাচিস।'

'কেন?'

'কারণ, রাজি না হলে তোমার বাবা আমেনেমহ্যাটকে হত্যা করার আদেশ দেব আমি। শুধু তাই নয়, বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত একজন কুচক্রীও বাঁচবে না।'

বোবা হয়ে গেলাম কথাটা শুনে। দেখে হাসল ক্লিওপেট্রা। বলল, 'শুধু আমার প্রস্তাবে রাজি হলেই চলবে না এখন। আমাকে রাগিয়েছ, সেই রাগটাও ঠাণ্ডা করে দিতে হবে।'

একটা ঢোক গিলে জানতে চাইলাম, 'কীভাবে?'

'চুমু খেতে হবে আমাকে,' আমার আরও কাছে সরে এল সে, 'গতরাতে আমি যেভাবে তোমাকে চুমু খেয়েছিলাম, ঠিক সেভাবে।'

একলাফে দাঁড়িয়ে গেলাম। হাত থেকে খঞ্জরটা ফেলে দিয়ে ছিটকে সরে গেলাম পাঁচ হাত দূরে। 'পারব না। তুমি জানো আমি একজন পুরোহিত। নারীকে স্পর্শ করা আর নরকের আগুন স্পর্শ করা আমার জন্যে সমান কথা। আমি তোমার প্রস্তাবে রাজি আছি, কিন্তু চুমু খেতে পারব না তোমাকে।'

'পারবে,' সাপের মতো হিসহিসে কণ্ঠে বলল রাণী। নিচু হয়ে তুলে নিল খঞ্জরটা। 'বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে রক্ষীর দল। আমি বলামাত্রই

তোমার বাবাকে হত্যা করার জন্যে ছুটবে তারা। কাজেই আর কথা না বাড়িয়ে কাছে এসো, চুমু খাও আমাকে।'

নিজের অসহায়ত্বে আবার কেঁদে ফেললাম আমি। কাঁদতে কাঁদতে এগিয়ে গেলাম ক্লিওপেট্রার দিকে। আবার নীরব হাসিতে ফেটে পড়ল রাণী। কিছুক্ষণ ওর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে আলতো করে চুমু খেয়েই আবার সরে গেলাম নিরাপদ দূরত্বে।

'ধন্যবাদ, পুরোহিত,' তীব্র ব্যঙ্গ ঝরে পড়ল ক্লিওপেট্রার কণ্ঠে। খঞ্জরটা হাতে নিয়ে বের হয়ে গেল সে।

নয়

টানা এগারোদিন বন্দী হয়ে রইলাম আমি। সময় হলে খাবার দিয়ে গেল রক্ষীরা; কোনদিন আগ্রহ নিয়ে খেলাম, আবার কোনদিন ছুঁয়েও দেখলাম না। আমাকে সঙ্গ দিতে, বলা ভালো, নিজের একাকীত্ব কাটাতে প্রায় প্রতিদিনই হাজির হলো ক্লিওপেট্রা, গল্প-গুজব করল আমার সঙ্গে।

একেক দিন একেক মেজাজে এল সে। কখনও হাসিখুশি, কখনও গম্ভীর। কখনও ধর্মের কথা বলল, আবার কখনও ভালোবাসার কথা। ওই এগারোদিনের দু'দিন পার হওয়ার আগেই বুঝতে পারলাম, ক্লিওপেট্রা আসলে বাচাল। যতটা না জানত, তার চেয়েও বেশি পণ্ডিতি দেখাত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অক্লান্ত বকবক করত সে, এক কান দিয়ে শুনে আরেক কান দিয়ে বের করে দিতাম উদ্ভট কথাগুলো। খুব বেশি প্রয়োজন না হলে ওর কথার পিঠে কথা বলতাম না।

বিফলে গেল আমার ঔদাসীন্য। ধীরে ধীরে বুঝতে পারলাম,

ক্লিওপেট্রার প্রতি আবার দুর্বল হয়ে পড়েছি। সেই দুর্বলতা তীব্র ভালোবাসায় পরিণত হতে সময় নিল না। ক্লিওপেট্রার আসতে একটু দেরি হলেই ছটফটানি আরম্ভ হয়ে যেত আমার। আসলে সবকিছু হারিয়ে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলাম, নিজের একাকীত্ব ঘুচাতে ক্লিওপেট্রাকেই আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলাম।

একদিন চিন্তিত মুখে হাজির হলো ক্লিওপেট্রা। বলল, 'দরবার থেকে পালিয়ে এলাম।'

কিছুটা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?'

'এত উৎকণ্ঠা আর সহ্য করতে পারছি না। একবার ক্যাসিয়াসের কথা বলেছিলাম না তোমাকে? রোমান শাসকেরা সেই যুদ্ধের অভিযোগ তুলে একটা গণ্ডগোল পাকাতে চাইছে। কী করা যায়, সে ব্যাপারে পরামর্শ করছিলাম মন্ত্রণাসভার সদস্যদের সঙ্গে। সমাধান দেওয়া তো দূরের কথা, গাধাগুলো নিজেরাই তর্ক করতে আরম্ভ করে দিল। শেষে আর থাকতে না পেরে চলে এলাম।'

চেয়ারটাতে বসে পড়ল সে। তির্যক হেসে বলল, 'আমাকে বিয়ে করবে হারমাচিস?'

বুঝলাম, উৎকণ্ঠায় সত্যিই মাথা ঠিক নেই ক্লিওপেট্রার। পরামর্শ দিলাম, 'তোমার শয়নকক্ষে ফিরে যাও। শুয়ে থাকো ঘণ্টাখানেক। ভালো লাগবে।'

'আমার মাথা মাথা খারাপ হয়ে গেছে ভাবছ? না, হারমাচিস, এর চেয়েও বড় সমস্যা মোকাবেলা করেছি আমি। তা-ও একবার-দু'বার না, বহুবার। রাজা-রাণীরা যেমন বড়, তাদের সমস্যাও তেমন বড়। তোমার ব্যাপারটাই ভেবে দেখো না। তুমি আমাকে খুন করবে—কথাটা জানার পর হাতে মোটেও সময় ছিল না আমার। প্রথমে বিচলিত হয়ে পড়লাম খুব, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই সামলে নিয়ে সুরক্ষিত করলাম নিজেকে। তারপর বাঁচালাম আমার প্রাসাদ। তোমাকে অজ্ঞান করেই ছুটলাম, ঘটনাটা মন্ত্রণাসভার সদস্যদের জানিয়ে নেমে পড়লাম কাজে। আমার তৎপরতার কারণে সেই রাতটা ভোর হবার আগেই ধরা পড়ল অধিকাংশ বিদ্রোহী।'

নিজের পরাজয়ের কাহিনী শুনতে ভালো লাগছিল না, তাই প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য বললাম, 'কিন্তু বিয়ের কথা আসছে কেন?'

'কারণ, বিয়ে ছাড়া তোমাকে পাব না আমি।'

কিছু বললাম না।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে কথা চালিয়ে গেল সে, 'বিয়ের পর তুমি হবে রাজা। আমরা দু'জনে মিলে শাসন করব পুরো মিশর। শোনো, আগামীকাল মুক্তি দেব তোমাকে। আবার আগের সম্মান নিয়েই আমার কাছে ফিরতে পারবে তুমি। লোকে জানবে, বিদ্রোহের মিথ্যে অভিযোগে জড়িয়ে তোমাকে জেল খাটানো হয়েছে, রাণী নিজ দায়িত্বে তদন্ত করে, পুরো ব্যাপারে বিস্তারিত জেনে মুক্তি দিয়েছে তোমাকে। আমার জ্যোতিষী আর যাদুকর হিসেবেই কাজ করবে তুমি আবার। বলো, কোন আপত্তি আছে?'

কারাবাস কে পছন্দ করে? আপত্তি করার কোন কারণ খুঁজে পেলাম না। কিন্তু বিয়ের প্রসঙ্গটাই কাঁটার মতো বিঁধে রইল মনে। মুক্তি দিতে কোন কারণের দরকার পড়ে না ক্লিওপেট্রার। তাই বিয়ের প্রস্তাবটা অদ্ভুত লাগল। ওর আসল উদ্দেশ্য কী হতে পারে, ভাবতে লাগলাম।

'আমাকে আবার ফিরে যেতে হবে দরবারে,' আমাকে চিন্তার জগৎ থেকে ফিরিয়ে আনল ক্লিওপেট্রা। 'লোকজন অপেক্ষা করছে আমার জন্যে। তোমাকে আমার দরকার। তোমার মতো জ্ঞানী লোক সারা মিশরে নেই, জানি আমি। আজকের মতো চললাম,' উঠে দাঁড়াল সে, আমার দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে বলল, 'বিদায়।'

ক্লিওপেট্রার যাওয়ার পর শুরু হলো আমার আকাশ-পাতাল চিন্তা। সারারাত ভাবলাম। ভোররাতের দিকে ঘুমে জড়িয়ে এল দু'চোখ। ঘুমটা ভেঙে গেল ঘণ্টাচারেক পর, দরজা খোলার আওয়াজ পেয়ে। চোখ খুলে দেখলাম, ধীর পায়ে ঘরে ঢুকছে চারমিওন।

অনেকদিন পর দেখলাম মেয়েটাকে। ভেবেছিলাম, বাকিদের মতো চারমিওনকেও কুচক্রী হিসাবে গ্রেপ্তার করেছে রাণী, নিক্ষেপ করেছে কোন এক অন্ধ কারাগারে। ওকে আমার ঘরে নিশ্চিন্তে ঢুকতে দেখে

তাই আশ্চর্য না হয়ে পারলাম না।

আমার সামনে এসে দাঁড়াল চারমিওন। বেশ কিছুক্ষণ কিছু না বলে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মাটির দিকে। তারপর বেদনায় ভেঙে যাওয়া গলায় বলল, 'আমাকে ক্ষমা করবেন, মহান হারমাচিস। আপনাকে দেখতে আরও আগেই আসা উচিত ছিল আমার, কিন্তু যে কোন কারণেই হোক, পারিনি।'

আজ, জীবনকাহিনী লিখবার সময় মনে হচ্ছে, একাকীত্বের ওই দুর্বল মুহূর্তগুলোতে যদি ক্লিওপেট্রার বদলে চারমিওনকে কাছে পেতাম, তা হলে ওকেই ভালোবেসে ফেলতাম। প্রথম এবং শেষবারের মতো চারমিওনকে দেখে খুব ভালো লাগল।

আমিও ভাঙা গলায় বললাম, 'আগে এলেই বা কী হতো? আমি এখন পরাজিত, চারমিওন। আমি এখন ক্লিওপেট্রার দাস।'

কথাটা শুনে কেঁদে ফেলল চারমিওন। কিছুক্ষণ পর সামলে নিয়ে বলল, 'বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত কাউকে হত্যা করার আদেশ দেয়নি রাণী। ওরা সবাই বেঁচে আছে। তবে, এমন জায়গায় ওদের পাঠিয়েছে সে, যেখান থেকে ফিরে আসার কোন সম্ভাবনা নেই। শুধু...'

'শুধু?'

'মামা সেপা নিখোঁজ। তাঁর কী হয়েছে, কেউ বলতে পারে না। নিজের ক্ষমতাবলে প্রত্যেকটা কারাগারে ঘুরেছি আমি, মামা সেপার খোঁজ করেছি, কিন্তু জানতে পারিনি কিছুই। জোর দিয়ে বলতে পারি, মিশরের কোন কারাগারে রাখা হয়নি তাঁকে। এমনকী দ্বীপান্তরেও পাঠানো হয়নি। তিনি উধাও হয়ে গেছেন। সেটা স্বেচ্ছায়, নাকি রাণীর আদেশে, আমি জানি না।'

মাথা নিচু করে বসে রইলাম। আমার চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়তে লাগল।

বোধহয় কাঁদতে এবং কাঁদাতে এসেছিল চারমিওন। আমার কান্না দেখে নিজেকে সামলাতে পারল না সে-ও, আবার ভেঙে পড়ল কান্নায়। কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আপনার সঙ্গে মিশরও হেরে গেছে, মহান হারমাচিস। আর লড়াই করার ক্ষমতা নেই তার। বিদ্রোহের সঙ্গে

জড়িত প্রত্যেক নেতার বাড়ি-ঘর, গোপন আস্তানা সব ভেঙে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে রাণী। আমাদের আর লড়াই করার সামর্থ্য নেই।'

'আমাদের এই পরাজয়ের কারণ জানো, চারমিওন? পলাস বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আমাদের সঙ্গে। অবশ্য বিশ্বাসঘাতকতার উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে সে।'

'সব দোষ কি একা পলাসের, মহান হারমাচিস?' নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল চারমিওন। 'আপনিও কি বিশ্বাসঘাতকতা করেননি? রাণীকে একা পেয়েও কাজে লাগাতে পারেননি সুযোগটা, উল্টো দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন ওর প্রতি। এমনকী চুমু খেতে দিয়েছেন ওকে।'

'কিন্তু তীর-ধনুক হাতে নিয়ে রক্ষী প্রস্তুত ছিল, চারমিওন। আমি খঞ্জরটা বের করলেই...'

'দাসত্বের চেয়ে মৃত্যু কি ভালো নয়, মহান হারমাচিস? যদি বলি আপনি রাণীর প্রতি দুর্বল বলেই আজ আপনার এই ভোগান্তি হচ্ছে, তা হলে কি ভুল হবে?'

'না,' সত্য বলতে আর দ্বিধা ছিল না আমার, 'ভুল হবে না।'

চুপ করে গেল চারমিওন। ওই ব্যাপারে আর কিছু বলল না।

'তুমি বেঁচে গেলে কীভাবে? তোমাকেও তো উধাও করে দেবার কথা ক্লিওপেট্রার! নাকি কিছু জানতেই পারেনি সে?'

'আমি মারা গেলে খুব খুশি হন আপনি, তাই না?'

'না। তুমি আমাকে প্রথম থেকেই ভুল বুঝেছ, চারমিওন। তোমার সঙ্গে কোন শত্রুতা নেই আমার। তোমার কোন ক্ষতিও চাই না আমি। আরও বড় কথা হচ্ছে, তুমি আমার আপন চাচাতো বোন। আত্মীয়-স্বজন বলতে কাছে-পিঠে তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই এই মুহূর্তে। কাজেই, তোমাকেই আমার সবচেয়ে আপন বলা যায়। আমি তোমার ব্যাপারে উদাসীন থেকে হয়তো ভুল করেছি; কিন্তু, ভুলটা করার কারণ ছিল। আমি পুরোহিত, দেবতাদের উপাসক। পুরুষ যে বয়সে নারীর জন্যে উতলা হয়, সেই বয়সটা পড়াশোনা আর সংযম

করে কাটিয়েছি আমি। মামা সেপার কাছে থাকতাম, সারাদিন আমাকে পড়াশোনায় ব্যস্ত রাখতেন তিনি। আর এত চমৎকার ছিল সেই সব পড়াশোনা,' বলতে বলতে কিছুটা উদাস হয়ে পড়লাম, 'পড়তে এত ভালো লাগত আমার যে, সময় কোন দিক দিয়ে চলে যেত টেরই পেতাম না। নিজেকে খুব ক্লান্ত মনে হলে মন্দিরের বাগানে ঘুরে বেড়াতাম। এমনকী শহরের বাজারেও যেতাম না খুব একটা। সুতরাং বুঝতেই পারছ, সুন্দরী নারী কী, ওদের আচার-ব্যবহার কী রকম—জানার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য কোনটাই হয়নি আমার। তুমিও খুব সুন্দরী, কিন্তু ক্লিওপেট্রাকে দেখার পর সবকিছু কেমন ওলট-পালট হয়ে গেল আমার ভেতর। তার উপর নিজের হাতে ওকে খুন করতে হবে শুনে মানসিকভাবে আরও দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। তুমিই বলো, একজন লোকের সঙ্গে প্রতিদিন দেখা হচ্ছে তোমার, প্রতিদিন তোমার খোঁজ-খবর জানতে চাইছে সে, তুমিও ওর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করছ বা করতে বাধ্য হচ্ছ, অথচ তুমি জানো যে কিছুদিন পর লোকটাকে খুন করবে তুমি—ব্যাপারটা কেমন লাগবে তোমার কাছে? আসলে আততায়ী হিসেবে আমাকে মনোনীত করাটাই সবচেয়ে বড় ভুল হয়েছে। এসব কথা আগেও বলেছি তোমাকে, আবারও বললাম; কারণ, তোমার মনে আমার প্রতি কোন বিদ্বেষ, কোন ভুল বুঝাবুঝি থাকুক, সেটা চাই না আমি।'

বেশ কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল চারমিওন। তারপর বলল, 'যেদিন খুনটা করার কথা ছিল আপনার, তার আগের রাতে খুব খারাপ ব্যবহার করেছি আপনার সঙ্গে। ইচ্ছে করলে প্রতিশোধ নিতে পারেন।'

কথাটা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'প্রতিশোধ নিতে পারি? কীভাবে?'

'রাণীকে আমার কুকর্মের কথা বলে দিতে পারেন। বলতে পারেন, বিদ্রোহের সঙ্গে আমিও জড়িত ছিলাম। আমার মাথা থেকেই বের হয়েছিল খুনের পরিকল্পনাটা...' আমাকে হাসতে দেখে থেমে গেল চারমিওন। জিজ্ঞেস করল, 'হাসছেন কেন?'

'আমি প্রতিশোধপরায়ণ নই, চারমিওন। নিশ্চিত থাকতে পারো, তোমার ব্যাপারে কিছুই বলব না ক্লিওপেট্রাকে। প্রতিজ্ঞা করলাম। যদি কোনদিন ধরা পড়ো, বুঝে নিয়ো, আমি নই, অন্য কেউ কান ভারী করেছে ক্লিওপেট্রার।'

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল চারমিওন, 'রাণীর তরফ থেকে একটা কথা জানানোর ছিল আপনাকে। রাণী বলেছে, আপনি এখন মুক্ত। আপনাকে অ্যালাব্যাস্টার হলে যেতে বলেছে সে,' বলেই ঘুরল চারমিওন, ধীর পদক্ষেপে বের হয়ে গেল বাইরে।

*

মুক্তির দু'দিনের মধ্যেই বুঝলাম, কড়া নজরে রাখা হচ্ছে আমাকে। একদিন প্রাসাদের সদর দরজা পার হওয়ার চেষ্টা করলাম। রক্ষীদের নতুন নেতা সরাসরি বলল, 'মহামান্যা রাণীর নিষেধ আছে, আপনাকে কিছুতেই বাইরে যেতে দেব না। ফিরে যান, নইলে খারাপ ব্যবহার করতে বাধ্য হব।' কথা না বাড়িয়ে সুবোধ বালকের মতো ফিরে এলাম।

কয়েকদিনের মধ্যে ঘটনা অন্যদিকে মোড় নিল।

রোমান শাসকদের একজন, মার্কাস অ্যান্টনিয়াস, অ্যান্টনি নামেই যাকে চিনত সবাই, একটা চিঠি পাঠাল ক্লিওপেট্রাকে। চিঠিটার গুরুত্ব বোঝাতে সাধারণ কোন দূতকে দিয়ে নয়, এক রোমান নাইট–কুইন্টাস ডেলিয়াসকে দিয়ে পাঠাল।

ডেলিয়াস আসছে শুনে খুব সুন্দর করে সাজল ক্লিওপেট্রা। মন্ত্রণাসভার সব সদস্য উপস্থিত হলো দরবারে। আমিও গেলাম। নকিবের দল ডেলিয়াসের নাম ঘোষণা করামাত্রই ক্লিওপেট্রা ছাড়া আমরা সবাই উঠে দাঁড়ালাম। রক্ষীরা দরজা খুলে ধরল, বাদকেরা গুরুগম্ভীর বাজনা বাজাতে আরম্ভ করল।

দশজন অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে মসৃণ, সুদর্শন চেহারার ডেলিয়াস ঢুকল ভিতরে। ধূর্ত চোখে বার কয়েক এদিক-ওদিক তাকানোর পর একসময় ক্লিওপেট্রার উপর স্থির হলো ওর দৃষ্টি। সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়ে গেল লোকটাও।

মৃদু হেসে ল্যাটিন ভাষায় কথা বলতে আরম্ভ করল ক্লিওপেট্রা, 'স্বাগতম, মহান ডেলিয়াস। মহান অ্যান্টনির কাছ থেকে কী বার্তা নিয়ে এসেছেন, বিস্তারিত জানান আমাদের।'

কিন্তু ক্লিওপেট্রাকে দেখে কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে ডেলিয়াস। ক্লিওপেট্রাকে প্রথমবার দেখার পর আমারও ওরকম হয়েছিল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলাম, হয়তো সব পুরুষেরই ওরকম হবে।

'আমাদের এই দরিদ্র বৈঠকখানা কি আপনার পছন্দ হয়নি, মহান ডেলিয়াস?' বলতে বলতে সিংহাসনের উপর একটু নড়েচড়ে বসল ক্লিওপেট্রা। সোনার সিংহাসনটা দেখা গেল অনেকখানি। 'নাকি আপনি অসুস্থ বোধ করছেন? শুনেছি, অনেকদিন এশিয়ায় থাকার পর এসেছেন আমার মিশরে। হয়তো ল্যাটিন ভাষাটা আর আয়ত্তে নেই আপনার। বলুন কোন ভাষায় কথা বলতে হবে আপনার সঙ্গে। সব ভাষার পণ্ডিতেরা উপস্থিত আছেন আমার দরবারে।'

অবশেষে খুব নরম স্বরে, প্রায় গলে যাওয়ার মতো ভঙ্গিতে বলতে আরম্ভ করল ডেলিয়াস, 'ক্ষমা করবেন আমাকে, রাণী ক্লিওপেট্রা। আপনার সৌন্দর্য দেখে ভাষা হারিয়ে ফেলেছিলাম আমি। পৃথিবীর অনেক দেশ ঘুরেছি আমি, অনেক সুন্দরী দেখেছি, কিন্তু আজ আমার চোখ জোড়া সার্থক হলো। আপনার পর আর যে নারীকেই দেখব, মনে হবে, পৃথিবীতে তার চেয়ে কুৎসিত আর কেউ নেই।'

'শুনেছিলাম,' মুক্তোর মতো দাঁত বের করে হাসল ক্লিওপেট্রা। 'সিলিসিয়ার লোকেরা খুব সুন্দর করে কথা বলতে পারে। আজ প্রমাণ পেলাম।'

চোখ দুটোকে ক্লিওপেট্রার সৌন্দর্য দেখায় ব্যস্ত রেখে এক অফিসারের দিকে হাত বাড়াল ডেলিয়াস। লোকটা ডেলিয়াসের হাতে একটা চিঠি তুলে দিল।

চিঠিটা হাতে নিয়ে বলল ডেলিয়াস, 'পৃথিবীর সৌন্দর্য, আপনি অনুমতি দিলে চিঠিটা পড়ে শোনাতে চাই আপনাকে।'

অনুমতি দিল ক্লিওপেট্রা। সিল ভেঙে পড়তে আরম্ভ করল

ডেলিয়াস:

"মহা প্রতাপশালী রোমান শাসকত্রয়ের তরফ থেকে মিশরের রাণী ক্লিওপেট্রার প্রতি মার্কাস অ্যান্টনিয়াসের এই বার্তা।

পরম নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে এই মর্মে জ্ঞাত হয়েছি, ক্লিওপেট্রা আপনি আপনার সেনাপতি সেরাপিওনের মাধ্যমে রোমান শাসনের সুস্পষ্ট বিরুদ্ধাচারী, খুনী, বিদ্রোহী ক্যাসিয়াসকে রোমান শাসকত্রয়ের অস্ত্রের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছেন। আরও জ্ঞাত হয়েছি যে, ক্লিওপেট্রা আপনি আপনার অধিকারবোধ বিস্মৃত হয়ে চূড়ান্ত উসকানিমূলক উপায়ে আপনার রণতরীসমূহকে প্রস্তুত করতে আরম্ভ করেছেন। সুতরাং, রোমান শাসকত্রয়ের সম্মিলিত সিদ্ধান্তক্রমে আপনাকে এই মর্মে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, আপনি অনতিবিলম্বে সকল উসকানিমূলক কর্মকাণ্ড স্থগিত করুন এবং আমাদের উভয়ের মধ্যে উদ্ভূত জটিলতা নিরসনকল্পে আলোচনার উদ্দেশ্যে সিলিসিয়ায় আসুন। আপনাকে এই মর্মে আহবান জানানো যাচ্ছে যে, আপনি এই বার্তার জবাব কোন রাজকীয় সংবাদবাহকের মাধ্যমে সিলিসিয়ায় প্রেরণ করুন। ক্লিওপেট্রা আপনাকে এই মর্মে সতর্ক করা হচ্ছে যে, বার্তায় উল্লেখিত অনুরোধ ও আহবান আপনি যদি প্রত্যাখ্যান করেন, তা হলে রোমান শাসকত্রয়ের তরফ থেকে যে কোন ভয়াবহ পরিস্থিতি উদ্ভূত হলে আপনি দায়ী থাকবেন।"

কবরের নীরবতা নেমে এল পুরো দরবারে। রাগে জ্বলে উঠল ক্লিওপেট্রার দু'চোখ। সিংহাসনের হাতলের উপর চেপে বসল ওর দু'হাত। 'আগেই বলেছিলাম,' চিৎকার করে উঠল সে, 'সিলিসিয়ানরা কথায় প্যাঁচ মারতে ওস্তাদ। শোনো, ডেলিয়াস,' খেয়াল করলাম, "মহান" সম্বোধনটা বিদায় নিয়েছে, 'তোমার চিঠির প্রতিটা অভিযোগই ভিত্তিহীন, বানোয়াট। কী বলেছে অ্যান্টনি আমাকে? প্রস্তুত থাকতে? মিশরের রাণী সবসময়ই প্রস্তুত। তোমাদের যদি এতই মুরোদ থাকত, তা হলে এসব ফালতু চিঠি দেওয়া-দেওয়ি না করে সরাসরি আক্রমণ করতে। আনুষ্ঠানিকতা দেখাতে এসেছ, তাই না? আমি সিলিসিয়ায় যাব না। তোমার চিঠির কোন উত্তরও দেব না। নীল নদের দু'তীর

খোলা আছে, বেড়া দিয়ে আটকে দেইনি আমি। অ্যান্টনির ইচ্ছে হলে আলোচনার জন্যে আসুক আলেকযান্দ্রিয়ায়।...যা বলার, বলে দিয়েছি। গিয়ে শোনাতে পারো তোমার "মহা প্রতাপশালী" অ্যান্টনিকে।'

অপমানটা গায়ে মাখল না ডেলিয়াস। হেসে বলল, 'মহান ক্লিওপেট্রা, আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন। চিঠিতে হুমকি দিলেও মহান অ্যান্টনি এমনিতে নরম মনের মানুষ। আপনার প্রতি আমার আহ্বান, আমাকে এভাবে ফিরিয়ে দেবেন না। মহান অ্যান্টনি আলেকযান্দ্রিয়ায় এলে সেটা আলেকযান্দ্রিয়াবাসীর জন্যে খুব একটা সুখকর হবে না। কারণ, তিনি আলেকযান্দ্রিয়ায় আপনার সঙ্গে কথা বলতে আসবেন না, পুরো মিশরকে দখল করে নিতে আসবেন। আমি জানি, লড়াইটা খুব সহজ হবে না তাঁর জন্যে। সেকারণে আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, সিলিসিয়ায় আসুন আপনি। আর, সত্য বলছি মহান ক্লিওপেট্রা, আপনার অতুলনীয় সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করার জন্যে যথেষ্টের চেয়েও বেশি।'

ক্লিওপেট্রাকে দেখে মনে হলো, রাগ কিছুটা ঠাণ্ডা হয়েছে ওর। একমনে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল সে। তারপর বলল, 'ব্যাপারটা সত্যিই গুরুতর। আমাকে ভাবতে হবে। আপনি নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিন। আমাদের আতিথেয়তা গ্রহণ করুন। দশ দিনের ভেতর মহান অ্যান্টনির বার্তার জবাব পেয়ে যাবেন আপনি।'

হেসে বলল ডেলিয়াস, 'খুব ভালো, রাণী ক্লিওপেট্রা। দশদিন পর আবার দেখা হবে আপনার সঙ্গে।'

ক্লিওপেট্রাকে কুর্নিশ করতে করতে দরবার ছেড়ে বেরিয়ে গেল ডেলিয়াস।

দশ

সেরাতে ক্লিওপেট্রা ডেকে পাঠাল আমাকে। গিয়ে দেখলাম, দুশ্চিন্তায় কালো হয়ে আছে ওর অপূর্ব সুন্দর মুখটা। সেরাতের আগে বা পরে আর কখনও ওরকম চিন্তিত দেখিনি ওকে। একা ছিল সে, পায়চারি করছিল খাঁচায় বন্দী সিংহীর মতো।

আমাকে দেখামাত্রই ছুটে এল ক্লিওপেট্রা। জিজ্ঞেস করল, 'কী বিপদে পড়লাম বলো তো, হারমাচিস?'

'যুদ্ধ ঘনিয়ে আসছে,' সংক্ষেপে উত্তর দিলাম।

'ছোটবেলা থেকে কোনদিন শান্তির দেখা পাইনি আমি, মনে হচ্ছে পাবও না কোনদিন। একের পর এক সমস্যা এসে জুটছে আমার কপালে। একটা বিদ্রোহ দমন করতে না করতেই অ্যান্টনির সমন এসে হাজির হলো। যুদ্ধবিদ্যায় এই লোকটার পারদর্শিতা সত্যিই অসাধারণ। সেজন্যেই এত ঘাবড়ে গেছি আমি। যা-ই হোক, আসল কথা হচ্ছে, আমার কোষাগার এখন একেবারে খালি। যুদ্ধ বাধলে খুব বেশি হলে এক সপ্তাহ লড়তে পারব। তারপর আর খরচ চালাতে পারব না সৈন্যদের। ফলে কী হবে বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই।'

কিছু না বলে উপরে-নীচে মাথা নাড়লাম।

'তুমি উত্তরাধিকার সূত্রে অ্যাবাউদিস মন্দিরের পুরোহিত। পিরামিডের রহস্য অবশ্যই জানা আছে তোমার। অ্যান্টনির কবল থেকে মিশরকে বাঁচাতে হলে এখন পিরামিডের গুপ্তধন তুলে আনতে হবে আমাকে। অর্থ যোগাড়ের আর কোন উপায় নেই আমার।'

আমাকে মুক্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য পরিষ্কার হলো। কিছুক্ষণ ভেবে

বললাম, 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ, পিরামিডের রহস্য জানি আমি। লোকে বলে, কোন কোন পিরামিডের ভেতর লুকানো আছে প্রচুর সম্পদ। ধরো, আমরা তুলে আনলাম সেসব গুপ্তধন। কিন্তু সব অর্থ মিশরের উপকারের জন্যে খরচ করবে তুমি, সেটার নিশ্চয়তা কী? তোমাকে একটা কথা বলে রাখি–অভিশাপ আছে ওসব গুপ্তধনে। যারা পিরামিডের ভেতর ঢুকে ওই গুপ্তধন উদ্ধার করবে, কিন্তু মিশরের কাজে না লাগিয়ে নিজের জন্যে খরচ করবে, ভয়াবহ অভিশাপ নেমে আসবে ওদের ওপর।'

'আমি দেবতাদের নামে, মা আইসিসের নামে শপথ করে বলছি হারমাচিস, ওই গুপ্তধন উদ্ধার করা হলে পুরোটাই মিশরের জন্যে খরচ করব; একটা স্বর্ণমুদ্রাও নিজে নেব না। যদি নেই, তা হলে অভিশাপ নামবে আমার ওপর।'

'আর যদি দেখা যায় যে, গুপ্তধন উদ্ধার করে আনা হলো, কিন্তু যুদ্ধ বাধল না অথবা যুদ্ধ শেষ হবার পরও কিছু সম্পদ বাকি থেকে গেল, তা হলে কী করবে?'

'তা হলে যা বাকি থাকবে, সব মিশরের প্রজাদের জন্যে খরচ করব আমি। শুধু তাই নয়, আমি আরও শপথ করছি হারমাচিস, গুপ্তধন উদ্ধারের পর আমার দরবারে মন্ত্রণাসভার সব সদস্যের সামনে তোমাকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করব। তুমি হবে মিশরের ফারাও, আমি তোমার রাণী।'

ক্লিওপেট্রার প্রতিটা কথা বিশ্বাস করলাম। সে এতটা উদ্‌গ্রীব হয়ে কথাগুলো বলল যে, বিশ্বাস না করে পারলাম না। তা ছাড়া, ক্লিওপেট্রার দৃষ্টিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার একটা সুযোগ পেয়েছিলাম, সেটা নষ্ট করতে চাইনি।

'ঠিক আছে, ক্লিওপেট্রা,' রাজি হলাম ওর প্রস্তাবে, 'সাধ্যমতো তোমাকে সাহায্য করব আমি,' এরপর ক্লিওপেট্রাকে পিরামিডের রহস্য সম্পর্কে অনেক কিছু বললাম। মনোযোগ দিয়ে শুনল সে। আমার কথা শেষ হলে জানতে চাইল, 'আমরা কবে গুপ্তধন উদ্ধার করতে যাব? কাজটা যত তাড়াতাড়ি করা যায়, ততই ভাল। কারণ শুধু ডেলিয়াসকে

পাঠিয়ে বসে নেই অ্যান্টনি, খবর পেয়েছি, শক্তি সঞ্চয় করতে আরম্ভ করেছে সে।'

'তোমার কোন অসুবিধা না থাকলে চলো আজ রাতেই রওনা হই।'

রাজি হলো ক্লিওপেট্রা। তৎক্ষণাৎ ওর লোকজনকে ডেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিল। ওর জন্য সবকিছুর ব্যবস্থা করতে আরম্ভ করল কর্মচারীরা।

সেরাতেই চাঁদ ওঠার কিছু পরে, খুব গোপনে একটা বড় নৌকা প্রস্তুত করা হলো আমাদের জন্য। ক্লিওপেট্রাকে নিয়ে আমি চড়ে বসলাম সেটাতে।

ওর পরনে তীর্থযাত্রীদের মতো পোশাক। পুরোহিতদের অনুকরণে পোশাকের উপর একটা লম্বা আলখেল্লা পরেছি আমি। সাধারণ বণিকের বেশে দশজন সশস্ত্র আর খুব বিশ্বস্ত সৈনিক আছে আমাদের সঙ্গে। দেখলে যে কেউ ভাববে, হোরেমখু-এর মন্দিরে যাচ্ছি আমরা। কারণ ওটাই আলেকযান্দ্রিয়ার সবচেয়ে কাছের তীর্থস্থান।

অনুকূল বাতাস দেখে পাল তুলে দিল মাঝিরা। তরতর করে এগিয়ে চলল নৌকা। মধ্যরাতের দিকে পৌঁছালাম সাইস নামের একটা শহরে। থামতে বলল ক্লিওপেট্রা। ভোর হওয়া পর্যন্ত সেখানেই বিশ্রাম নিলাম আমরা। আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রওয়ানা হলাম আবার। সারাদিন একটানা বৈঠা বাইল মাঝিরা। সূর্য ডোবার তিন ঘণ্টা পর ব্যবিলনের দুর্গের আলো দেখতে পেলাম। লোকের দৃষ্টি এড়ানোর জন্য নলখাগড়ায় ভরা একটা জায়গায় নৌকা ভিড়াতে বললাম আমি।

নামলাম তীরে। ক্লিওপেট্রা, আমি আর মাত্র একজন রক্ষী পায়ে হেঁটে রওয়ানা হলাম পিরামিডগুলোর উদ্দেশে। বাকিরা রয়ে গেল নৌকাতেই। কিছুদূর হাঁটার পর হাজির হলাম একটা গ্রামে। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল ক্লিওপেট্রার, তাই ওই গ্রাম থেকে একটা গাধা আর একটা কম্বল যোগাড় করলাম। গাধার পিঠে প্রথমে কম্বল বিছিয়ে তার উপর দু'ভাঁজ করে রাখলাম আমার আলখেল্লাটা। মোটামুটি আরামদায়ক হওয়ার পর ক্লিওপেট্রা চড়ে বসল জন্তুটার উপর।

একহাতে লাগাম আর আরেকহাতে প্রায় আমার সমান লম্বা একটা মোটা লাঠি নিয়ে সবার আগে চললাম আমি। মাঝখানে গাধার পিঠে ক্লিওপেট্রা আর একেবারে পিছনে রক্ষীটা। তাড়াহুড়ো করলাম না, এগিয়ে চললাম ধীরেসুস্থে। একঘণ্টার কিছু পরে পিরামিডের চূড়াগুলো নজরে পড়ল। চাঁদের আলোতে চকচক করছে চূড়াগুলো। চারদিকে কবরের নীরবতা।

সমতল ভূমি শেষ হয়ে এল একসময়, পথ হলো বন্ধুর। চারদিকে তার উপর ছোট-বড় পাথর থাকায় পথ চলতে খুব কষ্ট হলো। অখণ্ড নীরবতায় আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে মানসিকভাবে ভেঙে পড়লাম আমি। গুপ্তধন উদ্ধার করার উৎসাহটা নিভে গেল হঠাৎ করেই। বার বার মনে হলো কে যেন আসছে আমাদের পিছন পিছন। ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকালাম একটু পর পর, কল্পিত অনুসরণকারীকে দেখতে না পেয়ে ভয়টা উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। দুয়েকবার কথা বলার চেষ্টা করল ক্লিওপেট্রা, আগ্রহ দেখালাম না আমি। সাড়া না পাওয়ায় একেবারে চুপ করে গেল সে-ও।

বহু পুরনো অনেকগুলো কবরকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চললাম আমরা। একটু পর পরই ঢুকে পড়ছি পিরামিডের ছায়ায়। অজানা আশঙ্কায় গা শিউরে উঠছে। হাজার বছরের পুরনো পাথরের সমাধিস্তম্ভগুলোকে চাঁদের আলোতে একেবারে জীবন্ত বলে মনে হচ্ছে আমার। মনে হচ্ছে, ভিতর থেকে হয় হাত তুলবে কেউ বা উঠে আসবে অথবা হয়তো ডাক দেবে নাম ধরে। অনেক দূরে ঝড় তুলেছে মরুভূমির বাতাস, চারদিক একেবারে নীরব থাকায় শোঁ শোঁ আওয়াজটা শুনতে পাচ্ছি স্পষ্ট। ছুটে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে অ্যালাব্যাস্টার হলে। আমি ভীতু নই, কিন্তু কেন এত ভয় পেলাম, জানি না।

পথ চলা থামালাম না। রাত অনেকখানি বাকি থাকতেই হাজির হলাম পিরামিড অফ হার-এর সামনে। পূর্ণিমায় চকচক করছে পিরামিডটা। নিজে থামলাম, গাধাটাকে দাঁড় করালাম, তারপর কোলাব্যাঙের মতো আওয়াজ করে বললাম, 'এসে গেছি, ক্লিওপেট্রা।'

'এসে গেছি?' ক্লিওপেট্রার স্বরে অবিশ্বাস।

'হ্যাঁ। নেমে পড়ো।'

নামল সে। রক্ষীকে গাধার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে আমরা দু'জন এগিয়ে চললাম সামনে। পিরামিডের উত্তর দিকে পৌঁছানোর পর থামলাম। দেয়ালের একেবারে মাঝখানে ফারাও মেনকাউ রা-এর নাম লেখা। সেটা দেখালাম ক্লিওপেট্রাকে। বললাম, 'তুমি ভেতরে ঢুকতে রাজি আছ, ক্লিওপেট্রা?'

'আমি ভেতরে গেলে কোন পাপ হবে না?'

'না। তোমার উদ্দেশ্য মহৎ। তোমাকে ভেতরে নিয়ে যাওয়ার পূর্ণ অধিকার আছে আমার। তুমি ভেতরে যাবে মিশরের বর্তমান শাসক হিসেবে, আর আমি পিরামিডের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে। এর আগে তিনজন সাধু ঢুকেছিল ভেতরে–মিশরের প্রয়োজনে নয়, নিজেদের কৌতূহল মেটাতে। গুপ্তধন উদ্ধার করতে পারেনি ওরা। আর ফেরার সময় নীল নদে ডুবে মরেছে তিনজনই।'

কথাটা শুনে একবার কেঁপে উঠল ক্লিওপেট্রা। কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল একমনে। তারপর মাথা নেড়ে সব ভাবনা দূর করে দিয়ে বলল, 'চলো, দেরি না করে ভেতরে ঢুকে পড়ি।'

অনেক কষ্ট করে খুললাম পিরামিডের বহু পুরনো, মরচে ধরা দরজাটা। চাঁদের আলোতে দেখলাম, অনেকগুলো সিঁড়ি নেমে গেছে নীচে। সঙ্গে আনা মশাল জ্বাললাম। তারপর ক্লিওপেট্রার হাত ধরে ঢুকে পড়লাম ভিতরে।

জানতাম, একটা গোপন চিহ্ন অনুসরণ করে পিরামিডটার আরও ভিতরে ঢোকা যায়। খুঁজতে আরম্ভ করলাম চিহ্নটা। পাওয়ার পর বিশেষ কায়দায় চাপ দিলাম সেটার উপর। প্রথমে কোন কাজ হলো না। সর্বশক্তিতে চাপ দিলাম আবার। মৃদু একটা ঘড়ঘড় আওয়াজ ভেসে এল কানে, দূরে একটা ভারী পাথর সরে গেল। একজন পূর্ণবয়স্ক লোক হামাগুড়ি দিয়ে চলতে পারবে, এরকম একটা প্যাসেজ দেখতে পেলাম মশালের আলোতে।

এগিয়ে গিয়ে উঁকি দিলাম ভিতরে। ঠিক তখনই শুনতে পেলাম ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ। আমি সরে যাওয়ার আগেই ভিতর থেকে

একটা বাদুড় উড়ে এল, মশালের আলো সহ্য করতে না পেরে দিক পাল্টাতে গিয়ে ধাক্কা খেল আমার মুখে। চমকে উঠে হাতের এক থাবায় সরিয়ে দিলাম সেটাকে। আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল ক্লিওপেট্রা, ফ্যাকাসে চামড়ার প্রাণীটা আমার থাবা খেয়ে গিয়ে পড়ল সোজা ওর উপর। আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে চিৎকার করে উঠল সে।

বাদুড়টা আকৃতিতে বিরাট–প্রায় চিলের সমান। বন্ধ পিরামিডের ভিতরে সেটা ঢুকল কীভাবে, আর এতদিন বেঁচে ছিল কী করে, জানি না আমি। আগেও ভেবেছিলাম, আজও বিশ্বাস করি, বাদুড়টা মেনকাউ রা-এর আত্মা। ক্লিওপেট্রার গায়ে ধাক্কা খাওয়ার পর সেটা উড়াল দিল খোলা দরজার দিকে, বের হয়ে গেল বাইরে। তারপর রাতের আকাশে মিলিয়ে গেল একসময়। আর দেখতে পেলাম না ওটাকে।

অনেকদিনের গুপ্তপথ খোলা হলে ভিতরে খারাপ বাতাস পাওয়া যায়, দম নেওয়ার সময় ওই বাতাস শরীরে ঢুকলে অসুস্থ হয়ে পড়ে লোকে। কথাটা জানা থাকায় অপেক্ষা করলাম বেশ কিছুক্ষণ। তারপর দেহটাকে মুচড়ে, বাঁকা করে ঢুকে গেলাম গ্রানিটের স্ল্যাব দিয়ে তৈরি প্যাসেজটাতে। আমাকে অনুসরণ করল ক্লিওপেট্রা। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চললাম দু'জন।

প্যাসেজটা অনেকদিকে ভাগ হয়ে গেছে। অনুপ্রবেশকারীদের বিভ্রান্ত করে দেওয়ার জন্য করা হয়েছে কাজটা। সঠিক পথটার মুখে খুব হালকা করে আঁকা গোপন চিহ্নটা খুঁজে পেয়ে ক্লিওপেট্রাকে নিয়ে ঠিকমতোই এগিয়ে চললাম আমি।

অল্প কিছুক্ষণ পর প্যাসেজটা শেষ হলো সাদা রঙ করা একটা প্রকোষ্ঠে। ছাদ আরও নিচু হয়ে গেল সেখানে, তাই ঘাড় একেবারে নুইয়ে ফেলতে হলো আমাকে। ভ্যাপসা গরম আর বাজে গন্ধ সহ্য করতে না পেরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল ক্লিওপেট্রা। ওকে টেনে তুললাম আমি।

'ওঠো, তাড়াতাড়ি ওঠো। এখানে বেশিক্ষণ থাকলে মরব আমরা। যত কষ্টই হোক, তাড়াতাড়ি চলো।'

কোনরকমে উঠে দাঁড়াল ক্লিওপেট্রা। ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে

চললাম। কিছুক্ষণ পর ছাদ উঁচু হওয়ায় সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারলাম। গরমও কমে গেল বেশ কিছুটা, বাতাসে বাজে গন্ধও রইল না আর। সামনে গ্রানিটের বিরাট একটা দরজা দেখতে পেলাম। দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ। লিভারের সাহায্যে খোলে ওসব দরজা, তাই গোপন পাথরের খোঁজ করতে লাগলাম। চিহ্ন দেওয়া পাথরটা খুঁজে পেলাম একটু পরেই। হাত দিয়ে বিশেষ কায়দায় চাপ দিলাম আগের মতো। ভারী আওয়াজ তুলে খুলে গেল দরজাটা।

ভিতরে ঢুকে কিছুদূর এগুতেই আবার একটা গ্রানিটের বন্ধ দরজা পড়ল সামনে। আগের মতোই বিশেষ একটা পাথর খুঁজে নিয়ে চাপ দিয়ে খুললাম সেটাও। আরেকটা প্যাসেজ দেখতে পেলাম। দেরি না করে ক্লিওপেট্রাকে নিয়ে ঢুকে পড়লাম ভিতরে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হলো, প্যাসেজটা ত্রিশ কিউবিট লম্বা, নয় কিউবিট চওড়া আর নয় কিউবিট উঁচু। সোজা হয়ে দাঁড়াতে কোন অসুবিধা হলো না আমার। কালো মার্বেল পাথরে তৈরি মেঝেতে আর কোন গোপন চিহ্ন পাওয়া যায় কি না দেখলাম আমি।

আমাকে এদিক-ওদিক তাকাতে দেখে জিজ্ঞেস করল ক্লিওপেট্রা, 'গুপ্তধন কি এখানেই আছে?'

'না। সামনে চলো।'

কিছুদূর এগুনোর পর একটা ট্র্যাপডোর পাওয়া গেল। গোপন দরজাটার একেবারে কাছে, মাটিতে বসানো আছে একটা লোহার আংটা। কাঁধে ঝোলানো দড়ির বান্ডিল খুলে নিলাম, একপ্রান্ত শক্ত করে পেঁচিয়ে বাঁধলাম সেই আংটায়। তারপর দরজাটা খুলে দড়ি বেয়ে নেমে গেলাম নীচে। ক্লিওপেট্রার নামতে সময় লাগল প্রচুর।

এগারো

একটা ব্যাসাল্ট পাথরের শবাধার দেখতে পেলাম প্রকোষ্ঠটার একপাশে। সেটার উপরে বসানো আছে সম্পূর্ণ সোনা দিয়ে তৈরি একটা স্ফিংক্স*। ধুলোর পুরু আবরণে ঢাকা পড়া শবাধারটা স্বর্গীয় মেনকাউ রা-এর।

শবাধারটার পাশের পাথরের দেয়ালে সংকেত-লিপির সাহায্যে রামাসেস মাই-আমেন-এর বাণী লেখা আছে। সেদিকে ইঙ্গিত করে গলার স্বর যথাসম্ভব খাদে নামিয়ে ক্লিওপেট্রাকে বললাম, 'পড়ো।'

'আমি সংকেত-লিপি পড়তে পারি না। তুমিই পড়ো।'

পড়তে আরম্ভ করলাম: ' "আমি, রামাসেস মাই-আমেন, আমার প্রয়োজনের সময় এই সমাধি থেকে মেনকাউ রা-এর গুপ্তধন উদ্ধার করতে এসেছিলাম। কিন্তু মেনকাউ রা-এর অভিশাপের কথাটা মনে পড়ে যাওয়ায় সাহস হারিয়ে ফেললাম, কাজটা আর করতে পারলাম না। আমার পরে যারা এখানে আসবে, তাদেরকে বলছি–নিজের প্রয়োজনে নয়, শুধুমাত্র মিশরের প্রয়োজনে তারা যেন এই গুপ্তধনে হাত দেয়। নইলে মেনকাউ রা-এর মতো আমার অভিশাপও তাদের উপর নেমে আসবে।" '

শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল ক্লিওপেট্রা। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তা হলে গুপ্তধন কোথায়? ওই সোনার স্ফিংক্সের ভেতর?'

'শবাধারটার কাছে যাও। দেখো ভেতরে কী আছে।'

আমার হাত ধরে কাছে এগিয়ে গেল ক্লিওপেট্রা।

শবাধারটার পাথরের ঢাকনা সরিয়ে ফেলা হয়েছে অনেক আগেই।

বাইরে থেকে রঙ করা কফিনটা দেখা যাচ্ছে খুব সহজেই। ফুঁ দিয়ে ঢাকনার উপর জমে থাকা ধুলো যতদূর সম্ভব পরিষ্কার করার চেষ্টা করলাম আমি। ঢাকনার উপরে খোদাই করা একটা সংকেত-লিপি চোখে পড়ল আমার। তাকালাম একবার ক্লিওপেট্রার দিকে। ভয়ে ওর মুখ সাদা হয়ে গেছে।

সংকেত-লিপিটা পড়লাম জোরে জোরে: ' "ফারাও মেনকাউ রা, স্বর্গের সন্তান, সূর্যকন্যা।" '

'কিন্তু,' অস্থিরতা প্রকাশ পেল ক্লিওপেট্রার কণ্ঠে, 'গুপ্তধন কোথায়? ঢাকনা সরালে মেনকাউ রা-এর শুকনো দেহ পাব আমরা, সোনা-দানা নয়। আর স্ফিংক্সের মাথাটাই যদি গুপ্তধন হয়ে থাকে, তা হলে সেটা কীভাবে খুলে নিয়ে যাব?'

উত্তর না দিয়ে মেনকাউ রা-এর কফিনের ঢাকনা সরাতে আরম্ভ করলাম। একাই করলাম কাজটা, তাই সময় লাগল প্রচুর। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার কাজ দেখল ক্লিওপেট্রা। কোন কথা বলল না, আমাকে সাহায্যও করল না। খুব সাবধানে গ্রানিটের মেঝেতে নামিয়ে রাখলাম ঢাকনাটা, তারপর এগিয়ে গেলাম কফিনের কাছে। দূরে ছিল ক্লিওপেট্রা, আমাকে এগুতে দেখে কাছে এল। ভিতরে উঁকি দিলাম দু'জন।

তিন হাজার বছরের পুরনো একটা মমি। আকৃতিতে বিশাল কিন্তু বেঢপ। মুখে মুখোশের বদলে কাপড় পেঁচানো। সময়ের ছোবলে হলুদ হয়ে গেছে কাপড়টা। বুকে একটা সোনার বড় প্লেট, সেটাতে খোদাই করা সংকেত-লিপি পড়লাম শব্দ করে:

"আমি, মেনকাউ রা, মিশরের ফারাও, যারা আমার পরে মিশরের সিংহাসনে বসবে, তাদের উদ্দেশে বলছি। স্বপ্নে দেখেছি আমি–এমন একটা সময় আসবে, যখন মিশর বিদেশীদের হস্তগত হবে। এবং তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য প্রকৃত দেশপ্রেমিকদের অর্থ-সম্পদের প্রয়োজন পড়বে। দেবতারা আমাকে ঐশ্বর্য দিয়েছিলেন, তার সামান্য পরিমাণ সঙ্গে নিয়ে ঘুমালাম আমি। আমার সম্পদ মিশরের দুর্যোগের সময় কাজে লাগানোর জন্য রেখে গেলাম। কিন্তু

যারা আমার শান্তি নষ্ট করে আমার বুক থেকে মিশরের সম্পদ কেড়ে নেবে এবং সেটা নিজেদের ভোগ-বিলাসের কাজে লাগাবে, তাদের উপর নেমে আসবে আমার অভিশাপ। যন্ত্রণাময় মৃত্যু বরণ করবে তারা। যারা এখনও মিশরের গর্ভে আছো, তারা শোনো–মিশর আক্রান্ত হলে ভয় কোরো না তোমরা, দেরিও কোরো না; ছিঁড়ে ফেলো আমাকে, তোমাদের যা দরকার, পাবে। কিন্তু অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কষ্ট দিয়ো না আমাকে, ফল শুভ হবে না। কুচক্রী আর বিশ্বাসঘাতকের দল, সাবধান! যত দিন বেঁচে থাকবে, শান্তি পাবে না। অন্যের রক্ত হবে তোমাদের পানীয়, হাড়-মাংস হবে খাদ্য। আর মরার পর দেবতারা প্রতিশোধ নেবেন। কোন মুক্তি নেই আমার অভিশাপ থেকে, কোন উপায় নেই বাঁচার।" '

মমিটার মতোই নিশ্চল, নিশ্চুপ হয়ে গেলাম আমরা। দীর্ঘসময় পর মুখ খুললাম আমি, 'সবই তো শুনলে, ক্লিওপেট্রা। এখন ভেবে দেখো আরেকবার। তোমার বিচার-বিবেচনাকে কাজে লাগাও। আমরা যা উদ্ধার করতে যাচ্ছি, তার সামান্য পরিমাণও যদি মিশরের কাজে না লাগে, তা হলে ধ্বংস হয়ে যেতে হবে আমাদের দু'জনকেই।'

'আমি...আমি চেষ্টার কোন ত্রুটি করব না, হারমাচিস। কথা দিলাম তোমাকে। স্বর্গীয় মেনকাউ রা-এর নামে প্রতিজ্ঞা করলাম।'

'আরেকবার ভাবো। চেষ্টার ত্রুটি হলে কিন্তু মুক্তি নেই মেনকাউ রা-এর অভিশাপ থেকে।'

'তা হলে...' কথাটা শেষ না করে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল ক্লিওপেট্রা, 'হারমাচিস, হারমাচিস...' বলতে বলতে একলাফে আমার গায়ের উপর এসে পড়ল। 'একটা ছায়া দেখেছি আমি! মমিটার ভেতর থেকে একটা ছায়াকে বের হতে দেখেছি! তুমি দেখোনি?'

আমিও দেখেছি, কিন্তু ক্লিওপেট্রাকে অভয় দেওয়ার জন্য যেন কিছুই দেখিনি, এমন ভান করে জিজ্ঞেস করলাম, 'কীসের ছায়া?'

'জানি না। ছায়াটা আমাদের...আমার দিকে এগিয়ে এল, তারপর হঠাৎ করেই উধাও হয়ে গেল।'

'হতে পারে,' একটা ঢোক গিললাম।

কিছুক্ষণ হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকল ক্লিওপেট্রা। তারপর হাত দিল মেনকাউ রা-এর কফিনের ভেতর। সিল করা চারটা অ্যালাব্যাস্টারের জার রাখা ছিল সেখানে, একটা একটা করে সবগুলো বের করল বাইরে। সিল ভেঙে ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখল। কিন্তু মেনকাউ রা-এর হৃৎপিণ্ড, কলিজা—এসব ছাড়া পেল না কিছুই। জারগুলো আবার জায়গামতো রেখে দিল সে।

এরপর দু'জনে মিলে ধরাধরি করে বাইরে বের করে আনলাম মমিটাকে। আমার কাছ থেকে খঞ্জরটা নিয়ে ব্যান্ডেজ কাটতে আরম্ভ করল ক্লিওপেট্রা। পেট পর্যন্ত ব্যান্ডেজ কাটার পর মমিটাকে একদিকে কাত করলাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে মেনকাউ রা-এর বুকের ভিতর থেকে মাটিতে পড়ল কিছু একটা। জিনিসটা দেখার জন্য ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম আমরা দু'জনই।

মেনকাউ রা-এর রাজদণ্ড। খাঁটি সোনায় তৈরি জিনিসটা মশালের আলোতে একেবারে নতুনের মতো চকচক করছে। বড় আকৃতির একটা পান্না খুব কায়দা করে আটকানো আছে দণ্ডটার মাথায়।

হাত বাড়িয়ে রাজদণ্ডটা তুলে নিল ক্লিওপেট্রা। কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সেটার দিকে। তারপর রেখে দিল মেঝেতে। গুপ্তধন উদ্ধারের কাজে আবার লেগে পড়লাম আমরা। কেটে-ছিঁড়ে একাকার করতে লাগলাম মেনকাউ রা-কে। পেলাম মহামূল্যবান সব অলঙ্কার—সোনার কলার আর ব্রেসলেট, নকশা করা সোনার একটা কুঠার, দেবী ওসিরিস আর দেবতা খেমের মুখ খোদাই করা সোনার পাত।

ব্যান্ডেজ পুরোপুরি খুলে ফেললাম আমরা। লিনেনের একটা পাতলা আবরণ দেখতে পেলাম মেনকাউ রা-এর সারা দেহে। তারমানে, ওই আবরণটার বাইরে সমস্ত অলঙ্কার রাখা ছিল। আবরণটা তোলার অনেক চেষ্টা করলাম, পারলাম না। মমি করার ওষুধের প্রভাবে একেবারে মাংসের সঙ্গে লেগে গেছে লিনেন। কোন উপায় দেখতে না পেয়ে খঞ্জরটা ব্যবহার করলাম আবার। জবাই করে ফেললাম মেনকাউ রাকে। চোখের বদলে মুণ্ডুর একজোড়া কালো গর্ত তাকিয়ে রইল আমাদের দিকে। একবার দেখেই মুখ ঘুরিয়ে নিল ক্লিওপেট্রা। আমারও

খুব অস্বস্তি লাগছিল বলে উল্টো করে দিলাম মুণ্ডুটাকে।

কাটা ধড় দিয়ে হাত ঢুকালাম আমি। পাঁজরের হাড় ছাড়া কিছুই ঠেকল না হাতে। ওভাবে হবে না বুঝে লিনেনের আবরণটাকে সময় নিয়ে দেখতে লাগলাম। মেনকাউ রা-এর বাম রানের কিছুটা উপরে, বামদিকের পাঁজরের নীচে একটা সেলাই খুঁজে পেলাম।

'নাও,' খঞ্জরটা তুলে দিলাম ক্লিওপেট্রার হাতে। সেলাইটার উপর ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম, 'বাকি কাজ তুমি করো।'

খঞ্জরটা হাতে নিল ক্লিওপেট্রা। সেলাই কাটতে উদ্যত হলো। আর ঠিক তখনই ঘটল অদ্ভুত এক ঘটনা। অনেক, অনেক দূর থেকে একটা আর্তনাদের আওয়াজ ভেসে এল। শুধু তাই নয়, ফিসফিস করে কারা যেন কথা বলতে আরম্ভ করল প্রকোষ্ঠের ভিতরে। বাতাস ছিল না একটুও, কিন্তু কেঁপে উঠল মশালের আগুন। একসঙ্গে অনেকগুলো ছায়ামূর্তি দেখতে পেলাম আমি।

খঞ্জরটা হাত থেকে ফেলে দিয়ে উড়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল ক্লিওপেট্রা।

'কী হলো?' থরথর করে কাঁপছে সে।

'বাতাস,' মনগড়া ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। 'পিরামিডের গুপ্তপথের মধ্য দিয়ে বাতাস প্রবাহিত হলে ওরকম আওয়াজ পাওয়া যায়।'

আসল ঘটনা আমার ভুল ব্যাখ্যা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেটা বুঝতে আমার তখন কোন অসুবিধাই হয়নি। কিন্তু তখন আমি ক্লিওপেট্রার প্রেমে এতই উন্মত্ত যে, মিথ্যা বলতেও দ্বিধা করিনি।

আমাকে ছেড়ে কাঁপতে কাঁপতে সোজা হয়ে দাঁড়াল ক্লিওপেট্রা। জানতে চাইল, 'এখন কী করব?'

'কাজ শেষ করবে,' তাগাদা দিলাম আমি।

শুনে সাহস পেল ক্লিওপেট্রা। সেলাই কাটতে আরম্ভ করল আবার। কিছুক্ষণ পর রত্নপাথরের সঙ্গে খঞ্জর ঘষা খাওয়ার অদ্ভুত এক আওয়াজ শুনে আমার সারা শরীর শিরশিরিয়ে উঠল। কিন্তু উৎসাহিত হয়ে উঠল ক্লিওপেট্রা, আরও জোরে চালাতে আরম্ভ করল খঞ্জরটা। দু'ফাঁক হয়ে

গেল মেনকাউ রা-এর পেট। চামড়া আর লিনেন টেনে ধরে রাখলাম আমি, আর ভিতরে হাত ঢুকাল ক্লিওপেট্রা।

কিছুক্ষণ পরই খুব বড় একটা পান্না বের করে আনল সে। রত্নটা দেখে হাঁ হয়ে গেলাম আমি। পাথরটার রঙ একেবারে নিখুঁত, সেটার এক দিকে খুব সূক্ষ্ম নকশা করা। তাকালাম ক্লিওপেট্রার দিকে। খুশিতে চকচক করছে ওর দু'চোখ, ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই চেহারায়। বার বার মেনকাউ রা-এর পেটের ভিতর হাত ঢুকাল সে আর একেকবারে দুটো, পাঁচটা, দশটা করে পান্না বের করে আনতে লাগল। গণনা করতে আরম্ভ করলাম আমি। মোট একশো আটচল্লিশটা পান্না পাওয়ার পর খালি হয়ে গেল মেনকাউ রা-এর পেট, আর কিছু পেল না ক্লিওপেট্রা।

গুপ্তধন উদ্ধারের নেশা চেপে বসল আমার মাথাতেও। ক্লিওপেট্রাকে সরিয়ে দিয়ে মমির ভিতরে হাত ঢুকালাম আমি। লিনেনে প্যাঁচানো দুটো বৃহদাকৃতির পাথরখণ্ড ঠেকল হাতে। বাইরে বের করে আনলাম ওগুলোকে। লিনেনের আবরণ সরালাম। অপূর্ব সুন্দর দুটো মুক্তো দেখতে পেয়ে আনন্দে চিৎকার করে উঠল ক্লিওপেট্রা।

ব্যান্ডেজগুলোকে মেনকাউ রা-এর দেহে ভালোমতো প্যাঁচালাম আবার, তারপর মমিটাকে কফিনের ভিতর রেখে ঢাকনা লাগিয়ে দিলাম। সঙ্গে নিয়ে আসা থলেতে ভরলাম সবগুলো পান্না, সোনার অলঙ্কারাদি আর মুক্তো দুটো। শবাধারটার দিকে শেষবারের মতো তাকিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলাম ঝুলন্ত দড়িটার উদ্দেশে। প্রথমে আমি উপরে উঠলাম, তারপর গুপ্তধনের থলেটাকে দড়িতে বেঁধে তুলে নিলাম। এরপর বহুকষ্ট করে উঠে এল ক্লিওপেট্রা। একমুহূর্তও দেরি না করে যতদ্রুত সম্ভব ছুটলাম আমরা।

ভূমিকম্প শুরু হলো হঠাৎ। ভয়ে পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল ক্লিওপেট্রা। উপর থেকে খসে পড়তে লাগল ছোট ছোট পাথরের টুকরা। মাথা বাঁচাতে ডান হাতটা রাখলাম চাঁদিতে, আর বাম হাতে শক্ত করে ধরলাম ক্লিওপেট্রার হাত। তারপর দৌড় দিলাম আবার। হেঁচকা টানে হুঁশ ফিরল রাণীর, হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়াতে লাগল আমার পিছু পিছু। গুপ্তধনের থলেটা রইল ওর হাতে।

পিরামিডের দরজা দিয়ে বের হয়ে লাফিয়ে নীচের বেলেমাটির উপর পড়লাম আমি। আমার দিকে গুপ্তধনের থলেটা ছুঁড়ে মারল ক্লিওপেট্রা। তারপর সে-ও লাফিয়ে পড়ল।

অল্প কিছুটা দূরেই একটা বড় পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকার কথা রক্ষীর। ওকে জায়গামতো দেখতে না পেয়ে নাম ধরে ডাকল ক্লিওপেট্রা। জবাব পেল না। স্বাভাবিকভাবেই প্রচণ্ড রেগে গেল সে। গালমন্দ করতে লাগল রক্ষীটাকে।

'আমাদের ফিরতে দেরি দেখে হয়তো পাথরের আড়ালে ঘুমিয়ে পড়েছে,' বলে ক্লিওপেট্রাকে নিয়ে ধীর পায়ে বড় পাথরটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। কিন্তু অভাবনীয় এক দৃশ্য দেখে ভয়ানক চমকে উঠলাম দু'জনই।

রক্ষীটা শুয়ে আছে ঠিকই, কিন্তু শোওয়ার ভঙ্গি দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, প্রাণ নেই ওর দেহে। দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে বালির উপর পড়ে আছে সে। নিষ্প্রাণ, খোলা চোখ দুটো আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখছে না কিছুই। চোয়াল ঝুলে পড়েছে নীচে, পুরোপুরি হাঁ হয়ে আছে মুখটা। শিরস্ত্রাণ নেই মাথায়, পাতলা চুলগুলো ভয়ে খাড়া হয়ে গেছে। লোকটার কাঁধের উপর চোখ পড়ামাত্রই একটা চিৎকার করে জ্ঞান হারাল ক্লিওপেট্রা, লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। ভয়ে পাথর হয়ে যাওয়ায় ওকে ধরতে পারলাম না আমি।

রক্ষীটার বাম কাঁধের উপর বসে আছে সেই ফ্যাকাসে বাদুড়টা। চাঁদের আলোয় মেনকাউ রা-এর পান্নার মতোই জ্বলজ্বল করছে ওটার দু'চোখ।

অজ্ঞান ক্লিওপেট্রা আর গুপ্তধনের থলেটাকে গাধার উপর চড়িয়ে যত দ্রুত সম্ভব পালালাম।

বারো

চারদিন পর আলেকযান্দ্রিয়ায় ফিরে এলাম আমরা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্লিওপেট্রার মন থেকে গুপ্তধন উদ্ধারের বিভীষিকাময় ঘটনাটাও হালকা হতে লাগল। নিজের প্রাসাদে পা দেওয়ার পর আবার আগের ক্লিওপেট্রা হয়ে গেল সে–একবার হাসে, একবার জ্ঞানের কথা বলে আবার কখনও উদাস হয়ে যায়। কখনও প্রচণ্ড দাপট দেখায় আবার কখনও অন্যের দুঃখে ভেঙে যায় ওর মন।

আর ওই ক্লিওপেট্রাকে নিয়েই কেটে গেল আমার জীবনের সুখের শেষ দিনগুলো। রাতের পর রাত হাত ধরাধরি করে প্রাসাদের বাগানে আর নইলে কোন খোলা চত্বরে বসে থাকতাম আমরা। রাতের নৈঃশব্দ্য ভেঙে আমাদের কানে ভেসে আসত দূর সমুদ্রের গর্জন। নীল নদের উপর দিয়ে বয়ে আসত সুশীতল বাতাস, ক্লিওপেট্রা পাশে থাকায় সেই বাতাসকে মনে হতো স্বর্গের সুবাতাস। মেঘহীন আকাশের চাঁদ অবিরাম আলো দিত আমাদের, অগণিত তারা কথা বলার খোরাক যোগাত। আমরা প্রেমের কথা বলতাম, আমাদের বিয়ের ব্যাপারে পরিকল্পনা করতাম, অনাগত ভবিষ্যৎ নিয়ে কল্পনার জাল বুনতাম। যুদ্ধ কীভাবে করবে, সেটাও মাঝেমধ্যে আমাকে খুলে বলত ক্লিওপেট্রা, মনোযোগ দিয়ে শুনতাম ওর কথা।

পিরামিড অফ হার থেকে ফেরার পর একদিন দেখা হলো চারমিওনের সঙ্গে। আমাকে দেখে কাছে এগিয়ে এল মেয়েটা। জিজ্ঞেস করল, 'মহান হারমাচিস, রাণীকে সঙ্গে নিয়ে কোথায় গিয়েছিলেন? বিশ্বাসঘাতকতার নতুন কোন অভিযানে? নাকি ভালোবাসার দেশে?

যেখানে আপনি আর রাণী ছাড়া আর কেউ ছিল না?'

'দেশের কাজে,' ওর প্রশ্ন শুনে প্রচণ্ড বিরক্ত হলাম আমি। 'ব্যাপারটা খুবই গোপন, তোমাকে বলা যাবে না।'

'আমাকে বলা যাবে না কেন? দেশের গোপন কাজ মানে প্রেম করা, সেজন্যে?'

দাঁতে দাঁত পিষলাম। 'হুল ফোটানো কথা ছাড়া আর কিছু বলতে পারো না তুমি, চারমিওন? ভদ্রতাজ্ঞান কবে হবে তোমার?' ছোট করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাগটা দমন করার চেষ্টা করলাম। 'মিশরকে অ্যান্টনির কবল থেকে উদ্ধার করার একটা উপায় খুঁজতে গিয়েছিলাম আমরা।'

তিক্ত হাসল চারমিওন। 'আপনি রাজনীতির কিছুই বোঝেন না এখনও। বুঝলে হয়তো আজ জীবিত থাকত না রাণী ক্লিওপেট্রা।'

'মুখ সামলে কথা বলো, চারমিওন। নইলে তোমাকেই খুন করব আমি।'

ভয় পেল না মেয়েটা। করুণ হাসিটা ঠোঁটের কোণায় ধরে রেখে বলল, 'তিন দিনের ভেতরেই আপনি জানতে পারবেন চারমিওন কেন হুল না ফুটিয়ে কথা বলতে পারে না প্রেমান্ধ যুবকদের সঙ্গে। তবে হ্যাঁ, একটা কথা সত্য–যতদিন আঘাত না আসে, ততদিন প্রেম খুবই মধুর। বিদায়, মহান হারমাচিস।'

পিছু ডেকে থামালাম ওকে। জিজ্ঞেস করলাম, 'আঘাত মানে?'

'হয়তো, ডেলিয়াসকে শান্তির প্রস্তাব দিতে পারে রাণী। হয়তো সিলিসিয়াতেও যেতে পারে,' আর কিছু না বলে চলে গেল সে।

হেঁয়ালি মনে হলো চারমিওনের কথাগুলোকে। খুব একটা পাত্তা দিলাম না। চলে গেলাম নিজের কাজে।

সেদিন এমনকী ক্লিওপেট্রার সঙ্গেও আর দেখা হলো না আমার। সারাদিন নিজের মন্ত্রণাসভার সদস্যদের নিয়ে বৈঠক করল সে। ব্যস্ত আছে বুঝতে পেরে ওকে বিরক্ত করলাম না। পরদিন ওর সঙ্গে দেখা হওয়ামাত্রই যুদ্ধের প্রসঙ্গ তুললাম।

'হারমাচিস!' প্রায় ধমকে উঠল সে, 'এখন বিরক্ত কোরো না

আমাকে। এসব কথা শুনতে শুনতে কান দুটো পচে গেল। আগামীকাল ডেলিয়াসকে অ্যান্টনির বার্তার জবাব দিতে হবে। তারপর এ প্রসঙ্গে কথা বলব আমরা।'

'শুনলাম, তুমি নাকি সন্ধির প্রস্তাব দেবে অ্যান্টনিকে? এমনকী তুমি নাকি সিলিসিয়ায় যাওয়ার জন্যেও প্রস্তুত?'

'কে বলেছে তোমাকে?'

'তোমার সহচরী চারমিওন।'

'কে কী বলল, সেসব কথায় কান দিয়ো না। এখন যাও। আমি খুব ক্লান্ত, বিশ্রাম নেব।'

চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। 'আরেকটা কথা, ক্লিওপেট্রা। আমাদের বিয়ে...'

'বিয়ে!' চেঁচিয়ে উঠল রাণী। 'বিয়ে বিয়ে করে এত পাগল হয়েছ কেন তুমি? বিয়ে না করে কি খুব অসুবিধায় আছি আমরা?'

থতমত খেয়ে গেলাম। কখনও কল্পনাই করিনি ক্লিওপেট্রা ওধরনের আচরণ করতে পারে আমার সঙ্গে। থমথমে গলায় বললাম, 'সবাইকে জানিয়ে আমাকে বিয়ে করার প্রতিজ্ঞা করেছিলে তুমি।'

'সেই প্রতিজ্ঞাটা কি ভঙ্গ করেছি আমি? ঠিক আছে, আগামীকাল ডেলিয়াস বিদায় নেবার পর দরবারে সবার সামনে তোমাকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করব। চলবে?'

আমার দিকে এতটা হাত বাড়িয়ে দিল ক্লিওপেট্রা, সেটাতে চুমু খেয়ে আর কিছু না বলে বিদায় নিলাম আমি।

সেরাতে আবার দেখা করতে গেলাম ওর সঙ্গে, কিন্তু রক্ষী আমাকে বলল, 'রাণীর সঙ্গে গোপন পরামর্শ করছেন ম্যাডাম চারমিওন। ভেতরে যাওয়া নিষেধ।'

পরদিন দুপুরে দুরুদুরু বুকে হাজির হলাম লোকে ঠাসা দরবার কক্ষে। পরামর্শদাতা, জমিদার, সেনাবাহিনীর পদস্থ কর্মকর্তা, শত শত রক্ষী–বলতে গেলে কেউই বাকি ছিল না। ক্লিওপেট্রার জন্য অপেক্ষা করছিলাম আমরা। কিন্তু প্রথমে একা ঢুকল চারমিওন। ক্লিওপেট্রার সিংহাসনের পাশে ওর জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা আসনে বসে পড়ল।

গর্বিত ভঙ্গিতে তাকাল এদিক-ওদিক। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হলো একবার। তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে আমাকে দেখেই দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল সে।

বাজনা বেজে উঠল একটু পর। রাজকীয় পোশাক পরে দরবারে ঢুকল ক্লিওপেট্রা। মেনকাউ রা-এর সমাধি থেকে পাওয়া সবচেয়ে বড় পান্নাটা ওর মুকুটে শোভা পেতে দেখে যার পর নাই অবাক হলাম আমি। ওর অপূর্ব সুন্দর মুখটা থমথম করছিল। ধীরে ধীরে সিংহাসনে বসে পড়ল সে। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নকিবদের সর্দারকে জিজ্ঞেস করল, 'অ্যান্টনির দূত কি এখনও অপেক্ষা করছেন?'

'জ্বি, মহামান্যা।'

'ওকে ভেতরে আসতে দাও। অ্যান্টনির বার্তার জবাব দেব আমি।'

দরবারের আরেকদিকের দরজা খুলে গেল। প্রথমদিনের মতোই নিখুঁত মসৃণ চেহারায়, বিড়ালের মতো পদক্ষেপে হাজির হলো ডেলিয়াস। ক্লিওপেট্রার সামনে দাঁড়িয়েই শুরু করল ওর মিথ্যা ভাষণ, 'পৃথিবীর সৌন্দর্য, মিশরের ঐশ্বর্য, আগামীকাল সিলিসিয়ার টারসাসে মহান অ্যান্টনির সঙ্গে দেখা হবে আমার। সৌন্দর্যের দেবী, আমার ধৃষ্টতার জন্যে ক্ষমা চেয়ে আবারও বলছি, আপনার ওই অভূতপূর্ব সুন্দর ঠোঁট দুটো দিয়ে এমন কোন বাক্য উচ্চারণ করবেন না, যাতে দুটো দেশ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, নিরীহ লোকেরা অনর্থক মারা পড়ে। অ্যান্টনি মহান, তাঁর চেয়ে বড় শান্তিপ্রিয় লোক আর নেই, আবার যুদ্ধের ময়দানে তাঁর চেয়ে ভয়ঙ্করও কেউ নেই।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল ক্লিওপেট্রা। তারপর কোকিলের মতো গলায় বলতে আরম্ভ করল, 'মহান ডেলিয়াস, মহান অ্যান্টনির বার্তা নিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছি আমরা। তাঁর সেনাবাহিনী হয়তো মিশরের সেনাবাহিনীর তুলনায় শক্তিশালী। কিন্তু মিশরীয়রা বীরের জাতি, ওরা দেশের জন্যে লড়তে এবং জীবন উৎসর্গ করতে কখনোই ভয় পায় না। তবে হ্যাঁ, অনর্থক রক্তপাতে কোন লাভ নেই। আমি আলোচনার মাধ্যমে সব সন্দেহ আর মিথ্যে অভিযোগের অবসান ঘটাতে চাই। সিলিসিয়ায় যেতে কোন আপত্তি নেই আমার।'

মাথায় বাজ পড়ল আমার। মনে হলো, কেউ নেশার ওষুধ খাইয়ে দিয়েছে ক্লিওপেট্রাকে; ঘোরের মধ্যে কথা বলছে সে। চেঁচিয়ে উঠলাম, 'ক্লিওপেট্রা, তোমার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করো।'

ক্রোধোন্মত্ত সিংহীর মতো আমার দিকে তাকাল ক্লিওপেট্রা। 'তোমার সাহস তো কম নয়, হারমাচিস! একজন দাস হয়ে আমার মুখের উপর কথা বলো তুমি! কে তোমাকে আমার কথার মাঝখানে বাধা দিতে বলেছে? আরেকটা শব্দ উচ্চারণ করলে চাবকে পিঠের ছাল তুলে নেব তোমার।'

লজ্জায়, অপমানে মাথা নিচু হয়ে গেল আমার। আর কিছু না বলে তাকিয়ে রইলাম মেঝের দিকে। চারমিওনের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণ হওয়াতে খারাপ লাগছিল খুব।

আরও কিছুক্ষণ ক্লিওপেট্রার প্রশংসা করার পর চলে গেল ডেলিয়াস।

প্রথম প্রতিজ্ঞাটা রক্ষা করেনি ক্লিওপেট্রা, হয়তো দ্বিতীয়টা রাখবে–এই আশা নিয়ে মুখ তুলে ওর দিকে তাকালাম আমি। কিন্তু একটা কথাও বলল না ক্লিওপেট্রা, এমনকী সভার সমাপ্তিও ঘোষণা করল না; রক্ষী পরিবেষ্টিত হয়ে নীরবে এগিয়ে গেল অ্যালাব্যাস্টার হলের দিকে। একে একে বিদায় নিল সভাসদেরা। যাওয়ার সময় ওদের কেউ কেউ ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে। অপমানের জ্বালায় চোখে অন্ধকার দেখলাম আমি।

একসময় উপলব্ধি করলাম, দরবার কক্ষে একা দাঁড়িয়ে আছি আমি।

তেরো

অসহ্য রাগে ছটফট করতে করতে অ্যালাব্যাস্টার হলে গিয়ে ঢুকলাম। চারজন রক্ষীর পাহারায় ঝরনার কাছে বসে থাকতে দেখলাম ক্লিওপেট্রাকে। চারমিওন, আইরাস, মেরাইরা এবং নাম না জানা আরও কয়েকজন সুন্দরী মেয়ে আছে ওর সঙ্গে। ক্লিওপেট্রার রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করছে সবাই।

আমাকে দেখেই বলল ক্লিওপেট্রা, 'আইরাস, বাকিদের নিয়ে বাইরে যাও।'

রক্ষী চারজন আর চারমিওন বাদে বাকিরা চলে গেলে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল ক্লিওপেট্রা, 'কাছে এসো না। যেখানে আছো, সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকো। তোমাকে আর বিশ্বাস করি না আমি। কে জানে, হয়তো আমাকে খুন করতে আবার খঞ্জর নিয়ে হাজির হয়েছ। রক্ষীরা, বোকার মতো দাঁড়িয়ে না থেকে কড়া নজর রেখো লোকটার উপর।'

প্রস্তুত হলো রক্ষীরা। বেদনায় কালো হয়ে গেল আমার মুখ।

'বলো,' জানতে চাইল ক্লিওপেট্রা, 'কোন অধিকারে আমার কথার মাঝখানে বাধা দিয়েছিলে তুমি?'

'অধিকারের কথা বাদ দাও, প্রতিজ্ঞার কথা বলো। তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে মেনকাউ রা-এর সমস্ত সম্পদ মিশরের কাজে লাগাবে। ইতিমধ্যেই সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছ তুমি। তোমার মুকুটে লাগিয়েছ সবচেয়ে বড় পান্নাটা। আমাকে বিয়ে করবে বলেও কথা দিয়েছিলে তুমি। বলেছিলে, ডেলিয়াস বিদায় নেওয়ার পর তোমার দরবারে সবার

সামনে আমাকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করবে। সেটাও করোনি। ব্যাপারটা কী...'

হাত তুলে আমাকে থামিয়ে দিল ক্লিওপেট্রা। 'তুমি আমাকে প্রতিজ্ঞার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছ, হারমাচিস? তুমি!' তীব্র ব্যঙ্গ ঝরল ওর কণ্ঠে। 'তুমি নিজেই তো সব চেয়ে বড় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী। আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম শুধু তোমার কাছে। আর তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে তোমার দেবতাদের কাছে, তোমার বাবার কাছে, মামার কাছে। সাঁইত্রিশটা শহরের সাঁইত্রিশজন গণ্যমান্য লোকের কাছে; মিশরের সব আদিবাসীদের, মানে দাসদের কাছে। তারপর কী হলো সেই প্রতিজ্ঞার? আমার উপর নামবে শুধু মেনকাউ-রা-এর অভিশাপ। আর তোমার উপর? তোমার উপর কতজনের অভিশাপ নামবে?'

কেঁপে উঠলাম কথাগুলো শুনে।

'যদি বলি,' আগের চেয়েও শীতল কণ্ঠে বলে চলল ক্লিওপেট্রা, 'প্রতিশোধ নিলাম তোমার উপর, তা হলে বিশ্বাস করবে আমার কথা? তুমি আমাকে বিশ্বাস করেছিলে। আমি তোমাকে যা বলেছিলাম, যেভাবে বলেছিলাম, মেনে নিয়েছিলে। একদিন আমিও ওরকম অন্ধের মতো বিশ্বাস করেছিলাম তোমাকে। ভেবেছিলাম, তুমিই আমার একমাত্র বন্ধু, চোখ বন্ধ করে নির্ভর করা যায় তোমার উপর। কিন্তু সবই মিথ্যা জানার পর আমার অবস্থাটা কী হয়েছিল একবার কল্পনা করতে পারো, বিশ্বাসঘাতক হারমাচিস? কত কষ্ট করে সেই রাতে ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে রেখেছিলাম আমি, ভাবতে পারো একবার? আজকে তুমি যতটা দুঃখ পেলে, তার চেয়েও অনেক, অনেক বেশি পেয়েছিলাম আমি সেই রাতে। তুমি প্রেমিক পুরুষ না হারমাচিস, তুমি সাধক। নারীর উপর আসলে তোমার কোন আকর্ষণ নেই। সুতরাং, আমার প্রতি তোমার ভালোবাসা নিষ্কাম নয়। কিন্তু তোমাকে সত্যিই মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিলাম আমি, বিনিময়ে কিছুই চাইনি। তোমাকে ভালোবেসেছি ঠকেছি, তাই তোমাকেও ঠকালাম,' একটু থেমে দম নিল ক্লিওপেট্রা, 'তুমি আমাকে খুন করতে চেয়েছিলে, সেটা কি আমি কোনদিন ভুলতে পারব? বিয়ের পর আমাকে খুন করে

নিজেকে মিশরের রাজা ঘোষণা করবে না তুমি, সেটার নিশ্চয়তা কী? শোনো হারমাচিস, তোমাকে বিয়ে করার মানে হচ্ছে আত্মহত্যা করা। কাজেই ভুলে যাও বিয়ের কথা।'

'ঠিক আছে,' কোন আশা নেই বুঝতে পেরে রাগে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'আমাকে তুমি ঠকিয়েছ, ধোঁকা দিয়ে মেনকাউ রা-এর গুপ্তধন উদ্ধার করিয়েছ। আমি জানি, মেনকাউ রা-এর অভিশাপ থেকে বাঁচব না আমি। আগেই বুঝেছিলাম, কিন্তু গুরুত্ব দেইনি। এখন আমি অভিশাপ দিচ্ছি তোমাকে–একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে তুমি। যন্ত্রণাময় মৃত্যু হবে তোমার। তোমার ওই অবস্থা দেখতে খুব ইচ্ছে করছে, কিন্তু হয়তো সেই সুযোগ পাব না। চললাম আমি। তোমার ওই সাপের মতো চেহারাটা আর দেখতে চাই না।'

এক লাফে উঠে দাঁড়াল ক্লিওপেট্রা। ক্রোধে লাল হয়ে যাওয়া মুখ ঝামটে বলল, 'তোমাকে এত সহজে যেতে দেব ভেবেছ? যেন যাদু করে আমার ক্ষতি করতে পারো? এত বোকা ভেব না আমাকে, হারমাচিস। আমার সঙ্গে তোমাকেও যেতে হবে সিলিসিয়ায়। সেখানে গিয়ে ভেবে দেখব, তোমাকে সত্যিই মুক্তি দেয়া যায় কি না।'

"মুক্তি" শব্দটা বিশেষ ঢঙে বলল ক্লিওপেট্রা। সেই ঢঙটার মানে বুঝেছিলাম আরও পরে।

'মানে?' বোকার মতো জিজ্ঞেস করলাম। 'কী করবে তুমি?'

উত্তর না দিয়ে বাঁকা হাসল ক্লিওপেট্রা। 'রক্ষীরা, গাধার মতো দাঁড়িয়ে না থেকে ধরো বিশ্বাসঘাতক দাসটাকে।'

কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল রক্ষীদের দল। একজন খোলা তরবারি হাতে এগিয়ে এল আমার দিকে, বাকিরা খাপ থেকে তরবারি বের করতে আরম্ভ করল। ততক্ষণে ক্রোধে পাগল হয়ে গেছি আমি, অনেক বছর আগে সিংহ শিকার করার সময় নিজেকে বাঁচানোর যে তাগিদ অনুভব করেছিলাম, সেটা টের পেলাম আবার। রক্ষীটা কাছে এসে দাঁড়ানোর আগেই ওর উদ্দেশে দৌড় দিলাম। হতভম্ব হয়ে গেল লোকটা, দাঁড়িয়ে গেল মূর্তির মতো। লোকটার দু'হাত দূরে থামলাম, সর্বশক্তিতে ঘুষি মারলাম ওর কণ্ঠনালীতে। ভোঁতা একটা আওয়াজ হলো, দুর্বল

জায়গায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে তৎক্ষণাৎ মারা গেল লোকটা। ওর প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ার আগেই হাত থেকে ছিনিয়ে নিলাম তরবারি আর ঢাল।

চিৎকার করতে করতে ছুটে এল আরেকজন। আমাকে উদ্দেশ্য করে সর্বশক্তিতে তরবারি চালাল। ঢাল দিয়ে ঠেকালাম আঘাতটা। তারপর ওকে পাল্টা আঘাত করলাম। আমার কোপটা সরাসরি ওর ঘাড়ে গিয়ে লাগল, শিরস্ত্রাণ ভেঙে দু'ফাঁক হয়ে গেল লোকটার গলা।

তৃতীয়জন কিছুটা ভীতু প্রকৃতির ছিল। দু'জন সঙ্গীকে চোখের পলকে মারা যেতে দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল, আর সেই সুযোগে আমার তরবারিটা সোজা ঢুকিয়ে দিলাম ওর পেটে। চতুর্থজন একবার তাকাল ক্লিওপেট্রার দিকে, তারপর আমার দিকে পিছন ফিরে গলা ফাটিয়ে ডাকল, 'টারানিস! টারানিস! জলদি এসো।' কিন্তু, টারানিস আসার আগেই আবার দৌড় দিলাম আমি। বাম হাতে ধরা ঢাল দিয়ে আঘাত করলাম চতুর্থজনের কাঁধে। প্রচণ্ড ধাক্কায় ছিটকে তিনহাত দূরে গিয়ে পড়ল লোকটা। দেরি না করে ওর বুকে গেঁথে দিলাম আমার তরবারিটা।

চতুর্থজনের চিৎকার শুনে দরজায় উঁকি দিল টারানিস, ভিতরের অবস্থা বুঝে চেঁচিয়ে আরও লোক যোগাড় করে ফেলল। মুহূর্তের মধ্যেই দশ-পনেরোজন সৈন্য ঘিরে ধরল আমাকে। প্রথম চারজনের মতো ভুল না করে একত্রে এল ওরা। পরাজয় মেনে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি।

'মহামান্যা রাণী,' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল চারমিওন, 'লোকটাকে প্রাণ ভিক্ষা দিন। সাহস আছে আপনার জ্যোতিষীর। সবই তো দেখলেন আপনি। ওর কাছে ঢাল ছিল না, তরবারি ছিল না। কিন্তু আরেকজনের ঢাল-তলোয়ার কেড়ে নিয়ে কেমন দুর্দান্ত লড়াই করল! যদি সত্যিই কখনও ভালোবেসে থাকেন ওকে, তা হলে ওর প্রাণ ভিক্ষা দিন। দয়া করুন লোকটার উপর।'

অদ্ভুত দৃষ্টিতে চারমিওনের দিকে তাকাল ক্লিওপেট্রা। জিজ্ঞেস করল, 'এত গুণ গাইছ কেন হারমাচিসের?'

'ওর মতো সাহসী কাউকে আপনার সৈন্যরা খুন করলে সহ্য করতে পারব না আমি। কাপুরুষের মৃত্যু দেখতে খারাপ লাগে না, কিন্তু বীরের মৃত্যু সবসময়ই দুঃখজনক। মানলাম লোকটা বিশ্বাসঘাতক, আপনাকে খুন করতে চেয়েছিল। কিন্তু তখন আপনি ক্ষমা করেছিলেন ওকে। আজ সে আপনার কোন ক্ষতি করেনি, শুধু চলে যেতে চেয়েছিল। নিজেকে বাঁচানোর জন্যে বীরের মতো লড়াই করাটা তো অপরাধ নয়, মহামান্যা রাণী।'

চারমিওনের অদ্ভুত যুক্তি শুনে হাসল ক্লিওপেট্রা। বলল, 'ঠিক আছে। তোমার কথা আমি মেনে নিলাম, চারমিওন। প্রাণ ভিক্ষা দিলাম হারমাচিসকে। সৈন্যরা, ওকে ওর ঘরে নিয়ে যাও। কড়া পাহারায় রেখো। পরে ঠিক করব কী শাস্তি দেওয়া যায় শয়তানটাকে।'

চোদ্দ

আমি বন্দী থাকা অবস্থায় একদিন দেখা করতে এল চারমিওন। আমার অবস্থা নিয়ে আক্ষেপ করার পর বলল, 'বিশ দিনের ভেতর সিলিসিয়ায় যাচ্ছে রাণী। আপনাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে।'

'কেন? সে যাচ্ছে অ্যান্টনির সঙ্গে কথা বলতে। আমি গিয়ে কী করব?'

বেশ কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বলল চারমিওন, 'আপনাকে এখনও ভয় পায় রাণী। এখানে আপনাকে রেখে যেতে সাহস পাচ্ছে না সে।'

'চারমিওন, আমি পালাতে চাই। তুমি সাহায্য করবে আমাকে?'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল চারমিওন। 'কড়া পাহারায় রাখা হয়েছে আপনাকে। একটা মাছিও রক্ষীদের ফাঁকি দিয়ে ভেতরে আসতে পারবে

না, ভেতর থেকে বেরও হতে পারবে না। আর পালিয়ে কার কাছে আশ্রয় নেবেন? একটামাত্র জায়গা আছে আপনার জন্যে– অ্যাবাউদিস। কিন্তু সেখানে পৌঁছুনোর অনেক আগেই ধরা পড়বেন আপনি।'

কিছু বললাম না, মেঝের দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম মূর্তির মতো।

'যতদিন না পাহারা ঢিলে হয়,' বলে চলল চারমিওন, 'ততদিন অপেক্ষা করতে হবে আমাদের। এখানে রাণীর ক্ষমতা আছে। চাইলে আপনাকে পাহারা দেবার জন্যে হাজার রক্ষীও নিযুক্ত করতে পারে সে। কিন্তু সিলিসিয়ার কথা ভেবে দেখুন একবার। আলোচনার জন্যে সেখানে যাচ্ছে রাণী। সবসময় আপনার খোঁজ নেওয়া সম্ভব হবে না ওর পক্ষে। তাই আমার অনুরোধ, রাণীর সঙ্গে সিলিসিয়ায় যান আপনি। তারপর আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করব আমি।'

'তুমি আমার জন্যে বার বার এত ঝুঁকি নিচ্ছ কেন, চারমিওন?'

আমার দিকে অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মেয়েটা। তারপর আমাকে হতবাক করে দিয়ে কেঁদে ফেলল। ব্যথায় ভেঙে যাওয়া গলায় জিজ্ঞেস করল, 'উত্তরটা কি জানা নেই আপনার?'

স্থির হয়ে গেলাম। ক্লিওপেট্রাকে খুন করার কথা ছিল যে রাতে, তার আগের রাতটার কথা মনে পড়ল হঠাৎ। আমার প্রশ্নটার উত্তর পেতে দেরি হলো না। আশ্চর্য হয়ে উপলব্ধি করলাম, উত্তরটা না পেলেই ভালো হতো।

আর কিছু না বলে চলে গেল চারমিওন।

ক্লিওপেট্রার সিলিসিয়ায় যাওয়ার ঠিক দু'দিন আগে আবার হাজির হলো মেয়েটা। জানাল, নদীপথে রওয়ানা হচ্ছে রাণী। প্রথমে সিরিয়ায় যাবে সে, তারপর সেখান থেকে আইসাসের উপসাগর হয়ে সিলিসিয়ায়। আরও জানাল, আমাকে প্রস্তুত হওয়ার আদেশ দিয়েছে রাণী।

ভান করার বুদ্ধি দিল চারমিওন। ওর কথা অনুযায়ী একটা প্যাপিরাস-খণ্ডে লিখলাম, "আমার শরীর খারাপ। তোমার সঙ্গে সিলিসিয়ায় যেতে পারছি না বলে দুঃখিত। আলোচনা করা দরকার

তোমার, তুমিই যাও।"

প্যাপিরাসটা রাণীর কাছে নিয়ে গেল চারমিওন নিজেই।

সেরাতেই উত্তর পাঠাল ক্লিওপেট্রা–"মরতে না চাইলে প্রস্তুত হয়ে নাও। তোমাকে আলেকযান্দ্রিয়ায় রেখে যাব না আমি।"

নির্ধারিত দিনে আমাকে কড়া পাহারায় নিয়ে ওঠানো হলো ওর নৌবহরের একটা বড় নৌকায়। আয়োজন দেখে মনে হলো, আলোচনা নয়, যুদ্ধ করতে সিলিসিয়ায় যাচ্ছে সে। পালতোলা একটা ছোট জাহাজও ছিল বহরে। সেটার মাস্তুল সোনার, ডেকের উপর কাঠের রেলিং-এর বদলে সোনার রেলিং বসানো। জাহাজটা কার, অনুমান করতে কষ্ট হলো না মোটেও।

ক্লিওপেট্রার জাহাজটার সামনে, পিছনে, দু'পাশে পাহারা দেওয়ার নৌকাগুলো নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে ধীর গতিতে এগিয়ে চলল। একেবারে পিছনে রইলাম আমরা–বন্দী বা চাকর-চাকরানী আর দাসেরা।

দ্বিতীয়দিন সন্ধ্যায় জোপাতে যাত্রাবিরতি করল ক্লিওপেট্রা। রাত কাটালাম সেখানেই। সকালে বাতাস পড়ে গেল, খুবই ধীরগতিতে এগুতে হলো আমাদের।

আমাকে সব সময় শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হতো। আমার থেকে দশহাত দূরে, দু'জন রক্ষী খোলা তরবারি হাতে বসে থাকত। এক মুহূর্তের জন্যও আমার উপর থেকে চোখ সরাত না ওরা। একরাতে ভিতরে এসে ঢুকল ওদের নেতা। আমাকে আশ্চর্য করে দিয়ে বাইরে যাওয়ার হুকুম দিল রক্ষী দু'জনকে। ওরা চলে যাওয়ার পর হাসিমুখে এসে বসল আমার কাছে।

'আমার নাম ব্রেনাস,' নিজের পরিচয় দিল সে।

কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না, তবুও ভদ্রতার খাতিরে বললাম, 'আমার হাত-পা শেকল দিয়ে বাঁধা, ব্রেনাস। শুধু তাই নয়, এখন আমি মিশরের সবচেয়ে হতভাগ্য লোক। চাইলেও তোমার উপকার করতে পারব না।'

'ভুল ভেবেছেন। উপকার নিতে নয়, করতে এসেছি আমি।'

অবাক হলাম। 'কীভাবে?'

'ম্যাডাম চারমিওনের ইচ্ছায়।'

বুঝলাম, চারমিওন হাত করেছে লোকটাকে। মনে মনে মেয়েটার চাতুর্যের প্রশংসা না করে পারলাম না।

'ম্যাডাম চারমিওন কী ইচ্ছে করেছেন, জানতে পারি কি?'

'আপাতত আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে বলেছেন। কথাবার্তার মাধ্যমে আপনার একাকীত্ব দূর করতে বলেছেন।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। প্রয়োজন ছাড়া লোকের সঙ্গে কথা বলতে মোটেও ভালো লাগে না আমার। তা ছাড়া ব্রেনাসের চেহারা, মুখের ভাব, ঠোঁটের হাসি–কোনটাই ভালো নয়, তাই উৎসাহ পেলাম না মোটেও। তারপরও চারমিওনের ইচ্ছাকে দাম দিতে হবে ভেবে বললাম, 'বলো, ব্রেনাস, কী বলতে চাও তুমি। আমি মনোযোগ দিয়ে শুনছি তোমার কথা।'

'সেদিন দারুণ লড়েছেন আপনি। ওরকম বাহাদুরের মতো আর কাউকে কখনও লড়তে দেখিনি আমি। আপনি মিশরের আদি অধিবাসীদের গর্ব, মহান হারমাচিস।'

আবারও আশ্চর্য হলাম। আমাকে "মহান" বলে ডাকত শুধু চারমিওন। ভাবলাম, হয়তো সে-ই শিখিয়ে দিয়েছে।

'আমিও একজন আদি অধিবাসী,' গলার স্বর যথাসম্ভব খাদে নামিয়ে বলল ব্রেনাস। 'মিথ্যে পরিচয়ে চাকরি করছি রাণীর সেনাবাহিনীতে। জানলে আমাকে বের করে দেবে রাণী। কথাটা কাউকে বলবেন না দয়া করে।'

'আমি পাগল নই, ব্রেনাস। তোমার আসল পরিচয় পেয়ে খুব ভালো লাগল। অনেকদিন পর একজন আপন মানুষকে দেখলাম,' ফিসফিস করে বললাম আমিও।

'ম্যাডাম চারমিওন আমাকে বলেছেন যে, আপনাকে মিথ্যে অভিযোগে ফাঁসিয়ে আটকে রেখেছেন রাণী। আপনি চিন্তা করবেন না, মহান হারমাচিস, আমি আছি আপনার পাশে। যা-ই হোক, আপনার লড়াই দেখে খুব ভালো লাগল সেদিন। আসলে আপনাকে বাধা না

দিয়ে কোন উপায় ছিল না। বুঝতেই পারছেন রাণীর চাকরি করি…'

আরও বেশ কিছুক্ষণ খেজুরে আলাপের পর বিদায় নিল ব্রেনাস।

দু'দিন পর টোরাস নদীর তীরে প্রাচীন শহর টারশিশের ঘাটে নৌবহরকে থামতে আদেশ দিল ক্লিওপেট্রা। টারশিশ পার হলেই সিলিসিয়া। ঘাটে নামার সময় দেখলাম, ক্লিওপেট্রার যাওয়ার খবর পেয়ে শত শত লোক জড়ো হয়েছে সেখানে। ওকে জাহাজ থেকে নামতে দেখে হৈ হৈ করে উঠল জনতা। ওর নামে জয়ধ্বনি দিল ওরা: "সাত সাগর পার হয়ে এসেছেন দেবী ভেনাস! দেবতা বাক্কাসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন দেবী ভেনাস!"

ক্লিওপেট্রাকে স্বাগত জানাতে আর সবার মতো ডেলিয়াসও হাজির হয়েছিল। শয়তানটাকে দেখে মেজাজটা বিগড়ে গেল আমার। ক্লিওপেট্রা জাহাজ থেকে নামামাত্রই শুরু হলো ওর মিথ্যা ভাষণ, 'জনতা ভুল বলেছে, পৃথিবীর ঐশ্বর্য। দেবী ভেনাসও আপনার মতো এতটা সুন্দরী ছিলেন না।'

কাছেই দাঁড়িয়ে থাকায় ডেলিয়াসের একটা শব্দও শুনতে অসুবিধা হলো না আমার।

'সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা,' প্রশংসা অব্যাহত রাখল ডেলিয়াস, 'আপনার সম্মানে আজ রাতে ভোজসভার আয়োজন করেছেন মহান অ্যান্টনি। আপনার পদধূলি পেলে নিজেদের সম্মানিত বোধ করব আমরা।'

কোন মন্তব্য না করে মুখ ঘুরিয়ে নিল ক্লিওপেট্রা, বার কয়েক এদিক-ওদিক তাকিয়ে কী যেন বলল চারমিওনকে। চারমিওন সেটা আবার শোনাল ডেলিয়াসকে, 'মহান ডেলিয়াস, মহান অ্যান্টনি রাণীর জন্যে ভোজসভার আয়োজন করেছেন শুনে খুবই ভালো লেগেছে তাঁর। কিন্তু মিশরের রাণী সবসময়ই ব্যতিক্রম। এই সাক্ষাতটাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে তিনি চান যে, মহান অ্যান্টনি আজ রাতে আমাদের আতিথেয়তা গ্রহণ করুন। তিনি এলে রাণী বুঝবেন, কর্কশ ভাষায় বার্তা পাঠানোর জন্যে মহান অ্যান্টনি দুঃখিত। আর না এলে রাণী একাই রাতের খাবার সারবেন। লম্বা ভ্রমণের কারণে রাণী এখন ক্লান্ত,

মহান ডেলিয়াস। সুতরাং, বিশ্রাম নেবেন তিনি,' চারমিওনের কথা শেষ হওয়ার আগেই ঘুরে জাহাজের উদ্দেশে রওয়ানা হলো ক্লিওপেট্রা। আর হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল ডেলিয়াস।

রাতে ঠিক সময়ে হাজির হলো অ্যান্টনি। নৌকার গলুইয়ে দাঁড়িয়ে লোকটাকে প্রথমবারের মতো দেখলাম আমি।

টকটকে লাল রঙের একটা পোশাক পরে আছে সে। দারুণ দেখাচ্ছে ওকে। ওর চোখের মণি নীল; মাথায় কোঁকড়া, কালো চুল। চেহারায়, ভাবভঙ্গিতে স্পষ্ট প্রকাশ পাচ্ছে, সে আর দশজনের থেকে আলাদা। জন্মসূত্রে যারা রাজা হয়, ওদের আচরণটাই হয় অন্যরকম; অ্যান্টনিও ওদের থেকে আলাদা নয়।

অ্যান্টনিকে স্বাগত জানাতে জাহাজের বাইরে অপেক্ষা করছিল ক্লিওপেট্রা। খুবই নরম, রেশমী চাদরে মোড়ানো একটা গদির উপর বিশ্রাম করছিল সে। এদিক-ওদিক না তাকিয়ে রাজকীয় ভঙ্গিতে হেঁটে সরাসরি ওর দিকে এগিয়ে গেল অ্যান্টনি। যতই এগুতে থাকল, ততই ওর রাজকীয় চাল-চলন কমতে থাকল। এবং ক্লিওপেট্রার কাছাকাছি পৌঁছানোর পর একেবারে সাধারণ মানুষ হয়ে গেল সে, স্থান-কাল-পাত্র ভুলে হাঁ করে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রাণীর দিকে।

ক্লিওপেট্রাও প্রথমবার দেখেই পছন্দ করে ফেলেছে অ্যান্টনিকে। ওর চেহারাই সেটা স্পষ্ট বলে দিচ্ছে। অ্যান্টনির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল সে। রক্ত উঠে এল ওর অনিন্দ্যসুন্দর মুখে। কোন পুরুষের দিকে তাকিয়ে জীবনে প্রথমবারের মতো দৃষ্টি নত করতে বাধ্য হলো সে। কোন কথা না বলে ডান হাতটা অ্যান্টনির দিকে বাড়িয়ে দিল। গভীর আবেগে তাতে চুমু খেল অ্যান্টনি। পুরো ঘটনা দেখে ঈর্ষার আগুনে জ্বলতে লাগলাম আমি।

'মহান অ্যান্টনি,' নরম, কোকিল-কণ্ঠে বলল ক্লিওপেট্রা, রাতের বাতাস সেই কণ্ঠটাকে বয়ে আনল আমার কাছে, 'আপনি আমাকে আসতে বলেছিলেন, হাজির হয়ে গেছি আমি।'

'ক্লিওপেট্রাকে আসতে বলেছিলাম আমি,' গম্ভীর, কিন্তু আকর্ষণীয়

গলায় বলল অ্যান্টনি, 'কিন্তু চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি দেবী ভেনাসকে।'

হেসে ফেলল ক্লিওপেট্রা।

পনেরো

সিলিসিয়ায় পৌঁছানোর পর তৃতীয় রাতে আবার অ্যান্টনিকে দাওয়াত দিল ক্লিওপেট্রা। ইতিমধ্যে একটা পুরনো মন্দির কিনে ফেলেছে সে, থাকে ওখানেই। অ্যান্টনি আসবে বলে খুব সুন্দর করে সাজানো হলো মন্দিরটা। সোনা দিয়ে অলঙ্করণ করা খাবার টেবিল ঘিরে বসানো হলো সোনার হাতলঅলা, পুরু গদি আঁটা বারোটা চেয়ার। সোনার থালা-বাসন সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হলো অতিথিদের জন্য। দেয়ালে ঝোলানো হলো সোনার সুতা দিয়ে নকশা করা লাল মখমলের কাপড়। পুরো এক ঘণ্টা খেটে মেঝেতে খুব দামি পার্সিয়ান কার্পেট বিছাল দাসেরা। তারপর সেটার উপর বিশেষ কায়দায় বসানো হলো সোনার তার দিয়ে বানানো একটা জাল। কাঁটা ছেঁটে ফেলা অসংখ্য গোলাপ সুন্দর করে ছড়িয়ে দেওয়া হলো কার্পেটের উপর। সুবাসে ভেসে গেল সারা ঘর।

জানি না কেন, হয়তো অপমান করার উদ্দেশ্যে, ক্লিওপেট্রার আদেশে হাত-পা বেঁধে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো মন্দিরে। চারমিওন, আইরাস আর মেরাইরার সঙ্গে দাঁড় করানো হলো। লজ্জায় মাথা কাটা যাওয়ার দশা হলো আমার।

নির্দিষ্ট সময়ে হাজির হলো অ্যান্টনি। প্রথমে কিছুক্ষণ হালকা কথাবার্তা বলল ক্লিওপেট্রার সঙ্গে, ওর প্রশংসা করল দুয়েকবার, তারপর খেতে আরম্ভ করল। খাওয়ার সময় একটা শব্দও উচ্চারণ

করল না অ্যান্টনি, সেই সুযোগে বকবক করে গেল ডেলিয়াস।

চোখ দুটোকে শাসনে রাখতে পারল না অ্যান্টনি, খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে বার বার তাকাল ক্লিওপেট্রার দিকে। ক্লিওপেট্রারও একই অবস্থা—একবার খায়, একবার অ্যান্টনিকে দেখে।

আমার গায়ে ইচ্ছে করে একটা খোঁচা মারল চারমিওন। খুবই নিচু গলায়, যেন আমি ছাড়া আর কেউ শুনতে না পায়, এমনভাবে বলল, 'কিছু বুঝতে পারছেন, মহান হারমাচিস?'

যা বুঝতে পারছিলাম, সেটা কিছুতেই বুঝতে চাইছিলাম না। আমাকে দাস বলে সম্বোধন করার পর থেকে ক্লিওপেট্রাকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করতাম আমি। আবার ওর প্রতি আমার ভালোবাসাটাকেও ভুলতে পারছিলাম না কিছুতেই। সে দুঃখ পেলে খুব ভালো লাগত আমার, আবার, ওর দিকে অন্য কোন পুরুষ ভালোবাসার বা প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকালে গায়ে আগুন ধরে যেত। চারমিওনের প্রশ্নটা শুনে মুখ কালো করে দাঁড়িয়ে রইলাম, উত্তর দিলাম না।

'প্রেম শুরু হয়ে গেছে দু'জনের মধ্যে,' আবারও আমার কাঁধের কাছে মুখ নামিয়ে বলল চারমিওন।

কেঁপে উঠলাম আমি।

খাওয়া শেষ হলে মদের পাত্র হাতে আবার গল্প-গুজবে মেতে উঠল অতিথিরা। অ্যান্টনি জানতে চাইল, 'দেবী, তুমি এত সোনা পেলে কোত্থেকে? আর এই যে আমাদের এত লোককে দাওয়াত করে খাওয়াচ্ছ, তা-ও আবার ভিনদেশে এসে, এত খরচ যোগাচ্ছ কীভাবে?'

'এসব তো কিছুই নয়, অ্যান্টনি,' জবাব দিল ক্লিওপেট্রা। 'তবে একটা কথা ঠিকই বলেছ তুমি। আমাদের কিছু রহস্য আছে বটে,' চোখ তুলে একবার আমার দিকে তাকাল ক্লিওপেট্রা। তীব্র ব্যঙ্গ দেখতে পেলাম ওর দু'চোখে। 'এবং, সেই রহস্যকে কীভাবে কাজে লাগানো যায়, সেটাও জানি আমরা।'

চমৎকৃত হলো অ্যান্টনি।

'আচ্ছা, অ্যান্টনি,' পাল্টা প্রশ্ন করল ক্লিওপেট্রা, 'একটা প্রশ্নের

জবাব দাও তো। আজ রাতে তোমাকে আপ্যায়ন করতে কত খরচ হলো আমার?'

প্রশ্নটা যথেষ্ট অস্বাভাবিক, তাই থতমত খেয়ে গেল অ্যান্টনি। ওর হয়ে ডেলিয়াস বলল, 'এক হাজার সেস্টারশিয়া*।'

ব্যঙ্গের হাসি হাসল ক্লিওপেট্রা। 'অর্ধেক বলে ফেলেছেন আপনি, ডেলিয়াস। যা-ই হোক, দু'হাজার সেসটারশিয়া এক ঘণ্টার ভেতরেই শেষ করে ফেললাম আমরা। শুনে কেমন লাগছে আপনার, ডেলিয়াস?'

'খুবই চমৎকার। এ-ই না হলে মিশরের রাণী!'

'তা হলে তো আমার পরের কথাটা শুনলে মূর্ছা যাবেন আপনি। প্রতি রাতে খাবারের পর প্রায় দশ হাজার সেস্টারশিয়া পান করি আমি।'

'কী?' হতভম্ব হয়ে গেল অ্যান্টনি।

ঠোঁট বাঁকা করে হাসল ক্লিওপেট্রা। কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা এক দাসকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'আমার ভিনেগার নিয়ে আয়।'

আদেশ পালিত হলো তৎক্ষণাৎ।

ভিনেগারের পাত্রটা হাতে নিয়ে আবার হাসল ক্লিওপেট্রা। তাকাল অ্যান্টনির দিকে। আগ্রহের আতিশয্যে সামনের দিকে ঝুঁকে এল লোকটা। ওর দেখাদেখি অন্যরাও। ক্লিওপেট্রা কী করে, দেখতে চায় সবাই।

গলায় একটা মুক্তোর হার পরে ছিল ক্লিওপেট্রা। সেটা খুলে হাতে নিল সে। বেছে বেছে সবচেয়ে বড় মুক্তোটা খুলল হার থেকে। মুক্তোটা দেখামাত্রই চিনতে পারলাম আমি। মেনকাউ রা-এর সমাধি থেকে পেয়েছিলাম ওটা। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই মুক্তোটা ভিনেগারের পাত্রের মধ্যে ছেড়ে দিল ক্লিওপেট্রা। হায় হায় করে উঠল অ্যান্টনির সেনাপতিরা। আর খুশিতে চকচক করে উঠল অ্যান্টনির দু'চোখ।

কড়া ভিনেগারের স্পর্শে কিছুক্ষণের মধ্যেই গলে গেল মুক্তোটা। তারপর পাত্রটা হাতে নিল ক্লিওপেট্রা। ভালোমতো কয়েকবার নাড়ানোর পর একচুমুকে গিলে ফেলল সবটুকু তরল।

কথা বন্ধ হয়ে গেল সবার। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেয়ারে হেলান দিল অ্যান্টনি। আর ডেলিয়াস চেঁচিয়ে উঠল, 'এ-ই না হলে রাণী!'

কথাটা বোধহয় খুব ভালো লাগল ক্লিওপেট্রার। আবার আদেশ দিল, 'দাস, যা তো, আরও ভিনেগার নিয়ে আয়। অ্যান্টনির সম্মানে আজ একটা মুক্তো বেশি খাব আমি,' বলে হার থেকে আরও একটা মুক্তো খুলে নিল সে। ওই মুক্তোটাও মেনকাউ রা-এর সমাধি থেকে পেয়েছিলাম।

'না, না!' লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল অ্যান্টনি। 'দেবতা বাক্কাসের দোহাই, আর নয়, ক্লিওপেট্রা। যা দেখার দেখেছি আমি, যা বোঝার বুঝেছি,' বলতে বলতে ক্লিওপেট্রার হাত থেকে ভিনেগারের পাত্রটা কেড়ে নিল সে।

ক্লিওপেট্রার দম্ভ আমিও সহ্য করতে পারছিলাম না। চেঁচিয়ে উঠলাম, 'মেনকাউ রা-এর অভিশাপ নামার সময় হয়েছে, ক্লিওপেট্রা।'

কথাটা শুনে প্রথমে ভয়ে সাদা পরে রাগে লাল হয়ে গেল ক্লিওপেট্রার চেহারা। রক্তচক্ষু মেলে তাকাল আমার দিকে। ওর দেখাদেখি বাকিরাও।

'দাসের বাচ্চা দাস,' স্থান-কাল-পাত্র ভুলে রাগে চেঁচিয়ে উঠল ক্লিওপেট্রা। 'মুখ বন্ধ করে রাখ তুই। নইলে তোকে মুগুর পেটা করার আদেশ দেব। ব্রেনাস, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী দেখছ? নিয়ে যাও এই দাসের বাচ্চা দাসটাকে। আটকে রাখো আবার।'

টানতে টানতে আমাকে খাবার ঘরের বাইরে নিয়ে এল ব্রেনাস। দুয়েকজন রক্ষী আসতে চাইল আমাদের সঙ্গে, 'লাগবে না, হাত-পা বাঁধা, পালাতে পারবে না কোথাও। রাণীকে পাহারা দাও তোমরা,'– বলে ওদের নিবৃত্ত করল ব্রেনাস। তারপর খুব তাড়াতাড়ি, কেউ দেখে ফেলার আগেই মন্দিরের অন্ধকার পাতালের দিকে নিয়ে গেল আমাকে। কিছুই চিনতাম না আমি, তাই অন্ধের মতো অনুসরণ করলাম ওকে।

বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর আমাকে নিয়ে ব্রেনাস ঢুকল একটা ঘরে।

গলার স্বর একেবারে খাদে নামিয়ে বলল, 'ম্যাডাম চারমিওন না আসা পর্যন্ত টুঁ শব্দও না করে বন্দী হয়ে থাকুন এখানে।'

বাইরে থেকে তালা আটকে চলে গেল সে। কাঠের পাটাতনের উপর ক্ষীণ হতে হতে একসময় মিলিয়ে গেল ওর পায়ের আওয়াজ।

চারদিক নীরব হয়ে গেল। অনেকক্ষণ পাতাল-কক্ষটার ঠাণ্ডা মেঝেতে বসে রইলাম আমি, এল না চারমিওন। শেষ পর্যন্ত ঘুমে ঢুলতে লাগলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে শুয়ে পড়লাম মেঝেতে, ঘুমিয়ে গেলাম। বাইরে থেকে তালা খোলার আওয়াজ পেয়ে ভেঙে গেল ঘুম, চোখ মেলে তাকালাম।

ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল চারমিওন। কোন ভূমিকা না করে বলল, 'আপনার খুব বিপদ, মহান হারমাচিস। একটুও দেরি করা যাবে না। তাড়াতাড়ি চলুন আমার সঙ্গে,' বলতে বলতে আমার হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিল সে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পেরে কথা না বাড়িয়ে অনুসরণ করলাম ওকে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা সিঁড়ি বেয়ে হাজির হলাম একটা প্যাসেজে। প্যাসেজটা শেষ হলো দু'মুখী একটা রাস্তায়। বাম দিকেরটা ধরে এগিয়ে গিয়ে একটা বন্ধ দরজার সামনে থেমে দাঁড়াল চারমিওন। ঘাড় ঘুরিয়ে একবার দেখল আমাকে, তারপর দরজাটা খুলে ঢুকে গেল ভিতরে। একবারমাত্র দ্বিধা করে আমিও ঢুকে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে দরজা আটকে দিল চারমিওন।

একটা প্রদীপ জ্বালল সে। খুব বেশি বাড়াল না আলোটা। অর্ধেক আলো, অর্ধেক আঁধারে তাকালাম চারদিকে।

বেশি বড় নয় ঘরটা। একপাশে একটা মাত্র জানালা, তা-ও আবার বন্ধ। আয়নাঅলা একটা কাঠের আলামারি, কাঠের তিনটে পুরনো চেয়ার, একটা কাঠের টেবিল আর একটা বিছানা চোখে পড়ল। বিছানার উপর ভাঁজ করে রাখা একটা মশারিও দেখতে পেলাম।

একটা চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করে বলল চারমিওন, 'বসুন, মহান হারমাচিস। এটা আমার ঘর।'

আগেই বুঝেছিলাম। বসলাম চেয়ারটাতে। মশারি সরিয়ে বিছানার উপর আমার মুখোমুখি বসে পড়ল মেয়েটা। 'ব্রেনাস আপনাকে নিয়ে

যাবার পর রাণী কী বলল জানেন?'

'আমি ছিলাম না তখন সেখানে।'

'বলল, "আজকের রাতটাই হারমাচিসের জন্যে শেষ রাত। আগামীকাল সূর্য ডেবার আগেই ওকে শূলে চড়াব আমি।" '

কোন মন্তব্য করলাম না।

'রাণী আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে কেন, জানেন?'

'কারণ, আলেকযান্দ্রিয়ায় আমাকে রেখে আসতে ভয় পাচ্ছিল সে। আমি ওকে যাদু করতে পারি...'

'না, আসল কথা হচ্ছে, আপনাকে গোপনে খুন করানোর জন্যে এখানে এনেছে সে। আসলে বিদ্রোহের পরই আপনাকে মৃত্যুদণ্ড দিত, আমিই বলে-কয়ে ঠেকালাম। বললাম, আপনি পুরোহিত, পিরামিডের রহস্য জানা আছে আপনার। সুতরাং, আপনার উপর প্রতিশোধ নেয়ার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে আপনার সঙ্গে প্রেমের ভান করা এবং আপনাকে কাবু করে আপনার মাধ্যমে গুপ্তধন হাতিয়ে নেয়া। অ্যান্টনির বার্তা পাওয়াতে আপনাকে বাঁচিয়ে রাখাটা জরুরি হয়ে পড়ল ওর জন্যে। তখন সত্যিই যুদ্ধ করার ইচ্ছে ছিল ওর। কিন্তু শুধু পিরামিড অফ হার নয়, মিশরের সব পিরামিড থেকে পাওয়া গুপ্তধন যুদ্ধে লাগালেও জিততে পারত না সে। অনেক আগেই সেটা বুঝেছিলাম আমি। আরও বুঝেছিলাম, যুদ্ধে পরাজিত হলেও আসলে কোন ক্ষতি হবে না ওর। অ্যান্টনি ওকে দেখার পরই গলে যাবে, নিজের রাণী বানিয়ে নেবে। ওর কপালে যেন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি জোটে, সেজন্যে অন্য বুদ্ধি বের করতে হলো আমাকে। গুপ্তধন পাওয়ার পর ওকে ক্রমাগত লোভ দেখালাম আমি। বললাম, এত সম্পদ উড়িয়ে দেয়া ঠিক হবে না। যুদ্ধ করে কোন লাভ নেই, পরাজয় নিশ্চিত—ওর সঙ্গে দেখা হলেই এসব বলতাম আমি। শেষ পর্যন্ত মত পাল্টাতে বাধ্য হলো সে। আলোচনার জন্যে সিলিসিয়ায় আসতে রাজি হলো।'

'এত বড় কুচক্রী তুমি!'

নিঃশব্দে হাসল চারমিওন। 'জানি খুব খারাপ একটা কাজ করেছি।

কিন্তু ভেবে দেখুন, আমি যদি কাজটা না করতাম, তা হলে কি আজ বেঁচে থাকতেন আপনি?'

চুপ করে রইলাম।

'আপনাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্যে আরও জঘন্য কাজ করতে পারি আমি।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

আবার হাসল চারমিওন। বলল, 'আপনি ক্লিওপেট্রাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে আপনার সম্মান, ভবিষ্যৎ আর প্রতিজ্ঞা—এই তিনটাকে খুন করেছেন। আর আমি আপনাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে মেনকাউ রা-এর অভিশাপ আমার উপর নিয়েছি। কার কাজটা মহৎ, মহান হারমাচিস?'

এসব প্রশ্নের কোন উত্তর হয় না।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে তৃতীয়বারের মতো হাসল চারমিওন। কিন্তু হাসিটা ঠিকমতো ফুটল না ওর ঠোঁটে, হাসির আড়ালে লুকিয়ে থাকা বেদনাটাই আমার চোখে বেশি ধরা পড়ল।

'আপনাকে একটা জিনিস দেখানোর আছে। আসুন আমার সঙ্গে। খুব গোপন একটা পথ দিয়ে নিয়ে যাব আপনাকে, কেউ দেখতে পাবে না,' বলতে বলতে জানালার কাছে এগিয়ে গেল চারমিওন। গোপন কোন কব্জায় চাপ দিল। পাঁচ কিউবিট লম্বা আর চার কিউবিট চওড়া একটা কাঠ সরে গেল নিঃশব্দে। একটা প্যাসেজ দেখতে পেলাম জানালার পাশে।

আমাকে ভিতরে ঢুকতে ইঙ্গিত করল চারমিওন। কোন কথা না বলে ঢুকে গেলাম অন্ধকার প্যাসেজটার ভিতর। তারপর ভিতর থেকে আরেকটা কব্জায় চাপ দিয়ে গোপন পথটা বন্ধ করে দিল মেয়েটা।

'একটা কথা,' আমার কাঁধের কাছে মুখ নামিয়ে এনে ফিসফিস করে বলল চারমিওন, 'যদি বেঁচে থাকতে চান, তা হলে যা দেখবেন বা শুনবেন, তাতে মাথা গরম করবেন না দয়া করে। করলে আপনিও মরবেন আর আপনাকে সাহায্য করার দায়ে আমিও বেঁচে থাকব না। কথাটা মনে রাখলে আমার উপকারের প্রতিদান দেয়া হয়েছে বলে মনে করব আমি।'

বিড়ালের মতো নিঃশব্দে সামনে এগুলাম আমরা। অনেক দূর থেকে হালকা কথা-বার্তার আওয়াজ ভেসে আসছিল। যতই এগুলাম সামনে, আওয়াজটা তত বাড়তে লাগল। একসময় সামনে একটা কাঠের দেয়াল দেখতে পেয়ে থেমে দাঁড়াল চারমিওন। বুঝলাম, ওই দেয়ালটা আসলে প্যাসেজের দ্বিতীয় গোপন দরজা।

সামনে একটা ছিদ্র দিয়ে কিছুটা আলো আসছে। আমার কাঁধের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল চারমিওন, 'ভেতরে দেখুন।'

কথামতো কাজ করলাম। আরেকটা কক্ষ দেখতে পেলাম। কক্ষটা কার, অনুমান করতে কষ্ট হলো না মোটেও। আমার থেকে দশ কিউবিটের মতো দূরে অত্যন্ত দামি আর বিলাসবহুল একটা বিছানায় বসে আছে ক্লিওপেট্রা। ওর পাশে অ্যান্টনি।

'আমার আতিথেয়তায় তুমি সন্তুষ্ট, অ্যান্টনি?' ক্লিওপেট্রার প্রশ্নটা স্পষ্ট শুনতে পেলাম।

'হ্যাঁ। কিন্তু একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারছি না। কেন এত খরচ করলে তুমি? আমাকে তুষ্ট করার জন্যে? নাকি তুমি যুদ্ধ করতে ভয় পাচ্ছ?'

'যুদ্ধ? তুমি মিশর দখল করতে চাও, অ্যান্টনি? শুধু একবার হ্যাঁ বলো, আমি বিনা যুদ্ধে তোমাকে মিশর দিয়ে দেব। একটা কথা তুমি ঠিকই বলেছ, তোমাকে তুষ্ট করতে চাই আমি। কিন্তু সেটা যুদ্ধ এড়ানোর জন্যে নয়, বরং...' নাটকীয়ভাবে থেমে গেল ক্লিওপেট্রা।

'বরং?'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল ক্লিওপেট্রা। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল অ্যান্টনির দিকে। তারপর বলল, 'আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি, অ্যান্টনি। এজন্যই তোমাকে তুষ্ট করতে চাই। তোমাকে প্রথমবার দেখার পরই কী যে হয়ে গেল আমার...। তুমিও কি আমাকে ভালোবাসো অ্যান্টনি? তুমি কি আমাকে ভালোবাসা দিতে পারবে?'

ক্লিওপেট্রার প্রশ্ন শেষ হওয়ামাত্রই হাঁটু গেড়ে ওর পায়ের কাছে বসে পড়ল অ্যান্টনি। বলল, 'আমিও তোমাকে ভালোবাসি ক্লিওপেট্রা। তুমি তো আমাকে প্রথমবার দেখে ভালোবেসেছ; আর আমি তোমার

কথা প্রথমবার শুনেই তোমাকে মন দিয়ে ফেলেছি। দেবতাদের শপথ, আমার আত্মার শপথ, আমার রাজত্বের শপথ–আমি তোমাকে ভালোবাসি, ক্লিওপেট্রা। তুমি আমাকে বিশ্বাস করো। কোনদিন ঠকাব না তোমাকে।'

একটা কথাও বলল না ক্লিওপেট্রা, আগের মতোই তাকিয়ে রইল অ্যান্টনির দিকে।

'একটু আগে বললে, ওই দাসের বাচ্চা দাস হারমাচিস ঠকিয়েছে তোমাকে,' বলে চলল অ্যান্টনি। 'তোমার সঙ্গে ভালোবাসার অভিনয় করে তোমাকে ধোঁকা দিয়েছে। এজন্যে এখন আর কোন পুরুষকে বিশ্বাস করো না তুমি। কিন্তু আমাকে একবার সুযোগ দাও। আমাকে গ্রহণ করলে ঠকবে না তুমি। হারমাচিসের মতো...'

'ওই দাসটার কথা বাদ দাও,' অনেকক্ষণ পর মুখ খুলল ক্লিওপেট্রা। 'আগামীকাল ভোরে ওকে হত্যা করা হবে।'

'খুব ভালো হবে, ক্লিওপেট্রা। খুব ভালো হবে,' বলতে বলতে ক্লিওপেটাকে জড়িয়ে ধরল অ্যান্টনি, প্রবল আবেগে ঠোঁটে চুমু খেল। সাড়া দিল ক্লিওপেট্রা।

'কিন্তু,' দীর্ঘসময় পর জানতে চাইল সে, 'তোমার স্ত্রী ফুলভিয়ার কী হবে? আমাকে কিছুতেই মেনে নেবে না সে।'

'তোমার জন্যে ওকে ত্যাগ করতে রাজি আছি আমি। তোমার জন্যে সারা পৃথিবীকে ছেড়ে দিতেও কোন অসুবিধা নেই আমার।'

অ্যান্টনিকে জড়িয়ে ধরল ক্লিওপেট্রা। চোখ নামালাম আমি। কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলাম চারমিওনের ঘরে।

আমাকে কাঁদতে দেখে চুপ করে রইল চারমিওন, কিন্তু আমার কান্না থামছে না দেখে বলল, 'আপনার হাতে সময় খুব কম, মহান হারমাচিস। পালাতে হবে আপনাকে। দেরি হয়ে গেলে আর সুযোগ পাবেন না।'

ষোলো

'মহান হারমাচিস,' আমাকে মাথা নিচু করে বসে থাকতে দেখে ডাকল চারমিওন। 'আগামীকাল ভোরে আপনাকে জল্লাদদের হাতে তুলে দেবে রাণী, নিজেই তো শুনেছেন। কাজেই এখন আর কান্নাকাটির সময় নেই। পালাতে হবে আপনাকে।'

'কীভাবে পালাব, চারমিওন?' অসহায়ের মতো তাকালাম মেয়েটার দিকে।

'সব কিছু ঠিক করে রেখেছি আমি। আগামীকাল ভোরে জোয়ার আরম্ভ হবে, তাই আজ শেষ রাতের দিকে আলেকযান্দ্রিয়ায় উদ্দেশে ছেড়ে যাবে আমাদের একটা জাহাজ। আসার সময় জাহাজটা ভর্তি করে ফল এনেছিল রাণী। এই তিনদিনেই সব ফল শেষ। তাই আবার ফল আনার জন্যে আলেকযান্দ্রিয়ায় যাচ্ছে সেটা। জাহাজটার ক্যাপ্টেনকে হাত করেছি আমি,' দুষ্টুমির হাসি হাসল চারমিওন। 'তাঁকে বলেছি, আমার এক আত্মীয় আলেকযান্দ্রিয়ায় যাবে, কিন্তু যাবার খরচ নেই বেচারার। আর কিছু বলতে হলো না ক্যাপ্টেনকে, বাকিটুকু অনুমান করে নিল। আমি অনুরোধ করার আগেই স্বেচ্ছায় রাজি হয়ে গেল।'

'কিন্তু আমাকে দেখে যদি সন্দেহ করে?'

'একেবারে সাধারণ পোশাক গায়ে দিলে আপনাকে আর রাজবংশের লোক বলে মনে হবে না। সেরকম পোশাকও যোগাড় করেছি আমি। ব্রেনাস আপনাকে ক্যাপ্টেনের কাছে নিয়ে যাবে। আমিই নিয়ে যেতাম, কিন্তু কাজটা খুব বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে। ক্যাপ্টেনকে একটা চিঠি লিখেছি আমি, সেটা ব্রেনাসের কাছে আছে। চিঠিটা পেলে

সন্দেহ করবেন না ক্যাপ্টেন।' আমাকে একদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কিছু বলবেন আপনি?'

'এত কিছু কখন করলে তুমি?'

'যখন আপনি পাতাল কক্ষটাতে ছিলেন।'

আর কিছু বললাম না।

'তা হলে,' আমার কথা ফুরিয়েছে বুঝে বলল চারমিওন, 'আর দেরি না করে ঘণ্টা দুয়েক ঘুমিয়ে নিন। আমার বিছানাতেই শুয়ে পড়ুন,' আমাকে ইতস্তত করতে দেখে বলল, 'লজ্জা পাবার কিছু নেই। আমার কোন অসুবিধা হবে না। আমি সারারাত জেগে থাকব, বসে থাকব ঠিক এই চেয়ারেই। পাহারা দেব আপনাকে।'

ঘণ্টা দুয়েক পর টের পেলাম, কে যেন আমার কাঁধ ধরে ঝাঁকাচ্ছে। জোর করে খুললাম দু'চোখের পাতা। সামনে চারমিওনকে দেখতে পেয়ে সব ঘটনা মনে পড়ে গেল। চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসলাম। কিছু না বলে চারমিওন রওয়ানা হলো দরজার দিকে।

'কোথায় যাচ্ছ?' যথাসম্ভব নিচু গলায় পিছু ডাকলাম।

'আপনার জন্যে প্রস্তুত করে রাখা কাপড়-চোপড় আনতে। এসে পড়ব এক্ষুণি।'

বেশ কিছুক্ষণ পর হাঁপাতে হাঁপাতে আবার ঘরে ঢুকল চারমিওন। দেখলাম, ভারী একটা কাপড়ের বোঝা বহন করে এনেছে সে। আমার সামনে মেঝেতে যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে বোঝাটা নামিয়ে রেখে বলল, 'আমি বাইরে যাচ্ছি, আপনি পোশাক পাল্টে নিন। কিছুক্ষণ পর দরজায় টোকা দেব, আপনার কাপড় পাল্টানো হলে খুব আস্তে একবার কাশবেন। কাশির আওয়াজ শুনলে ভেতরে ঢুকব আমি।'

দ্বিতীয়বার ঘরে ঢোকার পর আমাকে আপাদমস্তক দেখল চারমিওন। 'খারাপ নয়,' মন্তব্য করল সে, 'আপনাকে সাধারণ বণিকের মতোই দেখাচ্ছে।'

কাঠের আলমারিটার দিকে এগিয়ে গেল মেয়েটা। আলমারি খুলে একটা ভারী পুঁটুলি বের করল। দেখেই বুঝলাম, পুঁটুলিটা স্বর্ণমুদ্রার।

'নিন। আমি জানি, আপনার হাত একেবারে খালি। অর্থের দরকার

হবে আপনার।'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লাম। 'আমি তোমার অর্থ নিতে পারি না, চারমিওন। অ্যাবাউদিস মন্দিরের পুরোহিতদের কারও দান গ্রহণ করার অধিকার নেই।'

আমার কথা শুনে দাঁত বের করে হাসল চারমিওন। 'আপনি কি এখনও অ্যাবাউদিস মন্দিরের পুরোহিত?'

প্রশ্নটা শুনে কথা বাড়ালাম না আর, হাত বাড়িয়ে নিলাম পুঁটুলিটা।

'তা ছাড়া, স্বর্ণমুদ্রাগুলো আমার নয়,' বলে চলল মেয়েটা। 'বিপদের সময় খরচ করার জন্যে মামা সেপা অনেক আগে ওগুলো দিয়েছিলেন আমাকে। পুঁটুলিটা কখনও খুলেও দেখিনি আমি। মামা সেপা যতগুলো স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলেন, ঠিক ততগুলোই আছে; একটাও কমেনি। কাজে লাগতে পারে ভেবে আলেকযান্দ্রিয়া থেকে এখানে আসার সময় সঙ্গে এনেছিলাম।'

চুপ করে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল চারমিওন। বোধহয় আমার তরফ থেকে কিছু শুনতে চাইল। ওকে নিরাশ করলাম আমি।

'সৈন্যরা আপনাকে আটকালে,' বুদ্ধি বাতলে গেল সে, 'একটা গোপন শব্দ বলবেন–অ্যান্টনি। তা হলে ওরা বুঝবে, আপনি রাণীর লোক; তখন ছেড়ে দেবে। আর,' আবার আলমারিটার কাছে এগিয়ে গেল মেয়েটা, একটা প্রসাধনীর পাত্র বের করল। তারপর এগিয়ে এল আমার কাছে। 'আপনার মুখে, গলায়, কানে, হাতে আর পায়ে মেখে নিন রঙটা। আপনার উজ্জ্বল সাদা বর্ণ ঢাকা পড়ে যাবে।'

করলাম কাজটা। তারপর গিয়ে দাঁড়ালাম আয়নার সামনে। সহজে চিনতে পারলাম না নিজেকে।

'ব্রেনাসকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটার সময় বুক টান না করে কুঁজো হয়ে হাঁটবেন। আপনার উচ্চতা কম দেখাবে। মদ খেয়ে অর্ধেক মাতাল সৈন্যরা রাতের আঁধারে হয়তো চিনতে পারবে না আপনাকে।'

'আমার এই কাপড়গুলোর কী হবে?' জিজ্ঞেস করলাম চারমিওনকে। 'তোমার ঘরে কেউ ঢুকলেই তো দেখতে পাবে এগুলো।'

'আপনি যাবার পর আমি ওগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেব...' বলতে বলতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল চারমিওন। আশ্চর্য হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি।

'না,' কাঁদতে কাঁদতে বল্‌লে চারমিওন, 'আমি আগুন লাগাব না ওগুলোতে। আপনার কাপড়গুলো আমি সারা জীবন যত্ন করে সাজিয়ে রাখব। আমি ছাড়া আর কেউ খুঁজে পাবে না,' কাঁদতে কাঁদতে আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল চারমিওন। 'মহান হারমাচিস, আমি আপনাকে কয়েকটা কথা বলব এখন। সেগুলো হয়তো সহ্য করতে পারবেন না আপনি,' দুই হাত জোড় করে ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে মেঝের দিকে তাকিয়ে রইল মেয়েটা।

চোয়াল শক্ত করলাম।

দু'চোখের পানি মুছে মুখ তুলে বলতে আরম্ভ করল চারমিওন, 'পলাস নয়, আমিই বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলাম আপনার সঙ্গে। আমিই রাণীকে বলেছিলাম, খুন করার জন্যে খঞ্জর নিয়ে আপনি ঢুকবেন ওর শয়নকক্ষে। বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িতদের নামও আমি বলে দিয়েছিলাম। অন্য কারও জন্যে নয়, আমার কারণেই ভেস্তে গেছে বিদ্রোহের পরিকল্পনাটা। আমিই বিশ্বাসঘাতিনী।'

পুরোপুরি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মাথায় বাজ পড়লেও অতটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হতাম না। স্থান-কাল-পাত্র ভুলে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম, একলাফে উঠে দাঁড়িয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল চারমিওন, সর্বশক্তিতে চেপে ধরল আমার মুখ।

'আমায় অভিশাপ দিতে চাইলে মনে মনে দিন,' বলল সে, 'কিন্তু দয়া করে চেঁচাবেন না। রক্ষীরা একবার টের পেলে এখনই হত্যা করবে আপনাকে।'

কথাটা শুনে শান্ত হলাম কিছুটা। আমার মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিল চারমিওন। আগের চেয়ারটাতে আবার বসে পড়ল সে। বলল, 'আপনাকে একসময় সত্যিই ভালোবেসেছিল রাণী। কিন্তু ওর আগে আমি আপনাকে মন দিয়েছি। মামা সেপার বাসায় আপনাকে প্রথমবার দেখার পরই আপনার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়লাম আমি। দিন গড়াতে

লাগল, আর পাল্লা দিয়ে বাড়তে লাগল আমার ভালোবাসা। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে আপনাকে ভালোবেসেছি–কোনদিন কিছু চাইনি। আপনি একবার আমার দিকে তাকালেই নিজেকে ধন্য মনে করতাম। কিন্তু প্রাসাদে থাকার সময় আমাকে কি একবারও সুনজরে দেখেছেন আপনি?' তিক্ত হাসল সে, 'আপনি আমাকে মানুষ বলেই মনে করতেন না। আপনার দৃষ্টিতে আমি ছিলাম···হয়তো একটা মূর্তি। একজন সাধক পুরুষের দৃষ্টি নিজের দিকে টানার মতো রূপ-যৌবন আমার ছিল না, এখনও নেই–এটাই আমার অপরাধ। এই একটা দিক দিয়েই আমাকে হারিয়ে দিয়েছে রাণী। নইলে হয়তো আপনি আমার হতেন,' থেমে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সে। তারপর আবার বলতে আরম্ভ করল, 'আমি কত আগ্রহ নিয়ে আপনার কাছে যেতাম, চূড়ান্ত ঔদাসীন্য নিয়ে বার বার আমাকে প্রত্যাখ্যান করতেন আপনি। ব্যাপারটা মেনে নিতাম, কিন্তু আপনি রাণীর প্রতি দুর্বল হতে আরম্ভ করেছেন টের পেয়ে নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারলাম না। আমি রক্ত-মাংসে গড়া একজন মানবীমাত্র–আবেগ নিয়ন্ত্রণের সাধনা করিনি। তবুও নিজের ঈর্ষাকে বাঁধ দিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছিলাম, অনেক কষ্ট করে সহ্য করছিলাম আপনার আর রাণীর প্রেম। রাণীকে খুন করার কথা ছিল যে রাতে, তার আগের রাতে ভেঙে গেল আমার সমস্ত সংযম,' আবারও থামল চারমিওন।

মেয়েটার কথায় এত বেদনা ছিল, এত আবেগ ছিল যে, সময় বয়ে যাচ্ছে টের পেয়েও না শুনে পারলাম না। দাঁড়িয়ে রইলাম স্থাণুর মতো। আর আগের মতোই নিচু গলায় বলে চলল চারমিওন, 'রুমালটা ইচ্ছে করে মেঝেতে ফেলেছিলাম। আমি আপনাকে ভালোবাসি–কথাটা বলতেও পারছিলাম না, আবার না বলেও থাকতে পারছিলাম না। রাণী আপনাকে দখল করে নেবে, তাই "ভালোবাসার রাজা" বানাল–কথাটা মনে পড়ামাত্রই রুমাল ফেলার মতো হাস্যকর উপায়ে আপনাকে ভালোবাসার কথা জানাতে চাইলাম। কিন্তু আপনি কী করলেন? আমার ভালোবাসার নিদর্শনকে অত্যন্ত তুচ্ছ জিনিসের মতো ছুঁড়ে ফেলে দিলেন বাইরে। হয়তো বলবেন, রাণীকে বোঝানোর জন্যে ওরকম

করতে হয়েছিল। কিন্তু আরও হাজারটা মিথ্যে বলে রাণীর মন থেকে শঙ্কা দূর করা যেত। আপনি করেননি। শুধু তাই নয়, আমাকে অভিশাপ দিলেন। তখন আপনাকে মিশরের সবচেয়ে বড় পুরোহিত আর সাধক বলে জানতাম। সুতরাং, নিশ্চিত হলাম, আপনার অভিশাপ আমার উপর পড়বেই। সবচেয়ে বড় কথা, ভালোবাসার ব্যাপারে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী, মিশরের রাণী ক্লিওপেট্রা আপনার সামনে বলল–মরে যাওয়া উচিত আমার। এই কথাটাই আমাকে আঘাত করল সবচেয়ে বেশি। আর সহ্য করতে পারলাম না।'

আবার কাঁদতে আরম্ভ করল চারমিওন। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে লাগল, 'আপনার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করলাম সে রাতে। কিন্তু আপনি আমাকে বুঝিয়ে বলার বদলে আমার চেয়েও খারাপ ব্যবহার করলেন। তখনই প্রতিশোধ নেবার শপথ করলাম। বিদ্রোহের ব্যাপারে রাণীকে সব বলার পর ঠাণ্ডা হলো মাথা, আর তখনই বুঝলাম কত বড় ভুল করেছি। তারপর বার বার আপনাকে খুন করতে চাইল রাণী, আর বার বার নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে, প্রভাব খাটিয়ে আপনাকে উদ্ধার করলাম আমি। ব্যাপারটাকে আমার অনুশোচনা বা ভালোবাসা, যেটা খুশি বলতে পারেন।'

কিছুই বললাম না। ওর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না আমার।

'আপনার কাপড়-চোপড়ের সঙ্গে একটা ছুরি দিয়েছি আমি, দেখেছেন?'

অনেক আগেই দেখেছি। কিন্তু চারমিওনের প্রশ্নের জবাবে হ্যাঁ-না কোনটাই বললাম না। চুপ করে রইলাম আগের মতোই।

'খাপ থেকে খুলে হাতে নিন ছুরিটা। তারপর খুন করুন আমাকে। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক। আপনার ভালোবাসা আমি পাইনি কোনদিন, আপনার ঘৃণা নিয়ে আপনার হাতে মরতে পারলেও জীবনটাকে ধন্য মনে করব আমি।'

একবার মনে হলো, কাজটা করা উচিত। হাত বাড়ালাম ছুরিটা বের করার জন্য। হঠাৎ মনে পড়ল পরিচয় হওয়ার পর থেকে আমি

কিছুই করিনি চারমিওনের জন্য। আর মেয়েটা আমার জীবন বাঁচিয়েছে অনেকবার। তা ছাড়া ওকে শাস্তি দেওয়ার কোন অধিকার নেই আমার। আমি দেবতা বা বিচারক–কোনটাই নই।

'কী হলো? দাঁড়িয়ে রইলেন যে চুপ করে? আমাকে অভিশাপ দিন। তারপর খুন করুন। আপনি যদি কাজটা না করেন, তা হলে আত্মহত্যা করা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না আমার।'

'আমরা দু'জনই পাপী, চারমিওন,' অনেকক্ষণ পর মুখ খুললাম আমি। 'তোমাকে খুন করার কোন অধিকার নেই আমার, আবার আত্মহত্যা করার কোন অধিকার নেই তোমার। আমাদের দু'জনের শাস্তি হচ্ছে বেঁচে থাকা এবং দেবতাদের অভিশাপ অনুযায়ী কষ্ট ও যাতনা ভোগ করা। উপকার করার জন্যে অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। হয়তো পারব না, কিন্তু যদি কোনদিন সম্ভব হয়, প্রতিদান অবশ্যই দেব আমি,' একটু থেমে যোগ করলাম, 'আমার দেরি হচ্ছে। আমাকে পথ দেখাও।'

উঠে দাঁড়াল চারমিওন। হঠাৎ আমার বুকের কাছে জামাটা দু'হাতে শক্ত করে আঁকড়ে ধরল। আগের মতোই ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'আপনার কিছুই নেই, কেউ নেই। এই পৃথিবীতে এখন হয়তো একমাত্র আমিই ভালোবাসি আপনাকে। আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলুন আপনি। যেখানে নিয়ে যাবেন, যাব। যদি দাসীর মতো আচরণ করেন আমার সঙ্গে, সেটাও হাসিমুখে সহ্য করব। শুধু আমাকে সঙ্গে রাখুন। আপনি সহজ-সরল লোক, বার বার বিপদে পড়বেন; আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলুন, আমি আপনাকে সব বিপদ থেকে উদ্ধার করব। আপনাকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করে বলছি, মৃত্যু ছাড়া আর কেউ আমাকে আপনার থেকে আলাদা করতে পারবে না।'

'তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব?' না চেঁচিয়ে পারলাম না। কিন্তু পরিস্থিতির গুরুত্ব মনে পড়াতে সঙ্গে সঙ্গে নামালাম গলাটা, 'তুমি সঙ্গে থাকলে তোমার দিকে তাকানোমাত্রই আমার মনে পড়বে, ভালোবাসায় অন্ধ হলে নারী কী করতে পারে। তখন আমাদের দু'জনের সম্পর্কটা আরও খারাপ হবে। তারচেয়ে বরং তুমি এখানেই থাকো। রাণীর সেবা

করতে থাকো নিজের বুদ্ধি দিয়ে।' হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় জিজ্ঞেস করলাম, 'একটা উপকার করতে পারবে আমার?'

টপ টপ করে পানি পড়ছিল চারমিওনের দু'চোখ দিয়ে। আমার কাপড় ছেড়ে দিয়ে দু'হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ মুছে জিজ্ঞেস করল সে, 'কী উপকার?'

'একটা প্রতিজ্ঞা করতে পারবে?'

'কীসের প্রতিজ্ঞা?'

'যদি কোনদিন সম্ভব হয়, আমি প্রতিশোধ নেব ক্লিওপেট্রার ওপর। শপথ করো, যদি সেদিনও তুমি ক্লিওপেট্রার চাকরানি থাকো, তা হলে সহায়তা করবে আমাকে, বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।'

'দেবী ওসিরিসের নামে শপথ করছি, সেদিন সাহায্য করব আপনাকে, বিশ্বাসঘাতকতা করব না। আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলুন আপনি।'

ওকে সঙ্গে নেওয়ার ব্যাপারে কোন মন্তব্য না করে কঠোর গলায় বললাম, 'পথ দেখাও আমাকে, চারমিওন।'

পথ দেখিয়ে আমাকে ব্রেনাসের কাছে নিয়ে গেল মেয়েটা। চলে যাচ্ছিলাম, এমন সময় আবার বাধা দিল সে। পিছন থেকে আঁকড়ে ধরল আমার জামা। ছেঁড়া জামাটা আরও কিছুটা ছিঁড়ে গেল। হাত ঘুরিয়ে পিঠের কাছে নিলাম আমি, খুব অল্প শক্তিই ব্যয় হলো চারমিওনের মুঠোটা আলগা করতে।

'আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলুন, আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলুন,' গলা যতদূর সম্ভব নামিয়ে কাঁদতে কাঁদতে অনুনয় করতে লাগল মেয়েটা।

কিছু না বলে মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলাম নীচে। চারমিওন বলেছিল সে আসতে পারবে না, কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম, আমার পিছু পিছু সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল সে-ও। মাটিতে নামামাত্রই আমার পথ আটকে দাঁড়াল, আগের মতোই নিচুকণ্ঠে বলল, 'আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলুন।'

কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম ওর দিকে। তারপর প্রচণ্ড এক ধাক্কায় ওকে ফেলে দিলাম মাটিতে। পড়ে গিয়ে খুব জোরে ব্যথা

পেল সে, কিন্তু একবার উফ্ পর্যন্ত করল না। উঠে দাঁড়িয়ে আবার আমার দিকে এগিয়ে আসার চেষ্টা করল। কিন্তু পড়ে গিয়ে পা মচকে গেছে ওর, তাই দু'পা হেঁটেই বসে পড়তে বাধ্য হলো। ক্ষান্ত দিল না, হামাগুড়ি দিয়ে অত্যন্ত ধীর গতিতে এগিয়ে আসতে লাগল আমার দিকে। আর কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, 'আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলুন, আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলুন।'

লম্বা লম্বা পা ফেলে সামনে এগুলাম আমি। ব্রেনাসকে সঙ্গে নিয়ে মিলিয়ে গেলাম শেষ রাতের আঁধারে। চারমিওন পড়ে রইল পথের ধুলোয়।

***

প্যাপিরাস-৩

এক

আরেকটু দেরি হলেই আমাকে ফেলে চলে যেত জাহাজটা। ব্রেনাস চিঠিটা তুলে দিল ক্যাপ্টেনের হাতে, সেটা ভালোমতো পড়লেন তিনি। তারপর আমাকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত মাপলেন। বাড়তি কোন কথা না বলে জাহাজে ওঠার অনুমতি দিলেন। ওঠার পর তাকালাম তীরের দিকে। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, আমাকে বিদায় জানানোর অপেক্ষায় না থেকে অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে ব্রেনাস। অনেক পরে জেনেছিলাম, আমাকে পৌঁছে দিয়েই পালিয়ে গিয়েছিল সে। ওকে আর কোনদিন খুঁজে পাওয়া যায়নি।

জাহাজ ছাড়ার একঘণ্টা পর সিলিসিয়া থেকে অনেকদূরে চলে এলাম আমরা। আরও কিছুক্ষণ পর হাজির হলাম মাঝসমুদ্রে। তখনই দেখা দিল বিপত্তি।

একটু একটু বাতাস ছিল প্রথম থেকেই, সেটাকে বিশেষ একটা পাত্তা দেননি ক্যাপ্টেন। কিন্তু বাতাসটাকে ভয়ঙ্কর ঝড়ে পরিণত হতে দেখে খুব স্বাভাবিকভাবেই ভয় পেয়ে গেল নাবিকরা, জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে সিলিসিয়ায় ফিরে যেতে চাইল। জাহাজটা খুব একটা বড় নয়, ঝড় বাড়লে উত্তাল ঢেউয়ের ছোবলে টিকতে পারবে না; তা ছাড়া সিলিসিয়াই সবচেয়ে কাছের বন্দর–তাই সম্মতি দিলেন ক্যাপ্টেন। মুখচোখ আগে থেকেই শুকিয়ে ছিল আমার, ক্যাপ্টেনের অনুমতিটা শুনে আরও ঘাবড়ে গেলাম। কিন্তু ভাগ্য আমাকেই সাহায্য করল। প্রতিকূল স্রোতের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারল না নাবিকরা,

সিলিসিয়ায় যাওয়ার বদলে মত্ত সাগরের ইচ্ছে অনুযায়ী ভাসতে লাগলাম আমরা। এবং জাহাজটা সরে যেতে লাগল আরও দূরে। একসময় দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ল নাবিকরা।

নিজেদের দুরবস্থার জন্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন নাবিকরা আমাকেই দুষতে লাগল। ওদের অনেকেই আমাকে যাদুকর আখ্যা দিল। সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলার প্রস্তাবও করল কয়েকজন। অনেকে সমর্থন করল। কিন্তু ক্যাপ্টেনের দৃঢ়তার কারণে বেঁচে গেলাম আমি।

দুপুরের দিকে সমুদ্রের মাতলামি কিছুটা কমে গেল। আরও চারঘণ্টা পর হিসাব-কিতাব করে নাবিকরা বলল, ডাইনারিটাম নামের এক দ্বীপের কাছে পৌঁছেছি আমরা। দ্বীপটার চারদিক ডুবোপাথরে ভর্তি, তাই তীর বরাবর সাবধানে জাহাজ চালানোর আদেশ দিলেন ক্যাপ্টেন। প্রায় পার হয়ে এসেছি দ্বীপটা, এমন সময় আবার বেড়ে গেল ঝড়, আবার বড় বড় ঢেউ জেগে উঠল সাগরে, ডাইনারিটামের তীর থেকে অনেকদূরে সরে গেলাম আমরা।

কিছু করার না পেয়ে নাবিকরা আবার ক্ষেপে উঠল আমার উপর। প্রায় সবাই ক্যাপ্টেনের সামনে জড়ো হয়ে অভিযোগ জানাল আমার বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, আমাকে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলার জন্য চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করল। ওদের আবেদন আগের মতোই বাতিল করে দিলেন ক্যাপ্টেন। কিন্তু নাবিকরা কিছুতেই শান্ত হচ্ছে না দেখে আর কিছু বললেন না তিনি। চলে গেলেন নিজের ঘরে। তাঁর মৌনতাকে সম্মতির লক্ষণ ধরে নিয়ে পনেরো-বিশজন নাবিক এগিয়ে এল আমার দিকে। একসঙ্গে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সবাই। তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিল সাগরে।

সমুদ্রের লোনাপানিতে হাবুডুবু খেতে আরম্ভ করলাম আমি। দুয়েকজন দয়াপরবশ নাবিক একটা ভারী তক্তা ছুঁড়ে দিল আমার দিকে। বিক্ষুব্ধ সাগরের উত্তাল ঢেউয়ের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে তক্তাটাকে দু'হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরলাম আমি, তারপর দেরি না করে শুয়ে পড়লাম সেটার উপর। ঠিক তখনই খুব বড় একটা ঢেউ ছুটে এল আমার দিকে, এক ধাক্কায় আমাকে নিয়ে গেল পানির অনেক নীচে।

পানির নীচ থেকে মাথা তোলার পর ঢেউয়ের আওয়াজ ছাপিয়ে নাবিকদের চিৎকার ভেসে এল আমার কানে। কারণটা বুঝতে বেশি দেরি হলো না আমার। পানিতে কৃত্রিম রঙ ধুয়ে গিয়ে আমার ফর্সা চামড়া দেখা যাচ্ছিল। আমি যাদুকর–নিশ্চিত ধরে নিয়ে জাহাজের ডেকে তাণ্ডব শুরু করে দিল নাবিকরা।

কিন্তু তাণ্ডবটা বেশিক্ষণ টিকল না। আচমকা বিশাল এক ঢেউ জাহাজটাকে তুলে নিল অনেক উপরে। ঢেউটা সরে যেতেই নীচে আছড়ে পড়ল সেটা, প্রচণ্ড ধাক্কা সহ্য করতে না পেরে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল একেবারে। মাস্তুল, কাঠ, দড়ি সব ছিটকে পড়ল সমুদ্রে। তারপর ঢেউয়ের ধাক্কায় কোনটা কোনদিকে চলে গেল বুঝতেও পারলাম না। সলিল সমাধি ঘটল জাহাজের প্রত্যেক আরোহীর।

আমাকে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলার জন্য মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম নাবিকদের। খেয়াল করলাম ঢেউ ঠেলতে ঠেলতে ডাইনারিটামের তীরে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে। কিছুক্ষণ পর একটা বড় পাথরের উপর আমাকে আছড়ে ফেলল ঢেউ। তক্তাটা ভেঙে দু'খণ্ড হয়ে গেল। বাম হাঁটুর নীচে প্রচণ্ড ব্যথা পেলাম। হাত থেকে ছেড়ে দিলাম তক্তাটা, বসে পড়লাম ওই পাথরের উপর। আমার উপর একটু পর পরই ছোবল মারতে লাগল ঢেউ, আবার টেনে নিয়ে ফেলতে চাইল সাগরে। পাথরটাকে দু'হাতে, সর্বশক্তিতে জড়িয়ে রেখে সহ্য করে গেলাম সব।

অনেকক্ষণ পর থেমে গেল ঝড়টা। অবস্থা নিরাপদ বুঝে পাথরের উপর উঠে বসলাম। শরীরে শক্তি বলতে আর কিছু বাকি নেই, ডাইনারিটামই আমার একমাত্র আশ্রয়স্থল বুঝতে পেরে তারপরও নেমে পড়লাম সাগরে। মোটেও জোর পাচ্ছি না বাম পায়ে। শুধুমাত্র মনের জোরে খুব ধীরে ধীরে সাঁতার কাটতে আরম্ভ করলাম দ্বীপটার উদ্দেশে। একসময় সেটার পাথুরে বেলাভূমিতে হাজির হলাম।

সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়লাম বালির উপর। মড়ার মতো পড়ে থাকলাম অনেকক্ষণ। মাথার উপর চিৎকার করে উড়ে বেড়াচ্ছে নাম না জানা একঝাঁক পাখি। হু হু শব্দ করে একটানা বইছে বাতাস। ঢেউ ভিজিয়ে দিচ্ছে পায়ের পাতা, কখনও হাঁটু পর্যন্ত। একটু পর টের পেলাম,

পেটের নীচ থেকে সরে যাচ্ছে বালি। আবার সমুদ্রে ভাসার কোন ইচ্ছা না থাকায় দু'হাতে শরীরের অবশিষ্ট শক্তিটুকু জড়ো করলাম, কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে সামনে এগিয়ে চললাম। তীর থেকে অনেকদূর আসার পর থামলাম। আচমকা প্রচণ্ড ক্লান্তি বোধ করলাম। চোখের সামনে অন্ধকার হয়ে এল সবকিছু। মাথা নেমে গেল নিজে থেকেই।

বাতাসের গর্জনটা পরিণত হলো অদ্ভুত ফিসফিসানিতে, স্মৃতির পর্দায় ভেসে উঠল নিকট অতীত। মাথার উপর উড়ে বেড়ানো পাখিদের চিৎকারকে মনে হলো নাইটিংগেলের সুমধুর গান। একটা মৃদু হাসির আওয়াজ পরিণত হলো অট্টহাস্যে। হাসিটা খুব পরিচিত মনে হলো আমার, কার–বুঝতে পারামাত্রই গভীর ঘুমে ঢলে পড়লাম আমি।

ঘুমিয়েছিলাম ক্লিওপেট্রার হাসি কানে নিয়ে, ঘুম ভাঙল এক অপরিচিত লোকের ডাক শুনে। 'শুনছেন? আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন?'

ধীরে ধীরে চোখ মেললাম। আমার উপর একটা দয়ালু মুখকে ঝুঁকে থাকতে দেখলাম। পেটের নীচে বালি নয়, পিঠের নীচে নরম বিছানা অনুভূত হলো। লোকটার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে তাকালাম চারদিকে। সুন্দর করে সাজানো একটা কুঁড়েঘর দেখতে পেলাম।

'এখানে কীভাবে এলাম আমি?' লোকটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'আমি এনেছি আপনাকে,' মোটা গলায় গ্রীক ভাষায় জবাব দিল লোকটা। 'তীরে মড়া ডলফিনের মতো পড়ে ছিলেন আপনি। দেখতে পেয়ে নিয়ে এলাম এখানে।'

'তুমি কে?'

'জেলে। থাকি এখানেই,' আমাকে উঠতে দেখে বাধা দিল লোকটা, 'না, না, শুয়ে থাকুন। বাম পায়ে মারাত্মক আঘাত পেয়েছেন আপনি। ওই জখম নিয়ে কোথাও যেতে পারবেন না।'

লোকটার কথা শুনে বাম পাটা নাড়ানোর চেষ্টা করলাম। সফল হলাম না একেবারেই। সাঁতার কাটার সময় টের পাইনি, পা নাড়ানোর চেষ্টা করামাত্রই একটা তীব্র ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত পায়ে। মাথার

তালুতে গিয়ে ঠেকল ব্যথাটা। দাঁতে দাঁত চেপে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হয়েছে আমার পায়ে?'

'হাঁটুর নীচের হাড়টা ভেঙে গেছে। কাছেপিঠে কোন চিকিৎসক নেই, তাই আমিই কোনরকমে পট্টি বেঁধে রেখেছি।' জবাব দিল লোকটা। তারপর আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করল, 'আপনি কে?'

'আমি একজন মিশরীয় ভ্রমণকারী। দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানোটাই আমার কাজ। গতরাতের ভয়ঙ্কর ঝড়ের কারণে ডুবে গেল আমার জাহাজ। একটা তক্তা ধরে কোনরকমে ভাসতে ভাসতে এই দ্বীপে হাজির হলাম। তারপর আর কিছু মনে নেই।'

'কী নাম আপনার?'

ডাইনারিটামের সবচেয়ে বড় পাহাড়টা দেখিয়ে গতকাল জাহাজের এক নাবিক আমাকে বলেছিল, ওটার নাম অলিম্পাস। নিজের নাম হিসেবে চালিয়ে দিলাম সেটা।

'আমার নাম অলিম্পাস। আর তোমার?'

'পোসেডোন।'

এরপর থেকে পোসেডোনের সঙ্গে আমার খুব ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠল। লোকটা খুব সৎ আর একেবারে সহজ-সরল। চারমিওন আমাকে এক থলে স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিল, ডাইনারিটামের তীরে ঘুমিয়ে পড়ার সময়ও থলেটা আমার কোমরে বাঁধা ছিল। ইচ্ছে করলেই পোসেডোন গায়েব করে দিতে পারত সেটা, বা সেখান থেকে কিছু মুদ্রা সরাতে পারত। কিন্তু কোনটাই করেনি সে।

ছয় মাস কাটিয়ে দিলাম পোসেডোনের সঙ্গে। লোকটাকে যতই দেখলাম, ততই অদ্ভুত লাগল আমার। কোন জটিলতা নেই ওর জীবনে, কথাবার্তায়, চালচলনে। বিয়ে করেনি সে, আক্ষরিক অর্থেই মেয়েদের উপর কোনরকম আকর্ষণ নেই ওর। একবার জিজ্ঞেস করাতে উত্তর দিল–যত সুন্দরী হোক না কেন, নারী ওর কাছে সমুদ্রের ঢেউ, তীরের বালি, অলিম্পাসের চূড়া কিংবা পাখির ঝাঁকের মতোই বৈচিত্র্যহীন; গুরুত্বহীন।

ওর মুখে এক আর মনে আরেক কি না–পরীক্ষা করার জন্য

মাঝেমধ্যে রাতে ঘুমানোর আগে মেয়েদের নিয়ে গল্প করি ওর সঙ্গে। বানিয়ে বানিয়ে বলি, অনেক দেশ ঘুরেছি আমি, অনেক সুন্দরী মেয়ে দেখেছি; কিন্তু আমাকে যার পর নাই আশ্চর্য করে দিয়ে গল্প শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ে পোসেডোন।

দিনের বেলায় মাছ ধরে সে, বিকেলে সেগুলো বিক্রি করে বাজারে। রাতে কখনও তীরে বসে একমনে শোনে সাগরের গান, কখনও অলিম্পাসের মাথায় বসে গণনা করে আকাশের তারা। সমুদ্রে ঝড় উঠলে ওর মনটা সবার আগে, সবকিছুর আগে সেই ঝড়ের ছোবলে তছনছ হয়ে যায়; তখন নিজের কুটিরে বসে একমনে বাঁশি বাজায় সে। কী অপূর্ব সেই বাঁশির সুর! মনের প্রতিটা ঝোড়ো আবেগকে প্রতিটা ফুঁ আর আঙুলের যাদুময় কারুকাজের মাধ্যমে একেবারে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলে পোসেডোন।

অবাক বিস্ময়ে দেখি লোকটাকে। কত সাধনা, কত জ্ঞানার্জন করেছি আমি, সবই বিফলে গেছে। প্রকৃত সাধু হতে পারিনি, পারিনি বিবাগী হতে। কিন্তু পোসেডোন বিনা সাধনায় সাধু; সুখ কী, তা না জেনেই পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ। দিন আনে দিন খায় সে, বাজারে মাছ বিক্রির সময় অন্য জেলেদের মতো মিথ্যা বলে না এবং অর্থসম্পদের প্রতি সামান্যতম লোভও নেই ওর। ব্যাপারটা পরীক্ষা করার জন্য মেয়েদের বানোয়াট গল্পের মতোই ওকে গুপ্তধনের মিথ্যা গল্প শোনাই আমি, আর ওর প্রতিক্রিয়াও হয় একই রকম। গভীর ঘুমে ঢলে পড়ে সে।

আমার বাসস্থান কোথায়, পরিবার-পরিজন আছে কি না–এ সব কখনোই জানতে চায় না পোসেডোন। শুধু তাই নয়, প্রয়োজন না হলে একটা কথাও বলে না সে। আমার সৌভাগ্য যে, সে-ই তীরে পেয়েছিল আমাকে; অন্য কোন জেলে আমাকে উদ্ধার করলে দশদিনের ভিতরেই আবার ক্লিওপেট্রার সৈন্যদের হাতে নিশ্চিত বন্দী হতাম। অন্য জেলে আর বাজারের লোকেরা স্বল্পভাষী পোসেডোনকে জিজ্ঞেস করে আমার সম্বন্ধে মাত্র তিনটা কথা জানতে পারল–আমার নাম অলিম্পাস, আমি একজন মিশরীয় ভ্রমণকারী, ঝড়ে ডুবে গেছে আমার জাহাজ।

আমার কখনও কিছু প্রয়োজন হলে একটা কি বেশি হলে দুটো স্বর্ণমুদ্রা দেই পোসেডোনকে, সাধ্যমতো সব ব্যবস্থা করে সে। পায়ের হাড় ভেঙে যাওয়ায় বলতে গেলে চলাফেরাই করতে পারি না, তাই পোসেডোনের কুটিরেই শুয়ে-বসে থাকি সবসময়।

সময়ের চেয়ে বড় চিকিৎসক আর নেই। মনের ঘা, শরীরের ঘা দুটোই একসময় শুকিয়ে দেয় সে। ছয়মাস পর লাঠিতে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটার সক্ষমতা অর্জন করলাম। কিন্তু বাম পাটা ভাঁজ করে রাখতে হয় সবসময়, তাই সেটা ডান পায়ের তুলনায় দৈর্ঘ্যে কিছুটা ছোট হয়ে গেল। ঠিকমতো না খেতে পেয়ে শুকিয়ে প্রায় অর্ধেক হয়ে গেলাম। দাড়ি-গোঁফে অর্ধেকেরও বেশি ঢাকা পড়ল মুখ। সমুদ্রতীরের আবহাওয়ায় পুড়ে গাঢ় হয়ে গেল চামড়ার রঙ।

স্বর্ণমুদ্রার থলেটা দিন দিন আমারই মতো শুকিয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে কাজে লেগে গেলাম। খোঁড়া পা নিয়েই মাছ ধরতে আরম্ভ করলাম পোসেডোনের সঙ্গে। দু'সপ্তাহের ভিতরেই শিখে ফেললাম সব কলাকৌশল, মাসখানেকের মধ্যে পরিণত হলাম দক্ষ জেলেতে।

হাতে ধরে আমাকে সব কিছু শেখাল পোসেডোন। আমার ভুল দেখে কখনোই রাগ করে না নরম স্বভাবের লোকটা, বরং আমাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য মাঝেমধ্যে ওর স্বভাব ভঙ্গ করে অনর্গল কথা বলে আমার সঙ্গে।

কোথায় যাওয়া উচিত বা কী করা উচিত, সে ব্যাপারে কিছুই ভাবিনি আমি। তাই দিনে মাছ ধরি, আর রাতে ঘুরে বেড়াই নিজের মনে। যখন নিশ্চুপ পোসেডোনের সঙ্গ আর ভালো লাগে না, তখন চলে যাই বাজারে, দূরে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থেকে লোকজনের আনাগোনা দেখি। আমাকে দেখে অনেকেই পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ায়, কোন সমস্যা করে না।

একদিন বুঝতে পারলাম, লোকে আমাকে যাদুকর বলে ডাকতে আরম্ভ করেছে। বোধহয় বাজারের একপ্রান্তে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার জন্যই কপালে ওই উপাধিটা জুটল আবার।

পোসেডোনের কোন সহকারী না থাকায় খুব বেশি মাছ ধরতে

পারত না সে। যা ধরত সেগুলোও একেবারে কম দামে বিক্রি করত। আসলে সম্পদের কোন মোহ না থাকায় এসব ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন সে। আমি ওর সঙ্গে যোগ দেওয়ার পর থেকে প্রচুর মাছ পেতে আরম্ভ করলাম আমরা। সেগুলো বিক্রির দায়িত্ব নিলাম আমি। আয় হতে লাগল প্রচুর।

মাছ বিক্রি করে যা পাই, সেটা বলতে গেলে খরচ হয় না। সেগুলো জমিয়ে আর চারমিওনের দেওয়া স্রেলে থেকে কিছু স্বর্ণমুদ্রা মিলিয়ে একটা নৌকাও কিনে ফেললাম নিজের জন্য। আমি লোকদের ঘাঁটাই না; লোকেরাও আমাকে ঘাঁটায় না। যতটুকু পাই, ঠিক ততটুকুই চাই; আবার যতটুকু চাই, ঠিক ততটুকুই পাই। ওই একটা সময়েই চাওয়া-পাওয়ার অদ্ভুত এক সমন্বয় ঘটল আমার জীবনে।

সুখেই ছিলাম ডাইনারিটামে। এক রাতে ঘটল বিপর্যয়।

কিছুতেই ঘুম আসছে না সেরাতে। যতই ভুলে থাকতে চাইছি, ততই মনে পড়ছে অতীতের কথা। নিজের দেশ, নিজের লোকজনের কথা অনবরত ঘুরছে মাথায়। বাবার কথা মনে পড়ছে বার বার। মনে হচ্ছে, তিনি ডাকছেন আমাকে। একসময় অস্থির হয়ে ছটফট করতে লাগলাম আমি। ভোরের আলো ফোটার আগেই বিছানা ছাড়লাম, হাতমুখ ধুয়ে প্রস্তুত হয়ে নিলাম। পাশের বিছানায় ঘুমন্ত পোসেডোনের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম শব্দ করে। আরও একবার উপলব্ধি করলাম, এই পৃথিবীতে পোসেডোনের মতো লোকেরাই সবচেয়ে সুখী, আর রাজা-মহারাজারাই সবচেয়ে অসুখী। জানি নেবে না, তারপরও কুটিরের একমাত্র টেবিলের উপর কয়েকটা স্বর্ণমুদ্রা রাখলাম কৃতজ্ঞতা হিসাবে। লিখতে-পড়তে জানে লোকটা। আমাকে মাছ ধরা শেখানোর বিনিময়ে আমিই ওকে লেখাপড়া শিখিয়েছি। একটুকরো প্যাপিরাস খুঁজে পেতে প্রদীপের আলোয় সেটার উপর লিখলাম:

"সমুদ্র থেকে এসেছিলাম আমি, আবার সমুদ্রেই ফিরে যাচ্ছি। এ জীবনে বন্ধু বলে যদি কাউকে পেয়ে থাকি, তবে সেটা তুমি। তোমার সামনে দাঁড়িয়ে তোমাকে বিদায় বলার মতো সাহস আমার নেই, তাই

পালিয়ে যাচ্ছি। যদি কোনদিন সাধক পুরোহিতদের সঙ্গে কথা বলার সৌভাগ্য আমার হয়, তা হলে ওদেরকে সাধনা ছেড়ে কোন নির্জন দ্বীপে গিয়ে মাছ ধরতে বলব। বন্ধু, তুমি সব সাধকের গুরু। বন্ধু, বিদায়।"

পোসেডোনের কুটির ছেড়ে বের হয়ে আসার সময় খেয়াল করলাম, চেষ্টা করেও ঢোক গিলতে পারছি না, গলার কাছে কী যেন আটকে আছে। সমুদ্রের তীরে পৌঁছানোর আগেই অশ্রুর ঢল নামল আমার দু'চোখে।

বালি থেকে টেনে সমুদ্রে নামালাম আমার নৌকাটা। পিছন ফিরে তাকালাম শেষবারের মতো।

ঘুমিয়ে আছে ডাইনারিটাম। শুনতে পাচ্ছি সমুদ্রের গর্জন, মাত্র জেগে ওঠা পাখিদের চিৎকার। একটা হালকা ধূসর ছাপ লেগেছে কালো আকাশে। মাতাল হাওয়া একটু পর পরই কাঁপিয়ে দিচ্ছে নারকেলের পাতাকে, অদ্ভুত এক ফিসফিসানিতে ভরে যাচ্ছে চারদিক। অনেকদূরে জেলেদের অস্পষ্ট কুটিরগুলো পরম মমতায় ঢেকে রেখেছে বাসিন্দাদের। একমাত্র আমিই দাঁড়িয়ে আছি তীরে–নিঃসঙ্গ, পরিত্যক্ত।

ইচ্ছা হলো নৌকাটাকে পানিতে ভাসিয়ে দিয়ে আবার ফিরে যাই পোসেডোনের কাছে। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। নাম ধরে কেউ ডাকছে আমাকে, শৈশবে অনেকবার শুনেছি তাঁর কণ্ঠ। সেই আহ্বান উপেক্ষা করার মানসিক দৃঢ়তা নেই আমার। অনেকবার চেষ্টা করলাম অশ্রু সংবরণের, পারলাম না।

হাহাকার জাগানো বাতাসের মতো আমিও ফিসফিস করে বলে উঠলাম, 'বন্ধু, বিদায়!'

দুই

নৌকা চালনায় আর আবহাওয়া পর্যবেক্ষণে খুব দক্ষ হয়ে উঠেছিলাম আমি। যে কোনদিনের যে কোন সময়ের আবহাওয়া দেখে পরবর্তী সাতদিনের আবহাওয়া সম্পর্কে পূর্বাভাস দিতে পারতাম। সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে দেখলাম, আবহাওয়ার শান্ত, সমুদ্রের ঢেউগুলোও স্বাভাবিক। ঝড়ের কোন সম্ভাবনাই নেই। নৌকা নিয়ে নেমে পড়লাম সাগরে।

তিন দিন একটানা চলার পর সালামিস নামের এক বড় শহরে পৌঁছালাম। শহরটা সমুদ্রের ধারে। সেখানে একটা বড় জেলে পাড়া আছে। আমিও জেলে শুনে এক ভালোমানুষ জেলে আমাকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিল। খবর নিয়ে জানলাম, আলেকযান্দ্রিয়ার উদ্দেশে একটা জাহাজ ছেড়ে যাবে শীঘ্রিই। উপকারের প্রতিদান দেওয়ার জন্য নিজের নৌকাটা আশ্রয়দাতার কাছে কম দামে বেচে দিলাম। লোকটা আমাকে ওই জাহাজের ক্যাপ্টেনের কাছে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিল। আবহাওয়া সম্পর্কে আমার জ্ঞান দেখে খোঁড়া হওয়া সত্ত্বেও আমাকে তাঁর জাহাজে নাবিকের চাকরি দিলেন ক্যাপ্টেন। কয়েকদিনের মধ্যেই যাত্রা করলাম আমরা। ডাইনারিটাম ছাড়ার পাঁচদিন পর পৌঁছালাম ঘৃণ্য শহর আলেকযান্দ্রিয়ায়।

সেখানে পৌঁছেই চাকরি ছেড়ে দিলাম। খুব রাগ করলেন ক্যাপ্টেন, কিন্তু আমি বেতন দাবি করলাম না দেখে আর কিছু বললেন না তিনি। দেরি না করে অ্যাবাউদিসগামী একটা নৌকায় যাত্রী হিসাবে চেপে বসলাম। অন্য যাত্রীদের কথাবার্তা শুনে বুঝলাম, অ্যান্টনিকে সঙ্গে নিয়ে অনেক আগেই আলেকযান্দ্রিয়ায় ফিরে এসেছে ক্লিওপেট্রা। লোচিয়াসের প্রাসাদে একসঙ্গে থাকতে আরম্ভ করেছে ওরা। আরও

জানলাম, চতুর ক্লিওপেট্রা বুঝে গিয়েছিল কীভাবে পালিয়েছিলাম আমি। তখন আমাকে খুঁজতে সৈন্যভর্তি একটা জাহাজ পাঠাল সে। ওই ফলের জাহাজটার ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করতে পারল সৈন্যরা, কিন্তু কাউকেই জীবিত পেল না। আলেকযান্দ্রিয়াবাসী জানল, সমুদ্রে ডুবে মারা গেছে রাণীর এককালের জ্যোতিষী হারমাচিস।

ডাইনারিটাম ছাড়ার ছয়দিন পর হাজির হলাম অ্যাবাউদিসে। জন্মভূমিতে ফিরেছি, কিন্তু খুশি হওয়ার বদলে একটা দুঃখের অনুভূতি চেপে বসল আমার মনে। সব প্রায় আগের মতোই আছে– ফসলের মাঠ, ঘরবাড়ি, অ্যাবাউদিসের মন্দির; কিন্তু হতাশ হয়ে উপলব্ধি করলাম, আমি পাল্টে গেছি অনেক। আগন্তুক জেনেও লোকে একবারের বেশি দু'বার ফিরে তাকাল না আমার দিকে, কথা বলার সামান্যতম আগ্রহ দেখাল না কেউ। সূর্যাস্তের সময় ক্ষুধা আর পিপাসায় ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লাম মন্দিরের সিঁড়িতে। অল্প কিছু দূরেই দেখতে পাচ্ছি আমাদের বাড়িটা, বলা ভালো বাড়িটার ধ্বংসাবশেষ। ঢুকতে সাহস পাচ্ছি না সেখানে। বাবা বেঁচে আছেন কি না জানি না, বেঁচে থাকলেও কোন মুখে গিয়ে দাঁড়াব তাঁর সামনে–সেটা ভেবে পাচ্ছি না। কান্না পাচ্ছে খুব; কিন্তু দাড়ি-গোঁফঅলা এক খোঁড়া, গাঢ় বাদামি রঙের আগন্তুক মন্দিরের দরজায় বসে কাঁদছে–ব্যাপারটা পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে ভেবে চেপে রাখলাম কান্নাটা।

শেষ পর্যন্ত সাহস সঞ্চয় করতে পেরে উঠে দাঁড়ালাম। দুরুদুরু বুকে ঢুকলাম মন্দিরের ভিতর। লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটছি আমি, তাই ঠক ঠক আওয়াজ হচ্ছে। সেই আওয়াজটাই প্রতিধ্বনিত হয়ে আমার বুকে কাঁপন তুলে দিল। ধীর গতিতে এগুলাম বাবার কামরার উদ্দেশে। দরজাটা আগের মতোই ভিড়িয়ে রাখা আছে, আগের মতোই সেটার বাইরে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করলাম বেশ কিছুক্ষণ। তারপর একসময় ঠেলে ঢুকে পড়লাম ভিতরে।

সেই পিঠ বাঁকা চেয়ারটাতে বসে আছেন বাবা, মাথা নামিয়ে রেখেছেন পাথরের টেবিলটার উপর। অনেকক্ষণ ধরে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি। সামান্যতম নড়াচড়াও করলেন না তিনি,

এমনকী দম নেওয়া বা ছাড়ার কোন লক্ষণও দেখতে পেলাম না। তিনি মারা গেছেন হয়তো, ভাবলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ পর ঘাড় ঘুরালেন বাবা, সরাসরি তাকালেন আমার দিকে। আবছা আলোতে তাঁর ঘোলা আর নিষ্প্রাণ চোখজোড়ার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম আমি। বুঝতে পারলাম, অন্ধ হয়ে গেছেন তিনি।

আমার দিকে তাকিয়েই রইলেন বাবা, দৃষ্টি ফেরালেন না। কিছু বলতে পারলাম না, কিছু বলার সাহসও ছিল না আমার। চলে যাওয়াই উচিত বুঝতে পেরে এক পা পিছিয়ে আসামাত্রই শুনতে পেলাম বাবার ঘড়ঘড়ে কণ্ঠস্বর, 'কাছে এসো। যাকে নিজের ছেলে বলে পরিচয় দিতে ঘৃণাবোধ করি আমি, সেই বিশ্বাসঘাতক হারমাচিস কাছে এসো।'

কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে গেলাম তাঁর দিকে। কোনরকমে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কীভাবে জানলেন আমি এসেছি?'

'আমি টের পাই। আমিই তোমাকে আমার শেষ কথাগুলো বলার জন্যে ডেকেছি গতরাতে। আমিই তোমাকে নিয়ে এসেছি এখানে। নইলে তুমি খুব সুখেই ছিলে দূরের দ্বীপে।'

চমকে উঠলাম দ্বিতীয়বার। বাবার গণনা করার ক্ষমতা দেখে আশ্চর্য না হয়ে পারলাম না।

'আফসোস, হারমাচিস!' আবার বলতে আরম্ভ করলেন বাবা, 'আমি যদি তোমাকে না চিনতাম! আমি যদি তোমার বাবা না হতাম! তোমার মা যদি জন্ম না দিত তোমাকে! কতই না ভালো হতো তা হলে!'

কথাগুলো শুনে আরও ভেঙে গেল আমার মন। বললাম, 'এভাবে বলবেন না বাবা। আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। আমাকে ঠকানো হয়েছে। আমি কীভাবে...'

'তুমি কি আগে বিশ্বাসঘাতকতা করোনি? প্রতারিত হবার আগে তুমি কি নিজেকে, আমাকে, তোমার ধর্মকে ঠকাওনি? আমার মরার সময় হয়েছে, হারমাচিস,' বলতে বলতে চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকালেন বাবা। কবর থেকে উঠে মড়া কারও দিকে তাকালে যে রকম দেখাবে, বাবার চোখের দৃষ্টিটা ঠিক সে রকম। ভয়ে কথা বন্ধ

হয়ে গেল আমার। ভয়ঙ্কর গলায় আমাকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন বাবা, 'মরার আগে তোমাকে অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছি আমি। এখন যেমন অপমানিত হয়ে আছ, মরার পরও লোকের কাছে সেরকম অপমানিত হয়ে থাকবে তুমি। অসম্মানের মৃত্যু হবে তোমার, তোমাকে কবরও দেয়া হবে নিকৃষ্টভাবে। শেষ পর্যন্ত নরকে ঠাঁই পাবে তুমি,' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন বাবা, দু'হাত ধীরে ধীরে তুললেন ছাদের দিকে। 'দেবতাদের অভিশাপ নামতে আরম্ভ করেছে তোমার উপর, খোঁড়া হয়ে গেছ তুমি; আমি অভিশাপ দিচ্ছি, দেবতাদের আরও অভিশাপ নামুক তোমার উপর। তোমার মায়ের অভিশাপ নামুক। মরো তুমি হারমাচিস, মরো...' আর কিছু বলতে পারলেন না বাবা, লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। তাঁর দুই ঠোঁটের কোণ বেয়ে বেরিয়ে এল তাজা লাল রক্ত।

দৌড়ে তাঁর কাছে গেলাম আমি। ঘড়ঘড় করতে করতে জীবনের শেষ শ্বাসটা নিলেন তিনি এবং সেটা ছাড়ার আগে দুটো শব্দ উচ্চারণ করলেন, 'আটোয়া, প্রতিশোধ।'

আর কিছু বলার আগে মারা গেলেন তিনি।

*

অনেকক্ষণ কাঁদলাম। তারপর একসময় বুঝতে পারলাম, আমার কান্না ফুরিয়ে গেছে। আকাশে ভোরের আলো ফুটে উঠেছে তখন। আমাকে উদ্দেশ্য করে বলা বাবার শেষ শব্দ দুটো মনে পড়ে গেল। আটোয়া–মানে আটোয়ার কাছে যাও এবং প্রতিশোধ–মানে প্রতিশোধ নাও ক্লিওপেট্রার উপর।

গেলাম বুড়ি দাই মা আটোয়ার কাছে। ওকে আমার পরিচয় দেওয়ামাত্রই চিৎকার-চেঁচামেচি আরম্ভ করল সে। বাধ্য হয়ে ওর মুখ চেপে ধরলাম। তারপর ওকে বাবার মৃত্যুর খবরটা জানালাম। আধ পাগলি বুড়ি খবরটা শুনে ভেঙে পড়ল কান্নায়। বাধা দিলাম না, যতক্ষণ পারল কাঁদতে দিলাম ওকে। কান্না থামলে বাবার শেষ শব্দ দুটো ব্যাখ্যা করলাম ওর কাছে। মনোযোগ দিয়ে শুনল সে। তারপর বলল, 'তোমার বাইরে যাওয়া চলবে না কিছুতেই। তোমার বাবাকে কবর

দেবার ব্যবস্থা করছি আমি। তুমি আমার এখানেই থাকো। সাবধান, কেউ যেন টের না পায়।'

টানা আশিদিন লুকিয়ে রইলাম আটোয়ার বাড়িতে। এই সময়ের ভিতর বাবাকে কবর দেওয়া হলো। মায়ের কফিনের পাশেই রাখা হলো তাঁর কফিন। তারপর আবার ভালোমতো বন্ধ করে দেওয়া হলো কবরের মুখ। সবই জানলাম আমি, কিন্তু লোক জানাজানির ভয়ে করতে পারলাম না কিছুই।

যেদিন বন্ধ করা হলো কবরের মুখ, সেদিনই আটোয়াকে নিয়ে অ্যাবাউদিস ছেড়ে পালালাম। নীল নদ পার হয়ে টেপে নামের একটা শহরে গেলাম আমরা। অ্যাবাউদিস থেকে বেশ কিছুটা দূরে শহরটা। সেটার উত্তরে একটা মরুভূমি আর অনেকগুলো পাহাড়। পাথরে নির্মীত প্রাচীন ফারাওদের কয়েকটা কবরও আছে সেখানে। সম্পদের লোভে সবগুলো কবরের গুপ্তপথ ভেঙে ফেলেছে চোরের দল। প্রতিটা কবরের ভিতর ঢুকলাম আমি, থাকার উপযোগী প্রকোষ্ঠ খুঁজলাম। একটাতে পেয়েও গেলাম সেরকম। আটোয়াকে নিয়ে আশ্রয় নিলাম সেখানে।

আটোয়া থাকে কবরে ঢোকার গুপ্ত দরজার পাশে, মোটামুটি বড় একটা প্রকোষ্ঠে। আর আমি মাটির অনেক নীচের একটা কামরায়। আলো প্রবেশ করে না সেখানে। কামরাটার বাতাস ঠাণ্ডা, স্থির। সন্ধ্যার সময় একটা লণ্ঠন হাতে আসে আটোয়া, অল্প কিছু খাবার আর পানি দিয়ে যায় আমাকে। প্রথমদিকে প্রতিদিন আসত সে, পরে আমি ওকে নিয়মিত আসতে নিষেধ করে দিলাম। তিনদিন পর পর হাজির হতে বললাম। আমার জন্য বা নিজের জন্য কীভাবে খাবার যোগাড় করে সে, জানি না। হয়তো ভিক্ষা করে বাজারে। অথবা হয়তো কারও বাড়িতে কাজ করে।

টানা আট বছর সেখানে নিজেকে লুকিয়ে রাখলাম আমি। নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করলাম। না খেয়ে, না ঘুমিয়ে দেবতাদের কাছে কান্নাকাটি করে আমার পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলাম। একদিন আটোয়ার পরামর্শে আবার শুরু করলাম সাধনা। পুরনো বিদ্যাগুলো ঝালিয়ে নিতে আরম্ভ করলাম। চিকিৎসাশাস্ত্রে অজ্ঞ ছিলাম,

তাই সে ব্যাপারে পড়াশোনা করার আগ্রহ প্রকাশ করলাম। আটোয়া কিছু প্যাপিরাস খণ্ড এনে দিল আমাকে। দিনের বেলায় পড়তাম আমি, কারণ লণ্ঠন জ্বালিয়ে রাখার মতো আর্থিক সামর্থ্য নেই।

ভোরের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই নিজের অন্ধকার গুহা ছেড়ে উঠে আসি উপরে, সূর্য ডোবার আগ পর্যন্ত পড়ি। একদিন জানলাম, ব্যায়ামের অভাবে নষ্ট হয়ে যায় শরীর। তাই নিয়ম করে বাইরে বের হতে আরম্ভ করলাম। সূর্য ওঠার পর একঘণ্টা আর ডোবার আগে একঘণ্টা মরুভূমির তপ্ত বালুর উপর হাঁটাহাঁটি করি। এতে ব্যায়ামও হয়, সূর্যের উজ্জ্বল আলোও সইয়ে নিতে পারি চোখে, আবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে নিজেকে কষ্টও দেওয়া যায়। হাঁটা শেষ হলে পিপাসায় ফেটে যায় বুক, কিন্তু একফোঁটা পানি খাই না।

আমার প্রায়শ্চিত্তের বয়স যত বাড়তে লাগল, চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রতি আমার আগ্রহও তত বাড়তে লাগল। আটোয়ার পক্ষে সম্ভব নয় বুঝতে পেরে আমি নিজেই আরও কিছু প্যাপিরাস খণ্ড যোগাড় করতে আরম্ভ করলাম। মনোযোগ দিয়ে পড়ি প্রতিটা বই আর মাথায় গেঁথে রাখি সবগুলো রোগের বিবরণ, চিকিৎসার বর্ণনা। খুব ক্লান্তি বোধ করলে পোসেডোনের অনুকরণে পাহাড়ে চড়ি, তাকিয়ে থাকি রাতের আকাশের তারাগুলোর দিকে। কোন কোন দিন পাহাড়ের চূড়াতে বসেই মগ্ন হয়ে যাই ধ্যানে। আবার কোনদিন ঘুমাই সেখানেই।

একদিন হঠাৎ করেই উপলব্ধি করতে পারলাম, আমার পাপের বোঝাটা হালকা হতে আরম্ভ করেছে। আরও বুঝলাম, সাধনার বলে অনেক কিছু জানতে পেরেছি আমি। অনেকদিন পর খুশিতে নেচে উঠল মন।

আট বছরের সাধনা শেষে পা দিলাম নবম বছরে। একদিন বই আনতে বাজারে গিয়ে খেয়াল করলাম, লোকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতে আরম্ভ করেছে আমাকে। আরও কয়েকদিন পর বুঝতে পারলাম, আমাকে নিয়ে একটা গুজব ছড়িয়ে পড়েছে সারা শহরে। আটোয়াকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, লোকের কাছে একজন "পবিত্র মানুষ" হিসাবে পরিচিত হয়ে গেছি আমি। ওরা আমাকে "সাধু অলিম্পাস" নামে

ডাকতে আরম্ভ করেছে। আটোয়ার চোখে ধূর্ততার ছায়া দেখে বুঝলাম, গুজবটা ছড়ানোর পিছনে ওর যথেষ্ট অবদান ছিল।

একদিন কয়েকজন লোক এসে হাজির হলো আমার গুহার বাইরে। দীর্ঘ আট বছরেও কাউকে ওই মরুভূমি পার হয়ে কবরগুলোর দিকে আসতে দেখিনি, তাই লোকগুলোকে দেখে কিছুটা আশ্চর্য হলাম। যা-ই হোক, আমার কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। সম্মান জানাল আমাকে। তারপর ওদের একজন ওর রোগের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে আমার কাছে চিকিৎসাপদ্ধতি জানতে চাইল।

আকাশ থেকে পড়লাম। আমি কোনকালেই চিকিৎসক ছিলাম না এবং হওয়ার কোন ইচ্ছাও ছিল না। সময় কাটানোর জন্য চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা করেছি আমি, ভালো লাগাতে আসক্ত হয়ে পড়েছিলাম। লোকটার ভুল ভাঙাতে মুখ খুলেছি মাত্র, আমার উদ্দেশ্য বুঝে পাশে বসা আটোয়া তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'মহান সাধু অলিম্পাস, ঠিক ওরকম রোগ নিয়েই গত সপ্তাহে আরেকটা লোক এসেছিল না? শুনেছি, আপনার চিকিৎসায় সে এখন একেবারে সুস্থ। এই লোকটাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেবেন না দয়া করে। আগের লোকটার মতো একেও সুস্থ করে তুলুন। এদের তো কোন ক্ষতি হচ্ছে না। কারণ, চিকিৎসার বিনিময়ে আপনি অর্থ গ্রহণ করছেন না।'

মেনে নিতে পারলাম না আটোয়ার কথাটা। লোকটাকে চলে যেতে বলব বলে মুখ খুলেছি, ওর চেহারা দেখে মায়া লাগল। ভাবলাম, বেচারা গরীব মানুষ; হয়তো শহরের চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার সামর্থ্য নেই, তাই গুজবে বিশ্বাস করে মরুভূমি পার হয়ে এসেছে আমার কাছে। মত পাল্টালাম। লোকটাকে ওর অসুখের বিবরণ দিতে বললাম আবার। তারপর আমার জ্ঞান অনুযায়ী ওকে ওষুধ বলে দিলাম। এক সপ্তাহ পর আমার সঙ্গে দেখা করল লোকটা। জানাল, সম্পূর্ণ সুস্থ সে।

খবরটা ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগল না মোটেও। সাধু অলিম্পাসের কৃতিত্বের খবরে বিশ্বাস করল অনেকেই। দলে দলে লোক আসতে আরম্ভ করল আমার কাছে। ওদেরকে সঠিক ওষুধ বলে দেওয়ার জন্য

আরও অনেক পড়াশোনা করতে আরম্ভ করলাম আমি, এবং খুব শীঘ্রিই চিকিৎসাশাস্ত্রে একজন পণ্ডিত হয়ে উঠলাম। লোকের উপকার করতে খুব ভালো লাগত, তাই মনপ্রাণ ঢেলে ওদের সেবা করতে লাগলাম। ফলে খ্যাতি আর যশ পেতে সময় লাগল না আমার।

দেশে-বিদেশে আমার নাম ছড়িয়ে পড়ল। এমনকী মেমফিস আর আলেকযান্দ্রিয়া থেকেও লোক এল আমার কাছে। মনে হয় যাদুকর উপাধিটা লেখা ছিল আমার কপালে, তাই শুধু চিকিৎসকই নয়, যাদুকর হিসাবেও খ্যাতি জুটল আমার। রোগীদের কাছ থেকে কিছুই নেই না আমি, সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ওষুধ-পথ্য বলে দেই। কিন্তু বোধহয় আটোয়ার কারসাজিতেই একদিন বেশ কিছু ফলমূল নিয়ে এল একজন, তারপর ওর দেখাদেখি অন্যরাও শুরু করল কাজটা। এরপর থেকে খাবার যোগাড় করার জন্য আর বাইরে যাওয়ার দরকার হলো না আটোয়ার।

আলেকযান্দ্রিয়া থেকে আসা রোগীদেরকে দেশের অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করি আমি। বাড়িয়ে বলা লোকের অভ্যাস, সেটুকু বাদ দিয়ে জানলাম, অ্যান্টনির স্ত্রী ফুলভিয়া মারা গেছে। ক্লিওপেট্রার সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় ওকে ছেড়ে কয়েকদিনের জন্য নিজের দেশে ফিরে গেছে অ্যান্টনি। সেখানে সে সিযারের বোন অক্টাভিয়াকে বিয়ে করেছে।

এভাবে দু'বছর কাটার পর আটোয়া একদিন আমাকে প্রতিশোধের কথা মনে করিয়ে দিল। কী করা যায়, সে ব্যাপারে আমরা দু'জন পরিকল্পনা করলাম সে রাতে। ঠিক করলাম, সবার আগে খুঁজে বের করতে হবে চারমিওনকে।

পরদিনই ছদ্মবেশে আলেকযান্দ্রিয়ায় রওয়ানা হয়ে গেল আটোয়া। চারমিওনকে আগের মতো বিশ্বস্ত বুঝতে পারলে ওকে আমার ব্যাপারে সব কিছু খুলে বলবে সে।

পাঁচ মাস পর ফিরে এল আটোয়া। চারমিওনের সঙ্গে কীভাবে দেখা করতে হবে, সেটা আমাকে বিস্তারিত জানাল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আলেকযান্দ্রিয়ায় গেলাম না আমি। জানতাম, প্রথম পদক্ষেপটা নেবে চারমিওন নিজেই। নিল চারমিওন, তবে এক বছর পর।

একদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এল ক্লিওপেট্রার কয়েকজন দূত। আমাকে সম্মান জানিয়ে আমার হাতে একটা সিল করা প্যাপিরাস খণ্ড তুলে দিল। সিল ভেঙে পড়তে আরম্ভ পড়লাম ক্লিওপেট্রার বার্তা। সে লিখেছে:

"টেপের মৃত্যু উপত্যকায় বসবাসকারী সাধু অলিম্পাসের প্রতি মিশরের রাণী ক্লিওপেট্রার এই বার্তা।

আপনার খ্যাতির কথা আমার কানে এসেছে। আমি শুনেছি আপনি শুধু একজন মহান চিকিৎসকই নন, একজন যাদুকরও বটে। আবার অনেকে বলে, এমন কোন বিদ্যা নেই যা আপনার জানা নেই। জ্ঞানী পুরুষ, আমার একটা সমস্যার সমাধান বলে দিন দয়া করে। বলতে পারলে আপনাকে সম্পদের পাহাড়ের উপর বসিয়ে দেব আমি।

আপনি হয়তো শুনেছেন যে, রাজা অ্যান্টনি একসময় আমাকে ভালোবাসত। ডাইনি অক্টাভিয়া যাদু করে ওকে ছিনিয়ে নিয়েছে আমার কাছ থেকে। সাধু অলিম্পাস, আমি কীভাবে অ্যান্টনির হৃদয়-রাজ্য আবার দখল করতে পারি?"

প্রশ্নটার জবাবে ক্লিওপেট্রার উদ্দেশে লিখলাম:

"রাণী ক্লিওপেট্রার প্রতি অলিম্পাসের এই বার্তা।

আপনার দূতকে দিয়ে অ্যান্টনির কাছে উপহার প্রেরণ করুন। এমন উপহার, যা আপনিও কোনদিন কল্পনা করেননি। তারপর আপনি নিজে দেখা করুন মহান রাজার সঙ্গে।"

চিঠিটা দূতদের হাতে দিয়ে ওদেরকে ফিরে যেতে বললাম। ক্লিওপেট্রা আমার জন্য খুব দামি উপহার-সামগ্রী পাঠিয়েছিল, সেগুলো দিয়ে দিলাম ওদেরকে। বিস্মিত হয়ে গেল লোকগুলো।

আমার উপদেশবাণী পাওয়ামাত্রই রওয়ানা হলো ক্লিওপেট্রা। সরাসরি দেখা করল অ্যান্টনির সঙ্গে। ফলাফলটা হলো বিস্ময়কর। ক্লিওপেট্রাকে দেখে আগের মতোই বশীভূত হয়ে গেল অ্যান্টনি। ক্লিওপেট্রার উপহারের সম্মান রাখতে সিলিসিয়ার একটা বড় অংশ, আরবীয় নেবাথিয়ার সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলের পুরোটা, ঔষধি গাছের জন্য বিখ্যাত জুডিয়া প্রদেশ, ফোনেসিয়া প্রদেশ, সোলেসিরিয়া প্রদেশ,

খুবই সমৃদ্ধ সাইপ্রাস দ্বীপ এবং পারগেমাসের সব লাইব্রেরী ক্লিওপেট্রাকে দিয়ে দিল। সবচেয়ে বড় কথা, অ্যান্টনিকে আবার দখল করতে পারল ক্লিওপেট্রা।

অ্যান্টনিকে সঙ্গে নিয়ে আলেকযান্দ্রিয়ায় ফেরার পরই আমাকে আরও দামি উপহার পাঠাল ক্লিওপেট্রা। আমাকে আলেকযান্দ্রিয়ায় গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করার অনুরোধও জানাল। সসম্মানে প্রত্যাখ্যান করলাম অনুরোধটা।

সময় অতিবাহিত হতে লাগল। পার্থিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হলো মিশরীয়দের। অ্যান্টনির সাহায্যে খুব সহজেই সেই যুদ্ধে জয়ী হলো ক্লিওপেট্রা। আর্মেনিয়ার রাজাকে হাত-পা বেঁধে আলেকযান্দ্রিয়ার রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো অন্ধকার কোন কারা-প্রকোষ্ঠে। এর কিছুদিন পর সামোস আর এথেন্স ঘুরে এল ক্লিওপেট্রা। ঘাড়ে ভূত চাপিয়ে ফিরল সে, অক্টাভিয়াকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য চাপ দিতে লাগল অ্যান্টনিকে। অবশ্য আমার মনে হয়, চারমিওনই ভূতটা চাপিয়েছিল ক্লিওপেট্রার ঘাড়ে।

অক্টাভিয়াকে নিয়ে ঝগড়া বাধল অ্যান্টনি আর ক্লিওপেট্রার মধ্যে। ওদের নোংরা ঝগড়াটার খবর ছড়িয়ে পড়ল সারা মিশরে, আমার কানেও পৌঁছাতে বেশি সময় লাগল না। একসময় হাল ছেড়ে দিল অ্যান্টনি, অক্টাভিয়াকে তাড়িয়ে দিতে বাধ্য হলো।

এই ঘটনাটার পর এক রাতে বাবাকে স্বপ্নে দেখলাম আমি। আমাকে বললেন তিনি, 'প্রতিশোধ নেওয়ার সময় হয়েছে, হারমাচিস।'

পরদিন সকালে বসে আছি কবরের মুখটার বাইরে, একটা পাথরের উপর, এমন সময় বেশ কয়েকজন সৈন্যসহ ক্লিওপেট্রার দূতদের আবার আসতে দেখলাম।

'আপনাকে যেতে হবে আমাদের সঙ্গে,' আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলল একজন।

'কোথায়?'

'আলেকযান্দ্রিয়ায়,' উত্তর দিল আরেকজন।

'কেন?'

'রাণী ডেকেছেন আপনাকে। আপনি হয়তো জানেন, বোনের অপমানের প্রতিশোধ নিতে সিযার যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন মহান রাজা অ্যান্টনির বিরুদ্ধে। মহান রাণী ক্লিওপেট্রা আর মহান অ্যান্টনির যৌথবাহিনী কুলিয়ে উঠতে পারছে না ওর বিরুদ্ধে। এখন আপনার পরামর্শ দরকার মহান রাণীর।'

ঘটনাটা জানা ছিল আমার। অ্যাকটিয়াম নামের এক জায়গায় হচ্ছিল যুদ্ধটা। আচমকা আক্রমণে ভীত হয়ে পালিয়ে গেল ক্লিওপেট্রা। ওকে পালাতে দেখে একটা হায় হায় রব উঠল চারদিকে। রাণীর সৈন্যরাও তখন মনোবল হারিয়ে পিঠটান দিল। শক্তি অর্ধেক হয়ে গেছে বুঝে অ্যান্টনিও ময়দান ত্যাগ করতে বাধ্য হলো। খুব সহজেই জিতে গেল সিযার।

'আমি মহান রাণীর সেনাপতি নই।' বললাম দূতকে। 'যুদ্ধের ব্যাপারে কিছুই বুঝি না। দয়া করে তোমরা চলে যাও, বিরক্ত কোরো না আমাকে।'

'আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতেই হবে।'

'না গেলে?'

'ধরে নিয়ে যাবার হুকুম আছে।'

'ধরে নিয়ে যাবে? আমাকে?' হা হা করে হাসলাম। 'বোকার দল, তোমরা কি জানো না, ওষুধ দিয়ে আমি যেমন বাঁচাতে পারি, তেমনি ইচ্ছে হলে যাদু করে মারতেও পারি?'

ভয়ে চোখমুখ শুকিয়ে গেল সবার। সৈন্যদের নেতা বলল, 'ক্ষমা করবেন, মহান সাধু অলিম্পাস। আপনার সঙ্গে বেয়াদবি করার কোন ইচ্ছে নেই আমাদের। কিন্তু রাণীর চাকরি করি আমরা। আপনাকে নিয়ে যেতে না পারলে...'

'ঠিক আছে, ঘাবড়িয়ো না। তোমরা যাও, আমি পরে আসছি।'

সেই রাতেই আটোয়াকে সঙ্গে নিয়ে আলেকযান্দ্রিয়ার উদ্দেশে রওয়ানা হলাম আমি। যেভাবে গা ঢাকা দিয়ে এসেছিলাম, ঠিক সেভাবেই টেপে ছাড়লাম। বাবার কিছু সম্পদ লুকানো ছিল, আটোয়াকে সেগুলোর কথা বলে গিয়েছিলেন তিনি, আলেকযান্দ্রিয়া

যাওয়ার আগে আটোয়ার সাহায্যে সেগুলো উদ্ধার করলাম। একেবারে খালি হাতে, ভিক্ষুকের মতো ক্লিওপেট্রার শহরে যাওয়ার কোন ইচ্ছা ছিল না।

আলেকযান্দ্রিয়ায় এলাম আবার। প্রাসাদের সদর দরজা সংলগ্ন একটা বাড়িতে আমাকে থাকতে দেওয়া হলো। সেই রাতে চারমিওন দেখা করতে এল আমার সঙ্গে। দীর্ঘ এগারো বছর পর দেখলাম ওকে।

তিন

একটা পিঠ বাঁকা চেয়ারে পোশাকের উপর কালো আলখেল্লা জড়িয়ে বসে ছিলাম। বার বার এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখছিলাম ঘরটাকে।

সুগন্ধী তেলের একটা প্রদীপ জ্বলছে, সেটার কম্পমান আলোতে আমার ছায়াটাও কাঁপছে কিছুটা। দেয়ালে ঝুলছে রঙিন পশমী সুতা দিয়ে অলঙ্কৃত দামি কাপড়। মেঝেতে বিছানো আছে উৎকৃষ্ট মানের সিরিয়ান কার্পেট। মনে মনে হাসলাম আমি। দীর্ঘ নয় বছর প্রাচীন ফারাওদের কবরের নীচে, মাটির অনেক গভীরে লুকিয়ে থাকতে হলো আমাকে। কঠোর সাধনা করতে হলো। হারমাচিস থেকে পরিণত হলাম সাধু অলিম্পাসে। সবই কি ভাগ্যের লিখন? আমার কোন ভূমিকা নেই?

ভাগ্যকে দোষ দিয়ে আমরা, পাপীরা, নিজেদেরকে হালকা করতে চাই। অথচ একই পাপ আরেকজন করলে ওকে অপবাদ দিতে, সর্বোচ্চ শাস্তি দিতে বাধে না আমাদের। ভাগ্যে লেখা ছিল–বলে ক্ষমা করে দেই না লোকটাকে। সমাজ খুবই নিষ্ঠুর, পৃথিবী খুবই রহস্যময়–একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলাম আমি। কিছুটা দূরে কার্পেটের উপর বসে আছে আটোয়া, ওর কাছে একটা আয়না চাইলাম। এনে দেওয়ার পর সেটাতে দেখলাম নিজেকে।

কোথায় সেই ভ্রমর-কালো চুল? দেবতা নিউটের মতো নীল চোখ? অ্যালাব্যাস্টারের মতো উজ্জ্বল সাদা গায়ের রঙ? কোথায় সেই সুগঠিত শরীর? চুল ঝরে গেছে আমার, তাই বাকিটা চেঁছে রাখি আমি। প্রদীপের আলোয় নিজের মাথায় দেখলাম একটা চকচকে টাক। মমির চোখের মতো আমার চোখজোড়াও বসে গেছে গর্তে, সেখান থেকে কোনরকমে একজোড়া চোখ তাকিয়ে আছে আয়নার দিকে। মুখের প্রায় পুরোটা ঢেকে গেছে ধূসর দাড়িতে।

দেবতাদের দেওয়া সামান্য ইহকালীন শাস্তি; তা-ও শারীরিক, মানসিক নয়। বাকিটা জমা আছে পরকালের জন্য, নরকে–আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলাম আমি।

কেন এমন হলো আমার? অর্থ, ক্ষমতা, মদ আর নারী–পুরুষকে ধ্বংস করার এই চারটা জিনিসের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিকরটাকে বেছে নিয়েছিলাম আমি। ফলে যা ঘটার তাই ঘটেছে। আমাকে একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছে প্রেম। পুরোপুরি মেরেও ফেলেনি আবার বাঁচিয়েও রাখেনি–জীবন্মৃত করে দিয়েছে। ওই অবস্থার চেয়ে খারাপ আর কিছু বোধহয় নেই পৃথিবীতে।

আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সরিয়ে রাখলাম আয়নাটা। অতীত নিয়ে ভাবার সময় নেই আর। ক্লিওপেট্রার উপর প্রতিশোধ নেওয়াটাই এখন মুখ্য। প্রথমবার ব্যর্থ হয়েছিলাম, দ্বিতীয়বার ব্যর্থ হলে আর কোনদিন ক্ষমা পাব না দেবতাদের কাছে, বুঝতে পারছি স্পষ্ট। মিশরকে উদ্ধারের আশা বা ইচ্ছা কোনটাই নেই আমার। মিশর শেষ হয়ে গেছে; কাজেই ক্লিওপেট্রার পর দেশটা কে চালাবে, সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও মাথাব্যথা নেই আমার।

দরজায় টোকা পড়ল। আটোয়া খুলে দিতেই ঘরে ঢুকল চারমিওন। ওকে দেখে অবাক না হয়ে পারলাম না। সময় ওর অনিন্দ্যসুন্দর মুখটাতে একবারও ছোবল দিতে পারেনি। এগারো বছর আগে ওকে ছেড়ে সিলিসিয়া থেকে চলে আসার সময় যেমন দেখেছিলাম, ঠিক তেমনই আছে সে; পাল্টায়নি একটুও।

কিছু না বলে আমার উদ্দেশে একবার তর্জনী তুলেই বাইরে চলে

গেল আটোয়া।

'সাধু অলিম্পাসের সঙ্গে দেখা করতে চাই,' আগের মতোই সুরেলা গলায় বলল চারমিওন। 'রাণীর তরফ থেকে এসেছি আমি। খুব জরুরি কথা আছে তাঁর সঙ্গে।'

কিছুই বললাম না। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম চারমিওনের দিকে। সে আমাকে চিনতে পারে কি না, পরীক্ষা করা দরকার।

আমাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে সতর্ক হলো চারমিওন। সে-ও ভালোমতো তাকাল আমার দিকে। কিছুক্ষণ পর আমাকে চিনতে পেরে ওর দু'চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়তে আরম্ভ করল। 'আপনি... আপনি...হার...' আর কিছু না বলে থেমে গেল সে।

'তুমি যে নামটা উচ্চারণ করতে যাচ্ছিলে, সে মারা গেছে অনেক আগেই। সেই লোকটাকে ভালোবাসতে তুমি, চারমিওন? কত বোকাই না ছিলে! তুমি ভালোবাসতে হারমাচিসকে, হারমাচিস ক্লিওপেট্রাকে আর ক্লিওপেট্রা...কাউকেই না। পৃথিবীর সবচেয়ে অদ্ভুত আবেগের নাম প্রেম এবং একমাত্র বোকারাই সেই আবেগে আক্রান্ত হয়। যা-ই হোক, আমিই সাধু অলিম্পাস। কিন্তু আমি হারমাচিস নই, বিশ্বাসঘাতকটার কঙ্কাল বলতে পারো আমাকে। তবে আমাকে ওই নামে না ডাকলে আমাদের দু'জনের জন্যেই মঙ্গল।'

'কী বললেন আপনি? একমাত্র বোকারাই প্রেম করে?'

'আমার জ্ঞান তাই বলে।'

প্রতিবাদ করল না চারমিওন। নিচু গলায় বলল, 'আমি হারমাচিসের ছিলাম, হারমাচিসের আছি, হারমাচিসের থাকব। সে যখন আমাকে পায়নি, অন্য কোন পুরুষও আমাকে পাবে না; আমি যখন ওকে পাইনি...' বাক্যটা শেষ করল না সে।

'হারমাচিসের আছো মানে? তুমি বিয়ে করোনি এখনও?'

'করেছিলাম,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল চারমিওন।

'তারমানে তোমার স্বামী মারা গেছে?'

'অনেকটা সেরকমই।'

ধাঁধার মতো মনে হলো ওর কথাটা। বললাম, 'আমি তোমার কথা

কিছুই বুঝতে পারছি না চারমিওন। পরিষ্কার করে বলো।'

'এগারো বছর আগে এক যুবকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল আমার। এই শহরেই, বন্দরের ধারে ছোট্ট একটা একতলা বাড়িতে,' আবার কাঁদতে আরম্ভ করল মেয়েটা। 'রাতের খাবার খাচ্ছিল সে, আমি যাওয়াতে শেষ করতে পারেনি। দেখতে দেবতা নিউটের মতো ছিল ওই যুবক; জ্ঞানের প্রকাশ ছিল ওর কথাবার্তায়, সততার ঢাল ওকে আড়াল করে রেখেছিল পাপ থেকে। একদিন এক রাক্ষসী ওকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। সবরকম বিপদ থেকে ওকে রক্ষা করব বলে পিছু নিলাম আমি, ধাক্কা দিয়ে আমাকে ফেলে দিল সে। সামাজিকভাবে নয়, মানসিকভাবে ওকে স্বামী বলে মেনে নিয়েছিলাম আমি। অপেক্ষা করে ছিলাম ওর জন্যে; ফিরে এলে ওকে নিয়ে চলে যেতাম দূরে কোথাও, সংসার পাততাম সমাজের কুদৃষ্টির আড়ালে। কিছুক্ষণ আগে আপনি জানালেন, আমি বিধবা।'

চারমিওনের কথাগুলো শুনে অনেকদিন পর বুকের ভিতর একটা আন্দোলন টের পেলাম। ভেবেছিলাম, নয় বছরের সাধনায় আবেগ নামের অস্থিরতাটাকে মেরে ফেলতে পেরেছি; কিন্তু সেটা তখনও আমার বুকের ভিতর গোপনে বেঁচে আছে জেনে খারাপ লাগল নিজের কাছেই। চারমিওনকে তাড়াতাড়ি বিদায় দেওয়ার জন্য জিজ্ঞেস করলাম, 'জরুরি কথা বলবে বলছিলে?'

'রাণীর কারণে যুদ্ধে হেরে মন খুব খারাপ অ্যান্টনির। সবকিছু ছেড়েছুঁড়ে সে এখন গিয়ে বসে আছে টাইমোনিয়াম দ্বীপে। শুধু তাই নয়, ওর নাকি কী সব শারীরিক অসুবিধাও দেখা দিয়েছে। রাণীর ইচ্ছে, আপনি যাবেন সেখানে, সুস্থ করে তুলবেন অ্যান্টনিকে। তারপর ওকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন রাণীর কাছে। আগামীকাল ভোরেই রওনা হতে হবে আপনাকে। তবে, এখন রাণীর কাছে যেতে হবে আপনাকে, আপনার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে ওর।'

'চলো,' উঠে দাঁড়ালাম।

*

আবার সেই অ্যালাব্যাস্টার হলে গিয়ে দাঁড়ালাম। আবার ক্লিওপেট্রার

শয়ন কক্ষের বাইরে থামতে হলো আমাকে। আবার চারমিওন ঢুকল ভিতরে, আমার যাওয়ার খবর দিতে।

কিছুক্ষণ পর বাইরে বের হয়ে এল চারমিওন। আমার কাঁধের কাছে মুখ নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'মন শক্ত করুন। আগের মতোই ধারালো সুন্দরী আছে রাণী, ওকে দেখে নয় বছরের সাধনা হারিয়ে ফেলবেন না যেন আবার। প্রথমবারের মতো ওর জন্যে গলে গেলে আপনার উদ্দেশ্য এবারও ব্যর্থ হবে। আরেকটা কথা, রাণীর চোখ কিন্তু বাজপাখির মতো, আপনাকে চিনতে পারলে খুব বড় বিপদে পড়বেন। চলুন।'

ভিতরে ঢুকলাম। শুনতে পেলাম ঝরনার কুলুকুলু আওয়াজ, নাইটিংগেলের গান, অনেক দূর থেকে ভেসে আসা সমুদ্রের গর্জন। মাটির দিকে তাকিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ক্লিওপেট্রার বিছানার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। চোখ তুলে তাকালাম ওর দিকে।

ওর সৌন্দর্য দ্বিতীয়বার বর্ণনা করে কোন লাভ নেই। তবে ক্লিওপেট্রাকে দেখে এবার মোহিত হলাম না আমি, আশ্চর্য হলাম। কী এক যাদু বলে নয়টা বছরকে নয় দিনের মতো কাটিয়েছে সে। একটুও বয়স বাড়েনি ওর।

দু'চোখে ক্লান্তি নিয়ে আমার দিকে তাকাল ক্লিওপেট্রা। সুপরিচিত কণ্ঠে বলল, 'শেষ পর্যন্ত আপনি এলেন, চিকিৎসক? কিন্তু...' আমার দিকে একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল সে। 'আপনাকে আগে কোথায় দেখেছি বলুন তো?'

'কোথাও নয়। আপনি ডেকেছেন, আপনার সেবায় হাজির হয়ে গেছি আমি। বলুন, কী করতে হবে আমাকে?'

'আশ্চর্য!' হেলান দিয়ে ছিল, সোজা হয়ে বসল ক্লিওপেট্রা। 'আপনার গলার আওয়াজটাও পরিচিত মনে হচ্ছে। আমার স্মরণশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে, নইলে এক্ষুণি বলে দিতাম কবে, কোথায় কথা বলেছি আপনার সঙ্গে।'

'মহান রাণী, আমি থাকতাম প্রাচীন ফারাওদের কবরে, মাটির অনেক নীচে। সাধনা করতাম একা। লোকের সঙ্গে কোনরকম

যোগাযোগ ছিল না আমার। কাজেই আমার কণ্ঠ শোনার সুযোগ ছিল না কারও। অসুস্থতা বা দুশ্চিন্তার জন্যে আপনার ভুল হচ্ছে বলে আমার মনে হয়।'

'হারমাচিস!' নিচু গলায় বলল ক্লিওপেট্রা।

আমার মনে হলো, চলতে চলতে হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেছে আমার হৃৎপিণ্ড। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

'অনেক আগে একটা লোককে চিনতাম আমি। লোকটার নাম ছিল হারমাচিস। ওর মতো খারাপ লোক সারা মিশরে আর ছিল না। আমাকে খুন করতে এসেছিল সে। অনেক আগেই সমুদ্রে ডুবে মরেছে শয়তানটা। দেবতাদের অভিশাপ নামুক ওর উপর, নরকে অনন্তকাল জ্বলুক সে,' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলতে আরম্ভ করল সে, 'বাদ দাও ওর কথা। আমি তোমার কাছে জানতে চাই, অ্যাকটিয়ামের যুদ্ধে কেন হারলাম আমি?'

'মহান রাণী, যুদ্ধে জেতার মতোই হারাটাও খুবই স্বাভাবিক। আপনি নরম মনের অধিকারিণী, তারপরও বীরাঙ্গনার মতো অনেক যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই আমার মনে হয়, অ্যাকটিয়ামের যুদ্ধের সময় রক্তপাত দেখে আর সহ্য করতে পারেননি, পালাতে বাধ্য হয়েছিলেন,' মন দিয়ে ক্লিওপেট্রা আমার কথা শুনছে দেখে প্রসঙ্গ পাল্টালাম। 'অনেক সময় পুরনো পাপের শাস্তি হিসেবেও ভাগ্যে পরাজয় লেখা থাকে।'

'কী রকম?' ক্লিওপেট্রার কণ্ঠে সতর্কতা।

'যেমন কেউ যদি দেবতাদের নিষেধ অমান্য করে তাদের রাগিয়ে দেয়, যদি প্রাচীন ফারাওদের অভিশাপ নিজের উপর টেনে আনে, সাধারণ মানুষের মন্দির লুট করে, নিজের দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। আপনি কি ওসব পাপাচারের সঙ্গে কখনও যুক্ত ছিলেন, মহান রাণী?' চোখেমুখে সবজান্তার ভঙ্গি ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

ক্লিওপেট্রার সারা শরীর কাঁপতে আরম্ভ করল। ভয়ে সাদা হয়ে গেল ওর মুখ। দু'চোখ বড় বড় করে জানতে চাইল সে, 'তুমি...মানে...আপনি কীভাবে...জানলেন?'

উত্তর না দিয়ে দৃষ্টি নামিয়ে নিলাম মেঝের দিকে, তাকিয়ে রইলাম একটানা।

সামলে নিল ক্লিওপেট্রা। সরাসরি কাজের কথায় চলে গেল, 'আগামীকাল খুব ভোরে চারমিওনকে সঙ্গে নিয়ে টাইমোনিয়াম যেতে হবে আপনাকে, মহান সাধু অলিম্পাস। গিয়ে বলবেন, অ্যান্টনির জন্য ক্লিওপেট্রার তরফ থেকে সংবাদ নিয়ে গেছেন। কথাটা শুনে পাহারাদার সৈন্য ঢুকতে দেবে আপনাকে। আর যদি না দেয়, তা হলে আপনার ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। অ্যান্টনির সঙ্গে দেখা করে ওর সমস্যাটা বোঝার চেষ্টা করবেন। তারপর ওকে সুস্থ করে নিয়ে আসবেন আমার কাছে। যদি পারেন, তা হলে আমি আপনাকে এত মুদ্রা দেব যে আপনি গণনা করে শেষ করতে পারবেন না। মনে রাখবেন, আমি এখনও মিশরের রাণী।'

'মুদ্রার কথা বলে আপনি আমাকে অপমান করলেন, মহান রাণী। আপনি যেমন রাণী, আমিও তেমন সাধু। অর্থলিপ্সা অনেক আগেই ত্যাগ করতে পেরেছি বলেই শান্তির সন্ধান পেয়েছি। এর আগেও আমাকে যেসব উপহার আপনি পাঠিয়েছিলেন, সেগুলো আপনার দূতদের দিয়ে দিয়েছি। আপনার আদেশ আমি খুশি মনেই পালন করব, বিনিময়ে কিছু নেব না,' ক্লিওপেট্রার উদ্দেশে একবার মাথা ঝুঁকিয়ে ওর শয়নকক্ষ ছেড়ে বের হয়ে গেলাম আমি।

অ্যান্টনির জন্য ওষুধ তৈরি করতে হতে পারে ভেবে আমার জিনিসপত্র প্রস্তুত করতে বললাম আটোয়াকে।

চার

ভোরের কিছু আগে হাজির হলো চারমিওন। ওকে সঙ্গে নিয়ে ক্লিওপেট্রার ব্যক্তিগত বন্দরের দিকে হাঁটা ধরলাম। সেখানে পৌঁছে দেখলাম, একটা নৌকা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে আমাদের জন্য। চড়লাম সেটাতে। ধীরগতিতে বৈঠা বাইতে লাগলাম আমি। চারমিওন আমাকে পথ চিনিয়ে দিল। সূর্য ওঠার চার ঘণ্টা পর আমরা টাইমোনিয়াম দ্বীপে পৌঁছালাম। একটা আড়াল দেখে সেখানে নৌকা ভিড়ালাম। চারমিওনের সহায়তায় নৌকাটাকে তীরে তুলে হাঁটতে আরম্ভ করলাম অ্যান্টনির প্রাসাদের উদ্দেশে।

প্রাসাদটা একেবারেই সাধারণ। কোন বিলাস করেনি অ্যান্টনি। বুঝলাম, সত্যিই মনের দুঃখে আছে সে।

বাইরে থেকে কোন সৈন্য দেখা যাচ্ছে না। দরজায় আঘাত করলাম আমরা। কিছুক্ষণ পর দরজা খুলল একজন রক্ষী। খুব রুক্ষ স্বরে জানতে চাইল আমরা কী চাই।

'মহান রাজা অ্যান্টনির সঙ্গে দেখা করতে চাই,' আমি কিছু বলার আগেই মুখ খুলল চারমিওন।

'দেখা করতে চাই বললেই তো আর দেখা হবে না। তুমি কোথাকার রাণী যে তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে বসে আছেন তিনি? মহান অ্যান্টনি কোন লোকের সঙ্গে দেখা করেন না। সে যে-ই হোক।'

'আজ মনে হয় তাঁকে ওই নিয়ম ভাঙতে হবে। আপনি গিয়ে তাঁকে বলুন যে, মহান রাণী ক্লিওপেট্রার খাস চাকরানি চারমিওন এসেছে।

আরও বলবেন, রাণীর তরফ থেকে কিছু জানাতে চায় চারমিওন।'

মুখ গোমড়া করে ভিতরে গেল লোকটা এবং গোমড়া মুখ নিয়েই ফিরে এল।

'মহান অ্যান্টনি জানতে চাইছেন, খবরটা ভালো নাকি খারাপ। খারাপ হলে রাণীর দূত চারমিওনকে চলে যেতে বলেছেন তিনি।'

কিছু না বলে ছোট্ট একটা পুঁটুলি লোকটার দিকে বাড়িয়ে দিল চারমিওন। গরাদের ফাঁক দিয়ে পুঁটুলিটা নিল লোকটা, তারপরই খুলে দিল দরজা। ভিতরে ঢুকলাম আমরা।

'সোজা হাঁটতে থাকুন। খুব বেশি প্যাঁচঘোঁচ নেই এই প্রাসাদে। আপনার নাম শুনে আপনাকে সরাসরি দেখা করতে বলেছেন মহান অ্যান্টনি,' দাঁত বের করে হাসল একটু আগে মিথ্যা বলে ঘুষ খাওয়া রক্ষী।

অ্যান্টনির ঘরের দরজাটা খোলাই আছে। বাইরে থেকে দেখলাম, বিছানায় শুয়ে আছে লোকটা। কনুই ভাঁজ করে একহাত মুখের উপর রেখেছে সে, তাই দূর থেকে চেহারাটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ভিতরে ঢোকার অনুমতি প্রার্থনা করল চারমিওন। অনুমতি পাওয়ার পর ঢুকলাম আমরা।

'মহান অ্যান্টনি, রাণী ক্লিওপেট্রার তরফ থেকে আপনার জন্য সংবাদ নিয়ে এসেছি আমি।'

মুখের উপর থেকে হাত সরাল অ্যান্টনি। অনেক বছর পর দেখলাম লোকটাকে। ওর চেহারায় ফুটে আছে হতাশার স্পষ্ট ছাপ। মাথার চুল এলোমেলো, বয়সের কারণে পেকে গেছে। দু'চোখ গর্তে বসা, গালে পাঁচ-ছয়দিনের না কাটা দাড়ি। পরনের পোশাক দুমড়ে-মুচড়ে একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। মন্দিরের দরজায় বসে থাকা ভিক্ষুকদের সঙ্গে কোন পার্থক্য নেই দুর্দান্ত প্রতাপশালী অ্যান্টনির। অর্ধেক পৃথিবীর রাজার ওই অবস্থা দেখে মায়া জাগল আমার মনে।

'যা বলতে এসেছ, তাড়াতাড়ি বলে বিদায় হও চারমিওন,' আমার উপর চোখ পড়াতে আবার জিজ্ঞেস করল, 'সঙ্গে করে আবার কোন

উজবুককে নিয়ে এসেছ? জানো না বেশি লোকজন সহ্য করতে পারি না আমি?'

'এঁর নাম অলিম্পাস। খুব বড় চিকিৎসক আর যাদুকর। অনেক বড় পণ্ডিতও বটে। আপনি এঁর নাম আগেও শুনেছেন, মহান অ্যান্টনি। আপনাকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন বলে আপনাকে সাহায্য করার জন্যে তাঁকে পাঠিয়েছেন রাণী ক্লিওপেট্রা।'

'কোন চিকিৎসকেরই আমাকে আরোগ্য করার সাধ্য নেই,' বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠল অ্যান্টনি। 'মহান সাধু, যুদ্ধে হেরে আমি চূড়ান্ত অপমানিত হয়েছি। আপনার ওষুধ কি আমার মনের ক্ষত সারাতে পারবে? শান্তি ফিরিয়ে দিতে পারবে আমাকে? যদি পারে তা হলে আপনাকে একটা প্রদেশ দিয়ে দেব আমি।...যাদু করে কি আপনি মারতে পারবেন সিযারকে? পারলে বিশ হাজার সেস্টারশিয়া আপনাকে দেব আমি। বলুন, পারবেন? না, থাক, বলার দরকার নেই। আপনাকে দেখেই কেমন যেন ভয় লাগছে আমার। কিছুই বলার দরকার নেই আপনার। আমি সহ্য করতে পারব না,' বলতে বলতে একলাফে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল অ্যান্টনি। বিছানার পাশে রাখা ছিল ওর তরবারিটা, সেটা হাতে নিয়ে নিজের গলায় চালাতে উদ্যত হলো। লাফিয়ে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি। হাত থেকে কেড়ে নিলাম তরবারিটা। কাজটা না করলে তখনই আত্মহত্যা করত অ্যান্টনি। ক্লিওপেট্রার পাশাপাশি অ্যান্টনিরও ধ্বংস চেয়েছিলাম আমি, কিন্তু সে ওভাবে আত্মহত্যা করলে প্রতিশোধ নেওয়া হতো না আমার।

'আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন মহান অ্যান্টনি?' চিৎকার করে উঠল চারমিওন। 'আপনার সব সাহস কি শেষ হয়ে গেছে? আপনি কি এতটাই ক্ষেপে গেছেন যে মহান ক্লিওপেট্রাকে একা সব সমস্যার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে কাপুরুষদের মতো বিদায় নিতে চাইছেন পৃথিবী ছেড়ে?'

'বুঝতে পারছি খুব দুশ্চিন্তায় আছেন মহান অ্যান্টনি,' বললাম আমি। 'অনুমতি দিলে আপনার চিকিৎসা শুরু করতে পারি আমি। আমার কাছে এমন এক যাদুকরী ওষুধ আছে, যেটা পান করামাত্রই

নেচে উঠবে আপনার মন, মুহূর্তেই চাঙ্গা হয়ে যাবে আপনার শরীর। সব দুঃখ ভুলে তখন আবার মহান রাণী ক্লিওপেট্রার কাছে ফিরে যেতে চাইবেন আপনি। আপনার বিচক্ষণ ক্ষমতা প্রয়োগ করে শত্রুমুক্ত করতে পারবেন মিশরকে, আবার আপনার সোনালী দিনগুলো ফিরে পাবেন। আমাকে শুধু একবার অনুমতি দিন, মহান অ্যান্টনি।'

'দিলাম অনুমতি। তোমার ওষুধ খেয়ে দেখি সত্যিই কোন কাজ করে কি না। তুমি যদি আমাকে বিষও খেতে দাও, আপত্তি করব না আমি।'

সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া আমার জিনিসপত্র খুলে চটপট একটা ওষুধ তৈরি করে দিলাম অ্যান্টনিকে। ঢকঢক করে সেটা পান করল সে। ওষুধটা ছিল খুবই উত্তেজক, পান করার অল্প কিছুক্ষণের ভিতরই অ্যান্টনির চেহারা থেকে সমস্ত হতাশা বিদায় নিল।

'কী দিলে তুমি আমাকে? কী খাওয়ালে তুমি?' খুশিতে সব দাঁত বেরিয়ে পড়ল ওর। সত্যিই তো দেখছি যাদুকরী ওষুধ! নিজেকে এখন পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী লোক বলে মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে আমি আবার সেই আগের অ্যান্টনি,' খুশিতে হা হা করে হাসতে আরম্ভ করল অ্যান্টনি।

'শুনুন, মহান অ্যান্টনি,' রাজার মন বুঝতে পেরে বলতে আরম্ভ করল চারমিওন। 'যুদ্ধের সময় আসলে কী হয়েছিল আমি বলছি আপনাকে। আপনার সেনাবাহিনী টানা সাত দিন অপেক্ষা করল আপনার জন্যে। কিন্তু ফিরে গেলেন না আপনি। ওরা ভেবেছিল, বিজয় ছিনিয়ে নেবে, কিন্তু যুদ্ধটা ওরা কার জন্যে করবে, সেটাই ভেবে পেল না। আপনি ফিরে না যাওয়াতে গুজব উঠল, মহান রাণী ক্লিওপেট্রাকে সঙ্গে নিয়ে টেনেরাসে পালিয়ে গেছেন আপনি, আর ফিরে যাবেন না কোনদিন। সেনাবাহিনীর মনোবল তখন ভেঙে পড়ল। যুদ্ধে ক্ষান্ত দিল ওরা, আর সেই সুযোগে হারতে হারতেও যুদ্ধটা জিতে নিল সিযার,' অ্যান্টনি আগের মতো ভেঙে পড়ছে না দেখে বলে চলল চারমিওন, 'যে কোন কারণেই হোক, পুরো শক্তি নিয়ে আলেকযান্দ্রিয়া আক্রমণ করেনি সিযার। তাই আলেকযান্দ্রিয়া সহ আরও বেশ কিছু শহর টিকে আছে

এখনও। শুধু আপনার অপেক্ষায় আছে সবাই, আপনি ফিরলেই আবার নতুনভাবে জেগে উঠবে ওরা, শত্রুকে তাড়িয়ে দিতে লড়বে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে। আপনি ফিরে চলুন মহান রাজা, আবার আপনার নেতৃত্বে শক্তিশালী হোক মিশর।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। যতক্ষণ প্রাণ আছে দেহে, ততক্ষণ আশা আছে। আমি আবার লড়ব।'

'শুধু মিশরই নয়,' মন ভুলানো কথা চালিয়ে গেল চারমিওন, 'আপনার পথ চেয়ে বসে আছে আরও একজন।'

'কে সে?' চারমিওনের বলার ভঙ্গি ধরতে না পেরে জিজ্ঞেস করল অ্যান্টনি।

'মহান রাণী ক্লিওপেট্রা। রাতের পর রাত একা কাটান তিনি আর চোখে পানি নিয়ে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে "অ্যান্টনি", "অ্যান্টনি" বলে কাঁদেন। আপনি কি তাঁকে আরও কাঁদাবেন, মহান অ্যান্টনি?'

'ছি!' চারমিওনের কথায় আর আমার উত্তেজক ওষুধের নেশায় পুরোপুরি কাবু হয়ে বলতে আরম্ভ করল অ্যান্টনি। 'ধিক্কার আমাকে। আমি এভাবে ওকে কষ্ট দিয়েছি! আমি আজই ফিরে যাব আমার ক্লিওপেট্রার কাছে। তোমাদের সঙ্গেই যাব।'

আমাদের সঙ্গে অ্যান্টনিকে ফিরতে দেখে ক্লিওপেট্রা যে কী পরিমাণ খুশি হয়েছিল, সেটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। আমার জীবন কাহিনীতে সেটা বর্ণনা করারও দরকার নেই।

সেদিনই বিকালের কিছু আগে আমার সঙ্গে আবার দেখা করতে এল চারমিওন। ক্লিওপেট্রা আর অ্যান্টনির ব্যাপারে মন্তব্য করার পর আসল কথা বলল সে। 'আপনি মানুষকে সুস্থ করার ওষুধ তৈরি করতে পারেন, মানুষকে মেরে ফেলার জন্যে বিষ বানাতে পারেন?'

হাসলাম কথাটা শুনে। 'কাকে খুন করতে চাইছ, চারমিওন?'

বিষটা কেন তৈরি করা দরকার, আমাকে খুলে বলল চারমিওন। শুনে কাজে লেগে গেলাম আমি। সারা বিকাল খেটে খুব শক্তিশালী একটা বিষ তৈরি করলাম। আমি কাজ শুরু করার পর চলে গিয়েছিল

চারমিওন, বার বার এসে দেখছিল কাজ শেষ হয়েছে কি না। কাজ শেষ হওয়ার পর তাজা গোলাপ দিয়ে বানানো একটা মুকুট নিয়ে এল সে। আমার হাত থেকে বিষের পাত্রটা নিয়ে খুব সাবধানে একটু একটু করে বিষ ঢেলে ভেজাল সবগুলো গোলাপকে।

সেই রাতে অ্যান্টনির ফিরে আসা উপলক্ষে একটা ভোজসভার আয়োজন করল ক্লিওপেট্রা। খুব স্বাভাবিকভাবেই ক্লিওপেট্রার পাশে বসল অ্যান্টনি। অ্যান্টনির পাশে বসলাম আমি। অনেক বছর আগে, যে রাতে পালিয়েছিলাম সিলিসিয়া ছেড়ে, সে রাতটার কথা মনে পড়ে গেল আমার। সেই রাতে আমি ছিলাম ক্লিওপেট্রার বন্দী। ভাগ্যের খেলা দেখে মনে মনে হাসলাম একবার। খেয়াল করলাম, বিষে ভরা গোলাপের মুকুটটা রাণীর মাথায়।

যুদ্ধে পরাজিত হলে কী করবে, সে ব্যাপারে নিজের পরিকল্পনা অ্যান্টনিকে খুলে বলল রাণী। বলল, সমস্ত সম্পদ আর অ্যান্টনিকে নিয়ে ভারতের দিকে পালিয়ে যাবে সে। আরব উপসাগর দিয়ে পালাবে ওরা। সেখানে শত্রুবাহিনীর কোন জাহাজ না থাকায় ধরা পড়বে না।

বলা শেষ হলে ক্লিওপেট্রা ওর পরিকল্পনাটার সাফল্য কামনা করে একপাত্র মদ পান করতে বলল অ্যান্টনিকে। রাজি হলো অ্যান্টনি। অ্যান্টনির পাত্রের মদকে আরও মিষ্টি করার জন্য মাথার মুকুটটা থেকে একটা গোলাপ ছিঁড়ে সেখানে ডুবিয়ে দিল ক্লিওপেট্রা। অ্যান্টনি পাত্রটা হাতে নিয়ে চুমুক দিতে উদ্যত হওয়ামাত্রই হাত ধরে ওকে থামাল রাণী।

'থামো!' কঠোর কণ্ঠে আদেশ দিল ক্লিওপেট্রা।

আশ্চর্য হয়ে ওর দিকে তাকাল অ্যান্টনি। ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারল না।

অ্যান্টনির হাত ধরে রেখে আশেপাশে তাকাল রাণী। খুব কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল ইউডোসিয়াস নামের এক দাস। লোকটাকে কাছে আসতে বলল ক্লিওপেট্রা। আদেশ পালন করল ইউডোসিয়াস। মদের পাত্রটা অ্যান্টনির হাত থেকে কেড়ে নিয়ে লোকটার হাতে দিল ক্লিওপেট্রা।

তারপর জানতে চাইল, 'তুমি কি আমাদের সাফল্য চাও না ইউডোসিয়াস?'

চেহারা দেখেই বোঝা গেল, দাসটা নিজেও কিছু বুঝতে পারছে না। তারপরও বলল, 'অবশ্যই চাই, মহান রাণী।'

'তা হলে দাঁড়িয়ে আছো কেন হাঁ করে? পান করছ না কেন?'

'কিন্তু, রাণী...' কিছু একটা বলতে চাইল ইউডোসিয়াস।

'দাস! আমি বলার পরও তুমি আমার কথা অমান্য করছ!'

আর কিছু বলতে হলো না লোকটাকে। একঢোকে পাত্রের সবটুকু মদ গিলে ফেলল সে। প্রথমে কিছুক্ষণ স্বাভাবিকভাবেই দাঁড়িয়ে রইল, তারপর প্রচণ্ড কাঁপতে আরম্ভ করল ওর শরীর। একসময় মুখ দিয়ে ফেনা বের হয়ে এল, চেহারার রঙ পাল্টে গিয়ে সবুজ হয়ে গেল। মাটিতে পড়ে গেল লোকটা, বিড়বিড় করে অভিশাপ দিল ক্লিওপেট্রাকে। তারপর ঢলে পড়ল মৃত্যুর কোলে।

'এসবের মানে কী?' চেঁচিয়ে উঠল অ্যান্টনি। 'গোলাপে বিষ দিয়ে রেখেছিল কে?'

'আমি,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল ক্লিওপেট্রা।

'তুমি!' হতভম্বের মতো তার দিকে তাকিয়ে রইল অ্যান্টনি। 'তুমি আমাকে মেরে ফেলতে চাইছিলে!'

'ভুল বুঝলে। তোমাকে মেরে ফেলতে চাইলে পান করা থেকে কি বিরত রাখতাম? আসলে কাজটা করার পেছনে দুটো উদ্দেশ্য ছিল আমার। বিশ্বাসঘাতকদের কীভাবে শাস্তি দেই আমি, সেটা দেখানো আর...'

'বিশ্বাসঘাতক?' রাণীর কথা বুঝতে পারছে না অ্যান্টনি।

'হ্যাঁ, ইউডোসিয়াস একজন বিশ্বাসঘাতক। গোপন সূত্রে জেনেছি, আজ রাতে সে আমাদের শত্রু সিযারের কাছে পালিয়ে যাওয়ার মতলব করেছিল। খালি হাতে নয়, আমার প্রাসাদ থেকে মূল্যবান যা পায়, সব হাতিয়ে নিয়ে। পৃথিবী থেকে পালিয়ে নরকে যাওয়ার সুযোগ করে দিলাম ওকে। দ্বিতীয় কারণটা আরও গুরুত্বপূর্ণ, অ্যান্টনি।'

'কী রকম?'

'তোমার একটা ভুল ধারণা, আমি বিষ খাইয়ে হত্যা করব তোমাকে। ধারণাটা তোমার মনে কীভাবে এল সেটাই বুঝতে পারছি না। দেখলে তো, যদি চাইতাম, তা হলে কত সহজে তোমাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতে পারতাম! কিন্তু, সেরকম কোন ইচ্ছে আমার ছিল না। অ্যান্টনি, তোমাকে বিষ দেওয়া তো দূরের কথা, তোমার একটা চুলেরও ক্ষতি করব না আমি। তুমি বিশ্বাস করো আমাকে।'

কিছু না বলে চুপ করে গেল অ্যান্টনি। একটা হাসিখুশি আমেজ ছিল ভোজসভায়, কর্পূরের মতো উবে গেল সেটা। ইউডোসিয়াসের লাশটা সরানোর হুকুম দিল ক্লিওপেট্রা।

পাঁচ

আবার বিলাস-ব্যসনে মগ্ন হয়ে পড়ল ক্লিওপেট্রা আর অ্যান্টনি। প্রায় প্রতি রাতেই ভোজসভাব আয়োজন করল ক্লিওপেট্রা, রাজকোষ খালি হতে আরম্ভ করল আমন্ত্রিত অতিথিদের উদরপূর্তি করতে গিয়ে সিযারের বিরুদ্ধে ওর যুদ্ধটা স্থগিত রইল। ক্লিওপেট্রা ওর কাছে দূত পাঠাল বেশ কয়েকবার, প্রতিবারই মুখ কালো করে ফিরে এল দূতেরা। সিযার দূত পাঠাল না একবারও। অন্য কিছু ঘুরপাক খাচ্ছিল ধুরন্ধর লোকটার মাথায়। শেষ পর্যন্ত আলেকযান্দ্রিয়াকে রক্ষা করতে সৈন্য জড়ো করতে আরম্ভ করল ক্লিওপেট্রা আর অ্যান্টনি।

ওদেরকে ধ্বংস করার যে প্রতিজ্ঞা নিয়ে আলেকযান্দ্রিয়ায় আবার পা রেখেছিলাম, সেই প্রতিজ্ঞাটা পূরণ করতে চারমিওনকে সঙ্গে নিয়ে আমিও কাজ চালিয়ে গেলাম অত্যন্ত গোপনে। ক্লিওপেট্রা প্রায়ই আমাকে ডেকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ চায়। সঠিক পরামর্শ না দিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে একটা কথাই বলি ওকে—'অ্যান্টনিকে খুশি রাখুন, সুখী

রাখুন। নইলে আপনার থেকে আবার দূরে সরে যেতে পারেন তিনি।' অন্ধের মতো আমাকে বিশ্বাস করে ক্লিওপেট্রা, ভয়ও পায় কিছুটা, তাই কথা না বাড়িয়ে আমার পরামর্শ মতো কাজ করে যায়। রাজকোষের অবস্থা সম্পর্কে ওকে যতটা সম্ভব উদাসীন রাখার চেষ্টা করি আমি। স্পষ্ট টের পাচ্ছি যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী: আবার এ-ও বুঝতে পারছি, অর্থের অভাবে যুদ্ধটা বেশিদিন চালাতে পারবে না ক্লিওপেট্রা।

খেয়ে খেয়ে দিন দিন মোটা হচ্ছে অ্যান্টনি। ওকে দেখলেই বোঝা যায়, সে আর আগের অ্যান্টনি নেই। "সুখী হওয়ার ওষুধ" দরকার কি না–প্রতিদিন জানতে চাই ওর কাছে। প্রথম প্রথম খুব একটা আগ্রহ দেখাল না অ্যান্টনি, পরে একদিন ক্লিওপেট্রার সঙ্গে ঝগড়া করে নিজেই ওই ক্ষতিকর জিনিস চাইতে এল আমার কাছে। কড়ামাত্রায় জিনিসটা দিলাম ওকে। আসলে ওষুধটা ছিল নেশা উদ্রেককারী এক ধরনের তরল, যা পান করামাত্র অদ্ভুত এক পুলক ছড়িয়ে পড়ে সারা দেহে, খুব সুখী মনে হয় নিজেকে। নিয়মিত গ্রহণে যে কেউ খুব সহজেই আসক্ত হয়ে পড়ে ওষুধটাতে। অ্যান্টনি-ও হলো। দিনে ঘুমায় আর রাতে জাগে সে। সারাদিন না খেয়ে থাকে আর সন্ধ্যার পর হামলে পড়ে রাজকীয় সব খাবারের উপর।

লোকেরা কীভাবে যেন জেনে গিয়েছিল, আলেকযান্দ্রিয়ায় আছে ওদের "সাধু অলিম্পাস"। আমার সঙ্গে দেখা করতে এল দুয়েকজন, রক্ষীরা তাড়িয়ে দিল তাদের। পরে দর্শনার্থীদের সংখ্যা বাড়ল। ক্লিওপেট্রাকে বলে-কয়ে রাজি করিয়ে ওদের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি নিলাম লোকের সঙ্গে মিশতে ইচ্ছা করত না আমার, তারপরও করলাম কাজটা। উদ্দেশ্য ছিল, ক্লিওপেট্রার পতন ত্বরান্বিত করা।

দেশের অবস্থা কী, যুদ্ধ শুরু হলে রাণী কী করবে–ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে রোগীরা প্রশ্ন করে আমাকে। সত্য-মিথ্যা মিলিয়ে উত্তর দেই আমি। সহজ-সরল লোকেরা আমার উত্তর পুরোপুরি বিশ্বাস করে, পরে নিজেদের মধ্যে আলোচনার সময় তিলকে তাল বানায়। আর চালাক-ধূর্তরা একই উত্তরে বিভ্রান্ত হয়ে যায়, খোঁজ-খবর করতে আরম্ভ করে।

ওদের দৌড় কতদূর, বুঝেই উত্তর দেই, সুতরাং মিথ্যাটা ধরতে পারে না ওরা। কাজেই আলেকযান্দ্রিয়ার অধিবাসীদের মনে ক্লিওপেট্রার বিরুদ্ধে একটা চাপা অসন্তোষ তৈরি করতে সক্ষম হলাম। সবচেয়ে বড় কথা, পবিত্র মানুষ হিসাবে সবার সন্দেহের ঊর্ধ্বেই থেকে গেলাম।

যুদ্ধের জন্য লোক যোগাড়ের উদ্দেশ্যে আমাকে মেমফিসে পাঠাল ক্লিওপেট্রা। সেখানে গিয়ে নামিদামি লোকদের সঙ্গে দেখা করলাম আমি। একটা সভা করলাম ওদের নিয়ে। নিজেকে ক্লিওপেট্রার মন্ত্রণাসভার সবচেয়ে বড় মন্ত্রণাদাতা পরিচয় দিয়ে খুবই জ্ঞানগর্ভ কথাবার্তা বললাম। আলেকযান্দ্রিয়া থেকে মেমফিস ছিল যথেষ্ট দূরে, কাজেই অত দূরের পথ পারি দিয়ে ওসব জ্ঞানগর্ভ কথা বলতে যাওয়ার মানেটা পরিষ্কার হলো না ওদের কাছে। যুদ্ধ চায় না শান্তি চায়, প্রশ্নটা করামাত্রই একবাক্যে উত্তর দিল সবাই—শান্তি। তারপর বললাম আসল কথা। রাণীর লোক দরকার—সাহসী লোক, কাজেই শান্তি চায় এবং জীবনের মায়া আছে, এমন কাউকে না পাঠানোর অনুরোধ করলাম ওদের। চেহারা দেখেই বুঝলাম, হতভম্ব হয়ে গেছে বেচারারা। আমার প্রস্তাবের উত্তরে ওরা বলল, ভেবে দেখবে কী করা যায়।

আমার জন্য পথ চেয়ে বসে ছিল ক্লিওপেট্রা, বোধহয় ভেবেছিল মেমফিসের সব লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে ফিরব আমি। আমাকে একা দেখে মুখটা অন্ধকার হয়ে গেল ওর। জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার, মহান সাধু অলিম্পাস? আপনার চোখমুখ শুকনো দেখাচ্ছে কেন?'

'মেমফিসের নেতারা আপনার প্রস্তাব ভেবে দেখবেন বলেছেন,' জানালাম আমি। 'আরেকটা কথা, মহান রাণী...' ইচ্ছে করেই থামলাম।

'কী কথা? বেশি সময় নেই আমার হাতে, তাড়াতাড়ি বলুন।'

'কথাটা শুনতে হয়তো ভালো লাগবে না আপনার...'

'খবরটা যত খারাপই হোক, শুনতে চাই আমি, চিৎকার করে উঠল ক্লিওপেট্রা। 'আপনি বলুন কী হয়েছে।'

'মেমফিস ঘুরে এসে আমার মনে হচ্ছে মিশরের সাধারণ জনগণ আর আস্থা রাখতে পারছে না আপনার উপর। যুদ্ধ শুরু হলে ওরা আপনাকে কতদূর সাহায্য করবে, অথবা আদৌ সাহায্য করবে কি না, সন্দেহ আছে আমার। সুতরাং...'

আমার কথা শুনে ক্লিওপেট্রার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত চেহারাটা উদ্বেগের কালো মেঘ দিয়ে আরও ঢেকে গেল। অ্যালাব্যাস্টার হলে বসে ছিল সে, কিছু না বলে শয়নকক্ষের ভিতর ঢুকে দরজা লাগাল সজোরে।

ক্লিওপেট্রার মন্ত্রণাসভার সদস্যরা রাণীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত বুঝতে পেরে অনিয়মিত হয়ে গেল অ্যালাব্যাস্টার হলে। কেউ কেউ সপরিবারে পালাল আলেকযান্দ্রিয়া ছেড়ে। সব খবরই জানতে পারল ক্লিওপেট্রা। একের পর এক দুঃসংবাদ ওর অতুলনীয় সৌন্দর্যকে ম্লান করে দিল। ব্যাপারটা যেদিন খেয়াল করলাম, সেদিন বাড়িতে ফিরে অনেকদিন পর হা হা করে হাসলাম আমি।

সিযারের তরফ থেকে থাইরিয়াস নামের এক দাস একটা বার্তা নিয়ে এল আরও কিছুদিন পর। মড়ার উপর খাড়ার ঘা-এর মতো সেটা আঘাত করল ক্লিওপেট্রা আর অ্যান্টনিকে। অর্ধেক খালি মন্ত্রণাসভায় সবার সামনে বার্তাটা পড়ে শোনালাম আমি নিজেই–

"প্রতাপশালী আক্রমণকারী সিযারের তরফ থেকে মিশরের রাণী ক্লিওপেট্রার প্রতি এই বার্তা।

আপনি হয়তো এতদিনে আমার শক্তির সামান্য একটা নমুনা দেখতে পেয়েছেন। শুনেছি আপনি খুবই বুদ্ধিমতী, তাই আমার বিশ্বাস, আমি প্রকৃতপক্ষে কতটা শক্তিশালী, সেটা ভালোমতোই বুঝতে পেরেছেন।

এতদিন আমি চুপ করে ছিলাম, কারণ, নারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে আমি পুরুষোচিত কাজ বলে মনে করি না। বরং আমার মতে, নারী ভালোবাসার প্রতীক। মহান রাণী, আপনার প্রতি শুধু শান্তি নয়, ভালোবাসার প্রস্তাবও পাঠাচ্ছি আমি। রাজা অ্যান্টনির হৃদয়রাজ্য আপনার দখলে, শুনেছি আপনার মনও নাকি ওর জন্য আকুল। যদি আপনি ওকে জীবিত বা মৃত যে কোন অবস্থায় আমার হাতে তুলে

দেন, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, তা হলে আপনার বিরুদ্ধে আমার সেনাদল একটা তীরও ছুঁড়বে না। আমি আরও প্রতিজ্ঞা করছি, সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় মিশরের রাণী হিসাবেই অধিষ্ঠিত থাকবেন আপনি এবং আপনাকে নিজের স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করব আমি।

মহান রাণী ক্লিওপেট্রা, আমাকে আমার প্রতিজ্ঞা পালনে সাহায্য করুন। আপনি হয়তো জানেন, ক্ষমা করা আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ, প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলে আমি প্রতিশোধ নেই।"

বার্তাটা পড়া শেষ করে তাকালাম অ্যান্টনি আর ক্লিওপেট্রার দিকে। অ্যান্টনিকে দেখে মনে হলো, সিযারের বার্তা নয়, ওর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ পড়েছি। আর ক্লিওপেট্রাকে দেখে মনে হলো, ওর পুরো চেহারায় কালি মেখে দিয়েছে কেউ। দৃষ্টি নত করে মেঝের দিকে তাকালাম। আমার দু'চোখে খুশি উপচে পড়ছে, আমি চাই না সেটা দেখে ফেলুক অন্যরা।

সিযারের "ভালোবাসার প্রস্তাব" প্রত্যাখ্যান করল ক্লিওপেট্রা। ভালোবাসা অথবা সিংহাসন–দুটোর মধ্যে যে কোন একটা ওকে বেছে নিতে হতো। ভেবেছিলাম, সিংহাসনটাকেই বেছে নেবে সে। ক্ষমতা খুব ভালোবাসত সে, তাই ওই কাজটাই ছিল ওর জন্য স্বাভাবিক। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, সিযারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্তে অটল রইল সে। অ্যান্টনি খুব খুশি হলো ক্লিওপেট্রার সিদ্ধান্তে, নিজেকে পাল্টে ফেলল পুরোপুরি। আমার নেশার ওষুধ খাওয়া ছেড়ে দিয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে আগের অ্যান্টনি হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, যুদ্ধের ময়দানে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করল। ওর উৎসাহ দেখে দমে গেলাম কিছুটা।

আবার শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ। কিন্তু ফলাফলটা অনুকূল হলো না ক্লিওপেট্রার জন্য। এক সপ্তাহের ভিতরেই পতন ঘটল পেলুসিয়ামের। শহরটা দখল করে চুপ করে বসে রইল না সিযার, আলেকযান্দ্রিয়ার আরও কাছে এগিয়ে আসতে লাগল।

পেলুসিয়ামের পতনের খবরটা নিয়ে রাণীর কাছে দৌড়ে গেল চারমিওন, সঙ্গে গেলাম আমিও। ক্লিওপেট্রা আর অ্যান্টনি ঘুমিয়ে ছিল

তখন।

'উঠুন, মহান রাণী,' বাইরে থেকে দরজা ধাক্কাল চারমিওন। 'উঠুন। এখন আর ঘুমানোর সময় নেই। পেলুসিয়ামের পতন ঘটেছে।'

এক ঝটকায় খুলে গেল বন্ধ দরজাটা। উদ্ভ্রান্ত ক্লিওপেট্রাকে দেখতে পেলাম দরজার আড়ালে।

'কী হয়েছে?' অত্যন্ত ক্লান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল সে।

'পেলুসিয়ামের রক্ষক সেলুকাস আত্মসমর্পণ করেছেন। পেলুসিয়ামকে তিনি তুলে দিয়েছেন সিযারের হাতে। আপনার শত্রুবাহিনী এখন এগিয়ে আসছে আলেকযান্দ্রিয়ার দিকে, এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলল চারমিওন।

ক্লিওপেট্রার পিছনেই দাঁড়িয়ে ছিল অ্যান্টনি, চারমিওনের কথাটা শেষ হওয়ামাত্রই এক লাফে গিয়ে দাঁড়াল সে বিছানার সামনে। কোষমুক্ত করে হাতে নিল ওর তরবারিটা। তারপর আবার একলাফে দরজার কাছে এসে একটানে ক্লিওপেট্রাকে নিয়ে গেল ঘরের মাঝখানে। চিৎকার করে বলল, 'দেবতাদের শপথ! তুই বিশ্বাসঘাতকতা করেছিস আমার সঙ্গে। নইলে এত তাড়াতাড়ি কিছুতেই পতন হতে পারে না পেলুসিয়ামের। সিযার এত শক্তিশালী নয় যে সাত দিনেই দখল করে নেবে শহরটা। তুই আমাকে ওর হাতে তুলে দেবার জন্যে চক্রান্ত করেছিস। সবই তোর সাজানো নাটক। এখন তোকে আগে দুটুকরো করব,' বলতে বলতে এক ধাক্কায় ক্লিওপেট্রাকে বিছানার উপর ফেলে মাথার উপর তরবারিটা তুলল অ্যান্টনি, 'তারপর যাব শয়তানের বাচ্চা সিযারকে মারতে।'

কিন্তু ক্লিওপেট্রাকে নিজের হাতে মারার শপথ নিয়েছি আমি। অন্য কেউ ওকে মারলে আমার প্রতিশোধ পূর্ণ হবে না। তাই ছুটে গেলাম অ্যান্টনির উদ্দেশে। খোঁড়া হয়েও আমি ওর থেকে যথেষ্ট লম্বা ছিলাম, তাই তরবারির বাঁটটা ধরে ফেলতে কোন অসুবিধা হলো না আমার। যথেষ্ট জোরাজুরি করল অ্যান্টনি, কিন্তু আমার হাত থেকে ছুটাতে পারল না অস্ত্রটা। এরপর আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করল, উদ্দেশ্যটা বুঝতে পেরে পিছন থেকে ওর গলা পেঁচিয়ে ধরলাম।

একসময় ভারসাম্য রাখতে না পেরে ওকে নিয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম। অ্যান্টনির হাত থেকে ছুটে গেল তরবারিটা।

ছুটে এসে অ্যান্টনির বুকের উপর আছড়ে পড়ল ক্লিওপেট্রা। কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'তুমি যা বললে তার সবই ভুল, অ্যান্টনি। পেলুসিয়ামের পতনের খবরটা এইমাত্র শুনলাম আমি। দেবতাদের শপথ, এর আগে ওই ব্যাপারে কিচ্ছু জানতাম না। তুমি আমাকে কেন বিশ্বাস করো না, অ্যান্টনি?'

ধীরে ধীরে রাগ প্রশমিত হলো অ্যান্টনির। উঠে দাঁড়াল সে। তরবারিটার দিকে বোকার মতো তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর সেটা সজোরে নিক্ষেপ করল মার্বেলের মেঝের উপর। ধীর পায়ে বিছানার দিকে এগিয়ে গিয়ে শুয়ে পড়ল আবার, দু'হাতে মুখ ঢাকল।

আমি আর চারমিওন বের হয়ে এলাম বাইরে। অ্যালাব্যাস্টার হলে আর কেউ নেই দেখে হেসে ফেলল চারমিওন।

আসল ঘটনা হচ্ছে, সেলুকাসের সঙ্গে বিশেষ খাতির ছিল চারমিওনের। ওর সঙ্গে গোপনে দেখা করে বলেছিল সে, যুদ্ধ করে কোন লাভ নেই। কারণ, পেলুসিয়ামের পতন ঘটলে নেতৃত্বের অভাবে আলেকযান্দ্রিয়ায় যুদ্ধই হবে না। সুতরাং, সিযারের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করাটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। সাতদিন ধরে যুদ্ধের নামে ময়দান দখল করে রাখল সেলুকাস, সিযারের কাছে দিনে দশবার করে দূত প্রেরণ করল আর প্রতিপক্ষ শিবিরে সামান্য উত্তেজনার আভাস দেখতে পেলেই উড়িয়ে দিল সাদা পতাকা। পরে সিযার অগ্রসর হওয়ামাত্রই আত্মসমর্পণ করল।

পরদিন আলেকযান্দ্রিয়া আক্রমণ করল সিযারের বাহিনী। ওকে ঠেকাতে যুদ্ধ পরিচালনার ভার নিজের কাঁধে তুলে নিল অ্যান্টনি। সেদিনই দুপুরের দিকে আমাকে ডেকে পাঠাল ক্লিওপেট্রা। গিয়ে দেখলাম, অ্যালাব্যাস্টার হলে অল্প কয়েকজন সৈন্যের পাহারায় বসে আছে সে। চারমিওন আর আইসিসকে দেখলাম; কিন্তু, মেরাইরাকে দেখতে না পেয়ে বুঝলাম, পালিয়েছে মেয়েটা।

'আসুন, মহান সাধু অলিম্পাস,' আমাকে ঢুকতে দেখে ঠাণ্ডা গলায় স্বাগত জানাল রাণী। 'একটা উপকার পাবার জন্যে ডাকলাম আপনাকে।'

'আমি মহান রাণীর উপকারের জন্যে সবসময়ই প্রস্তুত,' চাটুকারিতা করলাম; 'খোঁড়া না হলে আপনার হয়ে সিযারের বিরুদ্ধে লড়াই করতেও কোন আপত্তি ছিল না আমার।'

একটুখানি বাঁকা হেসে বলল ক্লিওপেট্রা, 'জ্ঞানী অলিম্পাস, নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, আমার পরাজয় খুব কাছে। বোকার মতো কথা বললাম। আপনি বুঝতে পারবেন না তো কে পারবে?' ক্লিওপেট্রার দু'চোখের কোণে পানি চিকচিক করতে দেখলাম আমি। একটুও মায়া জাগল না মনে। বরং, খুশিতে নাচতে ইচ্ছা করল। চোখ-মুখের ভাব গোপন করার জন্য মাথা নিচু করে মেঝের দিকে তাকালাম।

'সিযার দখল করে নেবে আমার আলেকযান্দ্রিয়া,' টপটপ করে পানি পড়ছে ক্লিওপেট্রার দু'চোখ দিয়ে। 'হয়তো ধরে নিয়ে যাবে আমার অ্যান্টনিকে। অথবা হয়তো হত্যা করবে। আর আমাকে...' দু'হাতে মুখ ঢাকল সে।

ওকে সান্ত্বনা দিলাম না।

'পরাজিত হলেও ধরা দেব না আমি,' একটু পর মুখ থেকে হাত সরিয়ে কঠিন গলায় বলল ক্লিওপেট্রা, 'আমার অনুরোধে এর আগে একবার বিষ বানিয়ে দিয়েছিলেন আপনি, খেয়াল আছে আপনার?'

উপরে-নীচে মাথা নাড়লাম।

'প্রচণ্ড শক্তিশালী ছিল বিষটা। আরও একবার সেরকম বিষ চাই আমার। পান করামাত্রই মরতে চাই আমি, কোনরকম যন্ত্রণা যেন না পেতে হয়। বিদায় যদি নিতেই হয়, রাণীর মতোই বিদায় নেব। আমার ইচ্ছে না হলে কেউ ছুঁতে পারবে না আমাকে।'

এমন সময় প্রাসাদের সদর দরজা থেকে হট্টগোলের আওয়াজ ভেসে এল। একলাফে উঠে দাঁড়িয়ে জানালার কাছে গেল ক্লিওপেট্রা। চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'

'অ্যান্টনি! অ্যান্টনি!' আগের চেয়েও জোরালো গলায় চেঁচাল

লোকেরা। 'অ্যান্টনি জিতে গেছেন।'

আমার বুকের ভিতরটা শুকিয়ে গেল। আর ঘুরে দৌড় দিল ক্লিওপেট্রা। বাতাসে খোলা চুল উড়িয়ে হল পার হয়ে প্রাসাদের সদর দরজায় গিয়ে হাজির হলো সে। আমিও গেলাম ওর পিছু পিছু, তবে আরও ধীর গতিতে। গিয়ে দেখলাম, অ্যান্টনিকে জড়িয়ে ধরে আছে ক্লিওপেট্রা। আসল ঘটনা কী, জানার জন্য যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে মন্তব্য করলাম, 'মহান রাজা, আপনি অলৌকিক কাজ করে ফেলেছেন।'

হাসল অ্যান্টনি। বলল, 'সাধু অলিম্পাস, লোকের কথায় কান দেবেন না। বাড়িয়ে বলাটা ওদের একটা বদ অভ্যাস। সিযারকে পরাজিত করতে পারিনি আমি। ওর ঘোড়সওয়ার বাহিনী নেমেছিল ময়দানে, সর্বশক্তিতে লড়াই করে ওদের তাড়িয়ে দিয়েছি মাত্র। তবে আমাদের রোমে একটা কথা প্রচলিত আছে–লেজ যেখানে, মাথাও সেখানে। আজ লেজ কাটা গেছে সিযারের, আগামীকাল মাথা কাটা যাবে।'

চোখে অন্ধকার দেখলাম আমি। অ্যান্টনি ওরকম বিচক্ষণতা নিয়ে যুদ্ধ করলে সিযার পরাজিত হতো কি না জানি না, তবে একবছরেও দখল করতে পারত না আলেকযান্দ্রিয়া।

'তুমি দেখে নিয়ো, ক্লিওপেট্রা, আমরা...' কথা শেষ করতে পারল না অ্যান্টনি, তার আগেই আবার হৈ চৈ আরম্ভ হলো প্রাসাদের সদর দরজার সামনে। ঘাড় ঘুরালাম আমরা সবাই।

'দূত এসেছে! দূত এসেছে!' সমবেত কণ্ঠে বলে উঠল জনতা, 'মার খেয়ে ভয় পেয়ে গেছে সিযার, যুদ্ধের অবসান চেয়ে দূত পাঠিয়েছে!'

সত্যিই দূত পাঠিয়েছে সিযার। দূত লোকটা অ্যান্টনির সামনে দাঁড়িয়ে সম্মান জানাল ওকে, তারপর ক্লিওপেট্রাকে। অ্যান্টনির হাতে তুলে দিল একটা বার্তা। আবার সম্মান জানাল অ্যান্টনি আর ক্লিওপেট্রাকে, তারপর চলে গেল। আগ্রহের আতিশয্যে বার্তাটা অ্যান্টনির হাত থেকে কেড়ে নিল ক্লিওপেট্রা, জোরে জোরে পড়তে আরম্ভ করল নিজেই–

"অভিনন্দন অ্যান্টনি! দারুণ লড়েছেন আপনি। কিন্তু ভুলে যাবেন না দয়া করে, সর্বশক্তিতে আক্রমণ করিনি আমি এখনও। সত্যিই নারীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে মন চাইছে না আমার। আমি এখনও মনে করি মত পাল্টাবেন মহান ক্লিওপেট্রা। আমার প্রস্তাবটা মেনে নেবেন। আর আপনার ব্যাপারে নতুন করে কিছুই বলার নেই। আমার তরবারিই আপনার ভাগ্য। বিদায়!!"

বার্তাটা শুনে থেমে গেল উপস্থিত লোকজনের সব কোলাহল। আর মনে মনে চিৎকার করতে আরম্ভ করলাম আমি।

সে রাতেই একটা খোলা মাঠে অ্যান্টনির আদেশ অনুযায়ী ওর সব ক্যাপ্টেনরা জড়ো হলো। ওদের উদ্দেশে একটা জ্বালাময়ী ভাষণ দিল অ্যান্টনি। আমিও ছিলাম সেখানে। খেয়াল করলাম, অ্যান্টনির বক্তৃতা শুনে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে সবাই। এতদিন শুধু আক্রমণ ঠেকিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল ওরা, পরদিন ভোরে আক্রমণ করার শপথ নিল। ওদের চোখে-মুখে "হয় জিতব, না হয় মরব"–জাতীয় একটা প্রতিজ্ঞা দেখতে পেয়ে প্রমাদ গুণলাম মনে মনে।

ঘোড়সওয়ার বাহিনী বলতে আর কিছুই নেই সিযারের। সুতরাং অ্যান্টনি ওর বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করলে স্থল যুদ্ধে নিশ্চিত পরাজিত হতো সে। স্পষ্ট বুঝতে পারছি, এক ভাষণেই যুদ্ধটা প্রায় জিতে যাচ্ছে অ্যান্টনি। ওর জেতা মানে হচ্ছে ক্লিওপেট্রারও জেতা এবং আমার সমস্ত পরিকল্পনার মাঠে মারা যাওয়া। নিজের হাতে ওকে শাস্তি দেওয়ার ওরকম একটা সুযোগ কিছুতেই হারাতে চাইলাম না। তাই ভাষণ শেষে অ্যান্টনি বিদায় নেওয়ার পর যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়ে দাঁড়ালাম মঞ্চে। চিৎকার করে বললাম, 'আক্রমণ করলেই মরবে তোমরা!'

চলে যাচ্ছিল ক্যাপ্টেনরাও, আমার কথা শুনে থেমে গেল সবাই। দুয়েকজন দৌড়ে এল আমার দিকে এবং খুব সহজেই ধরে ফেলল আমাকে।

বাকিরা ঘিরে দাঁড়াল আমাকে। একজন জিজ্ঞেস করল, 'লোকটা কে?'

'আরে ওই যে, সাধু অলিম্পাস!' ভেংচে বলল একজন। 'সাধু না

ছাই! বাদামি কুকুর কোথাকার!'

'লোকটা আবার যাদুকরও,' ফোড়ন কাটল আরেকজন।

'সাধু-টাধু কিছুই নয় সে,' তরবারি বের করতে করতে বলল আরেকজন। 'যাদুকরও নয়,' তরবারিটা মাথার উপর তুলে ধরল সে। 'অ্যান্টনির বিরুদ্ধে কথা বলিস! এত সাহস তোর! এক্ষুণি এককোপে তোর মাথাটা ধড় থেকে আলাদা করে দিচ্ছি আমি। তোর সাধুগিরি আর যাদুগিরি দুটোই শেষ হয়ে যাবে।'

'দাও,' পিছন থেকে উৎসাহ দিল অন্য কেউ, 'ফেলে দাও ওর মাথাটা।'

'থামো বোকার দল!' এসব পরিস্থিতিতে কীভাবে কথা বলতে হয়, ভালোই জানা আছে আমার। 'দেবতাদের উপাসককে হত্যা করতে চাও? ফলাফল কী হবে ভেবে দেখেছ একবারও? যারা উপস্থিত আছো এখানে, সবার উপরেই নেমে আসবে দেবতাদের অভিশাপ। কী মনে করো তোমরা? আমাকে মেরে যুদ্ধে জিততে পারবে?' প্রশ্নটা করেই নাটকীয় ভঙ্গিতে থামলাম।

নীরবতা নেমে এল সারা মাঠে।

'আমি বিশ্বাসঘাতক নই,' বলে চললাম আমি, 'বোকার দল, তোমরা কি আজও চিনতে পারোনি কে বিশ্বাসঘাতক আর কে দেশপ্রেমিক? আমি যদি বিশ্বাসঘাতক হতাম, তা হলে কেন চলে গেলাম না আর সবার মতো? কেন থেকে গেলাম মহান ক্লিওপেট্রা আর মহান অ্যান্টনির আদেশ পালন করতে? তোমরা কি মনে করো যাওয়ার কোন জায়গা নেই আমার? বোকারা, আমি থাকতাম প্রাচীন কবরের মধ্যে, মাটির অনেক নীচে, যেখানে দিনের বেলাতেও ঢোকে না সূর্যের আলো। সেখানে আত্মাদের সঙ্গে কথা বলতাম আমি,' থামলাম। জ্বলন্ত মশালের আলোতে চেহারা দেখলাম সবার। ভয় পেয়ে গেছে অনেকেই। বাকিদের চেহারায় কৌতূহল।

'তোমরা কি জানো না ভবিষ্যৎ বলতে পারি আমি? তোমরা কি জানো না রাতে আত্মাদের সঙ্গে যোগাযোগ হয় আমার? তোমরা কি জানো না ওরা আমাকে বলে দেয় যা ঘটবে? তোমরা কি জানো না

মহান ক্লিওপেট্রা যখন আমার ধ্যান ভাঙিয়ে এই যুদ্ধের ব্যাপারে পরামর্শ চেয়েছিলেন, তখন তাঁর দূতদের আমি ফিরিয়ে দিয়েছিলাম? কেন, সেটা অনুমান করতে পারো না তোমরা? আমি আগে থেকেই জানি, এই যুদ্ধের ফলাফল কী হবে। ওরা জোর করে আমাকে ধরে না না নিয়ে এলে আজ তোমাদের সামনে দাঁড়াতাম না আমি। আমার পরামর্শেই মহান অ্যান্টনি আবার আকৃর্ষিত হয়েছিলেন মহান ক্লিওপেট্রার প্রতি, আমার পরামর্শেই নির্জনবাস ছেড়ে তিনি ফিরে এসেছিলেন আলেকযান্দ্রিয়ায়। বোকারা, তোমরা কি কোন খবরই রাখো না? যুদ্ধ কি তোমাদের সব বোধবুদ্ধি কেড়ে নিয়েছে?'

একটা শব্দও উচ্চারণ করল না কেউ।

'সত্যি কথা বলতে যেমন ভয় পাও তোমরা, তেমন সত্যি কথা শুনতেও ভয় পাও। তাই আমি কথাটা বলামাত্রই আমাকে ধরলে তোমরা, মেরে ফেলতে উদ্যত হলে,' যে লোকটা তরবারি বের করেছিল, ওর দিকে তাকালাম আমি। দেখলাম, তরবারি ধরা হাতটা নেমে গেছে ওর। মাটি ছুঁয়ে আছে তরবারির ফলা। ওকে আরও বিভ্রান্ত করে দেওয়ার জন্য জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হলো? তোমার তরবারির ডগা এখন মাটি ছুঁয়ে আছে কেন? একটু আগে না বললে আমাকে হত্যা করবে? সাহস শেষ হয়ে গেল নাকি তোমার? তুমি যে-ই হও না কেন, মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শোনো। এই পৃথিবীতে আজই তোমার শেষ রাত। আমি বলছি, আজই তোমার শেষ রাত। কাল অ্যান্টনির হুকুম পালন করতে গিয়ে শত্রুবাহিনীর হাতে মারা পড়বে তুমি,' আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই কাঁপতে আরম্ভ করল লোকটা। দু'হাত উপরের দিকে তুলে প্রাচীন যাদুকরদের ভঙ্গি অনুকরণ করে বললাম, 'আমি দেখতে পাচ্ছি, পতন হয়েছে আলেকযান্দ্রিয়ার, মহান ক্লিওপেট্রার, মহান অ্যান্টনির। তোমরা যতই বীর বিক্রমে যুদ্ধ করো না কেন, পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। সিযারের জয় সুনিশ্চিত। বোকারা, তোমরা কি মনে করো এত রাতে সিযারের গুণ গাওয়ার জন্যে এখানে তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি? শোনো বোকারা, সাধারণ সৈন্যদের সতর্ক করার কোন উপায় নেই বলে তোমাদের ভালোর জন্য বলছি

আবারও,' ইচ্ছা করে থামলাম, মাথা নিচু করে তাকিয়ে রইলাম মাটির দিকে। আগ্রহ তৈরি করতে চাইলাম আমার শ্রোতাদের মধ্যে। কিছুক্ষণ পর মাথা তুলে আবার বলতে আরম্ভ করলাম, 'একবারও কি ভেবেছ, তোমাদের মৃত্যু ঘটলে কী হবে তোমাদের স্ত্রী আর সন্তানদের? একবারও কি ভেবেছ তোমরা মরলে তোমাদের দেবতারা তুষ্ট না রুষ্ট হবেন তোমাদের উপর? তোমাদের সাহস আর সামর্থ্য নিয়ে কোন সন্দেহ নেই আমার। আমি জানি তোমরা প্রত্যেকেই বীরপুরুষ। কিন্তু অকাজে বীরত্ব অপচয় করার চেয়ে আর বড় অপচয় নেই এই পৃথিবীতে। সুতরাং ভেবে দেখো কী করবে তোমরা। দেবতাদের উপাসক আবার বলছে তোমাদের, আক্রমণ করলেই মরবে তোমরা।'

'তুমি যদি সত্যিই দেবতাদের উপাসক হও, তা হলে প্রমাণ দেখাও আমাদের,' সহজে আমার কথা বিশ্বাস করতে চাইল না ওরা।

'ঠিক আছে, তবে দেখো প্রমাণ। দূরে সরে দাঁড়াও সবাই,' আমার কথামতো কাজ করার পর ওদেরকে আবার বললাম, 'শোনো, দূর থেকে ভেসে আসছে কুকুরের ডাক। শুনতে পাচ্ছ?'

কান পাতল সবাই। শুনতে পেল।

'আর মাত্র কিছুক্ষণ। তারপরই আর ডাকবে না কুকুরগুলো,' বলেই নিজের সম্মোহনী ক্ষমতা প্রয়োগ করলাম সবার উপর কিছুক্ষণের ভিতরেই আমার ইচ্ছামতো শুনতে আরম্ভ করল ওরা।

'এবার তোমরা শুনতে পাবে দেবী সিস্ট্রার ভৌতিক বাজনার আওয়াজ,' ঘড়ঘড়ে কণ্ঠে বললাম। জানি, আমি যা বলছি, ঠিক তাই শুনতে পাচ্ছে ওরা। ওদের সবার চোখে ঘোর দেখতে পেয়ে আবার আদেশ দিলাম, 'উপরে তাকাও তোমরা সবাই। দেখো তো, মেঘের দেবতা বাক্কাসকে চিনতে পারো কি না।'

আমার ইচ্ছায় চোখে ভুল দেখল ওরা। মেঘহীন পরিষ্কার আকাশে হঠাৎ উদয় হলো একটা কালো মেঘ, ধীরে ধীরে একটা মানুষের রূপ নিল সেটা, তারপর সরে যেতে আরম্ভ করল অনেক দূরে অবস্থানরত

সিযারের সেনাবাহিনীর তাঁবুগুলোর দিকে।

'বাক্কাস! দেবতা বাক্কাস!' চেঁচিয়ে উঠল একজন। 'আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন দেবতা বাক্কাস! মহান অ্যান্টনিকে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন দেবতা বাক্কাস! আমাদের শত্রুর তাঁবুতে আশ্রয় নিচ্ছেন তিনি।'

সম্মোহন তুলে নিলাম সবার উপর থেকে। একটা হৈ চৈ আরম্ভ হয়ে গেল। সত্যিই আমি উপাসক, বোঝানোর জন্য হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম মাটিতে, দু'হাত জড়ো করে নকল মেঘটার দিকে মুখ ফিরিয়ে প্রার্থনা করতে আরম্ভ করলাম। আমাকে অনেকবার ডাকল ক্যাপ্টেনরা, শুনেও শুনলাম না আমি। অনেকক্ষণ পর যখন চোখ খুলে তাকালাম, দেখলাম, কেউ নেই মাঠে। পালিয়েছে সবাই।

ছয়

পরদিন খুব ভোরে যুদ্ধের ময়দানে এসে হাজির হলো অ্যান্টনি। আক্রমণের পরিকল্পনা করল ওর ক্যাপ্টেনদের নিয়ে। প্রথমে জলপথ দিয়ে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিল সে। ওর আদেশ অনুযায়ী জাহাজগুলো তিন সারিতে অগ্রসর হলো। জলপথের আক্রমণের ফলাফলের অপেক্ষায় রইল স্থলবাহিনী। যুদ্ধক্ষেত্রটা থেকে কিছুটা দূরে একটা মোটামুটি উঁচু পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে সব দেখতে লাগলাম আমি।

অ্যান্টনির জাহাজগুলো নিঃশব্দে এগিয়ে গেল সিযারের জাহাজগুলোর দিকে। এত ভোরে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না সিযারের বাহিনী। ওর সৈন্যদের অনেকেই ছিল ঘুমিয়ে। ঠিকমতো আক্রমণ করলে নিশ্চিত জিতত দায়িত্বপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন। কিন্তু সে যা করল, দেখে হতভম্ব হয়ে গেল অ্যান্টনি। জাহাজগুলো শত্রুদের দিকে

এগিয়ে গেল ঠিকই, কিন্তু আক্রমণ না করে ভেসে রইল নিঃশব্দে। শত্রুদলকে প্রস্তুত হওয়ার জন্য সময় দিল যথেষ্টের চেয়েও বেশি। এদিকে তীরে দাঁড়িয়ে এই বিশ্বাসঘাতকতা দেখে নিজের চুল ছিঁড়তে আরম্ভ করল অ্যান্টনি। ততক্ষণে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে সিযারের জাহাজগুলো। যুদ্ধ এড়াতে অ্যান্টনির নৌবাহিনীর ক্যাপ্টেন ওর প্রতিটা জাহাজের মাস্তুলে সাদা পতাকা উড়িয়ে দিতে বলল। সাদা পতাকায় ছেয়ে গেল অ্যান্টনির প্রতিটা জাহাজ।

খবর পৌঁছে গেল সিযারের স্থলবাহিনীর কাছেও। প্রাথমিক ধাক্কাটা খুব তাড়াতাড়ি সামলে নিল ওরা, তারপর এগিয়ে আসতে লাগল সামনের দিকে। অ্যান্টনির স্থলবাহিনীর মুখোমুখি হওয়ার পর বর্শা ছুঁড়তে আরম্ভ করল। পাল্টা জবাব দিল অ্যান্টনির স্থলবাহিনী। কিন্তু ওই বর্শা আর তীর ছোঁড়াছুঁড়ি পর্যন্তই; অ্যান্টনির সৈন্যদের আক্রমণে ধার নেই বুঝতে পেরে আরও সামনে এগিয়ে এল শত্রুদল এবং অ্যান্টনির সৈন্যরা প্রথমে একজন একজন করে, পরে পাঁচ-দশজন করে পালাতে আরম্ভ করল। তরবারি কোষবদ্ধ করে হাসতে লাগল সিযারের সৈন্যরা।

নেমে এলাম পাহাড় থেকে। গিয়ে দাঁড়ালাম অ্যান্টনির কাছাকাছি। অত বড় বিশ্বাসঘাতকতা দেখে প্রথমে কেঁদে ফেলল সে, তারপর স্তব্ধ হয়ে গেল শোকে। হতভম্বের মতো তাকিয়ে রইল পলায়নরত সৈন্যদের দিকে। অ্যান্টনির কাছে দাঁড়িয়ে ছিল ওর দাস এরোস, অবস্থা দেখে চিৎকার করে কেঁদে উঠল সে। কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'পালান, প্রভু আমার, পালিয়ে যান। সিযারের হাতে বন্দী হবার আগেই পালিয়ে যান। আপনাকে ধরতে পারলে হত্যা করবে লোকটা।'

হুঁশ ফিরল অ্যান্টনির। ঘুরে ছুটল সে। যুদ্ধক্ষেত্রে আর কোন কাজ ছিল না আমার, কাজেই অ্যান্টনির পিছু নিলাম আমি। আমাকে পিছনে আসতে দেখে কিছুদূর গিয়ে থামল অ্যান্টনি। বলল, আমার পিছনে আসার কোন দরকার নেই মহান সাধু অলিম্পাস। আপনি সোজা রাণীর কাছে যান। গিয়ে বলুন, বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্যে ওকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি আমি। সিযারের বউ হওয়ার ইচ্ছে ছিল বললে

ওকে আটকাতাম না আমি, বরং সসম্মানে তুলে দিতাম আমার শত্রুর হাতে। আমার ভালোবাসার এত বড় প্রতিদান সে দেবে, কল্পনাও করতে পারিনি। দেবতারাও ওর এই উপকারের প্রতিদান দেবে একদিন।'

বার্তাটা শুনে ক্লিওপেট্রার কেমন লাগবে বুঝে নিয়ে আর দেরি করলাম না। ছুটলাম ক্লিওপেট্রাকে খবরটা জানাতে। প্রাসাদে ছিল না সে। পরাজিত হলে যেন কিছুতেই সিযারের কাছে ধরা দিতে না হয়, সে জন্য প্রাসাদ থেকে অনেক দূরের একটা জনবিরল জায়গায় নিজের সমস্ত সম্পদ একত্র করে যুদ্ধের খবরের জন্য অপেক্ষা করছিল। পরাজিত হওয়ামাত্রই নিজের সমস্ত সম্পদে আগুন ধরিয়ে দিয়ে নিজেও ঝাঁপ দিত সেই আগুনে।

ক্লিওপেট্রার তাঁবু পাহারা দিচ্ছে অল্প কয়েকজন রক্ষী। আমাকে ভালোমতোই চেনে ওরা। আমাকে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে দেখে যুদ্ধের অবস্থা মোটামুটি আঁচ করে নিল, কিছু জিজ্ঞেস না করে পথ ছেড়ে দিল।

থামলাম তাঁবুর দরজার কাছে। সরাসরি ঢুকে পড়ার অনুমতি নেই, তাই উঁচু গলায় বললাম, 'সাধু অলিম্পাস আপনার জন্যে মহান অ্যান্টনির বার্তা নিয়ে এসেছেন, মহান রাণী। আমাকে ভেতরে ঢুকতে অনুমতি দেওয়া হোক।'

তাঁবুর দরজায় উঁকি দিল চারমিওনের মুখ। নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল সে, 'কী খবর?'

'সব শেষ চারমিওন,' ঠোঁট বাঁকা করে একবার হাসলাম। চারমিওনের চেয়েও নিচু গলায় বললাম, 'যুদ্ধে পরাজয় হয়েছে অ্যান্টনির। পালিয়েছে সে।'

দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল চারমিওন। আমাকে ঢুকতে দিল ভিতরে।

ঢোকার পর দেখলাম, একটা সোনার খাটে উদ্বিগ্ন মুখে বসে আছে ক্লিওপেট্রা। আমাকে দেখেই চিৎকার করে উঠল সে, 'কী বার্তা এনেছেন, মহান সাধু অলিম্পাস?'

নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য চুপ করে রইলাম।

'কী হলো? কথা বলছেন না কেন? কী বার্তা পাঠিয়েছে অ্যান্টনি তাড়াতাড়ি বলুন আমাকে।'

ধীরে ধীরে বলতে আরম্ভ করলাম, 'মহান রাণী, যুদ্ধে পরাজিত হয়েছেন মহান অ্যান্টনি। তাঁর সৈন্যরা পালিয়ে গেছে, তিনি নিজেও পালিয়েছেন। যাবার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি ছিলাম তাঁর সঙ্গে। আপনার জন্যে একটা বার্তা পাঠিয়েছেন তিনি...'

যুদ্ধে পরাজয়ের খবর, অ্যান্টনির পালানোর খবর একসঙ্গে শুনে খুব দুঃখ পেল ক্লিওপেট্রা। কেঁদে ফেলল সে। দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে রইল অনেকক্ষণ। তারপর একসময় কান্না থামিয়ে জিজ্ঞেস করল আমাকে, 'কী বার্তা পাঠিয়েছে অ্যান্টনি? দিন আমাকে সেটা।'

'বার্তাটা আমাকে মুখে বলেছেন তিনি। সেসময় তিনি পালাচ্ছিলেন, লেখার সময় পাননি...'

'বলুন কী বলেছে অ্যান্টনি।'

ইতস্তত করার ভান করলাম। বললাম, 'আপনার বর্তমান মানসিক অবস্থায় কথাটা আপনাকে বলা ঠিক হবে না, মহান রাণী।'

ক্রোধে দাঁড়িয়ে গেল ক্লিওপেট্রা। চিৎকার করে বলল, 'সাধু অলিম্পাস, এই মুহূর্তে বার্তাটা আমাকে বলবেন আপনি। নইলে...'

আর দেরি না করে বার্তাটা জানালাম ওকে। শুনে আবার বিছানার উপর বসে পড়ল ক্লিওপেট্রা। কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'মিথ্যে কথা, সাধু অলিম্পাস, আপনি মিথ্যে বলছেন আমাকে। আমার অ্যান্টনি ওরকম বলতে পারে না...'

'মিথ্যে হলে এই মুহূর্তে দেবতাদের অভিশাপ নামুক আমার উপর।'

'অ্যান্টনি আবার আমাকে অবিশ্বাস করল? সে আমাকে বিশ্বাসঘাতিনী ভাবল? আমি সিযারের বউ হতে চাই এটা নিজের মুখে বলল?'

'জি, মহান রাণী,' ধীরে ধীরে বললাম, 'কথাগুলো নিজের মুখে বলেছেন আমাকে।'

'আমার উপর দেবতাদের অভিশাপ নেমে আসুক এটাও বলল?'

'না, ঠিক ওরকমভাবে বলেননি...'

'কিন্তু কথাটার মানে তো সেটাই, নাকি?' চিৎকার করে কাঁদতে লাগল ক্লিওপেট্রা। 'আমি বিশ্বাসঘাতিনী নই, অ্যান্টনি। আমি আগেও তোমার ছিলাম, এখনও তোমার আছি। আলেকযান্দ্রিয়া দখল করেছে সিযার, কিন্তু তোমার ক্লিওপেট্রাকে ছুঁতে পারবে না সে,' আবারও দু'হাতে মুখ ঢাকল সে।

কিছুক্ষণ পর কান্না থামাল ক্লিওপেট্রা। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এখন কোথায় আছে অ্যান্টনি?'

'খুব সম্ভবত প্রাসাদে।'

'এই মুহূর্তে আমার বার্তা নিয়ে ওর কাছে যান আপনি। গিয়ে বলুন, আমি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি ওর সঙ্গে। আমাকে অবিশ্বাস করা হয়েছে–এই অপমান সইতে না পেরে আত্মহত্যা করলাম আমি। ব্যস, ওটুকুই বলবেন। আসলে আত্মহত্যা করব না আমি। যদি সে আমার মৃত্যুর খবর শুনে আমাকে দেখতে আসে, তা হলে বুঝব, আমার জন্যে এখনও ওর মনে ভালোবাসা বাকি আছে। আর না এলে...'

আর কিছু শোনার প্রয়োজন বোধ করলাম না। যত তাড়াতাড়ি পারলাম, গেলাম আবার প্রাসাদে। গিয়ে দেখলাম, এককালের মহান রাজা, অর্ধেক পৃথিবীর শাসক অ্যান্টনিকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা তিন জন রক্ষী আর ওর অতি বিশ্বস্ত দাস এরোস ছাড়া অন্য কেউ নেই। দেখে ভালোই লাগল।

'মহান সাধু অলিম্পাস!' আমাকে দেখে বিস্ময় প্রকাশ করল অ্যান্টনি। 'আপনি এখানে! এই সময়! আমি ভেবেছিলাম, আমাকে ধরতে সৈন্যসামন্ত নিয়ে এসে গেছে সিযার।'

'মহান রাজা, মহান রাণী ক্লিওপেট্রা আমাকে দিয়ে একটা বার্তা পাঠিয়েছেন।'

'বলুন,' আগ্রহ ফুটে উঠল অ্যান্টনির চোখেমুখে।

ক্লিওপেট্রার কথাগুলো হুবহু জানালাম অ্যান্টনিকে। শুনে প্রথমে বেদনায় কালো হয়ে গেল অ্যান্টনির সুন্দর চেহারাটা, তারপর পানিতে

ভরে গেল ওর দু'চোখ। সবশেষে পাগলের মতো হা হা করে হাসতে আরম্ভ করল সে। পায়চারি করতে করতে বলল, 'মারা গেছে? আত্মহত্যা করেছে? খুব ভালো হয়েছে। মিশরের সৌন্দর্য, পৃথিবীর সৌন্দর্য বিদায় নিয়েছে পৃথিবী থেকে? খারাপ হয়নি ব্যাপারটা। এবার পোকারা কামড়ে কামড়ে খাবে ওর সুন্দর দেহটাকে। কত হাজার হাজার পুরুষ যে ওর কবল থেকে রক্ষা পেল, আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না সাধু অলিম্পাস। শুধুমাত্র ওর জন্যেই আজ এই দশা আমার। রাজার হালে মরতাম আমি, ইতিহাসে লেখা থাকত–বীর অ্যান্টনি কোন যুদ্ধে পরাজিত হননি, জীবনে যতগুলো যুদ্ধ করেছেন, সবগুলোতেই জিতেছেন। আর এখন আমার শত্রুরা এগিয়ে আসছে আমার দিকে, ওদেরকে বাধা দেবারও ক্ষমতা নেই আমার। জানি না সিযার আমাকে ধরতে পারলে কী শাস্তি দেবে। মৃত্যুদণ্ড দেবে নিশ্চিত–কিন্তু সেটা কতটা ভয়াবহ হবে ভাবতে গিয়ে মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে আমার,' বলতে বলতে ওর চোখ পড়ল এরোসের উপর। দাসটার কাছে থেমে দাঁড়াল অ্যান্টনি। জিজ্ঞেস করল, 'আমি যখন যুবক ছিলাম, তখন থেকে তুমি আমার সঙ্গী। ঠিক?'

'জি, ঠিকই বলেছেন আপনি। আমি তখন থেকেই আপনার সঙ্গী।'

'মরুভূমিতে পথ হারিয়ে মরতে বসেছিলে তুমি। আমি তোমাকে উদ্ধার করেছিলাম। ঠিক, এরোস?'

'জি, ঠিক।'

'তোমার পরিবার না খেয়ে ছিল। একদানা শস্য বা একটা সেসটারশিয়াও ছিল না তোমার কাছে। আমিই তোমাকে অনেক স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে কিনে নিয়েছিলাম। মনে পড়ে, এরোস?'

'মনে পড়ে, হুজুর।'

'আমি কি একদিনের জন্যেও খারাপ ব্যবহার করেছি তোমার সঙ্গে?'

'না, হুজুর, কোনদিন খারাপ ব্যবহার করেননি।'

'তা হলে আমার সব উপকারের প্রতিদান দাও,' হাত পাতল অ্যান্টনি।

'জি?' থতমত খেয়ে গেল এরোস।

'প্রতিদান দাও আমার সব উপকারের,' আবার বলল অ্যান্টনি।

'হুজুর,' হাত জোড় করে ক্ষমা চাইল এরোস। 'আমার ক্ষমতা নেই। আমি সব খরচ করে ফেলেছি...'

'তা হলে আমার একটা আদেশ পালন করো। বলো, রাজি আছো?'

'জি, রাজি আছি। আপনি মরতে বললেও রাজি আছি আমি।'

'যদি মারতে বলি?'

'মারতে বললেও সেটা করতে পারব,' কাকে মারতে হবে, না বুঝতে পেরে আমার দিকে জল্লাদের দৃষ্টিতে তাকাল এরোস।

'আমাকে হত্যা করো, এরোস। আমার উপকারের প্রতিদান দাও। ওই যে,' দূরে ইঙ্গিত করল অ্যান্টনি। 'আমার তরবারিটা দেখতে পাচ্ছ না? নিয়ে এসো এখানে। তারপর আমার উপকারের প্রতিদান দাও।'

কাঁপতে আরম্ভ করল এরোসের সারা শরীর। কাঁদতে কাঁদতে বলল সে, 'আমি পারব না, হুজুর। আপনি আমাকে মেরে ফেলুন, হাসিমুখে সহ্য করব, কিন্তু আপনাকে খুন করতে পারব না।'

রাগে লাল হয়ে গেল উন্মাদ-প্রায় অ্যান্টনি। চিৎকার করে বলল, 'তা হলে দূর হও আমার চোখের সামনে থেকে। একা থাকতে দাও আমাকে। তোমার ওই বিশ্বাসঘাতক চেহারাটা আর দেখতে চাই না আমি।'

"বিশ্বাসঘাতক" শব্দটা শুনে থেমে গেল এরোসের কান্না। পাথরের মূর্তির মতো অ্যান্টনির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সে। তারপর কিছু না বলে এগিয়ে গেল অ্যান্টনির তরবারিটার দিকে, কোষমুক্ত করে নিয়ে এল অস্ত্রটাকে। দাঁড়াল অ্যান্টনির সামনে। হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসল অ্যান্টনি, দু'চোখ বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগল মরণের জন্য।

'আমি আপনাকে মারতে পারব না, মহান রাজা, আমি বিশ্বাসঘাতক নই,' আমাকে চমকে দিয়ে চিৎকার করে উঠল এরোস।

তারপরই হাতে ধরা তরবারিটা ঢুকিয়ে দিল নিজের পেটে। অ্যান্টনির সামনেই লুটিয়ে পড়ল ওর মৃতদেহটা।

এরোসের মৃতদেহটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল অ্যান্টনি। তারপর লোকটার কপালে একটা চুমু খেল। বলল, 'তুমি বিশ্বাসঘাতক নও, এরোস। বরং, তোমার মতো বিশ্বাসী আর কাউকে দেখিনি আমি, কারও কথা শুনিওনি। তুমি মিশরের গর্ব, আমার গর্ব, ইতিহাসের গর্ব,' বলার পর এরোসের পেট থেকে তরবারিটা একটানে বের করল সে। তারপর ঢুকিয়ে দিল নিজের পেটে। টলতে টলতে আমার দিকে এগিয়ে আসার চেষ্টা করল, অল্প কিছুদূর আসার পরই লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। আমিই এগিয়ে গেলাম ওর দিকে।

'সাধু অলিম্পাস, সাধু অলিম্পাস,' অসহনীয় ব্যথায় কাতড়াতে কাতড়াতে বলল অ্যান্টনি, 'এই ব্যথাটা সহ্য করতে পারছি না আমি। ওহ্! আপনি কিছু একটা করুন। দয়া করুন আমার উপর।'

চিৎকার করে লোকজনকে ডাকলাম আমি। যে তিনজন রক্ষী দাঁড়িয়ে ছিল বাইরে, আমার ডাক শুনে ভিতরে এল। অ্যান্টনির অবস্থা দেখে শিউরে উঠল সবাই। একজনকে বললাম, 'এই মুহূর্তে আমার বাড়িতে যাও তুমি। এক বুড়িকে পাবে সেখানে। ওকে আমার চিকিৎসার সব জিনিসপত্র নিয়ে আসতে বলবে এক্ষুণি। যাও, দেরি করো না...'

দৌড়ে বেরিয়ে গেল লোকটা। অল্প সময়ের মধ্যেই ফিরে এল আটোয়াকে সঙ্গে নিয়ে। অ্যান্টনির মৃত্যু ঠেকানোর ক্ষমতা ছিল না আমার, কোন ইচ্ছাও ছিল না। তবে, ওর স্নায়ুতন্ত্রকে কিছুটা অবশ করে দিতে পারলে আরাম পাবে সে—জানতাম। সেরকম একটা ওষুধ তৈরি করলাম খুব তাড়াতাড়ি। ওষুধটা খেতে দিলাম ওকে। খেয়ে কিছুক্ষণ নিস্তেজের মতো পড়ে থাকল অ্যান্টনি, তারপর ঘড়ঘড় শব্দ করে দম নিতে আরম্ভ করল।

'আটোয়া,' চিৎকার করে ডাকলাম বুড়িকে, 'র্রাণীর কাছে যাও। গিয়ে জানাও মহান অ্যান্টনির কী অবস্থা। যদি আত্মহত্যা না করে থাকেন তিনি, তা হলে নিশ্চয়ই মহান অ্যান্টনিকে দেখতে

আসবেন।'

সত্যিই ছুটে এল ক্লিওপেট্রা। ততক্ষণে শেষ সময় উপস্থিত হয়ে গেছে অ্যান্টনির। কাঁদতে কাঁদতে ওর পাশে বসে পড়ল ক্লিওপেট্রা, দু'হাতে অ্যান্টনির মাথাটা জড়িয়ে ধরে মাতম করতে আরম্ভ করল। বার বার হাত বুলিয়ে দিল অ্যান্টনির কপালে, গালে, গলায়। পরনের কাপড় দিয়ে অ্যান্টনির ক্ষত থেকে গড়িয়ে পড়া রক্ত বার বার মুছে দিল। তিনজন রক্ষীর কেউই চোখের পানি সংবরণ করতে পারল না। আমি, চারমিওন আর আটোয়া দাঁড়িয়ে থাকলাম শুকনো চোখে, মনে বিজয়ের আনন্দ নিয়ে।

একসময় মারা গেল অ্যান্টনি। প্রথমে পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে গেল ক্লিওপেট্রা, তারপর অনেকক্ষণ অ্যান্টনিকে জড়িয়ে ধরে বসে রইল। দীর্ঘসময় পর ওর ঠোঁটে একটা চুমু খেয়ে আস্তে করে মাটিতে নামিয়ে রাখল মাথাটা।

মেঝেতে বসা অবস্থাতেই ঘুরে আমার মুখোমুখি হলো ক্লিওপেট্রা। বলল, 'সাধু অলিম্পাস, আপনার সেই কড়া বিষটা আবার চাই আমার। এক্ষুণি।'

'মহামান্যা, বিষটা কড়া বলেই সেটা তৈরি করতে সময় লাগবে...'

'ঠিক আছে,' আমাকে কথা শেষ করতে দিল না সে। 'এক্ষুণি বানাতে আরম্ভ করুন।'

অনেক দূর থেকে ভেসে এল সিযারের সৈন্যদের আলেকযান্দ্রিয়ায় প্রবেশের আওয়াজ। কান পেতে শুনল ক্লিওপেট্রা। তারপর বলল, 'বেঁচে থাকার আর কোন ইচ্ছে নেই আমার।'

সাত

আটোয়ার সহায়তায় খুব তাড়াতাড়িই প্রস্তুত হয়ে গেল বিষটা। বিষের পাত্রটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলাম কিছুক্ষণ। একেবারে পানির মতো দেখাচ্ছে বিষটুকুকে। জানতাম সেরকমই দেখাবে, তাই কিছু পরিমাণ পানি মেশালাম পাত্রটাতে। তারপর পাত্রটা নিয়ে গেলাম অ্যালাব্যাস্টার হলে। গিয়ে দেখলাম, অ্যান্টনির লাশের পাশে তখনও বসে আছে ক্লিওপেট্রা।

পাত্রটা হাতে নিল ক্লিওপেট্রা। জিজ্ঞেস করল আমাকে, 'আগের মতোই শক্তিশালী তো বিষটা?'

'ওই বিষটুকু দশজন মানুষকে মারতে পারবে, মহান রাণী,' ঘুরিয়ে উত্তর দিলাম আমি।

'অথচ, একেবারে পানির মতো দেখাচ্ছে,' বলতে বলতে একচুমুক দিল সে পাত্রটাতে। গিলে ফেলল তরল পদার্থটুকু।

তীব্র আগ্রহ নিয়ে ক্লিওপেট্রার দিকে তাকিয়েছিলাম আমি। বিষের পাত্রটায় সে দ্বিতীয়বার চুমুক দেওয়ার আগেই ছিনিয়ে নিলাম পাত্রটা ওর হাত থেকে। ওর আয়ত্তের অনেক বাইরে একটা ছোট্ট টেবিলের উপর নামিয়ে রাখলাম সেটাকে। আমি চাইছিলাম, মরার আগে আমার পরিচয় জেনে মরুক সে।

'কী ব্যাপার, সাধু অলিম্পাস?' দু'হাতে গলা চেপে ধরে বিকৃত গলায় জিজ্ঞেস করল ক্লিওপেট্রা। 'আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন কেন পাত্রটা? আর আমার গলা জ্বলছে কেন? এত কষ্ট হচ্ছে কেন?

…আমি তো আপনাকে আগের বিষটার মতোই তীব্র বিষ বানাতে বলেছিলাম।…আপনি এটা কী বানালেন?'

'শান্ত হও, ক্লিওপেট্রা,' অনেকদিন পর নাম ধরে ডাকলাম ওকে। গলা চেপে ধরে মেঝেতে পড়ে কাতরাচ্ছিল সে, কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছিল ওর অপূর্ব সুন্দর চোখদুটো, ডাক শুনে আমার দিকে একবার না তাকিয়ে পারল না। 'তুমি মরবে এখন,' আবার বললাম আমি। 'অবশেষে আমার হাতেই মরণ হলো তোমার। তোমার মরণটা লেখা ছিল আমার হাতেই, ক্ষমতা থাকলে তো তুমি এড়াবে।'

'আপনি…সাধু…অলিম্পাস…' কথা জড়িয়ে যাওয়ায় আর কিছু বলতে পারল না ক্লিওপেট্রা। ওর অবস্থা দেখে হা হা করে হাসতে আরম্ভ করলাম। কিছুক্ষণ পর হাসি থামিয়ে বললাম, 'আজ আমি বলব, তুমি শুনবে, ক্লিওপেট্রা। ভালোমতো আমার চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখো তো, আমাকে চিনতে পারো কি না।'

বিষের প্রভাবে নীল হতে আরম্ভ করেছে ক্লিওপেট্রার শরীর, বেদনায় কুঁকড়ে যাচ্ছে সে। তারপরও আমার দিকে তাকাল। চেপে রাখা গলা ছেড়ে দিয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। ওর ফর্সা গলায় স্পষ্ট দেখতে পেলাম আঙুলের ছাপ।

'হারমাচিস, তুমি হারমাচিস,' আমাকে চিনতে পেরে ভয়ে বিকৃত হয়ে গেল ক্লিওপেট্রার চেহারা, মৃত্যু-যন্ত্রণা ভুলে গেল সে। 'তুমি…তুমি সাধু অলিম্পাস নও…'

'হ্যাঁ, আমিই সাধু অলিম্পাস, আমিই হারমাচিস। আমি মেনকাউ রা-এর অভিশাপ, তোমার নিয়তি। অনেক বছর আগে তোমাকে মারতে তোমার শয়নকক্ষে ঢুকেছিলাম খঞ্জর নিয়ে। পারিনি সেদিন। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত আমার হাতেই মরলে তুমি। তোমার আজ এই পরিণতি আমারই প্রচেষ্টার ফসল। আমিই ধ্বংস করেছি তোমাকে, তোমার অ্যান্টনিকে, তোমাদের সাম্রাজ্যকে। তুমি ঠিকই ধরেছ, আমিই সেই হারমাচিস। সাধু অলিম্পাসের ছদ্মবেশে আমিই তোমার মৃত্যু।'

ক্লিওপেট্রার মুখ দিয়ে ফেনা বের হতে আরম্ভ করল। আমাকে

উদ্দেশ্য করে বিড়বিড় করে কিছু একটা বলল সে–বোধহয় অভিশাপ দিল। তারপর ধীরে ধীরে নিস্তেজ হতে আরম্ভ করল ওর শরীর। একসময় নিষ্প্রাণ চোখে ছাদের দিকে তাকিয়ে রইল সে। বুঝলাম, মারা গেছে মিশরের রাণী, সৌন্দর্যের রাণী ক্লিওপেট্রা।

দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে রইলাম মৃত ক্লিওপেট্রার দিকে। যে কাজটা করা উচিত ছিল এগারো বছর আগে, সেটা শেষ পর্যন্ত করলাম আমি; কিন্তু দেরি করাতে কত পাল্টে গেল পরিস্থিতি! যে মিশরকে উদ্ধার করতে এসেছিলাম, সেটা আবারও পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হলো, কোন লাভ হলো না সাধারণ জনগণের। আর আমি কী পেলাম? অভিশপ্ত একটা জীবন ছাড়া আর কিছুই না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাকালাম পাশে। চারমিওনকে দেখতে না পেয়ে কিছুটা আশ্চর্য হলাম। তাকালাম এদিক-ওদিক। বিষের পাত্র রাখা টেবিলটার পাশে ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হতভম্ব হয়ে গেলাম।

'তুমি ওখানে কী করছ, চারমিওন?' মেয়েটার উদ্দেশ্য বোঝার পরও জিজ্ঞেস করলাম।

নিঃশব্দে কাঁদছিল চারমিওন, প্রশ্নটা শুনে চোখ মুছে তাকাল আমার দিকে। বলল, 'আমি রাণী ক্লিওপেট্রাকে ঘৃণা করতাম সত্যি, কিন্তু ওর মৃত্যুতে খুশি হতে পারলাম না। কোনদিন সে খারাপ ব্যবহার করেনি আমার সঙ্গে। নিজের বোনের মতো ভালোবেসেছে, বিশ্বাস করেছে। অথচ কত বড় বিশ্বাসঘাতকতা করলাম ওর সঙ্গে! আগেও একবার বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলাম মিশরবাসীর সঙ্গে, আপনার সঙ্গে, আরও অনেকের সঙ্গে। আর এবার···। বিশ্বাসঘাতিনী হিসেবেই ইতিহাসে লেখা থাকবে আমার নাম,' আবার কাঁদতে আরম্ভ করল সে।

'শোনো, চারমিওন,' এক পা এগিয়ে গেলাম তার দিকে। 'আমি···'

'খবরদার,' চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা, 'এক পা-ও এগুবেন না আমার দিকে,' এক থাবা দিয়ে বিষের পাত্রটা হাতে তুলে নিল সে। ধরল মুখের কাছাকাছি। 'অনেক বিষ বাকি আছে এখনও। রাণী

ক্লিওপেট্রার মরতে যত সময় লেগেছে, আমার মরতে তত সময়ও লাগবে না।'

দাঁড়িয়ে গেলাম স্থির হয়ে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী চাও তুমি?'

'কথা বলতে চাই আপনার সঙ্গে।'

'শুনছি। তবে আমাদের হাতে বেশি সময় নেই। প্রাসাদের দিকে এগিয়ে আসছে অক্টাভিয়ানাসের সৈন্যরা। আমাদের, বিশেষ করে তোমার এই মুহূর্তে পালিয়ে যাওয়া উচিত।'

'নিজেকে নিয়ে ভাবছি না আমি,' ঠোঁট বাঁকা করে হাসল মেয়েটা। 'আমি যা বলতে চাই, মন দিয়ে শুনুন। সিলিসিয়া থেকে যে রাতে পালিয়ে গেলেন আপনি, মনে আছে সে রাতের কথা? ভিখারিনীর মতো বার বার আমাকে সঙ্গে নেবার জন্যে বলছিলাম আপনাকে, আমার কথার কোন গুরুত্ব দেননি আপনি। বরং ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিলেন আমাকে। সে দিনই আসলে মারা গিয়েছিলাম আমি। এতদিন বেঁচে ছিলাম শুধু আপনাকে সাহায্য করব বলে। আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা না করলে আপনি চলে যাওয়ার পরপরই আত্মহত্যা করতাম। এখন আমাকে কাজটা করতেই হবে। এখন কেউ নেই আমাকে ভালোবাসার জন্যে। এতদিন রাণী ক্লিওপেট্রা ছিল, আজ সে মরেছে। সে ছাড়া আর কেউ কোনদিন আমাকে ভালোবাসেনি,' বলতে বলতে আবার কেঁদে ফেলল চারমিওন। 'বাসবেও না। আমি শুধু উদ্দেশ্য হাসিলের উপায় হিসেবেই ব্যবহৃত হলাম। লোকের সেবা করতে করতেই কাটল আমার জীবনটা, কেউ একবার ভাবলও না আমাকে নিয়ে। কার জন্যে বেঁচে থাকব আমি? কী হবে বেঁচে থেকে...' বলতে বলতে ঢকঢক করে বিষটুকু গিলে ফেলল চারমিওন।

'চারমিওন...' মৃদু একটা চিৎকার করে দৌড়ে গেলাম মেয়েটার দিকে। ঠোঁটে একটা বাঁকা হাসি নিয়ে হাত থেকে পাত্রটা ছেড়ে দিল সে, মাটিতে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল কাঁচপাত্রটা।

বিষের প্রভাবে নীল হতে আরম্ভ করা চারমিওনকে ধরে মাটিতে শুইয়ে দিলাম। ওকে বাঁচানোর কোন উপায় নেই। শেষবারের মতো সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বললাম, 'কাজটা না

করলেও পারতে চারমিওন। হয়তো…হয়তো…নতুনভাবে বাঁচতে পারতাম আমরা…'

'আপনি কি আগের হারমাচিসকে ফিরিয়ে দিতে পারবেন? আপনি কি হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো ফিরিয়ে আনতে পারবেন?' একটু থেমে দাঁতে দাঁত চেপে প্রচণ্ড কষ্ট সহ্য করল সে। তারপর বলল, 'তবুও আমার সৌভাগ্য যে এ জীবনে দেখা হয়েছিল আপনার সঙ্গে। সেটাই বা কম কী? আর দুর্ভাগ্য মরতে হচ্ছে আপনাকে একা রেখে…' আবার দাঁতে দাঁত চাপল চারমিওন। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'মরতে ইচ্ছে করছে না, হারমাচিস। তোমাকে নিয়ে বাঁচতে ইচ্ছে করছে অনেক, অনেক বছর। কিন্তু কী করব, আমার ভাগ্যে সেটা লেখা নেই,' একবার হেঁচকি তুলল সে, 'হারমাচিস, আর কখনও দেখা হবে কি না জানি না। কিন্তু মনে রেখো, তোমার দাসী চারমিওন ভালোবেসেছিল তোমাকে,' আবারও হেঁচকি তুলল সে, তারপর বহু কষ্ট করে জীবনের শেষ বাক্যটা উচ্চারণ করল, 'আমি…আমি তোমাকে ভালোবাসি… হার…হারমা…' মুখ দিয়ে ফেনা বের হতে থাকায় আর কিছু বলতে পারল না। একটু পরই নিস্তেজ হয়ে গেল চিরদিনের জন্য।

উঠে দাঁড়ালাম ধীরে ধীরে। দূরে শোনা যাচ্ছে সিযারের সৈন্যদের বিজয়োল্লাস। প্রাসাদের আরও কাছে এগিয়ে এসেছে ওরা। মাটিতে পড়ে থাকা চারমিওন আর ক্লিওপেট্রার দিকে একবার তাকিয়ে নিঃশব্দে বের হয়ে এলাম আমি। দ্রুত পায়ে ফিরে গেলাম বাড়িতে।

গিয়ে দেখলাম, ভিখারিনীর মতো আমার পথ চেয়ে দরজার বাইরে বসে আছে বুড়ি দাই মা আটোয়া। আমাকে দেখে উঠে দাঁড়াল বুড়ি। আমি বসার ঘরে ঢোকামাত্রই দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসে দাঁড়াল আমার মুখোমুখি।

'সব শেষ?' জানতে চাইল সে।

কিছু না বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

'কী হলো? এবারও কি পারোনি কাজটা করতে? মরেনি ক্লিওপেট্রা?'

'মরেছে। মরেছে মিশরের রাণী, আমার এককালের শত্রু। মরেছে

সেই নারী, যার জন্যে আমি আজ দেবতাদের অভিশাপগ্রস্ত, মেনকাউ রা-এর অভিশাপগ্রস্ত। মরেছে সেই রূপের আধার, যাকে খুন করে আমি কিছুই পেলাম না, বরং খুনী হিসেবে, প্রতারক হিসেবে দুর্নাম জুটল আমার কপালে।'

একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ পেয়ে তাকালাম আটোয়ার দিকে। ওর চেহারায় সন্তুষ্টির ভাব দেখতে পেলাম। আমাকে তাকাতে দেখে বলল বুড়ি, 'এবার তা হলে আমাকে অনুমতি দাও, হারমাচিস, আমিও মরি। ঘটনা-দুর্ঘটনা দেখতে দেখতে আমি ক্লান্ত, আর ভালো লাগে না।'

আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'অনুমতি দেব মানে?'

ভিতরের কামরায় গেল আটোয়া। একটা তামার পাত্র হাতে নিয়ে ফিরে এল। দেখাল আমাকে।

'কী আছে ওটাতে?' বোকার মতো জিজ্ঞেস করলাম।

'তুমিই বানিয়েছ, আর তুমিই চিনতে পারছ না ? বিষ, হারমাচিস, বিষ। এই বিষ খেয়েই মরেছে তোমার শত্রু। বিষটা বানানোর সময় আমি সাহায্য করেছি তোমাকে, কাজেই একফাঁকে একটুখানি চুরি করতে কোন অসুবিধা হয়নি আমার। যে বিষ খেয়ে মরেছে ক্লিওপেট্রা, তাতে পানি মেশানো ছিল। কিন্তু এটাতে পানি মেশানো নেই, খাওয়ামাত্রই মরব আমি,' বলে হাসল আটোয়া।

'পাগলামি কোরো না আটোয়া,' কড়া গলায় বললাম। 'তোমাকে নিয়ে অ্যাবাউদিসে ফিরে যাবার জন্যে বাসায় এসেছি আমি। জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নাও। আর পাত্রটা দাও আমার হাতে,' হাত বাড়ালাম আটোয়ার দিকে।

এক পা দূরে সরে গেল বুড়ি। তারপর খেয়ে ফেলল সবটুকু বিষ। আমি ওর কাছে পৌঁছানোর আগেই শুরু হয়ে গেল বিষের প্রতিক্রিয়া। কাটা গাছের মতো মাটিতে পড়ে গেল সে।

'পৃথিবীটা খুব খারাপ জায়গা, হারমাচিস,' বিষের প্রতিক্রিয়ায় কাঁপতে কাঁপতে বলল আটোয়া, 'যত কম সময় পারা যায়, থাকা উচিত এখানে...' বলতে বলতে আমার কোলে মাথা রেখে মারা গেল আমার

বুড়ি দাই মা।

ক্লিওপেট্রার মৃত্যুতে কোন কষ্ট পাইনি আমি, বরং দায়িত্ব শেষ হওয়ার একটা সুখানুভূতি জেগেছিল মনে। চারমিওন মারা যাওয়ার পর বিদায় নিয়েছিল সেই অনুভূতিটা, একটা শক্ত আঘাত পেয়েছি মনে। আর আটোয়া মারা যাওয়ার পর বুকটা খালি হয়ে গেল একেবারে। ঝরঝর করে কেঁদে ফেললাম। আটোয়ার লাশের পাশে বসে কাঁদলাম অনেকক্ষণ। সিযারের সৈন্যরা এসে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকল একসময়, মৃতা আটোয়া আর ক্রন্দনরত আমাকে দেখে একটা কথাও জিজ্ঞেস করল না, সারা ঘরে একবার দৃষ্টি বুলাল ডাকাতের মতো। বোধহয় বুঝল, হরণ করার মতো কিছুই নেই, কাজেই যেমন ঝড়ের মতো এসেছিল, তেমনিভাবেই বের হয়ে গেল।

একসময় বাসা ছেড়ে বের হয়ে এলাম আমিও। প্রধান সড়কে গিয়ে দেখলাম, হুলুস্থুল শুরু হয়ে গেছে সারা শহরে। কেউ পালাচ্ছে, কেউ লুট করছে, কেউ আবার ব্যস্ত আছে হাতাহাতিতে। আমি কে, কোথায় যাব–জিজ্ঞেস করল না কেউ। তাতে সুবিধাই হলো আমার।

বন্দরে গিয়ে দেখলাম, খালি পড়ে আছে বহু নৌকা, মালিক নেই একটারও। নির্দ্বিধায় চেপে বসলাম একটাতে। রওয়ানা হয়ে গেলাম অ্যাবাউদিসের উদ্দেশে।

অষ্টম দিনে অ্যাবাউদিস পৌঁছালাম আমি। ক্লিওপেট্রাকে মেনকাউ রা-এর অভিশাপের ভয় দেখিয়ে অ্যাবাউদিসের মন্দিরে আবার পূজা চালু করিয়েছিল চারমিওন। আমি যখন পা রাখলাম শহরটাতে, তখন দেবী আইসিসের পূজা উপলক্ষে ভোজ অনুষ্ঠান চলছে মন্দিরে। অনেক পুরোহিত জড়ো হয়েছেন সেখানে। মন্দিরে ঢুকে পড়লাম আমি। একজন পুরোহিত এগিয়ে এলেন আমার দিকে। জিজ্ঞেস করলেন, 'কাকে চাইছেন?'

'আলেকযান্দ্রিয়া থেকে এসেছি আমি, মাননীয় পুরোহিত। দেবী আইসিসের পূজা উপলক্ষে আপনাদের সবাইকে একসঙ্গে পাওয়া যাবে, জানি। আমি সভাকক্ষে যেতে চাই। সবার সামনে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলব।'

আশ্চর্য হলেও আর কথা বাড়াল না পুরোহিত। ভিতরে গিয়ে অনুমতি নিয়ে এল। লাঠিতে ভর দিয়ে হাজির হলাম বহু পরিচিত সভাকক্ষে। এই কক্ষেই প্রধান পুরোহিত হিসাবে একদিন মনোনীত করা হয়েছিল আমাকে।

দাঁড়ালাম নির্দিষ্ট জায়গায়। আমার দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে রইলেন পুরোহিতরা। ইচ্ছে করেই তাঁদেরকে সে সুযোগ দিলাম। চাইছিলাম, আমি পরিচয় দেওয়ার আগেই আমাকে চিনতে পারুক তাঁরা।

'আপনি সাধু অলিম্পাস না?' হঠাৎ বলে উঠলেন একজন। 'টেপে শহরে প্রাচীন ফারাওদের কবরে থাকতেন। রাণী ক্লিওপেট্রার ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসেবেও তো কাজ করতেন। শুনলাম, বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন তিনি। কথাটা কি সত্য?'

'আপনি আমাকে ঠিকই চিনতে পেরেছেন, মহান পুরোহিত। আমিই সেই সাধু অলিম্পাস। আর এ কথাও সত্যি যে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন রাণী ক্লিওপেট্রা। তবে বিষটা আমিই খাইয়েছি ওকে।'

'কী?' একটা শোরগোল আরম্ভ হয়ে গেল সভাকক্ষে।

হাত তুলে থামালাম গণ্ডগোলটা। বললাম, 'একেবারে প্রথম থেকে খুলে বলছি সব। এগারো বছর আগে ঠিক এই সভাকক্ষেই পুরোহিত আমেনেমহ্যাটের ছেলে হারমাচিসকে প্রধান পুরোহিত হিসেবে মনোনয়ন দেয়া হয়েছিল, আপনাদের কারও কি মনে পড়ে সেই কথা?'

দুয়েকজন বৃদ্ধ পুরোহিত মাথা নেড়ে সম্মতি দিলেন। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন আপনি। কিন্তু আপনি জানলেন কীভাবে?'

উত্তর না দিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'শুধু প্রধান পুরোহিতই নয়, ওকে পরে মিশরের ভবিষ্যৎ ফারাও হিসেবেও মনোনীত করা হয়েছিল।'

'ঠিকই বলেছেন আপনি, সাধু অলিম্পাস। কিন্তু এসব তো আপনার জানার কথা নয়!'

'সাঁইত্রিশটা শহর থেকে সাঁইত্রিশজন গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন সেই দীক্ষা অনুষ্ঠানে। তাঁদের মধ্যে বত্রিশজন হারিয়ে

গেছেন–হয়তো মারা গেছেন, অথবা হয়তো জেলে পচছেন। আবার অনেককে হত্যাও করা হয়েছে। আন্নু শহরের প্রধান পুরোহিত সেপারও একই দশা হয়েছে।'

'কী আশ্চর্য ব্যাপার! আপনি দেখছি সবই জানেন! বিশ্বাসঘাতক হারমাচিসের জন্যেই সব পরিকল্পনা ভণ্ডুল হয়ে যায়। নিজেকে সে রাণী ক্লিওপেট্রার কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল।'

'ঠিক। হারমাচিসের কারণেই আজ মিশর রোমানদের পরাধীন। সে নিজেকে রাণী ক্লিওপেট্রার কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল–এটাও ঠিক বলেছেন আপনি। আরও বড় কথা হচ্ছে, আমিই সেই হারমাচিস।'

হাঁ হয়ে গেলেন সবাই। দাঁড়িয়ে গেলেন কেউ কেউ, বাকিরা বসে রইলেন নিজেদের চেয়ারে কাঠের মূর্তির মতো।

'আমিই সেই বিশ্বাসঘাতক হারামাচিস,' আমার কথার গুরুত্ব বোঝাতে আবার বললাম। 'আমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি দেবতাদের সঙ্গে, আমার দেশের সঙ্গে, আমাকে যারা বিশ্বাস করেছিল তাদের সঙ্গে। সব কথা স্বীকার করতে আজ এখানে এসেছি আমি। আমিই খুন করেছি ক্লিওপেট্রাকে। যে বিষটা খেয়ে সে মরেছে, সেটা আমিই ওকে বানিয়ে দিয়েছি। ওর জন্যেই একদিন আমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলাম, ওকে ধ্বংস করে প্রতিশোধ নিলাম।'

'দেবতাদের নামে শপথ করেছিলে তুমি, সেই শপথ ভঙ্গের জন্যে তোমার কী শাস্তি হতে পারে, জানা আছে?' জিজ্ঞেস করলেন একজন বৃদ্ধ পুরোহিত।

'খুব ভালোমতোই জানা আছে। সেই শাস্তির জন্যে অপেক্ষা করছি আমি।'

'নিজের ব্যাপারে আরও কিছু বলো, হারমাচিস,' আদেশ দিলেন আরেকজন।

শুধু নিজের ব্যাপারে নয়, আরও অনেক কিছু তাঁদেরকে জানালাম আমি। সাধু অলিম্পাস হিসাবে কীভাবে পরিচিতি পেলাম–বিশেষভাবে জানতে চাইলেন তাঁরা, ধৈর্য ধরে তাঁদের সবগুলো প্রশ্নের উত্তর

দিলাম। সব শুনে আমাকে অপেক্ষা করতে বললেন বৃদ্ধ পুরোহিতরা। আমাকে কী শাস্তি দেওয়া যায়, নিজেদের ভিতর সে বিষয়ে আলোচনা করলেন। আলোচনা শেষে এক বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালেন। আমাকে উদ্দেশ্য করে দুর্বল কণ্ঠে বলতে আরম্ভ করলেন, 'হারমাচিস, সব কিছু শুনলাম আমরা, বিবেচনা করলাম। দেবতাদের নামে শপথ করে সেটা ভঙ্গ করেছ তুমি। এর চেয়ে বড় পাপ আর হয় না। রাণী ক্লিওপেট্রার উপর প্রতিশোধের নামে মিশরের স্বাধীনতাকেও তুলে দিয়েছ রোমানদের হাতে। এর চেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা আর হয় না। তুমি মা আইসিসকে অপমান করেছ, প্রাচীন ফারাও মেনকাউ রা-এর শান্তি নষ্ট করতে সাহায্য করেছ রাণী ক্লিওপেট্রাকে। তোমার মতো বড় পাপীর জন্যে মৃত্যুদণ্ডও কম হয়ে যায়। হারমাচিস, তোমাকে গ্রেপ্তার করার আদেশ দিচ্ছি আমরা। তারপর শিরশ্ছেদ করা হবে তোমার। অসম্মানজনক মৃত্যুই তোমার প্রাপ্য।'

আমাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হলো। মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে উঠলে একেবারে শেষ মাথায় ছিল একটা ছোট্ট প্রকোষ্ঠ, সেখানে আটকে রাখা হলো। আটকাবস্থায় একদিন কথা বলতে চাইলাম এক পুরোহিতের সঙ্গে। তিনি এলে তাঁকে বললাম, অনর্থক বসে না থেকে আমার পাপাচারের কাহিনী লিখে ফেলতে চাই, যেন তা পরবর্তী লোকদের জন্য শিক্ষণীয় হয়ে থাকে। অনুমতি দেওয়া হলো আমাকে।

কবে কার্যকর করা হবে আমার মৃত্যুদণ্ড, জানানো হয়নি আমাকে। অলস বসে থেকে মৃত্যুর অপেক্ষা করছি আমি। একদিন হয়তো মধ্যরাতে ভেঙে যাবে ঘুম, সিঁড়িতে শুনতে পাব জল্লাদদের পায়ের আওয়াজ। বেঁচে থাকার কোন ইচ্ছা নেই আমার, বুড়ি দাই মা আটোয়ার মতো আমিও মনে করি পৃথিবীটা খুব খারাপ জায়গা। এখানে যত কম থাকা যায়, পরকালের জন্য তত মঙ্গল।

মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য প্রস্তুত আমি। বন্দী অবস্থায় অনেক, অনেকবার ডেকেছি দেবতাদের; কোন সাড়া পাইনি তাঁদের কাছ থেকে। তবে আমি বিশ্বাস করি, একদিন না একদিন প্রায়শ্চিত্ত হবে আমার পাপের, ক্ষমা পাব আমি। সেদিন আগের মতো আবার নিষ্পাপ

হব, পাব চিরশান্তির সন্ধান।

প্রেম কী, আমি জানতে পারিনি আজও। জানার কোন ইচ্ছাও নেই। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, মাঝেমধ্যে গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেলে শুনতে পাই অপার্থিব শব্দ, দেখতে পাই অবাস্তব দৃশ্য। রাতের নৈঃশব্দ্য ভেঙে আমার কানে ভেসে আসে সমুদ্রের গর্জন, যদিও কাছেপিঠে কোন সমুদ্র নেই। আকাশে চাঁদ না থাকলেও পূর্ণিমা দেখি আমি, মেঘে ঢাকা আকাশে চিনতে পারি প্রতিটা তারাকে। আর কোন কোন রাতে সুশীতল বাতাস বইলে প্রথমে শুনতে পাই নাম না জানা এক বাদ্যযন্ত্রের অপূর্ব সুর, তারপরই কে যেন ভোরের পাখির চেয়েও মিষ্টি গলায় গেয়ে ওঠে:

মনে করো কোন এক সাগরে ভাসছি আমরা রাতে,
হৃদয় ছিঁড়ে বেরুতে চায় অতুলনীয় এক সুর, যাতে
ফিসফিস করে কথা বলতে পারি আমি তোমার সাথে…

(শেষ)

উপন্যাসটিতে ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দের ব্যাখ্যা:

* ন্যাট্রন = মমি তৈরি করবার সময় যে বিশেষ ধরনের যৌগে মৃতদেহকে ডুবিয়ে রাখা হতো।

* হায়ারোগ্লিফিক = প্রাচীন মিশরীয় লিখন পদ্ধতি

* ওসিরিস = প্রাচীন মিশরীয় দেবী

* ইজিপ্টোলজিস্ট = প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা, ইতিহাস, সংস্কৃতি ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করেন যাঁরা

* অ্যালাব্যাস্টার = মর্মরের মতো দেখতে নরম, সাদা পাথরবিশেষ, যা দিয়ে অলঙ্কার তৈরী করা হয়

* "হার"-এর পিরামিড = (pyramid of Her)

* সংকেত-লেখনী = হায়ারোগ্লিফিকস্

* মা = The goddess Ma

* স্ফিংক্স = মূর্তিবিশেষ, যার মাথা মানবীর আর দেহ সিংহীর ।

* এক সেসটারশিয়া = প্রায় আট হাজার ব্রিটিশ পাউন্ড

অনুবাদ

ক্লিওপেট্রা

মূল: হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড

রূপান্তর: সায়েম সোলায়মান

স্বপ্নে দেখল নবজাতক হারমাচিসের মা, তার ছেলে একদিন মিশরের রাজা হবে।
কথাটা কানে যাওয়ামাত্রই ছেলেটাকে হত্যা করতে সৈন্য পাঠালেন রাজা, কিন্তু দাই মা আটোয়ার কারণে বেঁচে গেল হারমাচিস। বড় হয়ে জানতে পারল সে, রাণী ক্লিওপেট্রা তার শত্রু, মিশরের শত্রু।
বছরের পর বছর কঠোর সাধনা করল সে, ক্লিওপেট্রার কবল থেকে সিংহাসন উদ্ধারের প্রস্তুতি নিল।
একরাতে রাণীকে খুন করার উদ্দেশ্যে খঞ্জর নিয়ে ঢুকল ক্লিওপেট্রার শয়নকক্ষে।
কিন্তু··· প্রেম, বিশ্বাসঘাতকতা আর তার পরিণতির এক অভূতপূর্ব কাহিনী। *Banglapdf.net*

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০